আমার আরবি বই আমার পথ সঙ্গী

১ম খণ্ড



RJV Prokashani
উম্মাহর বিভক্তিতে হৃদয় যন্ত্রণায় ভুগছেন তো?

আমার আরবি বই আমার পথ সঙ্গী

كِتَابِيَ الْعَرَبِيُّ رَفِيْقِيَ الطَّرِيْقِيُّ

১ম খণ্ড

তালিবুল ইলম নাঈম বিন হাবীব

طَالِبُ الْعِلْمِ نَعِيْمٌ ابْنُ حَبِيْبِ الرَّحْمَانِ



RJV Prokashani

উম্মাহর বিভক্তিতে হৃদয় যন্ত্রণায় ভুগছেন তো?

- এটি একটি আরবি ভাষা শিক্ষার বই।
- এই বইটি সকলের জন্যই।
- তবে, বিশেষভাবে প্রাথমিক ও জেনারেল শিক্ষার্থীদের জন্য।
- এই বইটি ঐ সকল শিক্ষার্থীদেরকে ভিন্ন এক পর্যায়ে নিয়ে যাবে, যারা মোটামুটি বা পুরাপুরি আরবি জানে।
- বইটি সহজ ভাষায় ও সহজ ব্যাখ্যায় উপস্থাপিত হয়েছে।
- বইটিতে তারকীবের সহজ উপস্থাপন রয়েছে।
- বইটি মোট ৩০ খণ্ডে রচিত, إِنْ شَاءَ اللّٰهُ ।
- এই খণ্ডটি আরবি ভাষা শিক্ষার **১৫-২৫% ভিত্তি** গঠন করবে, إِنْ شَاءَ اللّٰهُ ।
- মনোযোগ সহকারে প্রতিদিন ২ ঘন্টা করে পড়লে ও অনুশীলন করলে, ৯-২০ দিনের মধ্যেই এই খণ্ডটি শেষ হয়ে যাবে, إِنْ شَاءَ اللّٰهُ ।
- যারা নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করে না এবং নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর খোঁজে না, বইটি তাদের জন্য নয়; এক কথায় বইটি অলসদের জন্য নয়।

সাবধান

এই বই / পিডিএফটি লেখক কর্তৃক সম্পূর্ণ সংরক্ষিত।

এই বই / পিডিএফটির সকল প্রকার কপি করা সম্পূর্ণ নিষেধ।

এই বই / পিডিএফটির নজরে সানি হয়নি।

এই বই / পিডিএফটি অপূর্ণ ও পরিবর্তনশীল।

লেখক - তালিবুল ইলম নাঈম বিন হাবীব

কম্পিউটার কম্পোজ - নাঈম বিন হাবীব

প্রচ্ছদসহ সকল অংকন - নাঈম বিন হাবীব

মুদ্রণে ও প্রকাশনায় - RJV Prokashani (নাঈম বিন হাবীব)

বাঁধাইয়ে - RJV Prokashani (নাঈম বিন হাবীব)

এর অডিও-ভিডিও প্রকাশক - উম্মাহর প্রয়োজন - ইউটিউব চ্যানেল (নাঈম বিন হাবীব)

প্রথম প্রকাশ ২৭ রবীউস-সানী ১৪৪১ হিজরি (২৪/১২/২০১৯ ইং)

দ্বিতীয় প্রকাশ ২৬ সফর ১৪৪৫ হিজরি (১১/৯/২০২৩ ইং)

তৃতীয় প্রকাশ ১৮ রবীউস-সানী ১৪৪৫ হিজরি (২১/১০/২০২৪ ইং)

এই তৃতীয় প্রকাশে ব্যাপক সংযুক্ত, সংস্কৃত, সংশোধিত ও পরিমার্জিত হয়েছে।



রঙ্গিন বইয়ের মূল্য মাত্র ৪৬০ টাকা

সাদা-কালো বইয়ের মূল্য মাত্র ২৩০ টাকা

পিডিএফ বিনামূল্যে / মূল্যায়ন করতে পারো

কিছু আহবান ও সতর্কতা

সকলের প্রতি এই আহবান থাকবে যে, তারা যেন এই পিডিএফটি বেশির চেয়ে বেশি মানুষের সঙ্গে শেয়ার করেন, কেননা এই পিডিএফটি সকলের জন্যই একদম বিনামূল্যে; তবে যাদের সামর্থ্য রয়েছে, তাদের প্রতি আহবান থাকবে যে, তারা যেন লেখকের এই কষ্টকে কিছুটা হলেও মূল্যায়ন করেন, তবে এটা বাধ্যতামূলক নয়, বরং ঐচ্ছিক। আবার মূল্যায়ন করতে গিয়ে কেউ যেন দান-সদকা করার নিয়ত না করেন, কেননা লেখক এখন পর্যন্ত আল্ল-হর রহমতে কোনো প্রকার দান-সদকা পাওয়ার উপযোগী নন। আরও একটি আহবান থাকবে সেই সকল মানুষদের প্রতি, যারা অন্যের কন্টেন্ট চুরি করে নিজের নামে ছাপানোর কাজ করে থাকে ও তা বাজারজাত করে থাকে; আল্ল-হর ওয়াস্তে এই ধরণের ঘৃণ্য কাজ করা থেকে বিরত থাকার আহবান করছি, নয়ত আখিরাতে এর উচ্চ মূল্য দিতে হবে, إِنْ شَاءَ اللّٰهُ। অন্যায়ের পথ পরিহার করুন, কেননা পিডিএফ একদম বিনামূল্যে সংগ্রহ করতে পারছেন, সুতরাং দ্বিতীয় কোনো পথে হাঁটার প্রশ্নই আসে না। আর যদি এই পিডিএফের হার্ডকপি তথা বই সংগ্রহ করতে চান, তবে লেখকের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করুন। কেননা, লেখক ব্যক্তিগতভাবে ছাপিয়ে বই আকারে বাঁধাই করে কুরিয়ারে অর্থের বিনিময়ে ডেলিভারি দিয়ে থাকেন। অতঃপর, যারা এই বই বা পিডিএফের মাধ্যমে নিজের শিক্ষার্থীদেরকে পড়াতে চান, অডিও-ভিডিও তৈরি করতে চান ও তা অনলাইনে আপলোড করতে চান, বইয়ের কোন একটি অংশের ফটো তোলে বা পিডিএফের স্ক্রীনশট নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করতে চান, তবে তাদের জন্য এর অনুমতি দেওয়া হল; কিন্তু শর্ত হল তাতে কোনো ধরণের পরিবর্তন বা ইডিট করা যাবে না এবং সেই সাথে এই পিডিএফটির ডাউনলোড লিংকও শেয়ার করতে হবে। সবশেষে এটা আহবান করছি যে, ইচ্ছাকৃত বা অজান্তে বা বে-খেয়ালিতে বা উপস্থাপনের সীমাবদ্ধতা বা জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ইত্যাদিসব কারণে এই বইয়ে বা পিডিএফে ভুল থাকতেই পারে, তাই আপনি যদি এই বই/ পিডিএফে কোনো প্রকার ভুল পান বা এই বই/ পিডিএফের কোনো বিষয়ের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন, তবে প্রথমেই বিনা দ্বিধায় লেখকের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করার জোরালো আহবান রইল। কিন্তু কারও যদি নিন্দা করার নিয়ত থাকে, তবে তাকে বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দেওয়া হবে না إِنْ شَاءَ اللّٰهُ। আর এই বইটি ও পিডিএফটি যেহেতু অপূর্ণ ও পরিবর্তনশীল, তাই এর কন্টেন্ট, পৃষ্ঠা সংখ্যা ও মূল্যসহ সবকিছুই পরিবর্তনশীল।

আল্ল-হর কাছে লেখকের জন্য দোয়া করবেন বলে আশা রাখি।


لا إله إلا الله محمد رسول الله
তাওহীদ সবার আগে।

একটি নিয়ম

তুমি এই পিডিএফটিতে দুই ধরণের পৃষ্ঠা দেখতে পাবে; একটি কালো রঙের, আর একটি সবুজ রঙের।

অনুগ্রহপূর্বক পড়া অপূর্ণ রেখে সামনে অগ্রসর হবে না।	পৃষ্ঠা ০০০
অনুগ্রহপূর্বক পড়া অপূর্ণ রেখে সামনে অগ্রসর হবে না।	পৃষ্ঠা ০০০

এ উভয় রঙের পৃষ্ঠাই তোমাকে উত্তমভাবে আয়ত্ব, মুখস্থ ও অনুশীলন করতে হবে, কিন্তু সবুজ রঙের পৃষ্ঠাগুলোর আয়ত্ব, মুখস্থ ও অনুশীলন এমনভাবে করতে হবে যে, ভুলেও যেন তোমার ভুল না হয়!



অর্থ দিয়ে ঔষধ কিনতে পারবে ঠিকই,
কিন্তু সুস্থতা কিনতে পারবে না।

بِــــــــــسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْــــــــــمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ، وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا

وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَن يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَن يُّضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَن

لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ. أَمَّا بَعْدَ

فَــــــأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْــــــمِ

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ

নিঃসন্দেহে আল্ল-হর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য দীন হলো ইসলাম।

[সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৯]

ইসলাম হল একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থার নাম। আর আল্ল-হ সুবহানু ওয়া তা'আলা সূরা বাকারার ২০৮নং আয়াতে এই পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা ইসলামে পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ করার আদেশ করে বলেছেন,

يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ أٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ۖ وَ لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطَانِ ؕ إِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

হে মুমিনগণ! তোমরা ইসলামে পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না। নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

এই পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা ইসলামে প্রবেশ করা ব্যতীত যে আমাদের আর কোনো উপায়ও নেই, তাও আল্ল-হ সুবহানু ওয়া তা'আলা সূরা আলে ইমরানের ৮৫ নাম্বার আয়াতে বলে দিয়েছেন।

وَ مَن يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَن يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَ هُوَ فِي الْأٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

আর যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্যকিছুকে দীনরূপে তালাশ করবে, তার পক্ষ থেকে তা কিছুতেই গ্রহণ করা হবে না। আর সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

আর এই পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা ইসলামের সাথে ওতপ্রোতভাবে জরিয়ে আছে কোরআন ও হাদীস। কিন্তু এ উভয়টিই আমরা বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে লকড তথা তালাবদ্ধ। এই তালা খোলার জন্য প্রয়োজন আরবি ভাষা নামক চাবিকাঠি।



পবিত্র আল-কোরআনুল কারীম এবং পবিত্র আল-হাদীসুশ শারীফ তালাবদ্ধ।

তালা খোলতে চাবির প্রয়োজন। আর সেই চাবি হলো আরবি ভাষা নামক চাবি।

আরবি ভাষা শিক্ষা করা ফরজে কেফায়া।

কেন আরবি ভাষা শিক্ষা করবো?

আরবি ভাষা শিক্ষা করার অনেকগুলো কারণ রয়েছে। এর মধ্য থেকে **প্রথম কারণ**টা অবশ্যই পবিত্র কোরআন মাজীদকে বুঝতে পারা। মহান আল্ল-হ সুবহানু ওয়া তা'আলা পবিত্র কোরআনের যেখানে আরবি ভাষার কথা উল্লেখ করেছেন, সেখানে আরবি ভাষার মর্যাদা বর্ণনা করেননি, বরং এটা বুঝিয়েছেন যে, তোমাদের জানা-শোনা আরবি ভাষায় কোরআন নাযিল করেছি, যাতে করে তোমরা বুঝতে পারো। তিনি বলেছেন,

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

নিঃসন্দেহে আমি একে আরবি ভাষার কোরআনরূপে নাযিল করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পারো। (সূরা যুখরুফ ৪৩ : ৩)

অন্যান্য আসমানী কিতাবসমূহ স্ব স্ব নবীর মাতৃভাষায় নাযিল হয়েছে। কিন্তু ভাষাটা এখানে মূখ্য বিষয় নয়। বরং মূখ্য বিষয় হলো ওহী তথা বার্তা বা সংবাদ, যা মহান আল্ল-হ সুবহানু ওয়া তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে বোঝাতে চান। এজন্যই আরবিকে কোরআনের ভাষা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে, যেন আরববাসীরা তা বুঝতে সক্ষম হন। মহান আল্ল-হ সুবহানু ওয়া তা'আলা বলেছেন,

كَذٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرٰى وَ مَنْ حَوْلَهَا

এমনিভাবে আমি আপনার প্রতি আরবি ভাষার কোরআন নাযিল করেছি, যাতে আপনি মক্কা ও তার আশ-পাশের লোকদেরকে সতর্ক করেন।

(সূরা আশ-শুরা ৪২ : ৭)

আরবি ভাষা শিক্ষা করা কি কঠিন?

তাহলে প্রশ্ন আসে যে, অনারবরা অর্থাৎ যাদের ভাষা আরবি নয়, তারা কীভাবে কোরআন ও হাদীস বুঝবে?! উত্তর খুব সহজ, তাদেরকে আরবি ভাষা শিখতে হবে । আর এই কাজটা যেহেতু পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষকেই করতে হবে, সেজন্য মহান আল্ল-হ সুবহানু ওয়া তা'আলা কোরআন শিক্ষাকে সহজ করে দিয়েছেন। তিনি বারংবার পবিত্র কোরআন মাজীদে উল্লেখ করেছেন,

وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ

আমি কোরআনকে বোঝার জন্য সহজ করে দিয়েছি। (সূরা ক্বমার ৫৪ : ১৭)

قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيْ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ

এ কুরআন আরবি ভাষায়; যাতে কোনো বক্রতা নেই, যাতে তারা তাক্বওয়া অবলম্বন করতে পারে। (সূরা জুমার ৩৯ : ২৮)

অর্থাৎ, কোরআনকে শুদ্ধ আরবি ভাষাতে অবতীর্ণ করা হয়েছে, যে ভাষাতে কোনো বক্রতা, বঙ্কিমতা ও জটিলতা নেই তথা সুস্পষ্ট ভাষায় কোরআনকে অবতীর্ণ করা হয়েছে। যাতে মানুষ তাতে বর্ণিত শাস্তিসমূহকে ভয় করে এবং তাতে বর্ণিত প্রতিশ্রুতি অর্জন করার নিমিত্তে আমল করে।

কিন্তু অপর দিকে ধারণা করা হয় যে, ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে আরবি ভাষা হলো পৃথিবীর সবচেয়ে দ্বিতীয় কঠিন ভাষা। তাহলে এবার প্রশ্ন আসে : আরবি ভাষাটা সহজ নাকি কঠিন? উত্তর হলো : সালাত কোনো কষ্টের কাজ নয়, কিন্তু মুনাফিকদের জন্য তা অবশ্যই কষ্টের কাজ। আরবি ভাষাও সহজ ও সুস্পষ্ট, কিন্তু ইলমের হক্ক আদায় না করলে তো কঠিন ও অস্পষ্ট লাগবেই। আবার কোন একটা ভাষা কঠিন হতেই পারে, কিন্তু সেই ভাষায় রচিত কোন একটা বই উত্তম উপস্থাপনের কারণে সহজ ও বোধগম্য হয়ে উঠতে পারে। তাই না?

দ্বিতীয় কারণ, আরবি জানলে কোরআনের আয়াত বা হাদীস মুখস্থ করা ও করে রাখা অনেক সহজ হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ আমরা সূরা ক্বদরের নিম্নোক্ত আয়াত তিনটি লক্ষ্য করতে পারি যে,

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۱ وَ مَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۲ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۳

প্রথম আয়াতে “লাইলাতিল ক্বদরি” পরের আয়াতগুলোতে “লাইলাতুল ক্বদরি”। যারা আরবি জানেন না, তারা মনে রাখেন এইভাবে যে, প্রথমটাতে “লাইলাতিল” আর পরের দুইটাতে “লাইলাতুল”। এমনিভাবে কোরআনে কোথাও মু’মিনুন আবার কোথাও মু’মিনিন। সাধারণভাবে এগুলো মুখস্থ করে রাখা অনেক কষ্টসাধ্য, কিন্তু আরবি ভাষা জানা থাকলে বাক্যের গঠনই বলে দিবে কোথায় কী হবে।

একটি গল্প বলি?
গল্পটি আমার জীবনের একটি গল্প!

আমি যখন আরবি ভাষা জানি না, তখন আমি মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক সাহেব রচিত "প্রচলিত ভুল (বর্তমানে বইটির নাম 'এসব হাদীস নয়')" কিতাবখানা পড়েছিলাম। কিন্তু আপনি জানেন কি, কিতাবখানা পাঠ করে আমি কেমন ও কতটুকু বুঝেছিলাম? একটি উদাহরণ দেই, তবেই বুঝতে পারবেন যে, আমি কেমন বুঝেছিলাম! নিচের মাসআলাটি দেখুন,



> খাইরুল / শফীকুল
>
> এ ধরণের উচ্চারণ করা ভুল। সাধারণত খাইরুল ইসলাম ও শফীকুল ইসলাম থেকে সংক্ষেপ করে এভাবে বলা হয়। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, এখানে ال হলো দ্বিতীয় শব্দের অংশ। দ্বিতীয় শব্দ উচ্চারণ না করে শুধু ال উচ্চারণ করা অনর্থক। এ ধরণের আরও কিছু ভুল ব্যবহার- মারকাযুল, আশরাফুল, আব্দুল ইত্যাদি।

কি? অনেক সহজ না? কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তখন আমি এই সহজ বিষয়টিই বুঝতে সক্ষম হইনি! আপনিও যদি বিষয়টি বুঝতে সক্ষম না হয়ে থাকেন, তবে আপনাকে বুঝানোর একটি ক্ষুদ্র চেষ্টা করতে পারি! কী বলেন?

- মূলতঃ خَيْرُ الْإِسْلَامِ (খয়রুল ইসলাম / খাইরুল ইসলাম)
- এই নামটি দুইটি শব্দের সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে; خَيْرُ الْإِسْلَامِ (অর্থাৎ এই শব্দটি নীল ও লাল দু'টি শব্দের সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে!)

• কিন্তু আমরা যখন খাইরুল (خَيْرُ الْ) উচ্চারণ করি, তখন দ্বিতীয় শব্দটি পুরোপুরি উচ্চারণ না করে শুধুমাত্র তার আলিফ-লাম (ال) পর্যন্ত উচ্চারণ করি, যা অনর্থক।

• আফসোস! এই সহজ বিষয়টিই তখন আমি বুঝতে পারিনি। কিন্তু الحمد لله এখন, আমি নিজেও বুঝি এবং অন্যকেও বুঝাই! আর হ্যাঁ, বর্তমান বুঝের মাঝে অন্য রকম একটা শক্তিও রয়েছে। কেননা, নিশ্চয় বুঝে বুঝে পার্থক্য রয়েছে। শুকরিয়া, আমার জীবনের একটি গল্প পড়ার জন্য।

তৃতীয় কারণ, কোরআন ও হাদিসের উপস্থাপন সহজ ও প্রাণবন্ত হবে। ভাষার প্রয়োগ ও প্রকাশ সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারবে। আরবি না জানলে তোমাকে আলাদা আলাদা করে পুরো বাক্যের অর্থ না বুঝে মুখস্থ করতে হবে। সেক্ষেত্রে একদিকে যেমন দ্বিগুণ সময় ও শ্রম প্রয়োজন, তেমনি আয়াত বা হাদীসের শব্দে শব্দে বিচরণ করাও সম্ভব হবে না।

حَمْدٌ لِلّٰهِ - .... এমন অগণিত প্রশংসা, যা আল্ল-হর জন্য প্রতিষ্ঠিত।

لِلّٰهِ حَمْدٌ - আল্ল-হর জন্য অগণিত প্রশংসা প্রতিষ্ঠিত।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ - সমস্ত প্রশংসা আল্ল-হর জন্য প্রতিষ্ঠিত।

لِلّٰهِ الْحَمْدُ - সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্ল-হর জন্যই প্রতিষ্ঠিত।

দেখো, হামদ্ শব্দটি কখনও আলিফ-লাম ব্যতীত আবার কখনও আলিফ-লামযুক্ত, কখনও লিল্লাহ আগে এসেছে আবার কখনও পরে এসেছে। এতটুকুতেই অর্থের মাঝে কত! বিশাল বিশাল পার্থক্য, নিশ্চয় তুমি তা লক্ষ্য করছো।

চতুর্থ কারণ, কোরআনের অনেকগুলো অলৌকিকত্বের মধ্য থেকে অন্যতম একটা অলৌকিকত্ব হল তার ভাষা। যে অলৌকিকত্ব চোখ দিয়ে দেখা যায় না, বরং অন্তর দিয়ে দেখতে হয়। আরবি ভাষা বুঝা ব্যতীত এই অলৌকিকত্ব; এই আধ্যাত্মিকতা উপলব্ধি করা অসম্ভব। কোরআনের অলঙ্কার, ছন্দ ও তথ্যের উপস্থাপন এমন যে, মহান আল্ল-হ সুবহানু ওয়া তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর সৃষ্টিকে চ্যালেঞ্জ করে রেখেছেন যে, কেউই এর মত একটি সূরাও রচনা করতে পারবে না। মহান আল্ল-হ সুবহানু ওয়া তা'আলা বলেন,

وَ إِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّن مِّثْلِهِ

আর আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি, সে সম্পর্কে যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ থেকে থাকে, তাবে এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে আসো।

(সূরা বাকারা ২ : ২৩)

মানুষ ও জ্বীন উভয় জাতি মিলেও কোরআনের একটি ছোট্ট সূরাও রচনা করতে পারবে না। এমনকি অনেক সূরা এমনও রয়েছে যে, যেই সূরাটি তৈরিই হয়েছে একটি মাত্র বাক্য দিয়ে!? এর মাঝে কী! এমন গভীরতা আছে যে, যেখানে কেউই কোনদিনই পৌঁছতে পারবে না? এসব প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে তোমাকে অবশ্যই আরবি ভাষা শিখতে হবে। কেননা, নিশ্চয় এমন কিছু কাজ রয়েছে, যা না করলে বুঝা যায় না বা বুঝানো যায় না। তাই তখন আমরা বলি, আমি আমার ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না।

সবচেয়ে বড় কথা হল কোরআনের অনুবাদ কখনই আল্ল-হর কালাম নয়। একটা ভাষার অনুবাদ কখনই অনুবাদকৃত ভাষাকে পুরোপুরি ধারণ করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ একটি ইংরেজি কবিতার বাংলা অনুবাদ পড়ার পর যদিও কবিতাটির ভাবার্থ বুঝা যায়, কিন্তু কবিতাটির আসল রূপ, রস ও স্বাদ কখনই উপলব্ধি করা যায় না। আর কোরআনের রূপ, রস, স্বাদ ও মাহাত্ম্য তো অনন্য। সুতরাং তুমি যদি কোরআনের স্বাদ আস্বাদন করতে চাও, তবে তোমাকে অবশ্যই আরবি ভাষার এই সমুদ্রে ডুব দিতেই হবে।

সবকিছু বিবেচনায় আনার পর এককথায় এটা দাঁড়ায় যে, মহান আল্ল-হ সুবহানু ওয়া তা'আলার কালামকে পুরোপুরিভাবে অনুভব করতে হলে আরবি ভাষা শিক্ষা করার কোনো বিকল্প নেই।

• আরবি ভাষা শিক্ষা করা ফরজে কেফায়া।

• আরবি ভাষা শিক্ষা করা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব।

• আরবি ভাষা শিক্ষা করা দীনের অংশ ও দ্বীনের প্রতি শ্রদ্ধার প্রতীক।

• আরবি ভাষা কোরআনের ভাষা।

• আরবি ভাষা সুন্নাহর ভাষা।

• আরবি ভাষা আমাদের নবী ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষা।

• আরবি ভাষা দীনের প্রথম অনুসারীগণের ভাষা।

• সুস্পষ্টতায় আরবি ভাষা অনন্য। আরবি ভাষায় সহজে ও পুরোপুরিভাবে স্পষ্ট করে বর্ণনা করা যায়, যা অন্য ভাষায় সম্ভব নয়। আল্ল-হ সুবহানু ওয়া তা'আলা বলেছেন,

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ

'(অবতীর্ণ করা হয়েছে) সুস্পষ্ট আরবি ভাষায়।' (সূরা শুআরা : ১৯৫)

• মান ও মর্যাদায় আরবি ভাষা সকল ভাষার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

• আরবি ভাষাকে সমস্ত ভাষার জননী বলা হয়।

• আরবি ভাষা জানার পর ফিকহের মাসআলা খুব সহজেই বুঝে আসে।

• আরবি ভাষা শিক্ষা মনোযোগ বাড়ায়।

• আমাদরকে কোরআন আরবিতেই অধ্যয়ন করা উচিত। কেননা এটা আরবি।

বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা চিন্তাজগতের পরিধিকে বৃদ্ধি করে।

• আমি আমার কথাই বলি- আমি যখন আরবি ভাষা জানতাম না, তখন যতগুলো বই পড়েছি, সেসবগুলো বইই আমার কাছে ধোঁয়াশা ছিল, আবার কিছু তো একদম অন্ধকার ছিল। কিন্তু আরবি ভাষা শিক্ষা করার পর সেই ধোঁয়াশাগুলো কেটে গিয়েছে। আর অন্ধকারের মাঝে প্রভাতের আলো ফোঁটতে শুরু করেছে।

• আবরি ভাষা শুধুমাত্র একটি দীনের ভাষাই নয়, বরং এটি অনেক কিছুর মাঝে সেতু বন্ধন সৃষ্টি করে থাকে, যা আরবি ভাষা শিক্ষা না করে বুঝা প্রায় অসম্ভব।

• আমরা কি খেয়াল করিনি যে, একজন দায়িত্বশীল আলেমের শূণ্যতা আমাদেরকে পুরোপুরিভাবে অভিভাবক শূণ্য ও নিশ্চল করে দেয়? এটা কি এমনে এমনেই হয়ে যায়? এটার কি কোনো কারণ নেই? আর এর মানে এটাও দাঁড়ালো যে, দায়িত্ব দেওয়া ও নেওয়ার মত লোকের সংখ্যা নেই বললেই চলে! আমরা কি দায়িত্ব নেওয়ার মত যোগ্যতা অর্জন করবো না? আমরা আর কত কাল অলসতা ও উদাসীনতার চাদর মুড়িয়ে ঘুমিয়ে থাকবো? আমরা কি দায়িত্ব নিবো না? আমরা কি দায়িত্ব নেওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবো না? অথচ দায়িত্ব আমাদের মাথার উপরে সওয়ার!

• আমি যদি হিজরত করি! বা অন্য কেউ যদি হিজরত করে আসে! তাহলেও আমার বিভিন্ন ভাষা জানা জরুরী। বর্তমান সময়ে আমাদেরকে আরবি, বাংলা, উর্দূ, হিন্দি ও ইংরেজি ভাষা আয়ত্ব করা উচিত। আর এখন তো কারও কারও পশতু ভাষাও শিক্ষা করা উচিত, কেননা আফগানিস্তানের ভাষা পশতু।

• পৃথিবীতে আরবি ভাষায় কথা বলে প্রায় ৩৬ কোটি মানুষ।

• পৃথিবীতে বাংলা ভাষায় কথা বলে প্রায় ২১ কোটি মানুষ।

• পৃথিবীতে উর্দূ ভাষায় কথা বলে প্রায় ১০ কোটি মানুষ।

• পৃথিবীতে হিন্দি ভাষায় কথা বলে প্রায় ৫৭ কোটি মানুষ।

• পৃথিবীতে ইংরেজি ভাষায় কথা বলে প্রায় ১৪০ কোটি মানুষ।

• এই ভাষাগুলো জানলে অন্য আরও অনেক ভাষা খুব সহজেই বোধগম্য হবে।

• উর্দূ ভাষায় এমন ব্যাপক পরিমান শব্দ রয়েছে, যা আরবি ভাষা থেকে এসেছে এবং বেশ কিছু উর্দূ শব্দের সাথে বাংলা ভাষারও মিল রয়েছে। বাংলা তো আমরা জানিই, আর যদি আরবি ভাষাটা শিখে ফেলি, তবে আর কয়েকটা মাস উর্দূ পড়লে উর্দূ ভাষাও আমাদের আয়ত্বে এসে যাবে, ইনশা আল্লাহ।

• উর্দূর সাথে হিন্দির ব্যাপক মিল রয়েছে। আবার হিন্দিতেও এমন অনেক শব্দ রয়েছে, যার সাথে বাংলা ভাষার মিল রয়েছে। বাংলা ভাষা ও হিন্দি ভাষার উৎপত্তি ও ইতিহাসে মিল থাকার কারণে এমনটা হয়েছে।

• আর আমরা জেনারেল থেকে হই বা মাদ্রাসা থেকে হই, সে আর যেখান থেকেই হই না কেন, আমরা কম-বেশি ইংরেজি পড়েছি, উক্ত ভাষাগুলো শিক্ষার পর এই ইংরেজি ভাষাও আয়ত্ত্বে এসে যাবে, ইংশাাআল্লাহ।

• (আয়ত্বে এসে যাবে) এই কথাগুলো এমনে এমনেই বলছি না। আরবি ভাষা শিখলে বাকীগুলো সহজ হবেই, কেননা আরবি ভাষা সকল ভাষার মা। আর বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার ফলে চিন্তাজগতের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়াতে শুধু ভাষাই নয়, বরং জীবনের সকল ক্ষেত্রে এটি ব্যাপকভাবে সাহায্য করবে। তাহলে, **আজই, এখনই আরবি ভাষা শিক্ষা করা শুরু কর।**

আল্ল-হ সুবহানু ওয়া তা'আলা সূরা যুমার এর ৯ নাম্বার আয়াতে বলেন,

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান?

আল্ল-হ সুবহানু ওয়া তা'আলা সূরা মুজাদালা এর ১১ নাম্বার আয়াতে বলেন,

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্ল-হ তাদেরকে বহু মর্যাদায় উন্নত করবেন।

আল্ল-হ সুবহানু ওয়া তা'আলা সূরা ফাত্বির এর ২৮ নাম্বার আয়াত বলেন,

إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে আলেমগণই তাঁকে ভয় করে থাকে।

عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

মু'আবিয়াহ রদ্বিইয়াল্ল-হু 'আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, রসূলুল্ল-হ ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্ল-হ যার মঙ্গল চান, আল্ল-হ তাকে দীনি জ্ঞান দান করেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

যখন সূরা ত্বা-হা এর ১১৪ নাম্বার আয়াত দোয়া হিসেবে পড়ি,

وَ قُلْ رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا

আর বলুন, হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর।

তখন কি আমি পরোক্ষভাবে এই দোয়াই পড়ছি না? যে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে মূর্খ বানিও না, আমাকে মূর্খদের কাতারে শামিল করো না, আমাকে বহু মর্যাদায় উন্নত করো, আমাকে মুত্তাক্বী বানাও, আমাকে মঙ্গল দান করো, আমাকে দূরদর্শী বানাও, আমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাও, আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও ...। সুতরাং এই দোয়া কি আমাদের বেশি বেশি পড়া উচিত নয়?



১ম খণ্ড

প্রত্যেকটি খণ্ড বেশ কয়েকটি অধ্যায়
ও প্রত্যেকটি অধ্যায় বেশ কিছু পাঠ নিয়ে সংকলিত।

প্রত্যেকটি পাঠ উত্তমভাবে শেষ না করে
সামনে অগ্রসর না হওয়ার অনুরোধ রইল।

উত্তমভাবে শেষ হয়েছে বলে গণ্য তখনই হবে,
যখন অনুশীলন করতে করতে এমন হবে যে,
ভুলেও তোমার ভুল হচ্ছে না!

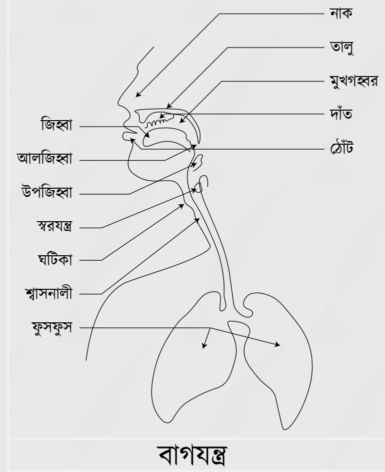
১ম খণ্ড
১ম অধ্যায়



অর্থ দিয়ে ঘড়ি কিনতে পারবে ঠিকই,
কিন্তু সময় কিনতে পারবে না।

পাঠ ০১ :

১. পাশের চিত্রটিতে বেশ কয়েকটি অঙ্গ চিহ্নিত করা রয়েছে। এমনি কিছু অঙ্গ ব্যবহার করে মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করে থাকে। এ ধরণের অঙ্গগুলোকে একসাথে বাগযন্ত্র বলা হয়।



বাগযন্ত্র

২. বাগযন্ত্রের দ্বারা উচ্চারিত অর্থবোধক ধ্বনির সাহায্যে মানুষের মনের ভাব প্রকাশ করার মাধ্যমকে ভাষা বলে।

- বাংলায় : ভাষা
- আরবিতে : اَللُّغَةُ / لُغَةٌ (লুগাতুন্ / আল্লুগাতু)
- উর্দূতে : زبان (য্যবাান্)
- ইংরেজিতে : Language

৩. বাগযন্ত্রের দ্বারা উচ্চারিত অর্থবোধক আরবি ধ্বনির সাহায্যে মানুষের মনের ভাব প্রকাশ করার মাধ্যমকে আরবি ভাষা বলে।

- বাংলায় : আরবি ভাষা
- আরবিতে : لُغَةٌ عَرَبِيَّةٌ / اَللُّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ (লুগাতুন্ আরবিয়্যাতুন্ / আল্লুগাতুল্ আরবিয়্যাতু)
- উর্দূতে : عربی زبان (অর্‌ বী য্যবান্)
- ইংরেজিতে : Arabic language

৪. ভাষার মূল উপাদান শব্দ।

হয়তো, আমরা সকলেই অবগত আছি যে, ভাষার মূল উপাদান হলো শব্দ। হউক সেই ভাষাটা বাংলা, আরবি, উর্দূ, পশতু, হিন্দি, ইংরেজি, ফারসি, মান্দেরিন; এককথায়, যেকোনো ভাষারই মূল উপাদান হলো শব্দ। গুগলের মতে বর্তমান (১-১-২৪) পৃথিবীতে ৭ হাজারেরও অধিক ভাষা রয়েছে। অর্থাৎ এই ৭ হাজার ভাষারই মূল উপাদান হলো শব্দ। শব্দকে আরবিতে كَلِمَةٌ বলা হয়।

- বাংলায় : শব্দ
- আরবিতে : كَلِمَةٌ (কালিমাতুন, কালিমাহ)
- উর্দূতে : کلمہ، لفظ (ল্যফ্ য্, কালিমা)
- ইংরেজিতে : Word

শব্দ/ كَلِمَةٌ/ কালিমা/ Word -এগুলোসব একই কথা।

৫. ভাষা শিক্ষায় শব্দার্থের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

আমরা লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবো যে, কোন একটি ভাষার নিয়ম-কানুন তেমন একটা না জানা সত্বেও শুধুমাত্র উক্ত ভাষার পর্যাপ্ত শব্দের অর্থ জানার কারণেই ভাষাটি আমরা বুঝে ফেলছি! হ্যাঁ... শুধুমাত্র শব্দের অর্থ জানার কারণেই আমরা ভাষার মূল ভাবটা বুঝতে সক্ষম হই।

তাহলে আমরা সহজেই অনুধাবন করতে পারছি যে, কোনো একটি নতুন ভাষা শিক্ষা করার ক্ষেত্রে শব্দের অর্থ শিক্ষা করা কত! গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। সুতরাং আরবি ভাষা শিক্ষা করার ক্ষেত্রেও আমাদেরকে প্রচুর পরিমাণে আরবি শব্দের অর্থ শিখতে হবে। শব্দের অর্থ তথা শব্দার্থকে আরবিতে مَعْنَى الْكَلِمَةِ বলা হয়।

- বাংলায় : শব্দের অর্থ / শব্দার্থ
- আরবিতে : مَعْنَى الْكَلِمَةِ (মা'নাল্ কালিমাতি, মা'নাল্ কালিমা)
- উর্দূতে : لفظ کے معنی (ল্যফয্ কে মা'না)
- ইংরেজিতে : Word meaning

শব্দের অর্থ/ শব্দার্থ/ مَعْنَى الْكَلِمَةِ/ ল্যফয্ কে মা'না/ Word meaning -এগুলোসব একই কথা।

গণিতের মত করেও বিভিন্ন বিষয়াদি আমরা চিন্তা করতে পারি, বুঝতে পারি এবং মস্তিষ্কে সাজিয়েও রাখতে পারি! যেমন :

• শব্দ + এর + অর্থ = কী?

শব্দ + এর + অর্থ

= শব্দের + অর্থ {যেহেতু, এ-তে এ-কার (ে); শব্দ + এর = শব্দের}

= শব্দের অর্থ

= শব্দার্থ

সুতরাং, শব্দ + এর + অর্থ = শব্দের অর্থ = শব্দার্থ।

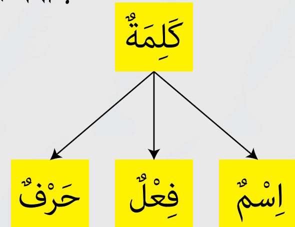
৬. পাঠ ১-এর উদ্দেশ্য কী?

পাঠ ১-এর উদ্দেশ্য হলো, ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে শব্দার্থের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করা। আর আশা করি আমরা এটা অনুধাবন করতে পারছি যে, ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে শব্দার্থের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। তাই এখন আমরা বেশকিছু আরবি শব্দার্থ শিখবো, إِنْ شَاءَ اللّٰهُ । তবে, শব্দার্থ শেখার আগে আমরা প্রথমেই এটা জেনে নিবো যে, আরবি ভাষায় তিন প্রকার كَلِمَةٌ রয়েছে। যথা :

১. اِسْمٌ

২. فِعْلٌ

৩. حَرْفٌ



পাঠ ০২ :

১. اِسْمٌ : যে শব্দ নিজের অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বনির্ভর এবং তিন কালের কোনো একটি কালও প্রকাশ করে না, তাকে اِسْمٌ (ইসিম) বলা হয়।

২. فِعْلٌ : যে শব্দ নিজের অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বনির্ভর এবং তিন কালের কোন একটি কাল প্রকাশ করে, তাকে فِعْلٌ (ফেয়েল) বলা হয়।

৩. حَرْفٌ : যে শব্দ পরিষ্কার রূপে নিজের অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বনির্ভর নয় বরং অন্য শব্দের উপর নির্ভরশীল, তাকে حَرْفٌ (হরফ) বলা হয়।

৪.

শব্দ (কালিমা)	নিজের অর্থ প্রকাশে স্বনির্ভর	অন্য শব্দের উপর নির্ভরশীল	তিন কালের কোন একটি কাল প্রকাশ করে
اسم	হ্যাঁ	না	না
فعل	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ
حرف	না	হ্যাঁ	না

৫.

শব্দ (কালিমা)	নিজের অর্থ প্রকাশে স্বনির্ভর	অন্য শব্দের উপর নির্ভরশীল	তিন কালের কোন একটি কাল প্রকাশ করে
اسمٌ	√	×	×
فعلٌ	√	×	√
حرفٌ	×	√	×

৬. • বাংলায় : সময়, কাল

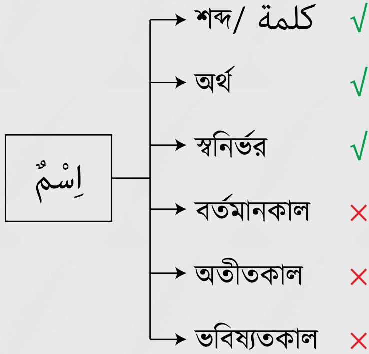
• আরবিতে : وَقْتٌ / اَلْوَقْتُ (ওয়াক্তুন্, আল্ওয়াক্তু)

• উর্দূতে : وقت (ওয়াক্ ত্)

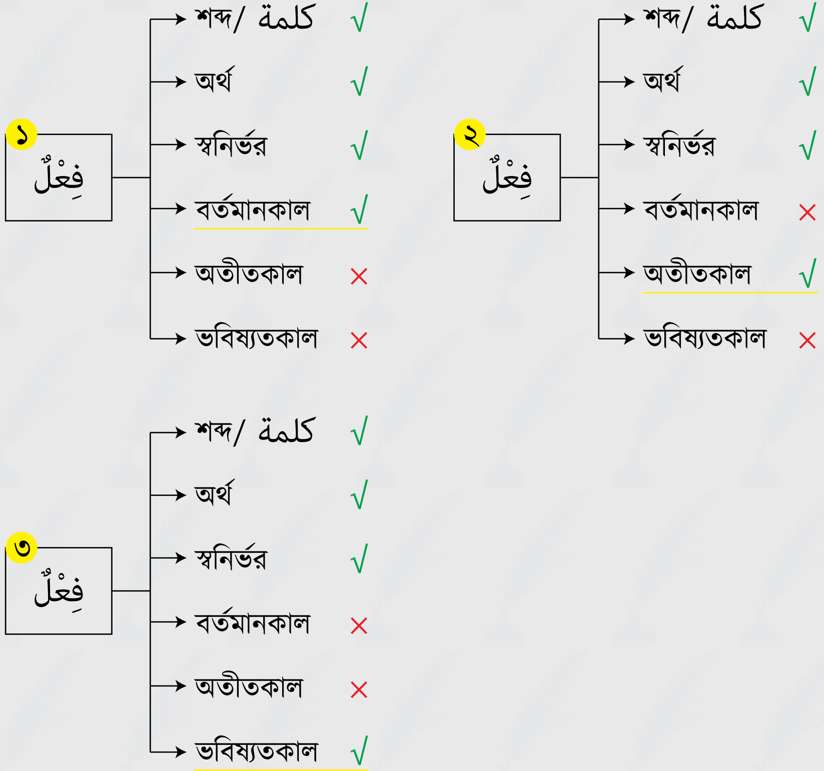
• ইংরেজিতে : Tense

৭. কাল তিন প্রকার। যথা : ১. বর্তমানকাল ২. অতীতকাল ও ৩. ভবিষ্যতকাল

৮. যে শব্দ নিজের অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বনির্ভর এবং তিন কালের কোনো একটি কালও প্রকাশ করে না, তাকে اِسْمٌ (ইসিম) বলা হয়।



৯. যে শব্দ নিজের অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বনির্ভর এবং তিন কালের কোন একটি কাল প্রকাশ করে, তাকে فِعْلٌ (ফেয়েল) বলা হয়।



কোন একটি فِعْلٌ তো আর একই সাথে তিনটি কালই প্রকাশ করতে পারবে না। তাই না? হয়তো বর্তমানকাল প্রকাশ করবে, না হয়তো অতীতকাল প্রকাশ করবে, আর নয়তো ভবিষ্যতকাল প্রকাশ করবে। মানে তিন কালের কোন একটি কাল প্রকাশ করবে। এজন্যই উপরে فِعْلٌ-এর তিনটি ভাগ দেখানো হয়েছে।

১০. যে শব্দ পরিষ্কার রূপে নিজের অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বনির্ভর নয় বরং অন্য শব্দের উপর নির্ভরশীল, তাকে حَرْفٌ (হরফ) বলা হয়।

حَرْفٌ
- শব্দ/ كلمة √
- অর্থ √
- স্বনির্ভর ×
- বর্তমানকাল ×
- অতীতকাল ×
- ভবিষ্যতকাল ×

সফলতার কোনো সংক্ষিপ্ত পন্থা নেই।

পাঠ ০৩ : আমরা এখন এমন কিছু শব্দ শিখবো, যেগুলো اِسْمٌ (ইসিম)।

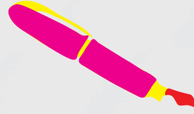
তোমাকে আবারও মনে করিয়ে দিতে চাই যে, ভাষার মূল উপাদান হলো শব্দ।

তাহলে চলো নীচের শব্দার্থগুলো শিখে নেই :



كُرْسِيٌّ

একটি চেয়ার



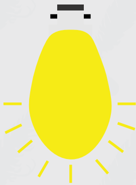
قَلَمٌ

একটি কলম



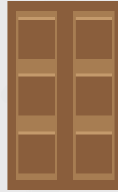
كِتَابٌ

একটি বই



مِصْبَاحٌ

একটি বাতি



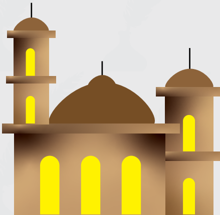
بَابٌ

একটি দরজা



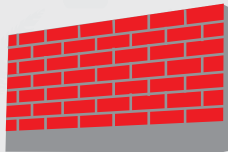
بَيْتٌ

একটি ঘর



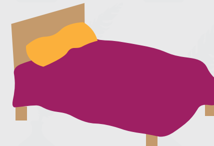
مَسْجِدٌ

একটি মসজিদ



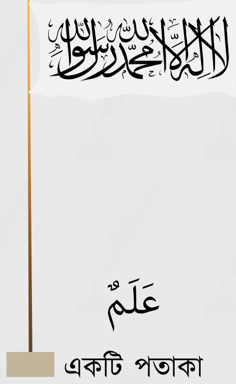
جِدَارٌ

একটি দেয়াল



سَرِيْرٌ

একটি খাট



عَلَمٌ

একটি পতাকা

সতর্কতা :

• শব্দের অর্থগুলো মুখস্থ করার সময় ওয়াক্বফ্ করবে না; অর্থাৎ কিতাাব্ বলে থেমে যাবে না, বরং তানবীনের উচ্চারণসহ কিতাাবুন্ পুরাপুরি উচ্চারণ করবে।

• কিতাাবুন্ শব্দের অর্থ হলো "একটি বই"। "একটি" শব্দটি বাদ দিয়ে শুধু "বই" মুখস্থ করবে না, বরং পুরোটা বলবে ও মুখস্থ করবে; তথা "একটি বই"।

كِتَابٌ	একটি বই
قَلَمٌ	একটি কলম
كُرْسِيٌّ	একটি চেয়ার
بَيْتٌ	একটি ঘর
بَابٌ	একটি দরজা
مِصْبَاحٌ	একটি বাতি
جِدَارٌ	একটি দেয়াল
سَرِيْرٌ	একটি খাট
مَسْجِدٌ	একটি মসজিদ
عَلَمٌ	একটি পতাকা

মুখস্থ করার নিয়ম :

যখনই যাই মুখস্থ করবে, তখনই (উদাহরণসরূপ ৩য় পাঠটি যেভাবে মুখস্থ করবে)

• প্রথমত, একটি-একটি শব্দ আলাদা-আলাদা করে মুখস্থ করবে, যেমনভাবে আমরা সাধারণত মুখস্থ করে থাকি।

• দ্বিতীয়ত, সবগুলো শব্দ দেখে-দেখে পর্যায়ক্রমে মুখস্থ করবে। পর্যায়ক্রমটি হলো ডান দিক থেকে ও নীচে-নীচে।

• তৃতীয়ত, সবগুলো শব্দ না দেখে পর্যায়ক্রমে মুখস্থ বলবে।

• চতুর্থত, সবগুলো শব্দ এক নিঃশ্বাসে ও না দেখে পর্যায়ক্রমে মুখস্থ বলবে।

• পঞ্চমত, সবগুলো শব্দ এক নিঃশ্বাসে ও না দেখে পর্যায়ক্রমে মুখস্থ বলবে এবং তা কমপক্ষে পাঁচ বার। মানে এক নিঃশ্বাসে সবগুলো শব্দ, তাও আবার পাঁচ বার।

এগুলো কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নয়, বরং এটি একটি উত্তম ও সফল পদ্ধতি মাত্র। তোমার মূল উদ্দেশ্য হলো শব্দগুলো উত্তমরূপে আয়ত্ব করা।

যেহেতু এই শব্দার্থগুলো তোমাকে মুখস্থ করতেই হবে, সেহেতু মুখস্থ করার প্রথম ধাপ- "একটি-একটি শব্দ আলাদা-আলাদা করে মুখস্থ করবে, যেমনভাবে আমরা সাধারণত মুখস্থ করে থাকি" بِسْمِ اللّٰهِ বলে শুরু করে দাও।

আর যখনই তোমার কাছে এমনটা মনে হবে যে, এক-এক করে সবগুলো শব্দ উত্তমরূপে মুখস্থ হয়ে গিয়েছে, তখনই কেবল সামনে অগ্রসর হয়ে দ্বিতীয় ধাপে যাবে। তাড়াহুড়া করো না, বরং হাঁটি-হাঁটি পায়ে অগ্রসর হও। খরগোশ আর কচ্ছপের কাহিনী শোনে থাকবেই হয়তো! তুমি কি তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছো? নাকি কাহিনী পড়েছো-শোনেছো আর উপভোগ করে উদাসীনই রয়ে গিয়েছো? সুতরাং তাড়াহুড়া করো না। তাড়াহুড়ায় হয়তো তুমি সফলকাম হবে না, হাঁপিয়ে উঠবে, ক্লান্ত হয়ে যাবে, পথ চলতে আর মন চাইবে না, থেমে যাবে তোমার আরবি ভাষা শিক্ষার এই পথ চলা।

ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেছেন, শোনো হে ভাই! ছয়টি গুণ ছাড়া কিছুতেই তুমি ইলম অর্জন করতে পারবে না। মেধা, আগ্রহ, সাধনা, (অল্প রিযিকে) সন্তুষ্টি, উস্তাদের সাহচর্য এবং সুদীর্ঘ সময় ব্যয়।

তোমাকে একটা প্রশ্ন করি! মনে করো, আমি যদি একটা পাথরের উপর একসাথে হাজার টন পানি ফেলে দেই, তবে কি পাথরটির মাঝে কোনো পরিবর্তন আসবে? উত্তর হলো, না! একসাথে হাজার টন পানি পাথরটির কিছুই করতে পারবে না। কিন্তু আমি যদি পাথরটির উপর এক-এক করে ফোঁটায়-ফোঁটায় পানি ফেলি, তবে ঠিকই একদিন পাথরটিতে গর্তের সৃষ্টি হবে!....... এই উদাহরণটির মাধ্যমে তুমি কী বুঝলে ও শিখলে?

একদিনে সব শিখে ফেলবো, যা কষ্ট করার একদিনেই করে ফেলবো -এমন কিছু মাথায় থেকে থাকলে তা এখনই ঝেঁড়ে ফেলে দাও। অনেকেরই নিয়ত থাকে যে, ছয় মাসের একটি কোর্স করবো আর এই ছয় মাসেই সব শিখে ফেলবো, যা কষ্ট করার এই ছয় মাসই করবো। আবারও লিখছি যে, এমন কিছু মাথায় থেকে থাকলে তা এখনই ঝেঁড়ে ফেল দাও। মনে রাখবে, নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে ফলও পাকে না। আরও মনে রাখবে, সফলতার কোনো সংক্ষিপ্ত পন্থা নেই। সংক্ষিপ্ত পন্থা নেই মানে নেই! একদমই নেই!

আমি যখন মাদ্রাসায় নতুন বা বলতে গেলে এই পথের একটা কোলের বাচ্চা, তখন আমার উস্তাদ আমাকে বেশ কয়েকটি উপদেশ দিয়েছিলেন। সে উপদেশগুলোর মধ্য থেকে একটি হলো এই, “দেখো আরবি ভাষাটা হলো এক প্রকার শিকলের মত। পর্যায়ক্রমে শিখতে হয়। যদি পর্যায়ক্রমতার মাঝে দুর্বলতা থেকে যায়, তবে তুমি সামনের পড়া আর বুঝবে না! এমনকি একটা সময় তুমি আরবি ভাষা পড়াই বাদ দিয়ে দিবে। কোরআন-হাদীস বুঝার এই পথটি থেকে ছিঁটকে পড়বে। সুতরাং খুব সাবধান এবং কোনো প্রকার দুর্বলতাকে সাথে নিয়ে সামনে অগ্রসর হবে না।”

আমিও আমার উস্তাদের সুরের সাথে সুর মিলিয়ে তোমাদেরকে বলতে চাই, অনুগ্রহপূর্বক খুব সাবধান এবং কোনো প্রকার দুর্বলতাকে সাথে নিয়ে সামনে অগ্রসর হবে না।



তুমি এই বইটি পড়তেছো আর বুঝতেছো এমন করে-করেও যদি সামনে অগ্রসর হও, তারপরও তুমি আরবি ভাষা শিখতে পারবে না, বরং তোমাকে পড়তে হবে, বুঝতে হবে, মুখস্থ করতে হবে, অনুশীলন করে ঠোঁটস্থ করতে হবে, তবেই কেবল তুমি আরবি ভাষা শিখতে পারবে, إِنْ شَاءَ اللّٰهُ। খালি বুঝলেও হবে না, আবার খালি মুখস্থ করলেও হবে না।

খালি পড়া	=	বুঝ
বুঝে-বুঝে পড়া	=	বুঝ
মুখস্থ করা	=	বুঝ
অনুশীলন করা	=	বুঝ
সময়ের অতিক্রম	=	বুঝ

তুমি পড়তেছো আর বুঝতেছো এটা এক প্রকার বুঝ। কিন্তু যখন মুখস্থ করবে, তখন এটা তোমার আরেক প্রকার বুঝ। আবার যখন বারংবার অনুশীলন করবে, তখন তোমার বুঝটা আরও বৃদ্ধি পাবে। আর তোমার এই বুঝগুলো তোমার মাথায় যত কাল অতিক্রম করবে, সেগুলো ততই বেশী পরিপক্ক হতে থাকবে, إِنْ شَاءَ اللّٰهُ। হে আমার ভাই! নিঃসন্দেহে বুঝে বুঝে পার্থক্য রয়েছে। সকলের বুঝ একই রকমের হয় না।

কিন্তু তুমি যদি দুর্বলতাকে সঙ্গী বানিয়ে নাও, তবে আরবি ভাষা শিক্ষা করা তোমার জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে যাবে। কোন রকমে কিছু দূর যাওয়ার পর মনে হবে- আরে! আমার তো কিছুই শিখা হলো না, আরে! পিছনের পড়াগুলো তো দেখি একদমই ভুলে গিয়েছি। এতাবস্থায় তোমার বার-বার মন চাইবে, পিছনে ফিরে এসে আবার নতুন করে পড়া শুরু করার, আরও এই ভাববে যে, এবার খুব ভালো করে মনোযোগ সহকারে পড়বো। কিন্তু তুমি এক ধোঁকার মায়াজালে ফেঁসে যাবে। এমন করতে করতে একদিন দেখবে আরবি ভাষা শিক্ষা করতে তোমার আর ভালো লাগছে না, ভাববে তোমার দ্বারা এটা সম্ভব নয়, দূরে সরে যাবে, ছিঁটকে যাবে কুরআন-হাদীসের ভাষা শিক্ষার এই পথ থেকে। সুতরাং দয়া করে দুর্বলতা রেখে বা দুর্বলতাকে সঙ্গী বানিয়ে অগ্রসর হয়ও না। আর তাড়াহুড়াও করো না।

হয়তো তুমি এই লিখগুলো পড়ার পর, এখন পড়া শুরু করারই মন হারিয়ে ফেলেছো! তবে সুসংবাদ গ্রহণ করো, তুমি যদি উত্তমরূপে দিক নির্দেশনা মেনে প্রথম পাঁচটি খণ্ড কষ্ট করে উত্তমরূপে শেষ করে ফেলতে পারো, তবে তোমার সামনে এক নতুন অনুভূতির জগতের দুয়ার খোলে যাবে, যে অনুভূতি তুমি কাউকে ভাষায় বলে বুঝাতে পারবে না, যে অনুভূতি তোমাকে আরবি ভাষা শিক্ষার সুদীর্ঘ পথে চলতে উদ্যমতা যোগাবে, إِنْ شَاءَ اللّٰهُ। আর প্রত্যেকটি খণ্ড শেষ করতে ৯ দিন থেকে ২০ দিন অনেক বেশীই যথেষ্ট!

তুমি যদি গল্প-কাহিনীর মাঝে হারিয়ে না গিয়ে প্রথম ধাপটি সম্পন্ন করে থাকো, তবে সামনে অগ্রসর হও। আর হ্যাঁ... অ, আ, ই, এ, উ, হুম..., তারপরে... ইত্যাদি করে-করে কোনো রকমে মুখস্থ করবে না। বরং মুখস্থ যেন মুখস্থের মতই হয়। মুখস্থ করার পর যখন না দেখে বলবে তখন কোন রকমে এক বার বলতে পারলেই মনে করবে না যে, হয়ে গিয়েছে! বরং এমনভাবে মুখস্থ করো, যাতে বলার সময় চিন্তা করতে না হয়। এই যেমন ধরো, আমরা যে বাংলা ভাষায় কথা বলি, আমরা কি ব্যাকরণের নিয়ম-কানুন বা শব্দ চিন্তা করে করে কথা বলি? নিশ্চয় না। সুতরাং তুমি যদি ভালো করে আরবি ভাষা আয়ত্ব করতে চাও, তবে তোমাকে অবশ্যই উত্তমতাকেই গ্রহণ করে নিতে হবে। কোন রকমের কথা মাথা থেকে একদমই ঝেঁড়ে ফেলতে হবে। একবার বা দু'বার নয়, বরং বারংবার চেষ্টা করবে ও বারংবার ক্লান্ত হবে।

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

সুতরাং নিশ্চয় কষ্টের সাথেই সুখ রয়েছে। নিশ্চয় কষ্টের সাথেই সুখ রয়েছে। (৯৪ : ৫,৬)

অনেকের আবার এমন অভ্যাস রয়েছে যে, তারা শুধুমাত্র চোখ দিয়ে, বোবার মত ও বিড়বিড় করে মুখস্থ করে! দয়া করে এমন মুখস্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকো না। বরং এমন আওয়াজ করে মুখস্থ করো, যাতে করে তোমার কান তোমার স্পষ্ট উচ্চারণগুলো স্পষ্ট করে শোনতে পারে। আবার এমন উচ্চ স্বরে পড়ো না, যাতে করে তুমি আশে-পাশের মানুষদের কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াও। সর্বদা আল্লাহকে ভয় করো, কেননা তাঁরই দিকে তোমাকে-আমাকে ফিরে যেতেই হবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই।

وَ اتَّقُوْا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও। (২ : ১৮৯)

إِنَّا لِلّٰهِ وَ إِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহরই জন্য এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনশীল। (২ : ১৫৬)

لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ

তিনি অতি অবশ্যই তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন একত্রিত করবেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই। (৪ : ৮৭)

তামরীন করার নিয়ম : শব্দটি হলো تَمْرِيْنٌ । এটি একটি আরবি শব্দ। تَمْرِيْنٌ শব্দটির অর্থ হলো **অনুশীলন করা**। অর্থাৎ উত্তমরূপে মুখস্থ করার পর বার-বার অনুশীলন করা। যেমন মনে করো, তুমি ৩য় পাঠের সবগুলো শব্দার্থ উত্তমরূপে মুখস্থ করে ফেলেছো, এখন তুমি তোমার বাসার কাউকে বলবে : আমাকে এই শব্দগুলো ধরো। (সবচেয়ে ভালো হয়, যদি তোমরা বাসায় কমপক্ষে তিনজন মিলে আরবি ভাষা শিক্ষা করা শুরু করো। তাহলে যেমন অনুশীলন হবে, তেমনই প্রতিযোগীতাও হবে আর পড়তেও বেশ আনন্দ লাগবে। এবং কোনো ঠুংকো অজুহাতে আরবি ভাষা শিক্ষা করা বন্ধ হয়ে যাবে না, إِنْ شَاءَ اللّٰهُ) অর্থাৎ বাসার মানুষ তোমাকে ধরবে : 'একটি বই', তখন তুমি উত্তর দিবে : كِتَابٌ .... এভাবে বাংলা থেকে আরবির تَمْرِيْنٌ চলতে থাকবে। তারপর আরবি থেকে বাংলার তামরীন করবে। অর্থাৎ বাসার মানুষ তোমাকে ধরবে : كِتَابٌ, তখন তুমি উত্তর দিবে : 'একটি বই'। মাদ্রাসায় পড়াকালে ৩য় পাঠের এই কয়টা শব্দই আমরা সারাদিন تَمْرِيْنٌ করেছিলাম।

আমার শিক্ষক বলেছিলেন, তিনটি কাজ করতে পারলে আরবি ভাষা শিক্ষা করা অনেক সহজ হয়ে যায়। আর সেই তিনটি কাজ হলো : تَمْرِيْنٌ، تَمْرِيْنٌ، تَمْرِيْنٌ। এটা শোনে আমরা সবাই হেঁসে দিয়েছিলাম এই জন্য যে, কেননা আমরা সবাই মনে মনে এটা বলছিলাম যে, উস্তাদ জ্বী! এটাই তো সবচেয়ে কঠিন কাজ। তবে আমার কাছে মনে হয়, সাতটি কাজ উত্তমরূপে সম্পন্ন করে-করে সামনের দিকে হাঁটি-হাঁটি পায়ে এগিয়ে গেলে আরবি ভাষা শিক্ষা করাটা আমাদের জন্য বেশ সহজ হয়ে যায় إِنْ شَاءَ اللّٰهُ ।

- এক - উত্তমরূপে বুঝা (মাঝে-মাঝে মুখস্থ আগে করতে হয়, তারপরে বুঝতে হয়)
- দুই - উত্তমরূপে মুখস্থ করা
- তিন - তামরীন করা
- চার - তামরীন করা
- পাঁচ - তামরীন করা
- ছয় - দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করা
- সাত - প্রচুর পরিমানে লিখা

যাই হউক, তোমাকে এমনভাবে মুখস্থ ও তামরীন করতে হবে, যাতে করে তুমি ভুলে গেলেও যেন ভুলে না যাও! **ভুলেও যেন ভুল না হয়!** মুখস্থ ও তামরীন ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি ভুলেও ভুল করবে না।

এই অংশটি বিশেষ মানুষদের জন্য :

كِتَابٌ : আমরা এই শব্দটিকে বাংলায় কিতাব বা কেতাব বলে ব্যবহার করে থাকি, যা তোমার না জানা থাকার কথা নয়। বাংলায় কিতাব শব্দটি বইয়ের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এভাবে তুমি এই কিতাব শব্দটি মনে রাখতে পারো বা মুখস্থ করতে পারো।

قَلَمٌ : এই শব্দটির উচ্চারণ তার বাংলা অর্থ কলম-এর সাথে বেশ মিল রয়েছে। ক্বলাম = কলম। এভাবে তুমি এই ক্বলাম শব্দটি মনে রাখতে পারো বা মুখস্থ করতে পারো।

كُرْسِيٌّ : তুমি হয়তো বা আয়াতুল কুরসি-এর কথা শোনে থাকবে। এভাবে তুমি এই কুরসি শব্দটি মনে রাখতে পারো বা মুখস্থ করতে পারো।

بَيْتٌ : তুমি হয়তো বা بَيْتُ اللّٰهِ (বাইতুল্লাাহ তথা আল্লাহর ঘর)-এর কথা শোনে বা পড়ে থাকবে। আবার অনেক মসজিদ-মাদ্রাসার নাম; যেমন - بَيْتُ النُّوْرِ (বাইতুন্নূর জামে মসজিদ), بَيْتُ السَّلَامِ (বাইতুস সালাম জামে মসজিদ) ... ইত্যাদি শোনে বা দেখে থাকবে। এভাবে তুমি এই বাইত শব্দটি মনে রাখতে পারো বা মুখস্থ করতে পারো।

بَابٌ : তুমি হয়তো বা بَابُ السَّلَامِ (বাবুস সালাম), بَابُ الْإِسْلَامِ (বাবুল ইসলাম)... ইত্যাদি শোনে থাকবে আবার অনেকের নামের মাঝেও "বাবুল" শব্দটি শোনে থাকবে। এভাবে তুমি এই বাব শব্দটি মনে রাখতে পারো বা মুখস্থ করতে পারো।

مِصْبَاحٌ : তুমি হয়তো বা صُبْحٌ صَادِقٌ (সুবহে সাদিক)-এর কথা শোনে ও পড়ে থাকবে। শব্দটি হলো صُبْحٌ। খেয়াল করো صُبْحٌ শব্দটিতে ص আছে, ب আছে, ح আছে। আবার مِصْبَاحٌ শব্দটিতেও ص আছে, ب আছে, ح আছে। صُبْحٌ শব্দের অর্থ হলো "ভোর"। ভোর বলতে আমরা আলোর সাথে সম্পর্কিত বিষয় বুঝি, তাই না? আবার مِصْبَاحٌ শব্দের অর্থ হলো "বাতি"; এটাও আলোর সাথে সম্পর্কিত একটা বিষয়। আশা করি, আমি তোমাকে صُبْحٌ ও مِصْبَاحٌ শব্দদু'টির মাঝে মিলটা কোথায় তা বুঝাতে পেরেছি। যাই হউক এভাবে তুমি এই মিছবাহ শব্দটি মনে রাখতে পারো বা মুখস্থ করতে পারো। আবার অনেকের নামও মিছবাহ বা মেছবাহ হয়। সুতরাং এভাবেও তুমি এই মিছবাহ শব্দটি মনে রাখতে পারো বা মুখস্থ করতে পারো।

جِدَارٌ : দুঃখিত! এটা নিয়ে আপাতত আমি তোমাকে কোনো কাহিনী বলতে পারছি না।

سَرِيْرٌ : দুঃখিত! এটা নিয়ে আপাতত আমি তোমাকে কোনো কাহিনী বলতে পারছি না।

مَسْجِدٌ : মসজিদ শব্দটি কেউ শোনেনি এমন হতেই পারে না, বিশেষ করে মুসলিম ভূ-খণ্ডগুলোতে। তারপরও সিজদাহ শব্দটি খেয়াল করো। মাথা অবনত করাকে সিজদাহ বলা হয়। শব্দটি হলো سِجْدَةٌ। দেখো سِجْدَةٌ শব্দটিতে س আছে, ج আছে ও د আছে। আবার مَسْجِدٌ শব্দটিতেও س আছে, ج আছে ও د আছে। তুমি কি জানো যে, **আভিধানিক অর্থে**, যে স্থানে سِجْدَةٌ করা হয়, সে স্থানকে مَسْجِدٌ বলা হয়? আর আমরা মসজিদ বলতে, যে নির্দিষ্ট ঘরকে বুঝি তা হলো **ইসলামি পারিভাষিক অর্থে**। যাই হউক এভাবে তুমি এই মাসজিদ শব্দটি মনে রাখতে পারো বা মুখস্থ করতে পারো।

عَلَمٌ : এটা নিয়ে আপাতত আমি তোমাকে কোনো কাহিনী বলতে পারছি না। তবে একটি পার্থক্য লক্ষ্য করো-

عَلَمٌ

- অর্থ - পতাকা
- 'আঈন্ হরফে ফাতহা (যবর)
- লাম্ হরফে ফাতহা (যবর)
- মীম্ হরফে তানবীন

عِلْمٌ

- অর্থ - জ্ঞান
- 'আঈন্ হরফে কাসরা (যের)
- লাম্ হরফে সুকূন (হরকত নেই)
- মীম্ হরফে তানবীন

উভয় ইসিমে একই হরফ। কিন্তু হরকত ভিন্ন। আশা করি পার্থক্যটি বুঝতে পেরেছো।

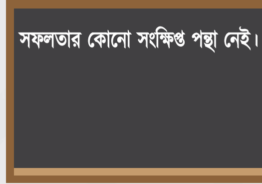
পাঠ ০৪ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ثُمَّ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ, ৩য় পাঠ থেকে তুমি বেশ কিছু مَعْنَى الْكَلِمَةِ তথা শব্দার্থ শিখেছো। এই ৪র্থ পাঠ থেকেও তুমি আরও বেশ কিছু مَعْنَى الْكَلِمَةِ তথা শব্দার্থ শিখবে, إِنْ شَاءَ اللّٰهُ । কেননা, আমি তোমাকে আবারও মনে করিয়ে দিতে চাই যে, যেকোন لُغَةٌ (ভাষা)-এর মূল উপাদানই হলো كَلِمَةٌ তথা শব্দ, সুতরাং তুমি যত বেশি শব্দার্থ শিখবে তোমার জন্য ততই উত্তম।

তাহলে চলো আমরা আরও এমন কিছু শব্দার্থ শিখে নেই, যেগুলোও ইসিম :



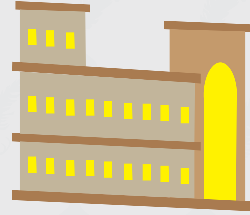
مِسْطَرَةٌ

একটি রুলার



سَبُّوْرَةٌ

একটি ব্ল্যাকবোর্ড



مَدْرَسَةٌ

একটি মাদ্রাসা,
একটি বিদ্যালয়



طَاوِلَةٌ

একটি টেবিল



كُرَّاسَةٌ

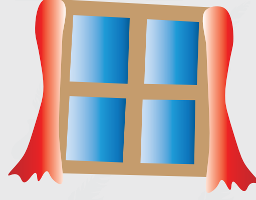
একটি খাতা



حَقِيْبَةٌ

একটি ব্যাগ





حُجْرَةٌ - غُرْفَةٌ

একটি কামরা/ একটি কক্ষ

نَافِذَةٌ

একটি জানালা

• غُرْفَةٌ - حُجْرَةٌ ; এখানে দুইটি শব্দ। حُجْرَةٌ একটি শব্দ এবং غُرْفَةٌ অন্য আর একটি শব্দ। আর দু'টি শব্দের অর্থ একই; "একটি কামরা, একটি কক্ষ"।

مَدْرَسَةٌ	একটি মাদ্রাসা	كُرَّاسَةٌ	একটি খাতা
سَبُّوْرَةٌ	একটি ব্ল্যাকবোর্ড	طَاوِلَةٌ	একটি টেবিল
مِسْطَرَةٌ	একটি রুলার	حُجْرَةٌ - غُرْفَةٌ	একটি কক্ষ
حَقِيْبَةٌ	একটি ব্যাগ	نَافِذَةٌ	একটি জানালা

• এই হলো চতুর্থ পাঠের শব্দসমূহ। শব্দগুলোও উত্তমরূপে মুখস্থ করো। আর হ্যাঁ... **মুখস্থ যেন মুখস্থের মতই হয়।**

চতুর্থ পাঠের শব্দার্থগুলো উত্তমরূপে মুখস্থ করার পর, উক্ত শব্দগুলো تَمْرِيْنٌ তথা অনুশীলন করবে। আর যদি তোমরা তিনজন মিলে تَمْرِيْنٌ করা শুরু করে থাকো, তবে তা তো খুবই ভালো। নয়তো যতদ্রুত সম্ভব কমপক্ষে তিনজনের একটি তামরীন করার দল তৈরি করো।



প্রথমে, ১ম জন ধরবে : একটি মাদ্রাসা।

২য় ও ৩য় জন উত্তর দিবে : مدرسةٌ । এমন করে বেশ কিছুক্ষণ চলবে।

তারপর, ২য় জন ধরবে : একটি মাদ্রাসা।

১ম ও ৩য় জন উত্তর দিবে : مدرسةٌ । এমন করে বেশ কিছুক্ষণ চলবে।

অতঃপর, ৩য় জন ধরবে : একটি মাদ্রাসা।

১ম ও ২য় জন উত্তর দিবে : مدرسةٌ । এমন করে বেশ কিছুক্ষণ চলবে।

বাংলা > আরবি || আরবি > বাংলা

এভাবে বেশ কিছুক্ষণ বাংলা থেকে আরবির تَمْرِيْنٌ করার পর অবশ্যই আরবি থেকে বাংলারও تَمْرِيْنٌ করবে। تَمْرِيْنٌ ততক্ষণ পর্যন্ত করবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি ভুলেও ভুল করবে না!

এই অংশটি বিশেষ মানুষদের জন্য :

مَدْرَسَةٌ : আমরা এই শব্দটিকে বাংলায় মাদ্রাসা বলে ব্যবহার করে থাকি, যা তোমার না-জানা থাকার কথা নয় (ক্বওমি মাদ্রাসা - আলিয়া মাদ্রাসা)। এভাবে তুমি এই মাদ্রাসা শব্দটি মনে রাখতে পারো বা মুখস্থ করতে পারো।

سَبُّوْرَةٌ، مِسْطَرَةٌ، حَقِيْبَةٌ، كُرَّاسَةٌ، طَاوِلَةٌ، غُرْفَةٌ : আপাতত এই ইসিমগুলো সম্পর্কে তোমাকে কিছু বলতে পারছি না, দুঃখিত।

حُجْرَةٌ : যদি দীনদ্বার উলামায়ে কেরামগণের সঙ্গে তোমার বেশ ভালো সম্পর্ক থেকে থাকে, তবে হয়তো বা হুজরা শব্দটি তুমি তাদের মুখ থেকে শোনে থাকবে। আর ট্রেইনের কেবিনকে কামরা বলা হয়। হয়তো বা কামরা শব্দটিও তুমি কোথাও না কোথাও শোনে থাকবে। যাই হউক, আগে থেকে যদি তোমার এগুলো জানা না থেকে থাকে, তবে এখন জেনে নাও। ভবিষ্যতে এগুলোর সাথে মিল রেখে তুমি আরও অনেক শব্দ আয়ত্ব করতে পারবে, إِنْ شَاءَ اللّٰهُ ।

نَافِظَةٌ : অনেক মেয়েদের নাম নাফিযা রাখা হয়। এভাবে তুমি এই নাফিযা শব্দটি মনে রাখতে পারো বা মুখস্থ করতে পারো।

পাঠ ০৫ :

তৃতীয় পাঠে যেসব ইসিম শিখেছো	চতুর্থ পাঠে যেসব ইসিম শিখেছো
كِتَابٌ، قَلَمٌ، كُرْسِيٌّ، بَيْتٌ بَابٌ، مِصْبَاحٌ، جِدَارٌ سَرِيْرٌ، مَسْجِدٌ، عَلَمٌ	مَدْرَسَةٌ، سَبُّوْرَةٌ، مِسْطَرَةٌ حَقِيْبَةٌ، كُرَّاسَةٌ، طَاوِلَةٌ حُجْرَةٌ، غُرْفَةٌ، نَافِذَةٌ

• প্রথমেই আমি তোমাকে পুনরায় এটা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, তুমি এ পর্যন্ত যতগুলো শব্দ আয়ত্ব করেছো, সেসবগুলোই اِسْمٌ; অর্থাৎ ৩য় ও ৪র্থ পাঠের সকল শব্দই اِسْمٌ। অতঃপর খেয়াল করো-

• ৪র্থ পাঠের সবগুলো ইসিমের শেষে গোল তা (ة) রয়েছে, যা উপরের বক্সে লাল রঙে চিহ্নিতও রয়েছে।

• ৩য় পাঠের কোনো একটি ইসিমের শেষেও গোল তা (ة) নেই।

• বি.দ্র. আমি তোমাকে লম্বা তা (ت)-এর কথা বলছি না, বরং শুধুমাত্র গোল তা (ة)-এর কথাই বলছি। অর্থাৎ بَيْتٌ-এর শেষের লম্বা তা (ت)-এর কথা বলছি না, বরং শুধুমাত্র গোল তা (ة)-এর কথাই বলছি, যে গোল তা (ة) ৪র্থ পাঠের প্রত্যেকটা ইসিমের শেষে রয়েছে।

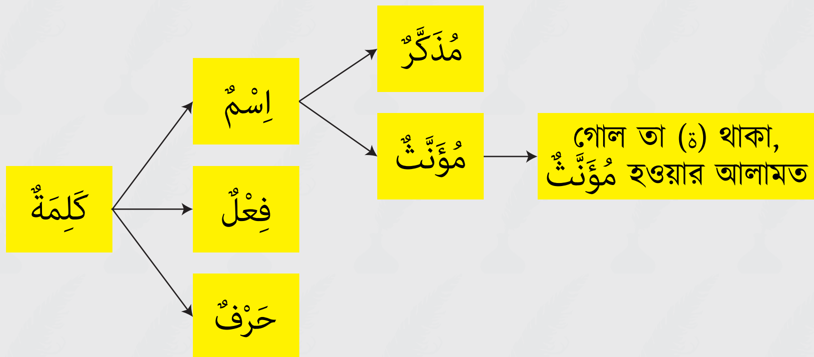
• বি.দ্র. আমি তোমাকে ইসিমের কথা বলছি এবং ইসিমের শেষে গোল তা (ة) থাকা - না থাকার কথা বলছি।

• আরবিতে যেসব ইসিমের শেষে গোল তা (ة) থাকে, সেসব ইসিম স্ত্রীবাচক ইসিম। স্ত্রীবাচক ইসিমকে مُؤَنَّثٌ (মুআন্নাচুন) বলা হয়।

• আরবিতে যেসব ইসিমের শেষে গোল তা (ة) থাকে না, সেসব ইসিম সাধারণত পুরুষবাচক ইসিম। পুরুষবাচক ইসিমকে مُذَكَّرٌ (মুযাক্কারুন) বলা হয়।

সুতরাং আমরা বলতে পারি যে,

- কোন একটি ইসিমের শেষে গোল তা (ة) থাকলে ইসিমটি مُؤَنَّثٌ, আর ইসিমটির শেষে গোল তা (ة) না থাকলে ইসিমটি সাধারণত مُذَكَّرٌ ।
- ইসিমের শেষে গোল তা (ة) থাকা, ইসিমের مُؤَنَّثٌ হওয়ার আলামত।
- ইসিমের শেষে গোল তা (ة) না থাকা, সাধারণত ইসিমের مُذَكَّرٌ হওয়ার আলামত।
- اِسْمٌ-এর শেষে গোল তা (ة) থাকা ও না থাকার উপর ভিত্তি করে اِسْمٌ দুই প্রকার। যথাঃ এক. مُذَكَّرٌ ও দুই. مُؤَنَّثٌ।
- তার মানে, গোল তা (ة)-এর সম্পর্ক হলো اِسْمٌ-এর সাথে। যখনই কোনো শব্দের শেষে গোল তা (ة) দেখবে, তখন সেই শব্দটিকে চোখ বন্ধ করে اِسْمٌ বলে দিবে। কেননা, গোল তা (ة) থাকা, مُؤَنَّثٌ হওয়ার আলামত; আর مُؤَنَّثٌ হলো اِسْمٌ-এর লিঙ্গের একটি প্রকার। মনে রেখো যে, লিঙ্গ হিসেবে اِسْمٌ দুই প্রকার। যথাঃ এক. مُذَكَّرٌ ও দুই. مُؤَنَّثٌ।



• গোল তা (ة) থাকা, مُؤَنَّثٌ হওয়ার আলামত; আর مُؤَنَّثٌ হলো اِسْمٌ-এর একটি প্রকার। সুতরাং গোল তা (ة)-এর সম্পর্ক কেবল كَلِمَةٌ-এর اِسْمٌ-এর সাথেই।

• "গোল তা (ة)-এর সম্পর্ক ইসিমের সাথে" এটা একদম স্থির কথা। এছাড়া ভিন্ন কিছু হতেই পারে না। সুতরাং তোমাকে জোর দিয়েই বলতে হবে যে, "গোল তা (ة)-এর সম্পর্ক اِسْمٌ-এর সাথেই"।

• আমরা জেনেছি যে, "কোন একটি ইসিমের শেষে গোল তা (ة) না থাকা, সাধারণত ইসিমটির مُذَكَّرٌ হওয়ার আলামত"। এখানে যেহেতু "সাধারণত" শব্দটি উল্লেখ রয়েছে, সেহেতু "**ইসিমের শেষে গোল তা (ة) না থাকা**" ইসিমটি শুধুমাত্র مُذَكَّرٌ হওয়ারই আলামত নয়, বরং ভিন্ন কিছুও হতে পারে।

• مُذَكَّرٌ ও مُؤَنَّثٌ কালিমার فِعْلٌ ও حَرْفٌ-এর আলোচ্য বিষয় কখনও হতে পারবে না। যদি কখন প্রয়োজন হয়, তবে উক্ত فِعْلٌ ও حَرْفٌ-কে اِسْمٌ হিসেবেই পরিগণিত করা হবে। তারপরও فِعْلٌ ও حَرْفٌ-এর সাথে مُذَكَّرٌ ও مُؤَنَّثٌ-এর কোনো সম্পর্ক হতে পারবে না, বরং مُذَكَّرٌ ও مُؤَنَّثٌ-এর সম্পর্ক শুধুমাত্র كَلِمَةٌ-এর اِسْمٌ-এর সাথেই।

كِتَابٌ	একটি বই	مِصْبَاحٌ	একটি বাতি
قَلَمٌ	একটি কলম	جِدَارٌ	একটি দেয়াল
كُرْسِيٌّ	একটি চেয়ার	سَرِيْرٌ	একটি খাট
بَيْتٌ	একটি ঘর	مَسْجِدٌ	একটি মসজিদ
بَابٌ	একটি দরজা	عَلَمٌ	একটি পতাকা

مَدْرَسَةٌ	একটি মাদ্রাসা	كُرَّاسَةٌ	একটি খাতা
سَبُّوْرَةٌ	একটি ব্ল্যাকবোর্ড	طَاوِلَةٌ	একটি টেবিল
مِسْطَرَةٌ	একটি রুলার	حُجْرَةٌ - غُرْفَةٌ	একটি কক্ষ
حَقِيْبَةٌ	একটি ব্যাগ	نَافِذَةٌ	একটি জানালা

• এই শব্দগুলো আবার تَمْرِيْنٌ করো, কিন্তু এবার একটু ভিন্নভাবে। যেমন, তামরীন করার সময় যখন তুমি "একটি বই" ধরবে, তখন তোমার মাথায় এটা থাকতে হবে যে, তুমি যে শব্দটি ধরছো, সেটি একটি اِسْمٌ হওয়ার সাথে-সাথে مُذَكَّرٌ-ও বটে। আর যে كِتَابٌ বলে উত্তর দিবে, তার মাথায়ও এটা থাকবে হবে যে, সে যে শব্দটি বলছে, সেটি একটি اِسْمٌ হওয়ার সাথে-সাথে مُذَكَّرٌ-ও। কেননা, كِتَابٌ ইসিমটির শেষে গোল তা (ة) নেই। আর ইসিমের শেষে গোল তা (ة) না থাকা, সাধারণত ইসিমটির مُذَكَّرٌ হওয়ার আলামত।

• ঠিক এমনটা مُؤَنَّثٌ-এর ক্ষেত্রেও। যেমন, তামরীন করার সময় যখন তুমি "একটি মাদ্রাসা" ধরবে, তখন তোমার মাথায় এটা থাকতে হবে যে, তুমি যে শব্দটি ধরছো, সেটি একটি اِسْمٌ হওয়ার সাথে-সাথে مُؤَنَّثٌ-ও বটে। আর যে مَدْرَسَةٌ বলে উত্তর দিবে, তার মাথায়ও এটা থাকবে হবে যে, সে যে শব্দটি বলছে, সেটি একটি اِسْمٌ হওয়ার সাথে-সাথে مُؤَنَّثٌ-ও। কেননা, مَدْرَسَةٌ ইসিমটির শেষে গোল তা (ة) রয়েছে। আর কোন একটি ইসিমের শেষে গোল তা (ة) থাকা, ইসিমটির مُؤَنَّثٌ হওয়ার আলামত।

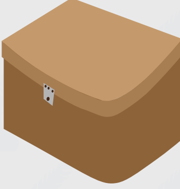
• এভাবে বেশ কিছুক্ষণ تَمْرِيْنٌ করো।

• مُذَكَّرٌ ও مُؤَنَّثٌ-এর ইসিমগুলো আলাদা - আলাদাভাবে تَمْرِيْنٌ তো আগেই করেছো। তারপরও مُذَكَّرٌ ও مُؤَنَّثٌ-এর ইসিমগুলো আবার আলাদা - আলাদাভাবে تَمْرِيْنٌ করো।

• আলাদা - আলাদাভাবে উত্তমরূপে تَمْرِيْنٌ করার পর مُذَكَّرٌ ও مُؤَنَّثٌ-এর ইসিমগুলো মিশ্রণ করে تَمْرِيْنٌ করো।

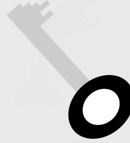
• تَمْرِيْنٌ করার পর আবার নতুন করে تَمْرِيْنٌ করো। আপাতত ৫ম খণ্ড পর্যন্ত تَمْرِيْنٌ-এর পরিমানটা একটু বেশীই করতে হবে। কেননা, এটা তোমার ভিত্তি। একটি বিল্ডিংয়ের ভিত্তি যত বেশী মজবুত হবে, সেই বিল্ডিংটি তত বেশী মজবুত ও টেকসই হবে, إِنْ شَاءَ اللّٰهُ।

পাঠ ০৬ : এবার তুমিই নীচের ইসিমগুলো থেকে বের করো যে, কোন্ ইসিমগুলো مُذَكَّرٌ ইসিম, আর কোন্ ইসিমগুলো مُؤَنَّثٌ ইসিম।



صُنْدُوْقٌ

একটি বাক্স



مِفْتَاحٌ

একটি চাবি



قُفْلٌ

একটি তালা



نَظَّارَةٌ

একটি চশমা



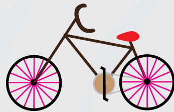
مِظَلَّةٌ

একটি ছাতা



سَاعَةٌ

একটি ঘড়ি



دَرَّاجَةٌ

একটি সাইকেল



سَيَّارَةٌ

একটি কার

قُفْلٌ	একটি তালা	مِظَلَّةٌ	একটি ছাতা
مِفْتَاحٌ	একটি চাবি	نَظَّارَةٌ	একটি চশমা
صُنْدُوْقٌ	একটি বাক্স	سَيَّارَةٌ	একটি কার
سَاعَةٌ	একটি ঘড়ি	دَرَّاجَةٌ	একটি সাইকেল

• এই হলো ষষ্ঠ পাঠের ইসিমসমূহ। এগুলো মুখস্থ করো ও তামরীন করো। আর কীভাবে যে মুখস্থ ও তামরীন করতে হয়, তা নিশ্চয় তোমাকে আবার নতুন করে বলে দিতে হবে না!

• আর হ্যাঁ... এখন থেকে, যখন মুখস্থ ও তামরীন করবে, তখন مذكر ও مؤنث-এর বিষয়গুলোও খেয়ালে রাখবে।

• নীচের কর্মটি ঠিক চিহ্নের মাধ্যমে পুরা করো।

قُفْلٌ	☑ مذكر	☐ مؤنث
مِفْتَاحٌ	☐ مذكر	☐ مؤنث
صُنْدُوْقٌ	☐ مذكر	☐ مؤنث
سَاعَةٌ	☐ مذكر	☐ مؤنث
مِظَلَّةٌ	☐ مذكر	☐ مؤنث
نَظَّارَةٌ	☐ مذكر	☐ مؤنث
سَيَّارَةٌ	☐ مذكر	☐ مؤنث
دَرَّاجَةٌ	☐ مذكر	☑ مؤنث

এই অংশটি বিশেষ মানুষদের জন্য :

قُفْلٌ : আপাতত এটা সম্পর্কে তোমাকে কিছু বলতে পারছি না।

مِفْتَاحٌ : • তুমি হয়তো বা اَلْوُضُوْءُ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ (অর্থ - অজু সালাতের চাবিকাঠি)-এমন কিছু শোনে থাকবে। এভাবে তুমি এই বাক্যটি থেকে মিফতাহ শব্দটি মনে রাখতে পারো বা মুখস্থ করতে পারো।

• আবার তুমি হয়তো বা فَتْحُ مَكَّةَ (ফাতহে মক্কা) -এমন কিছু শোনে থাকবে। শব্দটি হলো فَتْحٌ। فَتْحٌ শব্দের অর্থ হলো "খোলা, জয় করা"। আর فَتْحُ مَكَّةَ (ফাতহে মক্কা)'র অর্থ হলো "মক্কাকে খোলা" বা "মক্কাকে জয় করা" তথা "মক্কা বিজয়"। খোলতে পারা মানেই তো জয় করা, তাই না?

যাই হউক এবার খেয়াল করো, فَتْحٌ শব্দটিতে ف আছে, ت আছে ও ح আছে। এমনিভাবে مِفْتَاحٌ শব্দটিতেও ف আছে, ت আছে ও ح আছে। মজার বিষয় হলো, فَتْحٌ অর্থ খোলা, আর مِفْتَاحٌ অর্থ চাবি। আর চাবি দিয়ে খোলার কাজই করা হয়! এভাবে তুমি এই মিফতাহ শব্দটি মনে রাখতে পারো বা মুখস্থ করতে পারো।

• আবার তুমি হয়তো বা فَاتِحٌ (ফাতেহ) নামে কোন না কোন ব্যক্তির নাম শোনে থাকবে বা পড়ে থাকবে। দেখো, فَاتِحٌ শব্দটিতে ف আছে, ت আছে ও ح আছে । এমনিভাবে مِفْتَاحٌ শব্দটিতেও ف আছে, ت আছে ও ح আছে। এভাবেও তুমি এই মিফতাহ শব্দটি মনে রাখতে বা মুখস্থ করতে পারো।

مِفْتَاحٌ || فَتْحٌ || فَاتِحٌ

আশা করি, তুমি এই বিষয়গুলো বুঝতে পেরেছো। এই বিষয়গুলো অবলোকন করো এবং এদের পরস্পরের মাঝের মিলগুলোও প্রত্যক্ষ করো। কেননা, ভবিষ্যতে এই বিষয়গুলো তোমাকে অনেক সাহায্য করবে।

صُنْدُوْقٌ : এই শব্দটির উচ্চারণ বাংলা সিন্দুক বা সৌন্দুক-এর সাথে বেশ মিল রয়েছে। ছুংদূক্ব = সিন্দুক। এভাবে এই ছুংদূক্ব শব্দটি মনে রাখতে পারো বা মুখস্থ করতে পারো।

سَاعَةٌ : তুমি হয়তো বা কোরআনের এই আয়াতখানা শোনে থাকবে যে,

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَ انْشَقَّ الْقَمَرُ

কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে এবং চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে। (সূরা কামার ৫৪ : ১)

দেখো, এই আয়াতে اَلسَّاعَةُ শব্দটি রয়েছে। এই আয়াতে اَلسَّاعَةُ-এর অর্থ হলো কিয়ামত*। سَاعَةٌ-এর বেশ কয়েকটি অর্থ রয়েছে। যেমন : ঘড়ি, ঘন্টা, সময়, কিয়ামত (যখন سَاعَةٌ-এর সামনে আলিফ লাম যুক্ত তথা اَلسَّاعَةُ হয়, তখন এর অর্থ “কিয়ামত”-ও হয়। * اَلسَّاعَةُ-এর অর্থ কিয়ামত। এটা নিয়ে সামনে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে, إِنْ شَاءَ اللّٰهُ । সুতরাং অপেক্ষা করো।)। এভাবে তুমি এই সা’আহ শব্দটি মনে রাখতে পারো বা মুখস্থ করতে পারো।

نَظَّارَةٌ :

• তুমি যদি نَظَّارَةٌ থেকে এর مؤنث-এর আলামত তথা গোল তা (ة)-টিকে ফেলে দাও, তবে نظار হয়। আর نظار-এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো نَظْرٌ (নযর)। এই নযর শব্দটির সাথে কি তুমি বেশ পরিচিত নও? "নযর লেগেছে", "নযর দিস্ না, পেট ব্যথা করবে"... ইত্যাদিসব বাক্যের সাথে তোমার পরিচয় আছেই হয়তো বা। যাই হউক نَظْرٌ মানে হলো "দেখা, তাকানো"। আর মজার বিষয় হলো نَظَّارَةٌ তথা চশমা দিয়েও কিন্তু আমরা দেখা বা তাকানোর কাজই করে থাকি। نَظْرٌ ও نَظَّارَةٌ উভয় শব্দেই ن আছে, ظ আছে ও ر আছে। এভাবে তুমি এই নায্ য-রহ শব্দটি মনে রাখতে পারো বা মুখস্থ করতে পারো।

• আবার তুমি হয়তো বা حَاضِرٌ وَ نَاظِرٌ (হাযের-নাযের; حَاضِرٌ অর্থ উপস্থিত, আর نَاظِرٌ অর্থ দেখনেওয়ালা, দর্শক, পরিদর্শক, পর্যবেক্ষক... ইত্যাদি) -এমন কিছু কারও না কারও মুখ থেকে বা কোথাও না কোথাও শোনে থাকবে। খেয়াল করো, نَاظِرٌ ও نَظَّارَةٌ উভয় শব্দেই ن আছে, ظ আছে ও ر আছে। এভাবেও তুমি এই নায্ য-রহ শব্দটি মনে রাখতে পারো বা মুখস্থ করতে পারো।

نَظَّارَةٌ || نَظْرٌ || نَاظِرٌ

এই বিষয়গুলো তুমি খুব ভালো করে অবলোকন করো এবং এদের পরস্পরের মাঝের মিলগুলোও প্রত্যক্ষ করো। কেননা, ভবিষ্যতে এই বিষয়গুলো তোমাকে অনেক সাহায্য করবে।

مِظَلَّةٌ، سَيَّارَةٌ، دَرَّاجَةٌ : দুঃখিত! আপাতত এই ইসিমগুলো সম্পর্কে তোমাকে কিছু বলতে পারছি না।

ধারণা করা হয়, ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে
আরবি ভাষা হলো দ্বিতীয় সবচেয়ে কঠিন ভাষা।

পাঠ ০৭ : এই পাঠ থেকে তুমি বেশ কয়েকটি জরুরী বিষয় সম্পর্কে জানতে পারবে। বিষয়গুলো জানো, বুঝো এবং মুখস্থ করো।

ـُـ ضَمَّةٌ

- এই (ُ) চিহ্নটি হলো পেশ। পেশকে আরবিতে ضَمَّةٌ বলা হয়।

ـَـ فَتْحَةٌ

- এই (َ) চিহ্নটি হলো যবর। যবরকে আরবিতে فَتْحَةٌ বলা হয়।

ـِـ كَسْرَةٌ

- এই (ِ) চিহ্নটি হলো যের। যেরকে আরবিতে كَسْرَةٌ বলা হয়।

• ضَمَّةٌ ،فَتْحَةٌ ও كَسْرَةٌ-কে حَرَكَةٌ বলা হয়। অর্থাৎ حَرَكَةٌ'র সংখ্যা ৩টি।

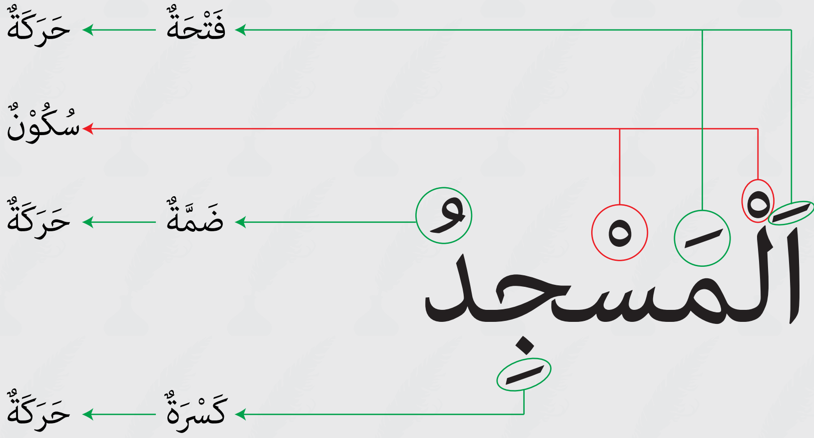
• ضَمَّةٌ একটি حَرَكَةٌ ।

• فَتْحَةٌ একটি حَرَكَةٌ ।

• كَسْرَةٌ একটি حَرَكَةٌ ।

• আর حَرَكَةٌ না হওয়াকে سُكُوْنٌ বলা হয়। অর্থাৎ যখন ضَمَّةٌ ،فَتْحَةٌ ও كَسْرَةٌ-এই তিনটি حَرَكَةٌ-এর কোনোটিই হয় না, তখন তাকে سُكُوْنٌ বলা হয়। سُكُوْنٌ-এর চিহ্ন হলো (ْ) এটা। এবং (’)(^) -এ দু’টাও।

তবে, আমরা অনেকেই (ْ) (’) (^) -এই চিহ্নগুলোকে সাকিন বা জযম বলে থাকি, যা বলা একদমই ভুল! “কেন ভুল?” এ প্রশ্নের উত্তর আমি তোমাকে এখনই দিবো না, বরং সামনের পাঠে এই প্রশ্নের অর্ধেক উত্তর দিবো, إِنْ شَاءَ اللّٰهُ । অর্থাৎ সাকিন কী ও কাকে বলে, তার উত্তর সামনের পাঠে দিয়ে দিবো। কিন্তু জযম সম্পর্ক বেশ পরে উত্তর দিবো, إِنْ شَاءَ اللّٰهُ ।



اَ : আলিফ্ হরফটির উপরে فَتْحَةٌ । আর فَتْحَةٌ একটি حَرَكَةٌ-ও বটে।

لْ : লাম্ হরফটির উপরে سُكُوْنٌ। حَرَكَةٌ না হওয়াকে سُكُوْنٌ বলে। অর্থাৎ লাম্ হরফটির উপরে না ضَمَّةٌ আছে, না فَتْحَةٌ আছে, আর না كَسْرَةٌ আছে। যেহেতু লাম্ হরফটির উপরে এই তিনটি حَرَكَةٌ-এর কোনোটিই নেই (মানে লাম্ হরফটি খালি), তাই লাম্ হরফটির উপরে سُكُوْنٌ হয়েছে।

مَ : মীম্ হরফটির উপরে فَتْحَةٌ । আর فَتْحَةٌ একটি حَرَكَةٌ-ও বটে।

سْ : সীন্ হরফটির উপরে سُكُوْنٌ। حَرَكَةٌ না হওয়াকে سُكُوْنٌ বলে। অর্থাৎ সীন্ হরফটির উপরে না ضَمَّةٌ আছে, না فَتْحَةٌ আছে, আর না كَسْرَةٌ আছে। যেহেতু সীন্ হরফটির উপরে এই তিনটি حَرَكَةٌ-এর কোনোটিই নেই (মানে সীন্ হরফটি খালি), তাই সীন্ হরফটির উপরে سُكُوْنٌ হয়েছে।

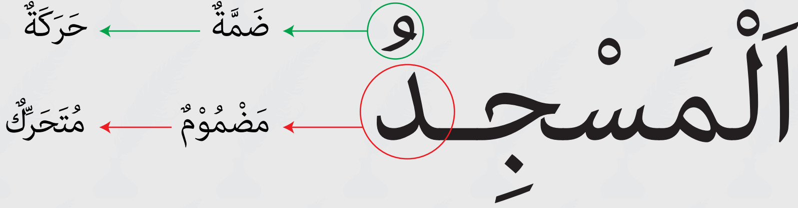
جِ : জ্বীম্ হরফটির নীচে كَسْرَةٌ । আর كَسْرَةٌ একটি حَرَكَةٌ-ও বটে।

دُ : দাল্ হরফটির উপরে ضَمَّةٌ । আর ضَمَّةٌ একটি حَرَكَةٌ-ও বটে।

পাঠ ০৮ : এই পাঠ থেকে তুমি আরও কয়েকটি জরুরী বিষয় সম্পর্কে জানতে পারবে। বিষয়গুলো জানো, বুঝো ও মুখস্থ করো।

- যে হরফ ضَمَّةٌ-কৃত হয়, সেই হরফকে مَضْمُوْمٌ বলা হয়।
- যে হরফ فَتْحَةٌ-কৃত হয়, সেই হরফকে مَفْتُوْحٌ বলা হয়।
- যে হরফ كَسْرَةٌ-কৃত হয়, সেই হরফকে مَكْسُوْرٌ বলা হয়।
- যে হরফ حَرَكَةٌ-কৃত হয়, সেই হরফকে مُتَحَرِّكٌ বলা হয়।
- যে হরফ سُكُوْنٌ-কৃত হয়, সেই হরফকে سَاكِنٌ বলা হয়।

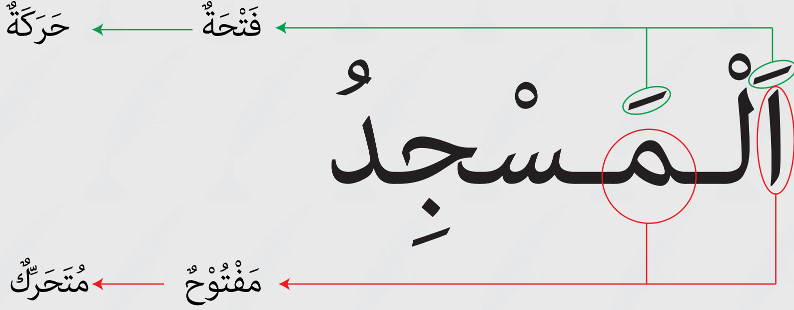
• যে হরফ ضَمَّةٌ-কৃত হয়, সেই হরফকে مَضْمُوْمٌ বলা হয়। যেমন :



তুমি দেখতে পাচ্ছো যে, اَلْمَسْجِدُ শব্দটির দাল্ হরফটির উপরে ضَمَّةٌ হয়েছে। যেহেতু দাল্ হরফটি ضَمَّةٌ-কৃত হয়েছে, সেহেতু এই দাল্ হরফটিকে مَضْمُوْمٌ বলা হবে।

আবার, যেহেতু ضَمَّةٌ একটি حَرَكَةٌ-ও বটে, সেহেতু এই দাল্ হরফটি حَرَكَةٌ-কৃতও হয়েছে, অর্থাৎ এই দাল্ হরফটি مُتَحَرِّكٌ-ও বটে। কেননা, যে হরফ حَرَكَةٌ-কৃত হয়, সেই হরফকে مُتَحَرِّكٌ বলা হয়।

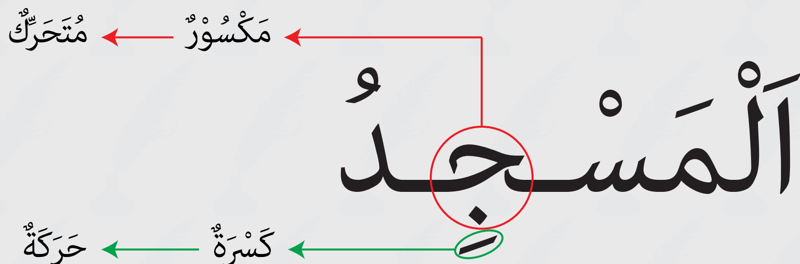
• যে হরফ فَتْحَةٌ-কৃত হয়, সেই হরফকে مَفْتُوْحٌ বলা হয়। যেমন :



তুমি দেখতে পাচ্ছো যে, اَلْمَسْجِدُ শব্দটির আলিফ্ ও মীম্ হরফদু'টির উপরে فَتْحَةٌ হয়েছে। যেহেতু আলিফ্ ও মীম্ হরফদু'টি فَتْحَةٌ-কৃত হয়েছে, সেহেতু এই আলিফ্ ও মীম্ হরফদু'টিকে مَفْتُوْحٌ বলা হবে।

আবার, যেহেতু فَتْحَةٌ একটি حَرَكَةٌ-ও বটে, সেহেতু এই আলিফ্ ও মীম্ হরফদু'টি حَرَكَةٌ-কৃতও হয়েছে, অর্থাৎ এই আলিফ্ ও মীম্ হরফদু'টি مُتَحَرِّكٌ-ও বটে। কেননা, যে হরফ حَرَكَةٌ-কৃত হয়, সেই হরফকে مُتَحَرِّكٌ বলা হয়।

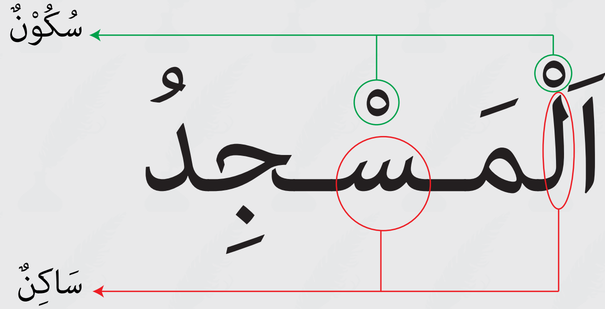
• যে হরফ كَسْرَةٌ-কৃত হয়, সেই হরফকে مَكْسُوْرٌ বলা হয়। যেমন :



তুমি দেখতে পাচ্ছো যে, اَلْمَسْجِدُ শব্দটির জ্বীম্ হরফটির নীচে كَسْرَةٌ হয়েছে। যেহেতু জ্বীম্ হরফটি كَسْرَةٌ-কৃত হয়েছে, সেহেতু এই জ্বীম্ হরফটিকে مَكْسُوْرٌ বলা হবে।

আবার, যেহেতু كَسْرَةٌ একটি حَرَكَةٌ-ও বটে, সেহেতু এই জ্বীম্ হরফটি حَرَكَةٌ-কৃতও হয়েছে। অর্থাৎ এই জ্বীম্ হরফটি مُتَحَرِّكٌ-ও বটে। কেননা, যে হরফ حَرَكَةٌ-কৃত হয়, সেই হরফকে مُتَحَرِّكٌ বলা হয়।

• যে হরফ سُكُوْنٌ-কৃত হয়, সেই হরফকে سَاكِنٌ বলা হয়। যেমন :



তুমি দেখতে পাচ্ছো যে, اَلْمَسْجِدُ শব্দটির লাম্ ও সীন্ হরফদু'টির উপরে سُكُوْنٌ হয়েছে। যেহেতু লাম্ ও সীন্ হরফদু'টি سُكُوْنٌ-কৃত হয়েছে, সেহেতু এই লাম্ ও সীন্ হরফদু'টিকে سَاكِنٌ বলা হবে।

আর আশা করি, এবার তুমি سُكُوْنٌ ও سَاكِنٌ এই দুইটির মাঝের পার্থক্য বুঝতে পেরেছো। তারপরও আবারও বলছি যাতে দিবালোকের মত পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারো, শুধুমাত্র এই (ْ) (ʼ) (^) -এই চিহ্নগুলোই হলো سُكُوْنٌ । আর যে হরফটির উপরে سُكُوْنٌ হয়, সেই হরফটি হলো سَاكِنٌ। আবারও লিখছি, সেই হরফটিই হলো سَاكِنٌ ; এই (ْ) (ʼ) (^) -এই চিহ্নগুলো سَاكِنٌ নয়।

পাঠ ০৯ :

- এই হলো নূন সাকিন نْ ।
- এই নূন সাকিনকেই মূলত تَنْوِيْنٌ (তানবীন) বলা হয়।
- তবে, এই নূন সাকিনকে দুই ضَمَّةٌ (ٌ), দুই فَتْحَةٌ (ً) ও দুই كَسْرَةٌ (ٍ)

আকারে লেখা হয়। যেমন :

  - মূলত كِتَابُـنْ , কিন্তু লেখা হয় كِتَابٌ -এভাবে।
  - মূলত كِتَابِـنْ , কিন্তু লেখা হয় كِتَابٍ -এভাবে।
  - মূলত كِتَابَـنْ , কিন্তু লেখা হয় كِتَابًا -এভাবে।
  - দেখো كِتَابَنْ -কে كِتَابًا ; অর্থাৎ একটি অতিরিক্ত আলিফ (ا) যুক্ত।

সাধারণত যেসব ইসিমের শেষে গোল তা (ة) নেই, সেসব ইসিমে যখন দুই فَتْحَةٌ দেওয়া হয়, তখন একটি অতিরিক্ত আলিফ (ا) এমনিতেই আসে। যেমন: كِتَابًا، قَلَمًا، كُرْسِيًّا، بَيْتًا، بَابًا، مِصْبَاحًا، جِدَارًا، سَرِيْرًا، مَسْجِدًا، قُفْلًا، مِفْتَاحًا، صُنْدُوْقًا ... ইত্যাদি।

কিন্তু যেসব ইসিমের শেষে গোল তা (ة) আছে, সেসব ইসিমে যখন দুই فَتْحَةٌ দেওয়া হয়, তখন সেটা স্বাভাবিকভাবেই হয়; অর্থাৎ তখন আর অতিরিক্ত আলিফ (ا)-টি আসে না। যেমন: مَدْرَسَةً، سَبُّوْرَةً، مِسْطَرَةً، حَقِيْبَةً، كُرَّاسَةً، طَاوِلَةً، دَرَّاجَةً، سَيَّارَةً، نَظَّارَةً، مِظَلَّةً، سَاعَةً، نَافِذَةً، غُرْفَةً، حُجْرَةً ... ইত্যাদি।

বি. দ্র. আমি যখন তোমার জন্য “শব্দের শেষে দুই فَتْحَةٌ দেওয়ার সময় অতিরিক্ত আলিফ (ا) কখন আসবে আর কখন আসবে না” সে সম্পর্কে লিখলাম, তখন আমি ইসিম লিখেছি। তুমি কি সেটা খেয়াল করেছো? নাকি উদাসীন হয়ে ভাসা-ভাসা করে পড়ে সামনে অগ্রসর হচ্ছো?

যাই হউক, মনে রেখো,

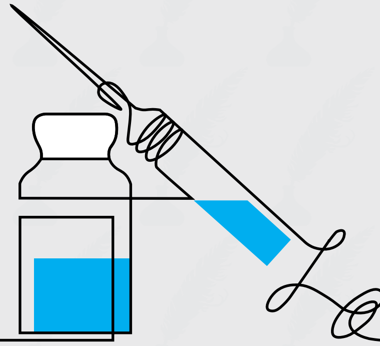
- গোল তা (ة) ইসিম হওয়ার আলামত। (যা ৫ম পাঠ থেকে শিখেছো)
- তানবীন ইসিম হওয়ার আলামত। (এই পাঠ থেকে শিখেছো)
- নূন সাকিনকে تَنْوِيْنٌ বলা হয়। (মূল সংজ্ঞা)
- দুই ضَمَّةٌ, দুই فَتْحَةٌ ও দুই كَسْرَةٌ-কে تَنْوِيْنٌ বলা হয়। (আকরিক সংজ্ঞা)

- তানবীন কি কালিমার ফেয়েল বা হরফের আলামত হতে পারে?

= না... তানবীন কালিমার ফেয়েল বা হরফের আলামত কখনও হতে পারে না। বরং তানবীন শুধুমাত্র ইসিম হওয়ারই আলামত।

আরবি ভাষা সকল ভাষার মা।

পরিবেশ মানুষকে ড্রাগসের মত প্রভাবিত করে।



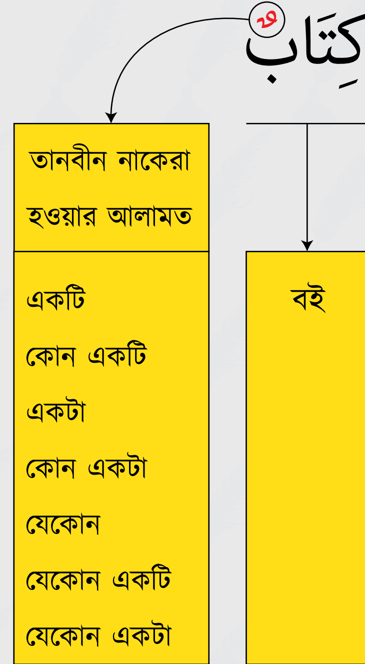
'পরিবেশ একজন মানুষকে অনেক বেশি প্রভাবিত করে।' এই কথাটি বা এই ধরণের কথা আমরা প্রায় সকলেই কোথাও না কোথাও শোনে থাকবো। কিন্তু আমি মনে করি, এই কথার গুরুত্বতা খুব কম মানুষই অনুধাবন করতে পারেন, এক কানে শোনেন আর অপর কান দিয়ে বের করে দেন। তাই এই সকল ভোতা অনুধাবনকারীদেরকে কোন কিছুর গুরুত্বতা বুঝাতে চাইলে, তাদের সামনে এই সকল কথা এমনভাবে উপস্থাপন করতে হয়, যাতে করে তারা আশ্চর্য হয়ে যায়, যাতে করে তারা ক্ষণিকের জন্য থ হয়ে যায়, যাতে করে তারা নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করতে বাধ্য হয় যে, 'আমি এটা কী শোনলাম?'। তবেই হয়তবা এসকল কথা তাদের কিছুটা হলেও অনুধাবনে আসে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমি এই সাধারণ বাক্যটিকে একটু অসাধারণ করে উপস্থাপন করলাম। - নাঈম বিন হাবীব



তোমার দিনের শুরুটা ক্যামিকেল দিয়ে করো না,
বরং মেসওয়াক দিয়ে করো।

পাঠ ১০ : ইসিমের শেষে تَنْوِيْنٌ হওয়া অনির্দিষ্ট হওয়ার আলামত। অনির্দিষ্ট-কে আরবিতে نَكِرَةٌ (নাকিরতুন) বলা হয়।

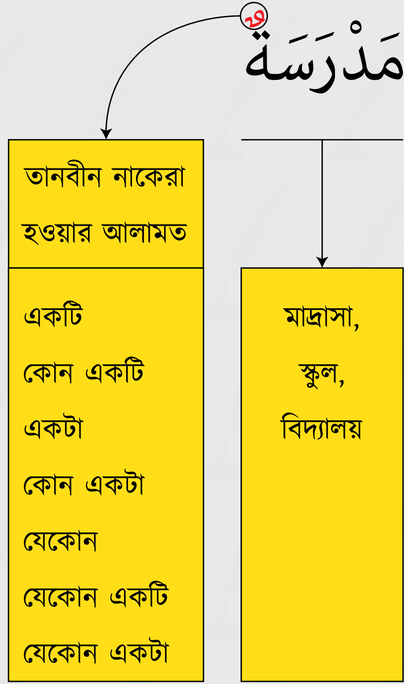
অর্থাৎ শুধু كِتَابْ-এতটুকু "বই"-এর অর্থ বহন করে। আর এই ইসিমের শেষের তানবীনটি অনির্দিষ্টতার অর্থ বহন করে।



আর বাংলা ভাষায় "একটি, কোন একটি, একটা, কোন একটা, যেকোন, যেকোন একটি, যেকোন একটা" ইত্যাদিসব অনির্দিষ্টতার অর্থ বহন করে থাকে।

তাই আমরা 'كِتَابٌ'-এর অর্থ বলতে পারি, "একটি বই, কোন একটি বই, একটা বই, কোন একটা বই, যেকোন বই, যেকোন একটি বই, যেকোন একটা বই"... ইত্যাদি।

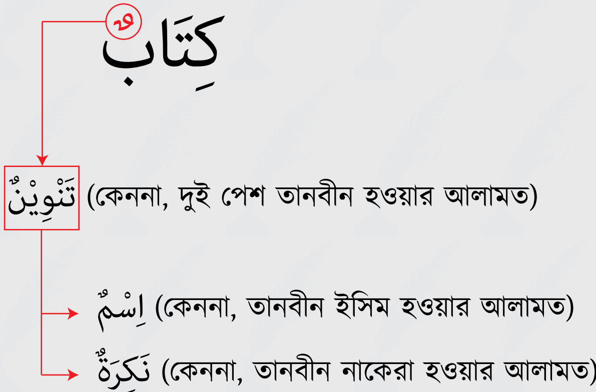
শুধু مَدْرَسَةٌ-এতটুকু "মাদ্রাসা, স্কুল, বিদ্যালয়"... ইত্যাদিসবের অর্থ বহন করে। আর এই ইসিমের শেষের তানবীনটি অনির্দিষ্টতার অর্থ বহন করে।



আর বাংলা ভাষায় যেহেতু "একটি, কোন একটি, একটা, কোন একটা, যেকোন, যেকোন একটি, যেকোন একটা" ইত্যাদিসব অনির্দিষ্টতার অর্থ বহন করে থাকে, তাই আমরা 'مَدْرَسَةٌ'-এর অর্থ বলতে পারি, "একটি মাদ্রাসা, কোন একটি মাদ্রাসা, একটা মাদ্রাসা, কোন একটা মাদ্রাসা, যেকোন মাদ্রাসা, যেকোন একটি মাদ্রাসা, যেকোন একটা মাদ্রাসা"... ইত্যাদি।

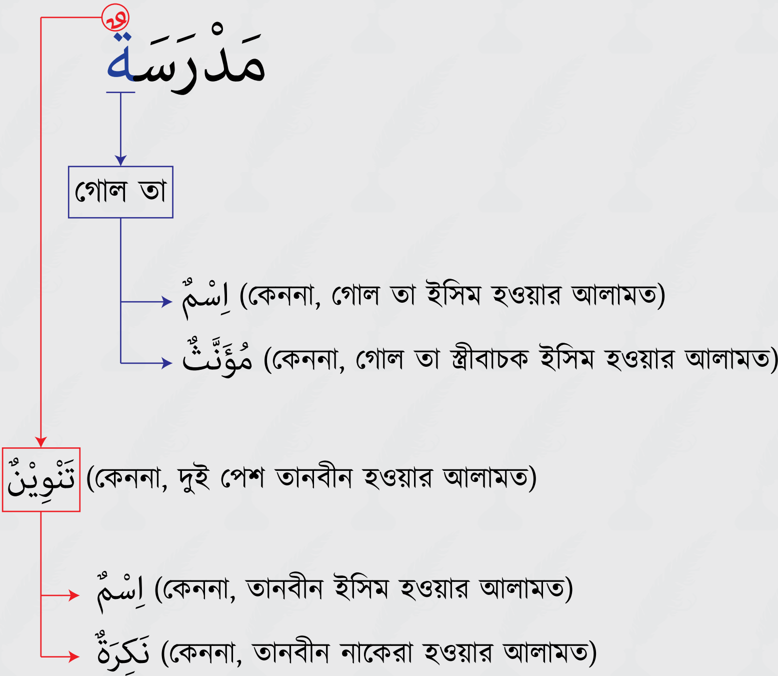
كِتَابٌ

- এই শব্দটিতে একটি মাত্র আলামত রয়েছে। আর তা হলো তানবীন।
- তানবীন اِسْمٌ ও نَكِرَةٌ হওয়ার আলামত।
- এই শব্দটি যেহেতু একটি اِسْمٌ সেহেতু, এই ইসিমটি مُذَكَّرٌ ও مُؤَنَّثٌ ; এই দুইটির কোন একটি অবশ্যই হবে। আর হবে হচ্ছে مُذَكَّرٌ। কেননা, এই ইসিমটি مُؤَنَّثٌ-এর আলামত থেকে মুক্ত। যেমন, শেষে গোল তা (ة) নেই।
- সুতরাং كِتَابٌ শব্দটি اِسْمٌ، مُذَكَّرٌ ও نَكِرَةٌ ।



مَدْرَسَةٌ

- এই শব্দটিতে দুইটি আলামত রয়েছে। এক. তানবীন ও দুই. গোল তা (ة)।
- তানবীন اِسْمٌ ও نَكِرَةٌ হওয়ার আলামত।
- গোল তা اِسْمٌ ও مُؤَنَّثٌ হওয়ার আলামত।
- সুতরাং مَدْرَسَةٌ শব্দটি اِسْمٌ، مُؤَنَّثٌ ও نَكِرَةٌ ।



পাঠ ১১ : তুমি ১০ম পাঠ থেকে অনির্দিষ্ট তথা نَكِرَةٌ সম্পর্কে জেনেছো, আর এই পাঠ থেকে নির্দিষ্ট সম্পর্কে জানবে, إِنْ شَاءَ اللّٰهُ । নির্দিষ্ট-কে আরবিতে مَعْرِفَةٌ (মা'রিফাতুন) বলা হয়। কোন একটি শব্দ নির্দিষ্ট হওয়ার বেশ কয়েকটি আলামত রয়েছে। সেই আলামতগুলোর মধ্য থেকে অন্যতম একটি আলামত হলো : ইসিমের শুরুতে আলিফ-লাম (ال) হওয়া। যেমন : তুমি যদি كِتَابٌ ইসিমটির শুরুতে আলিফ-লাম (اَلْ) বসাও, তবে হবে اَلْكِتَابُ ।

ইসিমটির শেষে তুমি এখন আর তানবীন দিতে পারবে না, কেননা তানবীন তো নাকেরা হওয়ার আলামত। তাই ইসিমটির শেষে এখন শুধুমাত্র একটি হরকতই ব্যবহার করবে।

اَلْـــكِتَابُ

বই

আলিফ-লাম মারেফা হওয়ার আলামত
টি টা খানা খানি

বাংলা ভাষায় "টি, টা, খানা, খানি... ইত্যাদিসব" শব্দ নির্দিষ্টতার অর্থ বহন করে থাকে। তাই তুমি 'اَلْكِتَابُ' ইসিমটির অর্থ "বইটি, বইটা, বইখানা, বইখানি... ইত্যাদিসব" বলতে পারো।

আবার, তুমি যদি مَدْرَسَةٌ ইসিমটির শুরুতে আলিফ-লাম (اَلْ) বসাও, তবে হবে اَلْمَدْرَسَةٌ ।

আবারও উল্লেখ করছি যে, এখন ইসিমটির শেষে তুমি আর তানবীন দিতে পারবে না, কেননা, তানবীন নাকেরা হওয়ার আলামত। যদি তুমি اَلْمَدْرَسَةٌ এমন করে লেখ বা বল, তবে কী হলো? শুরুতে আলিফ-লাম (اَلْ), যা নির্দিষ্ট হওয়ার আলামত। আর শেষে তানবীন, যা অনির্দিষ্ট হওয়ার আলামত! তো হলো কী? না নির্দিষ্ট হলো, আর না অনির্দিষ্ট হলো! তাই ইসিমটির শেষে এখন শুধুমাত্র একটি হরকতই ব্যবহার করবে।

বাংলা ভাষায় "টি, টা, খানা, খানি... ইত্যাদিসব" শব্দ নির্দিষ্টতার অর্থ বহন করে থাকে। তাই 'اَلْمَدْرَسَةُ' ইসিমটির অর্থ হলো "মাদ্রাসাটি, মাদ্রাসাটা, মাদ্রাসাখানা, মাদ্রাসাখানি... ইত্যাদি"।

اَلْــمَدْرَسَةُ

মাদ্রাসা,
স্কুল,
বিদ্যালয়

আলিফ-লাম মারেফা হওয়ার আলামত
টি টা খানা খানি

অনুগ্রহপূর্বক পড়া অপূর্ণ রেখে সামনে অগ্রসর হবে না।

বি.দ্র. ইসিমের শুরুতে আলিফ-লাম (ال) বসিয়ে দিলে ইসিমটি নির্দিষ্ট তো হয়ে যাবে ঠিকই, কিন্তু এর উচ্চারণ নিয়ে কিছু কথা রয়েছে।

أ - ب - ج - ح - خ - ع - غ

ف - ق - ك - م - و - ه - ي

এই চৌদ্দটি হরফকে একসাথে اَلْحُرُوْفُ الْقَمَرِيَّةُ বলা হয়। আর প্রত্যেকটিকে আলাদা-আলাদা করে اَلْحَرْفُ الْقَمَرِيُّ বলা হয়। যখন কোন ইসিম এই চৌদ্দটি হরফের কোন একটি হরফ দিয়ে শুরু হবে এবং তার শুরুতে আলিফ-লাম (ال) বসানো হবে, তখন আলিফ-লাম (ال)-এর ل হরফটি স্পষ্ট ও আলাদা উচ্চারিত হবে। যেমন :

اَلْكِتَابُ	বইটি	اَلْمَدْرَسَةُ	মাদ্রাসাটি
اَلْقَلَمُ	কলমটি	اَلْمِسْطَرَةُ	রুলারটি
اَلْكُرْسِيُّ	চেয়ারটি	اَلْحَقِيْبَةُ	ব্যাগটি
اَلْبَيْتُ	ঘরটি	اَلْكُرَّاسَةُ	খাতাটি
اَلْبَابُ	দরজাটি	اَلْحُجْرَةُ	কামরাটি
اَلْمِصْبَاحُ	বাতিটি	اَلْغُرْفَةُ	কামরাটি
اَلْجِدَارُ	দেয়ালটি	اَلْمِظَلَّةُ	ছাতাটি
اَلْمَسْجِدُ	মসজিদটি		
اَلْعَلَمُ	পতাকাটি		
اَلْقُفْلُ	তালাটি		
اَلْمِفْتَاحُ	চাবিটি		

ت - ث - د - ذ - ر - ز - س - ش

ص - ض - ط - ظ - ل - ن

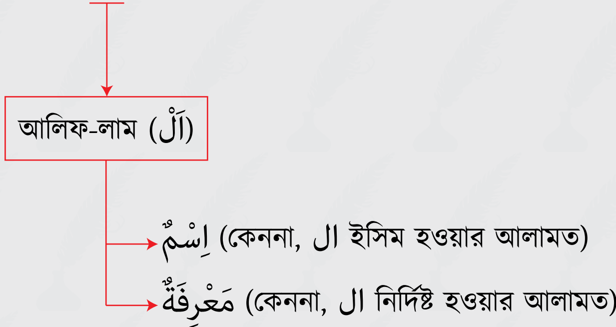
আর এই চৌদ্দটি হরফকে একসাথে اَلْحُرُوْفُ الشَّمْسِيَّةُ বলা হয়। এবং প্রত্যেকটিকে আলাদা-আলাদা করে اَلْحَرْفُ الشَّمْسِيُّ বলা হয়। যখন কোন ইসিম এই চৌদ্দটি হরফের কোন একটি হরফ দিয়ে শুরু হবে এবং তার শুরুতে আলিফ-লাম (ال) বসানো হবে, তখন আলিফ-লাম (ال)-এর ل হরফটি লেখায় ঠিকই আসবে, কিন্তু উচ্চারিত হবে না। বরং (ال)-এর ل হরফটির পরের হরফটি তাশদীদযুক্তরূপে উচ্চারিত হবে। যেমন :

اَلسَّرِيْرُ	খাটটি	اَلنَّافِذَةُ	জানালাটি
اَلصُّنْدُوْقُ	বাক্সটি	اَلسَّاعَةُ	ঘড়িটি
		اَلنَّظَّارَةُ	চশমাটি
اَلسَّبُّوْرَةُ	ব্ল্যাকবোর্ডটি	اَلسَّيَّارَةُ	কারটি
اَلطَّاوِلَةُ	টেবিলটি	اَلدَّرَّاجَةُ	সাইকেলটি

খেয়াল করো, আলিফ-লাম (ال)-এর ل হরফটি লেখায় ঠিকই এসেছে, কিন্তু উচ্চারিত হয়নি। বরং (ال)-এর ل হরফটির পরের হরফটি তাশদীদযুক্তরূপে উচ্চারিত হয়েছে, যা লাল রং দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে।

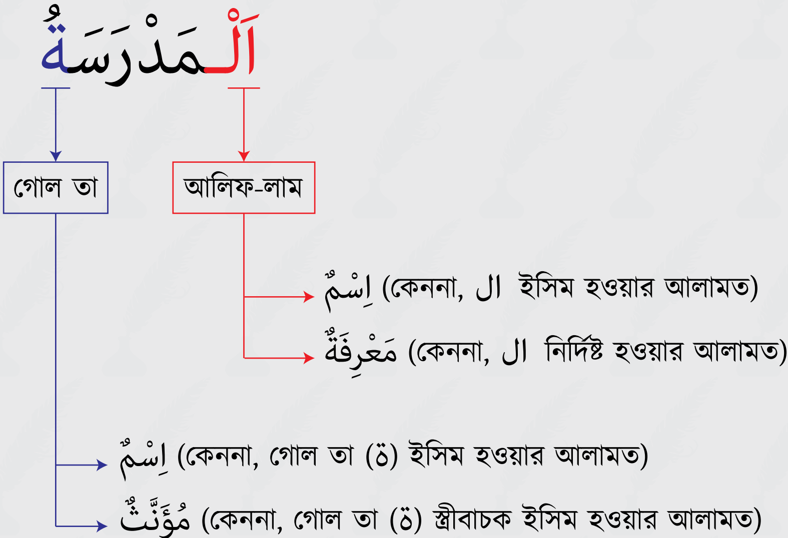
اَلْكِتَابُ

- এই শব্দটিতে একটি মাত্র আলামত রয়েছে। আর তা হলো আলিফ-লাম (اَلْ)।
- আলিফ-লাম اِسْمٌ হওয়ার আলামত ও مَعْرِفَةٌ হওয়ার আলামত।
- এই শব্দটি যেহেতু একটি اِسْمٌ সেহেতু, এই ইসিমটি مُذَكَّرٌ ও مُؤَنَّثٌ ; এই দুইটির কোন একটি অবশ্যই হবে। আর হবে হলো مُذَكَّرٌ। কেননা, এই ইসিমটি مُؤَنَّثٌ-এর আলামত থেকে মুক্ত। যেমন, শেষে গোল তা (ة) নেই।
- সুতরাং اَلْكِتَابُ শব্দটি اِسْمٌ, مُذَكَّرٌ ও مَعْرِفَةٌ ।



اَلْمَدْرَسَةُ

- এই শব্দটিতে দু'টি আলামত রয়েছে। এক. আলিফ-লাম ও দুই. গোল তা।
- আলিফ-লাম اِسْمٌ হওয়ার আলামত ও مَعْرِفَةٌ হওয়ার আলামত।
- গোল তা اِسْمٌ হওয়ার আলামত ও مُؤَنَّثٌ হওয়ার আলামত।
- সুতরাং اَلْمَدْرَسَةُ শব্দটি اِسْمٌ، مُؤَنَّثٌ ও مَعْرِفَةٌ ।



যেমনি, • গোল তা (ة) ইসিম হওয়ার আলামত।

• তানবীন ইসিম হওয়ার আলামত।

তেমনি, • **শব্দের শুরুতে আলিফ-লাম (ال) হওয়াও ইসিম হওয়ার আলামত।**

পাঠ ১২ :

• এক রকমের দুইটি হরফ একত্র করে পড়াকে تَشْدِيْدٌ (তাশদীদ) বলে।

• تَشْدِيْدٌ-এর চিহ্ন হলো (ّ)-এটা।

• যখন কোন হরফের উপর (ّ)-এই চিহ্নটি থাকে, তখন সেই হরফটিকে দুইবার উচ্চারণ করতে হয়। যেমন :

سَبُّوْرَةٌ -এর উচ্চারণ-রূপ হলো : سَـبْـبُـوْرَةٌ

مِظَلَّةٌ -এর উচ্চারণ-রূপ হলো : مِظَـلْـلَـةٌ

جَيِّدٌ -এর উচ্চারণ-রূপ হলো : جَـيْـيِـدٌ

• বি.দ্র. উপরোক্ত উদাহরণগুলো ভালো করে খেয়াল করার পর, তুমি এটা মনে করতে পারো যে, তাশদীদ হলে একই হরফ দুইবার উচ্চারণ করতে হয়, এবং ঐ দুই হরফের মধ্য থেকে প্রথমটাতে সুকূন হয় আর দ্বিতীয়টাতে হরকত হয় (যেমনটা উপরের প্রতিটি উদাহরণে রয়েছে); কিন্তু বিষয়টা একদমই এমন নয়; বরং তাশদীদযুক্ত শব্দের মূলরূপে এক রকমের দুইটি হরফ হবে - শুধুমাত্র এটাই জরুরী, অন্য কোন কিছুই জরুরী নয়। যেমন :

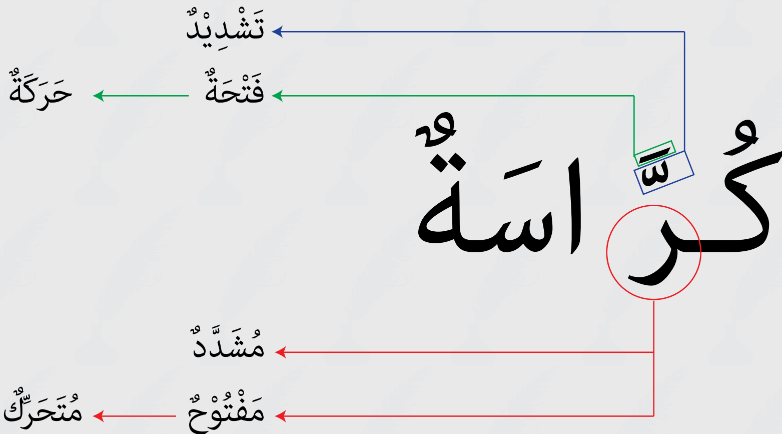
سَبُّوْرَةٌ -এর মূলরূপ হলো : سَـبْـبُـوْرَةٌ

مِظَلَّةٌ -এর মূলরূপ হলো : مِظْـلَـلَـةٌ

جَيِّدٌ -এর মূলরূপ হলো : جَـيِـيْـدٌ

একটা হলো উচ্চারণ-রূপ, আর একটা হলো মূলরূপ; পার্থক্য বুঝতে পেরেছো তো?

• যে হরফ تَشْدِيْدٌ-কৃত হয়, সেই হরফকে مُشَدَّدٌ বলে। যেমন :



তুমি দেখতে পাচ্ছো যে, كُرَّاسَةٌ শব্দটির র হরফটির উপরে تَشْدِيْدٌ হয়েছে। যেহেতু র হরফটি تَشْدِيْدٌ কৃত হয়েছে, সেহেতু এই র হরফটিকে مُشَدَّدٌ বলা হবে। কেননা, যে হরফ تَشْدِيْدٌ-কৃত হয়, সেই হরফকে مُشَدَّدٌ বলে।

আবার, তুমি আরও দেখতে পাচ্ছো যে, كُرَّاسَةٌ শব্দটির র হরফটির উপরে فَتْحَةٌ হয়েছে। যেহেতু র হরফটি فَتْحَةٌ-কৃতও হয়েছে, সেহেতু এই র হরফটিকে مَفْتُوْحٌ-ও বলা হবে। আবার যেহেতু فَتْحَةٌ একটি حَرَكَةٌ-ও বটে, সেহেতু এই র হরফটি حَرَكَةٌ-কৃতও হয়েছে। অর্থাৎ এই র হরফটিকে مُتَحَرِّكٌ-ও বলা হবে।

না-বুঝে ও না অনুশীলন করে
শুধু রিডিং পড়ে সামনে অগ্রসর হলে,
তেমন একটা লাভবান হওয়া সম্ভব নয়।

অনুগ্রহপূর্বক পড়া অপূর্ণ রেখে সামনে অগ্রসর হবে না।

পাঠ ১৩ : এবার তুমি আরও কয়েকটি ইসিম জাতীয় শব্দার্থ শিখবে।

هٰذِهٖ - هٰذَا ইহা, এটি

تِلْكَ - ذٰلِكَ উহা, সেটি

এই ইসিমগুলো মুখস্থ করো। আর আশা করি, এই ইসিমগুলো যে مَعْرِفَةٌ তথা নির্দিষ্ট, তা আর তোমাকে আলাদা করে বলে দিতে হবে না! কেননা, এই ইসিমগুলো নির্দিষ্টতার অর্থ প্রকাশ করছে।

দেখো, "ইহা" ও "উহা" ইসিম দু'টি ইশারা বা ইঙ্গিত করার অর্থ প্রকাশ করছে। তাই না? হ্যাঁ... "ইহা" ও "উহা" ইসিম দু'টি ইশারা বা ইঙ্গিত করার অর্থ প্রকাশ করছে। যেহেতু এই ইসিমগুলো দিয়ে ইশারা করা হয়, তাই এই ইসিমকে اِسْمُ الْإِشَارَةِ তথা 'ইশারা করার ইসিম' বলা হয়। আর সকল اِسْمُ الْإِشَارَةِ-ই নির্দিষ্ট তথা معرفة ।

هٰذَا ইসমুল ইশারাটি নিকটবর্তী مُذَكَّرٌ -এর জন্য ব্যবহৃত হয়।

هٰذِهٖ ইসমুল ইশারাটি নিকটবর্তী مُؤَنَّثٌ -এর জন্য ব্যবহৃত হয়।

ذٰلِكَ ইসমুল ইশারাটি দূরবর্তী مُذَكَّرٌ -এর জন্য ব্যবহৃত হয়।

تِلْكَ ইসমুল ইশারাটি দূরবর্তী مُؤَنَّثٌ -এর জন্য ব্যবহৃত হয়।

اِسْمٌ			هٰذَا
শব্দ/ كَلِمَةٌ	√		
অর্থ	√	(ইহা, এটি, এটা, সে)	
স্বনির্ভর	√		
বর্তমানকাল	×		
অতীতকাল	×		
ভবিষ্যতকাল	×		

যেহেতু هٰذَا শব্দটির একটি অর্থ রয়েছে ও সে তার নিজের অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বনির্ভর এবং তিন কালের কোনো একটি কালও প্রকাশ করে না; মানে, না বর্তমানকাল প্রকাশ করে, না অতীতকাল প্রকাশ করে আর না ভবিষ্যতকাল প্রকাশ করে, সেহেতু هٰذَا শব্দটি একটি اِسْمٌ ।

আর এই ইসিমটি যেহেতু ইশারা বা ইঙ্গিত করার অর্থ প্রকাশ করে থাকে, তাই এই ইসিমের নাম হলো اِسْمُ الْإِشَارَةِ তথা ‘ইশারা করার ইসিম/ ইশারার ইসিম’।

এই ব্যাখ্যা সকল اسم الإشارة-র ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

ভাষা শিক্ষা চিন্তা জগতের পরিধিকে বৃদ্ধি করে।

পাঠ ১৪ : এ পর্যন্ত তুমি শিখেছো,

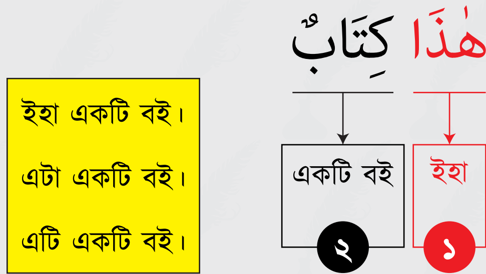
كِتَابٌ অর্থাৎ নাকেরা মুযাক্কার শিখেছো

مَدْرَسَةٌ অর্থাৎ নাকেরা মুআন্নাস শিখেছো

اَلْكِتَابُ অর্থাৎ মারেফা মুযাক্কার শিখেছো

اَلْمَدْرَسَةُ অর্থাৎ মারেফা মুআন্নাস শিখেছো

তাহলে, তুমি প্রথমে নাকেরা মুযাক্কার ও নাকেরা মুআন্নাসের আগে পাঠ ১৩'র ইসমুল ইশারাগুলো বসাও। যেমন : তুমি যদি كِتَابٌ নাকেরা মুযাক্কারের আগে নিয়ম অনুযায়ী هٰذَا ইসমুল ইশারাটি বসাও, তবে হয় هٰذَا كِتَابٌ ।



এবার তুমি যদি هٰذَا كِتَابٌ-এর অর্থ উঠাতে চাও, তবে তোমার উচিত হবে ভেঙ্গে-ভেঙ্গে অর্থ উঠানো। যদি তুমি ভেঙ্গে ভেঙ্গে অর্থ উঠাও তবে, "هٰذَا" অর্থ "ইহা" আর "كِتَابٌ" অর্থ "একটি বই"। অর্থাৎ "هٰذَا كِتَابٌ"-এর অর্থ দাঁড়ায় "ইহা একটি বই” বা “এটা একটা বই" বা “এটি একটি বই"... ইত্যাদি।

উহা একটি বই।	ذٰلِكَ كِتَابٌ
উহা একটি কলম।	ذٰلِكَ قَلَمٌ
উহা একটি চেয়ার।	ذٰلِكَ كُرْسِيٌّ
উহা একটি ঘর।	ذٰلِكَ بَيْتٌ
উহা একটি দরজা।	ذٰلِكَ بَابٌ
উহা একটি বাতি।	ذٰلِكَ مِصْبَاحٌ
উহা একটি দেয়াল।	ذٰلِكَ جِدَارٌ
উহা একটি খাট।	ذٰلِكَ سَرِيْرٌ
উহা একটি মসজিদ।	ذٰلِكَ مَسْجِدٌ
উহা একটি পতাকা।	ذٰلِكَ عَلَمٌ
উহা একটি তালা।	ذٰلِكَ قُفْلٌ
উহা একটি চাবি।	ذٰلِكَ مِفْتَاحٌ
উহা একটি বাক্স।	ذٰلِكَ صُنْدُوْقٌ

ইহা একটি বই।	هٰذَا كِتَابٌ
ইহা একটি কলম।	هٰذَا قَلَمٌ
ইহা একটি চেয়ার।	هٰذَا كُرْسِيٌّ
ইহা একটি ঘর।	هٰذَا بَيْتٌ
ইহা একটি দরজা।	هٰذَا بَابٌ
ইহা একটি বাতি।	هٰذَا مِصْبَاحٌ
ইহা একটি দেয়াল।	هٰذَا جِدَارٌ
ইহা একটি খাট।	هٰذَا سَرِيْرٌ
ইহা একটি মসজিদ।	هٰذَا مَسْجِدٌ
ইহা একটি পতাকা।	هٰذَا عَلَمٌ
ইহা একটি তালা।	هٰذَا قُفْلٌ
ইহা একটি চাবি।	هٰذَا مِفْتَاحٌ
ইহা একটি বাক্স।	هٰذَا صُنْدُوْقٌ

هٰذِهِ مَدْرَسَةٌ ইহা একটি মাদ্রাসা।

هٰذِهِ سَبُّوْرَةٌ ইহা একটি ব্ল্যাকবোর্ড।

هٰذِهِ مِسْطَرَةٌ ইহা একটি রুলার।

هٰذِهِ حَقِيْبَةٌ ইহা একটি ব্যাগ।

هٰذِهِ كُرَّاسَةٌ ইহা একটি খাতা।

هٰذِهِ طَاوِلَةٌ ইহা একটি টেবিল।

هٰذِهِ نَافِذَةٌ ইহা একটি জানালা।

هٰذِهِ حُجْرَةٌ ইহা একটি কামরা।

هٰذِهِ غُرْفَةٌ ইহা একটি কামরা।

هٰذِهِ مِظَلَّةٌ ইহা একটি ছাতা।

هٰذِهِ سَاعَةٌ ইহা একটি ঘড়ি।

هٰذِهِ نَظَّارَةٌ ইহা একটি চশমা।

هٰذِهِ سَيَّارَةٌ ইহা একটি কার।

هٰذِهِ دَرَّاجَةٌ ইহা একটি সাইকেল।

تِلْكَ مَدْرَسَةٌ উহা একটি মাদ্রাসা।

تِلْكَ سَبُّوْرَةٌ উহা একটি ব্ল্যাকবোর্ড।

تِلْكَ مِسْطَرَةٌ উহা একটি রুলার।

تِلْكَ حَقِيْبَةٌ উহা একটি ব্যাগ।

تِلْكَ كُرَّاسَةٌ উহা একটি খাতা।

تِلْكَ طَاوِلَةٌ উহা একটি টেবিল।

تِلْكَ نَافِذَةٌ উহা একটি জানালা।

تِلْكَ حُجْرَةٌ উহা একটি কামরা।

تِلْكَ غُرْفَةٌ উহা একটি কামরা।

تِلْكَ مِظَلَّةٌ উহা একটি ছাতা।

تِلْكَ سَاعَةٌ উহা একটি ঘড়ি।

تِلْكَ نَظَّارَةٌ উহা একটি চশমা।

تِلْكَ سَيَّارَةٌ উহা একটি কার।

تِلْكَ دَرَّاجَةٌ উহা একটি সাইকেল।

এবার, তোমার تَمْرِيْنٌ তথা অনুশীলন করার পালা। আর হ্যাঁ... তামরীন ঠিক মত করছো তো? নাকি তামরীন করার কথা বার-বার বলার পরও তুমি উদাসীনই রয়ে যাচ্ছো!?

প্রথমে,

১ম জন ধরবে : ইহা একটি মাদ্রাসা।

২য় ও ৩য় জন উত্তর দিবে : هٰذِهٖ مَدْرَسَةٌ । এমন করে বেশ কিছুক্ষণ চলবে।

তারপর,

২য় জন ধরবে : ইহা একটি মাদ্রাসা।

১ম ও ৩য় জন উত্তর দিবে : هٰذِهٖ مَدْرَسَةٌ । এমন করে বেশ কিছুক্ষণ চলবে।

অতঃপর,

৩য় জন ধরবে : ইহা একটি মাদ্রাসা।

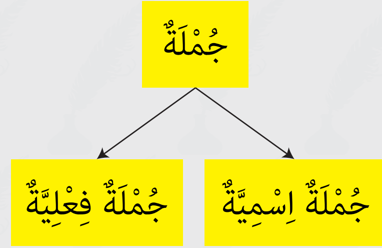
১ম ও ২য় জন উত্তর দিবে : هٰذِهٖ مَدْرَسَةٌ । এমন করে বেশ কিছুক্ষণ চলবে।

বাংলা > আরবি || আরবি > বাংলা

বাংলা থেকে আরবির تَمْرِيْنٌ করার পর অবশ্যই আরবি থেকে বাংলার تَمْرِيْنٌ-ও করবে। تَمْرِيْنٌ ততক্ষণ পর্যন্ত চলবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি ভুলেও ভুল করবে না!

পাঠ ১৫ : খেয়াল করো, "ইহা একটি বই, ইহা একটি মাদ্রাসা, উহা একটি তালা, উহা একটি ঘড়ি, ... ইত্যাদি" শব্দগুচ্ছগুলো পরিপূর্ণভাবে মনের ভাব প্রকাশ করছে। তাই না? হ্যাঁ... "ইহা একটি বই, ইহা একটি মাদ্রাসা, উহা একটি তালা, উহা একটি ঘড়ি, ... ইত্যাদি" শব্দগুচ্ছগুলো পরিপূর্ণভাবে মনের ভাব প্রকাশ করছে। যেহেতু এগুলো পরিপূর্ণভাবে মনের ভাব প্রকাশ করছে, সেহেতু এগুলো এক একটি পরিপূর্ণ বাক্য। বাক্যকে আরবিতে جُمْلَةٌ বলা হয়। অর্থাৎ যে শব্দগুচ্ছ পরিপূর্ণভাবে মনের ভাব প্রকাশ করে, তাকে جُمْلَةٌ বলা হয়। আরবিতে সাধারণত দুই ধরণের জুমলা হয়ে থাকে। যথা :

- এক. جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ
- দুই. جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ

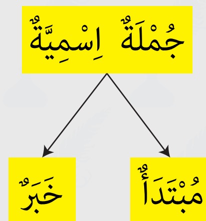


جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ : যে জুমলা فِعْلٌ দিয়ে শুরু হয়, তাকে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ বলে।

جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ : যে জুমলা اِسْمٌ দিয়ে শুরু হয়, তাকে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ বলে।

جملة اسمية নামক বাক্যের ভিতরে **কমপক্ষে দুইটি অংশ** থাকে। যথা :

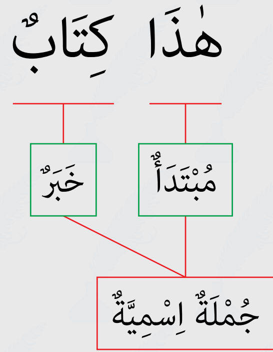
- এক. مُبْتَدَأٌ
- দুই. خَبَرٌ



مُبْتَدَأٌ : যার সম্পর্কে বলা হয়, তাকে مُبْتَدَأٌ বলা হয়। বাংলা ব্যাকরণে আমরা যাকে উদ্দেশ্য ও ইংরেজী ব্যাকরণে আমরা যাকে Subject বলে থাকি, আরবিতে সেটাই হলো مُبْتَدَأٌ (মুবতাদা)।

خَبَرٌ : মুবতাদা সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়, তাকে خَبَرٌ বলা হয়। বাংলা ব্যাকরণে আমরা যাকে বিধেয় ও ইংরেজী ব্যাকরণে আমরা যাকে Predicate বলে থাকি, আরবিতে সেটাই হলো خَبَرٌ (খবার)।

এবার, তুমি যদি "هٰذَا كِتَابٌ" এই বাক্যটিকে দেখো, তবে "هٰذَا" তথা “ইহা” সম্পর্কে বলা হচ্ছে, আর বলা হচ্ছে যে, "كِتَابٌ" তথা “একটি বই”। যেহেতু "هٰذَا" সম্পর্কে বলা হচ্ছে, সেহেতু "هٰذَا" হলো مُبْتَدَأٌ । আর যেহেতু মুবতাদা ("هٰذَا") সম্পর্কে বলা হচ্ছে "كِتَابٌ", সেহেতু "كِتَابٌ" হলো خَبَرٌ।



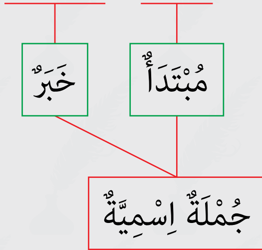
আর, বাক্যটি যেহেতু هٰذَا দিয়ে শুরু হয়েছে তথা একটি ইসিম দিয়ে শুরু হয়েছে, সেহেতু এই বাক্যটির নাম হলো جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ।

ইতিমধ্যে এই "هٰذَا كِتَابٌ" বাক্যটির বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হলো। বাক্য বিশ্লেষণকে تَرْكِيْبٌ (তারকীব) বলে।

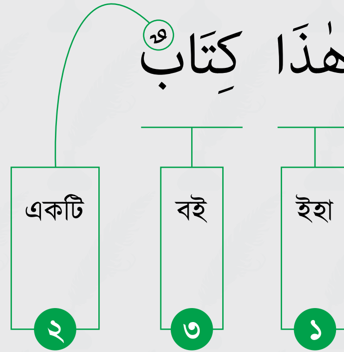




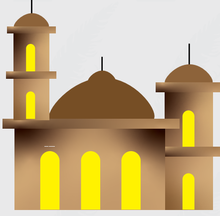
তারকীব



অনুবাদ

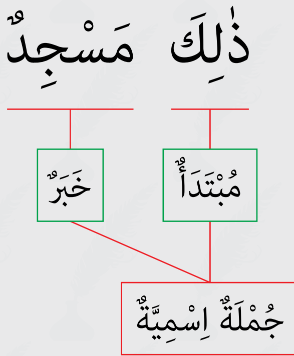


ইহা একটি বই।

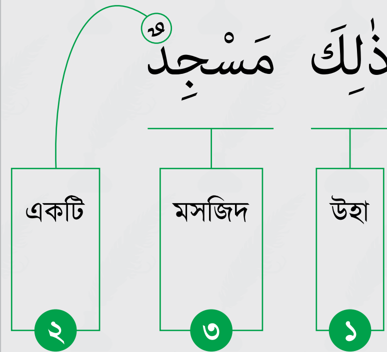




তারকীব



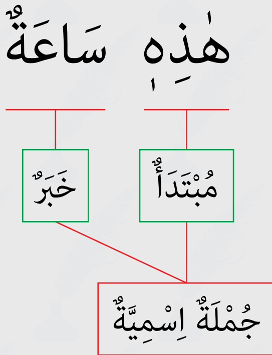
অনুবাদ



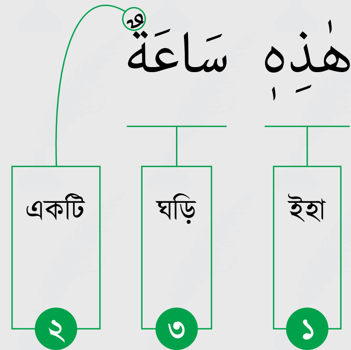
উহা একটি মসজিদ।



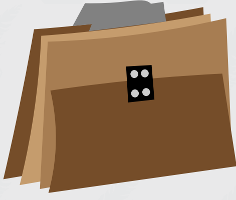
তারকীব



অনুবাদ

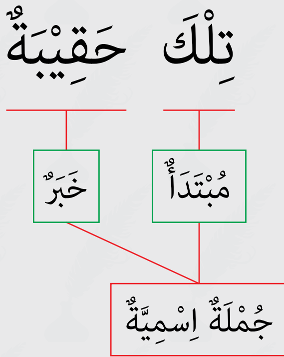


ইহা একটি ঘড়ি।

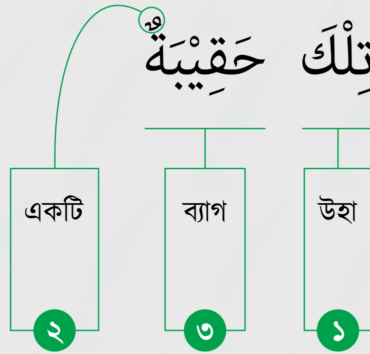




তারকীব



অনুবাদ



উহা একটি ব্যাগ।

ইসলাম সমতার ধর্ম নয়,
বরং ইসলাম ন্যায়ের ধর্ম।

পাঠ ১৬ :

مَا - কী?

নিশ্চয় তুমি তোমার প্রাত্যহিক জীবনে “এটা কী?, সেটা কী?” এ ধরণের প্রশ্ন করে থাকো। তাই না? হ্যাঁ... আমি আমার প্রাত্যহিক জীবনে “এটা কী?, সেটা কী?” এ ধরণের প্রশ্ন করে থাকি।

আচ্ছা... এবার তুমি মনে করো যে, তোমার কাছ থেকে নিকটে একটি বই আছে। তাহলে, তখন তুমি বলবে- هٰذَا كِتَابٌ. তাই তো? হ্যাঁ...।

هٰذَا كِتَابٌ

তুমি যদি "ইহা একটি বই"-এর উপর ভিত্তি করে প্রশ্ন করো যে, "ইহা কী?" তবে, তুমি কি প্রশ্নবোধক "কী" শব্দটি "একটি বই" -এর পরিবর্তে বসালে না?

ইহা	একটি বই
↓	↓
ইহা	কী?

অনুগ্রহপূর্বক পড়া অপূর্ণ রেখে সামনে অগ্রসর হবে না।

তার মানে, তুমি "كِتَابٌ"-এর পরিবর্তে প্রশ্নবোধক "مَا" শব্দটি বসালে। আর তখন হলো- "هٰذَا مَا؟" ।

هٰذَا كِتَابٌ

هٰذَا مَا؟

কিন্তু আরবি ভাষার ব্যাকরণের নিয়ম হলো প্রশ্নবোধক শব্দ বা প্রশ্নবোধক অংশ সবার আগে চলে আসে বা সবার সামনে চলে আসে।

هٰذَا مَا؟

অর্থাৎ তখন হবে- "مَا هٰذَا؟"

مَا هٰذَا؟

এমনিভাবে হবে- مَا هٰذِهِ؟ ، مَا ذٰلِكَ؟ ، مَا تِلْكَ؟ ।

মুখস্থ করো,

مَا هٰذَا؟ ----- এটা কী ? / ইহা কী ?

مَا هٰذِهٖ؟ ---- এটা কী ? / ইহা কী ?

مَا ذٰلِكَ؟ ---- সেটা কী ? / উহা কী ?

مَا تِلْكَ؟ ----- সেটা কী ? / উহা কী ?

তুমি তিন প্রকার كَلِمَةٌ সম্পর্কে আগেই জেনেছো। যথাঃ

১. اِسْمٌ ২. فِعْلٌ ৩. حَرْفٌ

এখন পর্যন্ত তোমার বেশ কিছু اِسْمٌ শেখা হয়ে থাকলেও فِعْلٌ ও حَرْفٌ একদমই শেখা হয়নি। তবে, একদমই যে শেখা হয়নি তা বললে ভুল হবে! কেননা, ইতিমধ্যেই তুমি একটি حَرْفٌ (অব্যয়) শিখে ফেলেছো! আর সেই হরফটি হলো "مَا"। "مَا" একটি حَرْفٌ তথা অব্যয়। আর এই حَرْفٌ-টি নাম তথা এই অব্যয়টির নাম হলো حَرْفُ الْإِسْتِفْهَامِ তথা "প্রশ্ন করার হরফ" বা "প্রশ্নের হরফ" বা "প্রশ্ন করার অব্যয়" বা "প্রশ্নের অব্যয়"।





مَا هٰذَا؟

هٰذَا كِتَابٌ





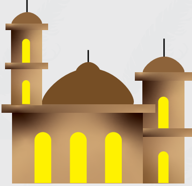
مَا هٰذِهٖ؟

هٰذِهٖ سَاعَةٌ



مَا ذٰلِكَ؟

ذٰلِكَ مَسْجِدٌ





مَا تِلْكَ؟

تِلْكَ حَقِيْبَةٌ



• দূর ও নিকট থেকে বিভিন্ন বস্তুর দিকে হাতে ইশারা করে একে-অপরে মিলে প্রশ্নোত্তরের তামরীন করো।

• আর এখনও যদি কমপক্ষে তিন সদস্যের একটি তামরীন করার দল গঠন করে না থাকো, তবে তা শীঘ্রই গঠন করে ফেল। আর, আমার এই কথাটি মনে রাখবে যে, যেকোনো কাজের প্রাণ হলো تَمْرِيْنٌ তথা অনুশীলন।

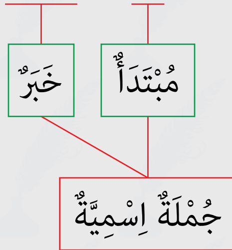
• মনে করো যে, তোমার সামনে এমন কিছু একটা রয়েছে, যার আরবি তোমার জানা নেই। মানে তা مُذَكَّرٌ নাকি مُؤَنَّثٌ ; তা তোমার জানা নেই। এক্ষেত্রে বাস্তবে তা مُذَكَّرٌ হউক বা مُؤَنَّثٌ হউক, যাই হউক; তুমি নিকটবর্তীর ক্ষেত্রে هٰذَا ও দূরবর্তীর ক্ষেত্রে ذٰلِكَ ব্যবহার করবে তথা সাধারণভাবে مُذَكَّرٌ-এর ব্যবহারই করবে।

• মনে করো যে, তুমি ও খালেদ বসে আছো। আর তোমাদের দু'জনের পাশে একটি বই আছে। কিন্তু বইটি তোমার কাছ থেকে দূরে, আর খালেদের কাছ থেকে নিকটে। তখন তুমি বলবে, مَا ذٰلِكَ؟ (কেননা, বইটি তোমার সাপেক্ষে দূরে)। আর খালেদ উত্তরে বলবে, هٰذَا كِتَابٌ (কেননা, বইটি খালেদের সাপেক্ষে কাছে)। আশা করি, বিষয়টি তুমি বুঝতে পেরেছো।



তারকীব

مَا هٰذَا ؟



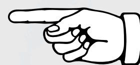
অনুবাদ

مَا هٰذَا ؟



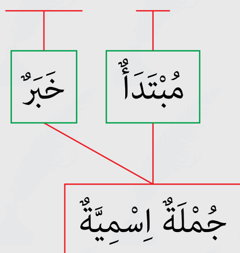
ইহা কী?





তারকীব

مَا ذٰلِكَ ؟



অনুবাদ

مَا ذٰلِكَ ؟

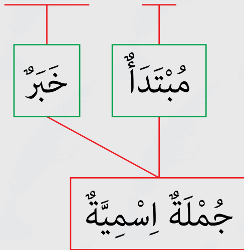


উহা কী?



তারকীব

مَا هٰذِهٖ ؟



অনুবাদ

مَا هٰذِهٖ ؟



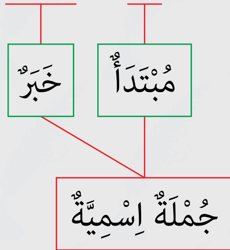
ইহা কী?





তারকীব

مَا تِلْكَ ؟



অনুবাদ

مَا تِلْكَ ؟



উহা কী?

(ما هذا، ما هذه، ما ذلك، ما تلك)-এই তারকীবগুলো দেখার পর তোমার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে,

এই বাক্যগুলো جملةٌ اسميةٌ কীভাবে হলো? কেননা, এই বাক্যগুলো তো اسمٌ দিয়ে শুরু হয়নি, বরং একটি حرفٌ দিয়ে শুরু হয়েছে।

প্রশ্নবোধক হওয়ার কারণে ما হরফটি আগে এসেছে, নয়তো এর মূলরূপ তো هذا ما ছিল। এই হিসেবে আমরা বাক্যগুলোকে جملةٌ اسميةٌ বলতে পারি। কিন্তু তারপরও প্রশ্ন থেকেই যায় যে, مبتدأٌ তো هذا হওয়ার কথা ছিল; ما কীভাবে مبتدأٌ হয়ে গেল?

আবার, "ইহা কী?" বলে আমরা তো মূলত "ইহা" সম্পর্কেই জানতে চাইছি। আর যার সম্পর্কে বলা হয় সেটাই তো مبتدأٌ । এ হিসাবেও مبتدأٌ তো هذا হওয়ারই কথা ছিল!

যদি তোমার মাথায় এই প্রশ্নগুলো এসে থেকে থাকে, তবে তা খুবই স্বাভাবিক। আর এর দ্বারা বুঝা যায় যে, তুমি মেধাবী ও কর্মঠও বটে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ । যাই হউক, এবার তোমার প্রশ্নগুলোর উত্তর দেখা যাক।

যার সম্পর্কে বলা হয়, তাকে مبتدأٌ বলা হয়।

مبتدأٌ সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়, তাকে خبرٌ বলা হয়।

এই সংজ্ঞাদু'টি তুমি আগেই শিখেছো। কিন্তু সবসময় এই সংজ্ঞা চলবে না, বরং আরও দুইটি সংজ্ঞা জেনে রাখো যে,

جملةٌ اسميةٌ-এর প্রথম অংশকে مبتدأٌ বলা হয়।

جملةٌ اسميةٌ-এর দ্বিতীয় অংশকে خبرٌ বলা হয়।

এ হিসেবেই, ما هذَا؟-এর "ما প্রথম অংশ হয়েছে তথা مبتدأٌ হয়েছে", আর "هذا দ্বিতীয় অংশ হয়েছে তথা خبرٌ হয়েছে"।

জেনে রাখো, حرفٌ কখনও একটি বাক্যের মূল অংশ হতে পারবে না। অর্থাৎ حرفٌ কখনও جملةٌ اسميةٌ নামক বাক্যের مبتدأٌ হতে পারবে না, আবার خبرٌ-ও হতে পারবে না। শুধু جملةٌ اسميةٌ নয়, বরং যেকোন প্রকার বাক্যেরই মূল অংশ হতে পারবে না। কিন্তু যদি কখন প্রয়োজন হয়, তবে উক্ত বাক্যস্থ হরফটি তখন আর حرفٌ হিসেবে পরিগণিত হবে না, বরং اِسْمٌ হিসেবে পরিগণিত হবে, যা ৫৪নং পৃষ্ঠার সবার নীচের অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছি। তা আবার দেখে নাও।

তাই مَا هٰذَا؟ বাক্যে ما হরফটি এখন আর حَرْفُ الْإِسْتِفْهَامِ (তথা প্রশ্নের হরফ) হিসেবে পরিগণিত হবে না, বরং اِسْمُ الْإِسْتِفْهَامِ (তথা প্রশ্নের ইসিম) হিসেবে পরিগণিত হবে।

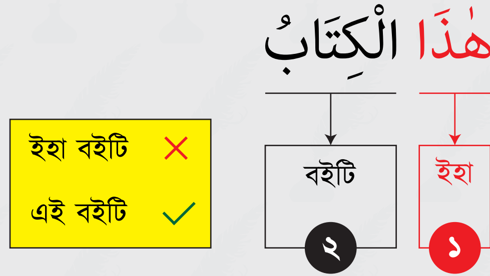
যেহেতু مَا هٰذَا؟ বাক্যে ما এখন একটি ইসিম হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে, সেহেতু مَا هٰذَا؟ বাক্যটি এখন একটি ইসিম দিয়ে শুরু হয়েছে। আর যেহেতু مَا هٰذَا؟ বাক্যটি এখন একটি ইসিম দিয়ে শুরু হয়েছে, সেহেতু مَا هٰذَا؟ বাক্যটি এখন جملةٌ اسميةٌ ।

আর جملةٌ اسميةٌ-এর প্রথম অংশকে যেহেতু مبتدأٌ বলা হয়, সেহেতু ما হলো مبتدأٌ। আর جملةٌ اسميةٌ-এর দ্বিতীয় অংশকে যেহেতু خبرٌ বলা হয়, সেহেতু هذا হলো خبرٌ । আশা করি, এবার বিষয়টি তুমি পুরোপুরি বুঝতে পেরেছো।

প্রশ্ন জাগা ও প্রশ্নের উত্তরের তালাশ করা
মেধাবী শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য।

পাঠ ১৭ : ১৪ তম পাঠে নাকেরার আগে ইসমুল ইশারা বসিয়ে দেখছো যে, তা পরিপূর্ণ বাক্য হয়েছে। আর এবার, মারেফার আগে ইসমুল ইশারা বসিয়ে দেখবে।

যেমন, উদাহরণসরূপ একটি মারেফা ইসিম হলো اَلْكِتَابُ, নিয়ম অনুযায়ী যদি اَلْكِتَابُ-এর আগে هٰذَا ইসমুল ইশারাটি বসাও, তবে হয় هٰذَا الْكِتَابُ ।



আর এবার যদি ভেঙ্গে-ভেঙ্গে অর্থ উঠাও, তবে هٰذَا অর্থ 'ইহা' আর اَلْكِتَابُ অর্থ 'বইটি'। অর্থাৎ هٰذَا الْكِتَابُ-এর অর্থ দাঁড়ায় 'ইহা বইটি'।

কিন্তু, তুমি কি এমনটা বলো যে, 'ইহা বইটি', 'উহা বইটি' নাকি বলো 'এই বইটি' 'ঐ বইটি'? মনে রেখো যে, মারেফার আগে বসা ইসমুল ইশারাগুলো অর্থ প্রকাশ করবে হলো, هٰذَا-هٰذِهِ অর্থ 'এই', আর ذٰلِكَ-تِلْكَ অর্থ 'ঐ'।

• ইসমুল ইশারাগুলো নাকেরার আগে বসলে, অর্থ প্রকাশ করে,

هٰذِهِ - هٰذَا - ইহা, এটা, এটি

تِلْكَ - ذٰلِكَ - উহা, সেটা, সেটি, ওটা

هٰذَا كِتَابٌ - ইহা একটি বই / এটা একটা বই।

هٰذِهِ مَدْرَسَةٌ - ইহা একটি মাদ্রাসা / এটা একটা মাদ্রাসা।

ذٰلِكَ قَلَمٌ - উহা একটি কলম / সেটা একটা কলম।

تِلْكَ سَبُّوْرَةٌ - উহা একটি ব্ল্যাকবোর্ড / সেটা একটা ব্ল্যাকবোর্ড।

• ইসমুল ইশারাগুলো মারেফার আগে বসলে, অর্থ প্রকাশ করে,

هٰذِهِ - هٰذَا - 'এই'

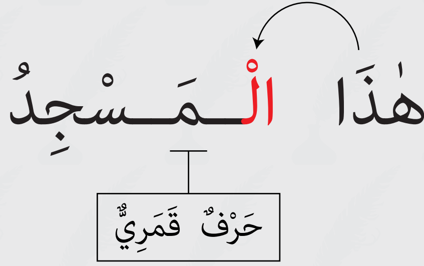
تِلْكَ - ذٰلِكَ - 'ঐ'

هٰذَا الْكِتَابُ - এই বইটি

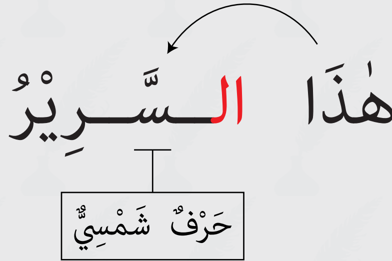
هٰذِهِ الْمَدْرَسَةُ - এই মাদ্রাসাটি

ذٰلِكَ الْقَلَمُ - ঐ কলমটি

تِلْكَ السَّبُّوْرَةُ - ঐ ব্ল্যাকবোর্ডটি



حَرْفٌ قَمَرِيٌّ-এর পূর্বের আলিফ-লাম (ال)-এর ل হরফটি এখনও স্পষ্ট ও আলাদা উচ্চারিত হবে। কিন্তু আলিফটি লেখায় আসবে, তবে উচ্চারিত হবে না। কেননা, আলিফ-লাম (ال)-এর ل হরফটিকে সরাসরি ধরে ফেলবে, যেমনটা তুমি দেখতে পাচ্ছো।



حَرْفٌ شَمْسِيٌّ-এর পূর্বের আলিফ-লাম (ال)-এর ا ও ل উভয়টি লেখায় ঠিকই আসবে, কিন্তু কোনটিই উচ্চারিত হবে না। বরং (ال)-এর পরের حَرْفٌ شَمْسِيٌّ-টি তাশদীদযুক্ত হবে এবং সেই তাশদীদযুক্ত হরফ তথা মুশাদ্দাদ হরফটিকে সরাসরি ধরে ফেলবে, যেমনটা তুমি দেখতে পাচ্ছো। আর মুশাদ্দাদের কথা কি তোমার মনে আছে? যদি মনে না থেকে থাকে, তবে পিছনে ফিরে যাও।

هٰذَا الْكِتَابُ	এই বইটি
هٰذَا الْقَلَمُ	এই কলমটি
هٰذَا الْكُرْسِيُّ	এই চেয়ারটি
هٰذَا الْبَيْتُ	এই ঘরটি
هٰذَا الْبَابُ	এই দরজাটি
هٰذَا الْمِصْبَاحُ	এই বাতিটি
هٰذَا الْجِدَارُ	এই দেয়ালটি
هٰذَا الْمَسْجِدُ	এই মসজিদটি
هٰذَا الْعَلَمُ	এই পতাকাটি
هٰذَا الْقُفْلُ	এই তালাটি
هٰذَا الْمِفْتَاحُ	এই চাবিটি
--------	----------
هٰذَا السَّرِيْرُ	এই খাটটি
هٰذَا الصُّنْدُوْقُ	এই বাক্সটি

ذٰلِكَ الْكِتَابُ	ঐ বইটি
ذٰلِكَ الْقَلَمُ	ঐ কলমটি
ذٰلِكَ الْكُرْسِيُّ	ঐ চেয়ারটি
ذٰلِكَ الْبَيْتُ	ঐ ঘরটি
ذٰلِكَ الْبَابُ	ঐ দরজাটি
ذٰلِكَ الْمِصْبَاحُ	ঐ বাতিটি
ذٰلِكَ الْجِدَارُ	ঐ দেয়ালটি
ذٰلِكَ الْمَسْجِدُ	ঐ মসজিদটি
ذٰلِكَ الْعَلَمُ	ঐ পতাকাটি
ذٰلِكَ الْقُفْلُ	ঐ তালাটি
ذٰلِكَ الْمِفْتَاحُ	ঐ চাবিটি
--------	----------
ذٰلِكَ السَّرِيْرُ	ঐ খাটটি
ذٰلِكَ الصُّنْدُوْقُ	ঐ বাক্সটি

হাযাা-এর যাল্-হরফের পরের আলিফের কারণে যে একটা টান হতো, এখন আর সেই টানটি হবে না। এখন এর উচ্চারণ-মূল হবে هٰذَا الْكِتَابُ، هٰذَا السَّرِيْرُ ।

ঐ মাদ্রাসাটি	تِلْكَ الْمَدْرَسَةُ
ঐ রুলারটি	تِلْكَ الْمِسْطَرَةُ
ঐ ব্যাগটি	تِلْكَ الْحَقِيْبَةُ
ঐ খাতাটি	تِلْكَ الْكُرَّاسَةُ
ঐ কামরাটি	تِلْكَ الْحُجْرَةُ
ঐ কামরাটি	تِلْكَ الْغُرْفَةُ
ঐ ছাতাটি	تِلْكَ الْمِظَلَّةُ
-------------	------------
ঐ ব্ল্যাকবোর্ডটি	تِلْكَ السَّبُّوْرَةُ
ঐ টেবিলটি	تِلْكَ الطَّاوِلَةُ
ঐ জানালাটি	تِلْكَ النَّافِذَةُ
ঐ ঘড়িটি	تِلْكَ السَّاعَةُ
ঐ চশমাটি	تِلْكَ النَّظَّارَةُ
ঐ কারটি	تِلْكَ السَّيَّارَةُ
ঐ সাইকেলটি	تِلْكَ الدَّرَّاجَةُ

এই মাদ্রাসাটি	هٰذِهِ الْمَدْرَسَةُ
এই রুলারটি	هٰذِهِ الْمِسْطَرَةُ
এই ব্যাগটি	هٰذِهِ الْحَقِيْبَةُ
এই খাতাটি	هٰذِهِ الْكُرَّاسَةُ
এই কামরাটি	هٰذِهِ الْحُجْرَةُ
এই কামরাটি	هٰذِهِ الْغُرْفَةُ
এই ছাতাটি	هٰذِهِ الْمِظَلَّةُ
--------------	------------
এই ব্ল্যাকবোর্ডটি	هٰذِهِ السَّبُّوْرَةُ
এই টেবিলটি	هٰذِهِ الطَّاوِلَةُ
এই জানালাটি	هٰذِهِ النَّافِذَةُ
এই ঘড়িটি	هٰذِهِ السَّاعَةُ
এই চশমাটি	هٰذِهِ النَّظَّارَةُ
এই কারটি	هٰذِهِ السَّيَّارَةُ
এই সাইকেলটি	هٰذِهِ الدَّرَّاجَةُ

হাযিহী-এর হা-হরফের খাড়া যেরের কারণে যে একটা টান হতো, এখন আর সেই টানটি হবে না। এখন এর উচ্চারণ-মূল হবে هٰذِهِ الْمَدْرَسَةُ، هٰذِهِ النَّظَّارَةُ ।

এবার, تَمْرِيْنٌ করো। আর তামরীন যে কীভাবে করতে হয়, তা তোমার জানাই আছে। নাকি একই কথা বার-বার না বলা পর্যন্ত উদাসীন থাকতেই পছন্দ করো!?

বাংলা > আরবি || আরবি > বাংলা

বাংলা থেকে আরবির تَمْرِيْنٌ করার পর অবশ্যই আরবি থেকে বাংলার تَمْرِيْنٌ-ও করবে। تَمْرِيْنٌ ততক্ষণ পর্যন্ত করব যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি ভুলেও ভুল করবে না!

পাঠ ১৮ :



এই বইটি

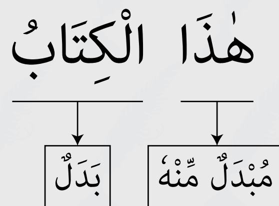
এই - দিয়ে যে বস্তুটি উদ্দেশ্য

বইটি - দিয়ে ঐ বস্তুটিই উদ্দেশ্য

মানে,

هٰذَا - দিয়ে যে বস্তুটি উদ্দেশ্য

اَلْكِتَابُ - দিয়ে ঐ বস্তুটিই উদ্দেশ্য



যদি না বুঝে থাকো তবে,

মনে করো, তোমার সামনে একটি টেবিল আছে। আর সেই টেবিলের উপরে একটি বই আছে। আর তুমি বললে, "এই বইটি আমার।" আচ্ছা, এবার বলো তো; তুমি 'এই' বলে যে বস্তুটিকে ইশারা করলে, 'বইটি' বলে ঐ বস্তুটিকেই বুঝালে না? হ্যাঁ... 'এই' বলে যে বস্তুটি আমার উদ্দেশ্য, 'বইটি' বলে ঐ বস্তুটিই উদ্দেশ্য। আর এটাকেই আরবি ব্যাকরণে بَدَلٌ - مُبْدَلٌ مِّنْهُ বলা হয়।

এবার মনে করো যে, তোমার সামনের টেবিলটির উপরে বই আছে, কলম আছে, আর এমনিসব আরও বেশ কিছু বস্তু রয়েছে। তো এখন যদি তুমি আমাকে শুধু هٰذَا বলো, তবে আমি কি করে বুঝবো যে, তোমার هٰذَا দিয়ে বই উদ্দেশ্য, নাকি কলম উদ্দেশ্য? অর্থাৎ বিষয়টা আমার কাছে অস্পষ্ট থাকবে। তাই না?

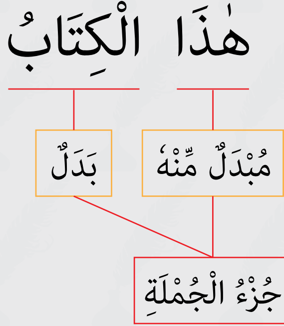
কিন্তু তুমি যদি هٰذَا বলার সাথে-সাথে اَلْكِتَابُ-ও উল্লেখ করো, তবে বিষয়টি আমার কাছে আর অস্পষ্ট থাকবে না। অর্থাৎ هٰذَا বলে তোমার যেটা লক্ষ্য, তাকে স্পষ্ট করার জন্য اَلْكِتَابُ হলো তোমার উপলক্ষ্য। অথবা এভাবেও বলা যায় যে, هٰذَا বলে তোমার যেটা লক্ষ্য, তাকে স্পষ্ট করার জন্য اَلْكِتَابُ-কে هٰذَا-এর বদলি হিসেবে আনা হয়েছে বা বিকল্প হিসেবে আনা হয়েছে।

যেহেতু هٰذَا থেকে اَلْكِتَابُ-কে বদলানো হয়েছে, সেহেতু هٰذَا হলো مُبْدَلٌ مِّنْهُ। কেননা, যেটা থেকে বদলানো হয়, তাকে مُبْدَلٌ مِّنْهُ বলা হয়।

আর, যেহেতু اَلْكِتَابُ-কে বদলানো হয়েছে, সেহেতু اَلْكِتَابُ হলো بَدَلٌ। কেননা, যেটাকে বদলানো হয়, তাকে بَدَلٌ বলা হয়।

তাহলে, তুমি بَدَلٌ - مُبْدَلٌ مِّنْهُ সম্পর্কে বলতে পারো যে,

. প্রথম অংশটা হলো مُبْدَلٌ مِّنْهُ	আর	দ্বিতীয় অংশটা হলো بَدَلٌ
. প্রথম অংশটা হলো লক্ষ্য	আর	দ্বিতীয় অংশটা হলো উপলক্ষ্য
. প্রথম অংশটা থেকে বদলানো হয়	আর	দ্বিতীয় অংশটাকে বদলি হিসেবে আনা হয়



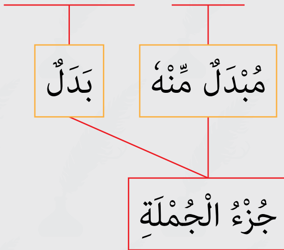
আর হ্যাঁ... খেয়াল করে বলো তো, এই বইটি, ঐ কলমটি, এই মাদ্রাসাটি, ঐ কামরাটি... ইত্যাদি শব্দগুচ্ছগুলো কি পরিপূর্ণভাবে মনের ভাব প্রকাশ করছে? না... নিশ্চয় এগুলো পরিপূর্ণভাবে মনের ভাব প্রকাশ করছে না। সুতরাং এগুলো পরিপূর্ণ বাক্য নয়, বরং বাক্যাংশ (جُزْءُ الْجُمْلَةِ)।

তাহলে, আমরা বলতে পারি যে, আলিফ-লাম যুক্ত মারেফার আগে ইসমুল ইশারা বসলে তা অপরিপূর্ণ বাক্য হয়।



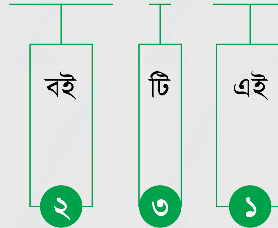
তারকীব

هٰذَا الْكِتَابُ



অনুবাদ

هٰذَا الْـكِتَابُ



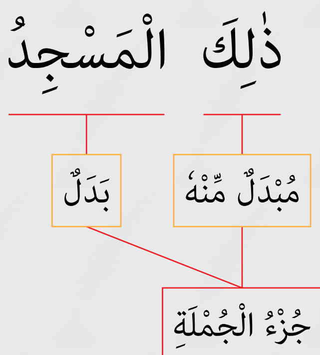
এই বইটি

অনুগ্রহপূর্বক পড়া অপূর্ণ রেখে সামনে অগ্রসর হবে না।





তারকীব



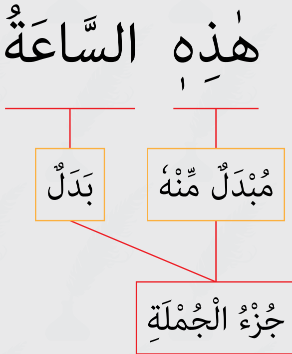
অনুবাদ



ঐ মসজিদটি



তারকীব



অনুবাদ



এই ঘড়িটি



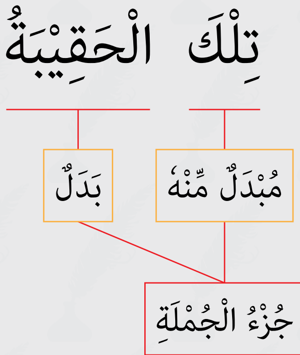


অনুবাদ



ঐ ব্যাগটি

তারকীব



মহান আল্ল-হ সুবহানু ওয়া তা'আলার কাছে
একমাত্র ইসলামই গ্রহণযোগ্য ধর্ম।

هٰذَا الْكِتَابُ

الْكِتَابُ	هٰذَا
بَدَلٌ	مُبْدَلٌ مِنْهُ
مُذَكَّرٌ	مُذَكَّرٌ
مَعْرِفَةٌ	مَعْرِفَةٌ

هٰذِهِ الْمَدْرَسَةُ

الْمَدْرَسَةُ	هٰذِهِ
بَدَلٌ	مُبْدَلٌ مِنْهُ
مُؤَنَّثٌ	مُؤَنَّثٌ
مَعْرِفَةٌ	مَعْرِفَةٌ

* লক্ষ্য করে দেখো,

- মুবদালুম্ মিনহূ মুযাক্কার হয়েছে, তো বাদালও মুযাক্কার হয়েছে।
- মুবদালুম্ মিনহূ মুআন্নাস হয়েছে, তো বাদালও মুআন্নাস হয়েছে।
- মুবদালুম্ মিনহূ মারেফা হয়েছে, তো বাদালও মারেফা হয়েছে।

* তাহলে আমরা বলতে পারি যে,

- مُبْدَلٌ مِنْهُ যেমন হয়, بَدَلٌ-ও তেমন হয়।

هٰذَا الْكِتَابُ

مَتْبُوْعٌ / مُبْدَلٌ مِنْهُ	تَابِعٌ / بَدَلٌ
هٰذَا	الْكِتَابُ

هٰذِهِ الْمَدْرَسَةُ

مَتْبُوْعٌ / مُبْدَلٌ مِنْهُ	تَابِعٌ / بَدَلٌ
هٰذِهِ	الْمَدْرَسَةُ

* আবার আমরা এটাও বলতে পারি যে,

- বাদাল মুবদালুম্ মিনহূকে অনুসরণ করে।

- মুবদালুম্ মিনহূ মুযাক্কার হয়েছে বলেই, বাদালও মুযাক্কার হয়েছে।
- মুবদালুম্ মিনহূ মুআন্নাস হয়েছে বলেই, বাদালও মুআন্নাস হয়েছে।
- মুবদালুম্ মিনহূ মারেফা হয়েছে বলেই, বাদালও মারেফা হয়েছে।

* তার মানে,

- বাদাল অনুসরণ করেছে। মানে, বাদাল হলো অনুসরণকারী।
- মুবদালুম্ মিনহূ অনুসরণকৃত হয়েছে বা অনুসৃত হয়েছে।

- অনুসরণকারী'র আরবি হলো تَابِعٌ ।
- অনুসরণকৃত / অনুসৃত'র আরবি হলো مَتْبُوْعٌ ।

আমরা সকলেই হয়তো অবগত আছি যে, রসূলুল্ল-হ ছল্লাল্ল-হু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গীকে সাহাবি বলা হয়। আরবিটি হলো صَحَابِيٌّ ।

আর, যে ব্যক্তি সাহাবিকে অনুসরণ করেছেন, তাঁকে আমরা تَابِعٌ বলি। মানে অনুসরণকারী। কার্ অনুসরণকারী? সাহাবির অনুসরণকারী। তার মানে, সাহাবি তাবে’ইর দ্বারা অনুসরণকৃত হয়েছেন বা আমরা এভাবে বলতে পারি যে, সাহাবি তাবে’ইর দ্বারা অনুসৃত হয়েছেন। তাই, সাহাবি হলেন مَتْبُوْعٌ তথা অনুসরণকৃত বা অনুসৃত।

ব্যক্তিকে দেখে হক্ব নির্ণয় করো না;
বরং হক্বের নিক্তিতে ব্যক্তিকে পরখ করো।

পাঠ ১৯ : আরও কিছু শব্দার্থ শিখো। কেননা, শব্দই যেকোন ভাষার মূল উপাদান।

فِرَاشٌ	একটি বিছানা	لِبَاسٌ	একটি পোশাক
وِسَادَةٌ	একটি বালিশ	عِمَامَةٌ	একটি পাগড়ী
قَمِيْصٌ	একটি জামা	مِنْدِيْلٌ	একটি রুমাল
قَلَنْسُوَةٌ	একটি টুপি	حِذَاءٌ	একটি জুতা
عِقْدٌ	একটি হার	مِرْوَحَةٌ	একটি পাখা
مَسَّاحَةٌ	একটি ডাস্টার	حَدِيْقَةٌ	একটি বাগান
خَارِطَةٌ	একটি ম্যাপ	مِنْضَدَةٌ	একটি তোপায়া
مِحْرَاثٌ	একটি লাঙ্গল	كُرَةٌ	একটি বল

• এই পাঠের সমস্ত নাকেরা ইসিমগুলো মুখস্থ ও তামরীন করো।

• আর কীভাবে যে মুখস্থ ও তামরীন করতে হয়, তা নিশ্চয় তোমাকে বারংবার স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। আর হ্যাঁ, মুখস্থ ও তামরীন করার সময় مذكر ও مؤنث-এর বিষয়গুলোও মাথায় রেখো। এমনকি ইসিমগুলোর পাশের হলুদ রঙের খালি ঘরগুলোতে রঙ্গিন ঠিক চিহ্ন ব্যবহার করে مذكر ও مؤنث চিহ্নিত করতে পারো। যেমন : مذكر-এর জন্য লালা রং ও مؤنث-এর জন্য নীল রং।

• এই পাঠের সমস্ত ইসিমের সামনে আলিফ-লাম বসিয়ে, সেগুলোকে মারেফা বানিয়ে মুখস্থ করো। অতঃপর মারেফা ইসিমগুলোর তামরীন করো।

• **বাংলা করো :**

اَللِّبَاسُ، اَلْعِمَامَةُ، اَلْمِنْدِيْلُ، اَلْحِذَاءُ، اَلْفِرَاشُ، اَلْوِسَادَةُ، اَلْقَمِيْصُ، اَلْقَلَنْسُوَةُ، اَلْعِقْدُ، اَلْمَسَّاحَةُ، اَلْخَارِطَةُ، اَلْمِحْرَاثُ، اَلْمِرْوَحَةُ، اَلْحَدِيْقَةُ، اَلْمِنْضَدَةُ، اَلْكُرَةُ

• **আরবি করো :**

পাখাটি, বাগানটি, তোপায়াটি, বলটি, বিছানাটি, বালিশটি, জামাটি, টুপিটি, হারটি, ডাস্টারটি, ম্যাপটি, লাঙ্গলটি, পোশাকটি, পাগড়ীটি, রুমালটি, জুতাটি

اَللِّبَاسُ - اَلْكُرَّاسَةُ

• اَللِّبَاسُ-তে দেখো, حَرَكَةٌ-টি تَشْدِيْدٌ-এর নীচে, তাই এটি كَسْرَةٌ (কাসরা)। আর যদি হরকতটি تَشْدِيْدٌ-এর উপরে থাকতো, তবে তা فَتْحَةٌ (ফাতহা) হতো। যেমনটা তুমি اَلْكُرَّاسَةُ-তে দেখতে পাচ্ছো। বিষয়টি এমন নয় যে, যেহেতু হরকতটি হরফের উপরে আছে, সেহেতু হরকতটি ফাতহা হবে। বরং কোনটা ফাতহা হবে, আর কোনটা কাসরা হবে, তা নির্ভর করবে تَشْدِيْدٌ-এর উপর ও নীচের উপর ভিত্তি করে। আবার স্বাভাবিকভাবে اَللِّبَاسُ -এমনও হতে পারে। আশা করি বিষয়টি তুমি বুঝতে পেরেছো।

• এই পাঠের সমস্ত নাকেরা ইসিমের সামনে ইসমুল ইশারা বসিয়ে মুখস্থ করো। অতঃপর তামরীন করো।

• **বাংলা করো :**

هٰذَا عِقْدٌ. تِلْكَ مَسَّاحَةٌ. هٰذِهٖ خَارِطَةٌ. ذٰلِكَ مِحْرَاثٌ. ذٰلِكَ لِبَاسٌ. هٰذِهٖ عِمَامَةٌ. هٰذَا مِنْدِيْلٌ. ذٰلِكَ حِذَاءٌ. تِلْكَ مِرْوَحَةٌ. هٰذِهٖ حَدِيْقَةٌ. تِلْكَ مِنْضَدَةٌ. هٰذِهٖ كُرَةٌ. هٰذَا فِرَاشٌ. تِلْكَ وِسَادَةٌ. ذٰلِكَ قَمِيْصٌ. تِلْكَ قَلَنْسُوَةٌ. ذٰلِكَ عِقْدٌ. هٰذِهٖ مَسَّاحَةٌ. تِلْكَ خَارِطَةٌ. هٰذَا مِحْرَاثٌ. هٰذَا لِبَاسٌ. تِلْكَ عِمَامَةٌ. ذٰلِكَ مِنْدِيْلٌ. هٰذَا حِذَاءٌ. هٰذِهٖ مِرْوَحَةٌ. تِلْكَ حَدِيْقَةٌ. هٰذِهٖ مِنْضَدَةٌ. تِلْكَ كُرَةٌ. هٰذَا فِرَاشٌ. هٰذِهٖ وِسَادَةٌ. هٰذَا قَمِيْصٌ. هٰذِهٖ قَلَنْسُوَةٌ

• **আরবি করো :**

ইহা একটি পোশাক। উহা একটি পাগড়ী। ইহা একটি রুমাল। উহা একটি জুতা। উহা একটি পাখা। ইহা একটি বাগান। উহা একটি তোপায়া। ইহা একটি বল। উহা একটি বিছানা। ইহা একটি বালিশ। উহা একটি জামা। ইহা একটি টুপি। উহা একটি হার। ইহা একটি ডাস্টার। উহা একটি ম্যাপ। ইহা একটি লাঙ্গল। উহা একটি পোশাক। ইহা একটি পাগড়ী। উহা একটি রুমাল। ইহা একটি জুতা। ইহা একটি পাখা। উহা একটি বাগান। ইহা একটি তোপায়া। উহা একটি বল। ইহা একটি বিছানা। উহা একটি বালিশ। ইহা একটি জামা। উহা একটি টুপি। ইহা একটি হার। উহা একটি ডাস্টার। ইহা একটি ম্যাপ। উহা একটি লাঙ্গল।

• এই পাঠের সমস্ত মারেফা ইসিমের সামনে ইসমুল ইশারা বসিয়ে মুখস্থ করো। অতঃপর তামরীন করো।

• **বাংলা করো :**

ذٰلِكَ اللِّبَاسُ، هٰذِهِ الْعِمَامَةُ، هٰذَا الْمِنْدِيْلُ، ذٰلِكَ الْحِذَاءُ، هٰذَا الْفِرَاشُ، تِلْكَ الْوِسَادَةُ، ذٰلِكَ الْقَمِيْصُ، هٰذِهِ الْقَلَنْسُوَةُ، هٰذَا الْعِقْدُ، تِلْكَ الْمَسَّاحَةُ، هٰذِهِ الْخَارِطَةُ، ذٰلِكَ الْمِحْرَاثُ، تِلْكَ الْمِرْوَحَةُ، هٰذِهِ الْحَدِيْقَةُ، تِلْكَ الْمِنْضَدَةُ، هٰذِهِ الْكُرَةُ، هٰذَا اللِّبَاسُ، تِلْكَ الْعِمَامَةُ، ذٰلِكَ الْمِنْدِيْلُ، هٰذَا الْحِذَاءُ، ذٰلِكَ الْفِرَاشُ، هٰذِهِ الْوِسَادَةُ، هٰذَا الْقَمِيْصُ، تِلْكَ الْقَلَنْسُوَةُ، ذٰلِكَ الْعِقْدُ، هٰذِهِ الْمَسَّاحَةُ، تِلْكَ الْخَارِطَةُ، هٰذَا الْمِحْرَاثُ، هٰذِهِ الْمِرْوَحَةُ، تِلْكَ الْحَدِيْقَةُ، هٰذِهِ الْمِنْضَدَةُ، تِلْكَ الْكُرَةُ

• **আরবি করো :**

ঐ পাখাটি, এই বাগানটি, ঐ তোপায়াটি, এই বলটি, ঐ বিছানাটি, এই বালিশটি, ঐ জামাটি, এই টুপিটি, ঐ হারটি, এই ডাস্টারটি, ঐ ম্যাপটি, এই লাঙ্গলটি, ঐ পোশাকটি, এই পাগড়ীটি, ঐ রুমালটি, এই জুতাটি, এই পাখাটি, ঐ বাগানটি, এই তোপায়াটি, ঐ বলটি, এই বিছানাটি, ঐ বালিশটি, এই জামাটি, ঐ টুপিটি, এই হারটি, ঐ ডাস্টারটি, এই ম্যাপটি, ঐ লাঙ্গলটি, এই পোশাকটি, ঐ পাগড়ীটি, এই রুমালটি

قَمِيْصٌ : আমরা এই শব্দটিকে বাংলায় "কামিজ" বলে ব্যবহার করে থাকি, যা তোমার জানা থাকারই কথা। ক্বমীছ = কামিজ ; যদিও অক্ষর ও উচ্চারণে স্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান, তারপরও এভাবে এই ক্বমীছ শব্দটি মনে রাখতে পারো বা মুখস্থ করতে পারো।

لِبَاسٌ : আমরা এই শব্দটিকে বাংলায় "লিবাস বা লেবাস" বলে ব্যবহার করে থাকি, যা তোমার জানা থাকারই কথা। লিবাাস = লিবাস। এভাবে এই লিবাাস শব্দটি মনে রাখতে পারো বা মুখস্থ করতে পারো।

عِمَامَةٌ : তুমি মনে করতে পারো যে, ইমাম সাহেবগণই তো পাগড়ী পরিধান করে থাকে, তাই এর আরবি 'ইমাামাহ। কিন্তু বিষয়টা একদমই ভুল। কেননা, ইমামের আরবি হলো إِمَامٌ । আশা করি পার্থক্যটি বুঝতে পেরেছো।

ইসলাম কোনো অসাম্প্রদায়িক ধর্ম নয়,
বরং ইসলাম একটি সাম্প্রদায়িক ধর্ম।

পাঠ ২০ : দেখো, আমরা হচ্ছি মানুষ। আমরা আমাদের মুখ দিয়ে অনেক কিছুই উচ্চারণ করে থাকি বা আওয়াজ করে থাকি। কিন্তু এই আওয়াজগুলোর মধ্য থেকে কিছু আওয়াজের অর্থ থাকে, আবার কিছু আওয়াজের অর্থ থাকে না। যেমন কোলের বাচ্চারা সাধারণত যেসব আওয়াজ করে থাকে, সাধারণত তার কোনো অর্থ নেই, কিন্তু সেগুলোও তো আওয়াজ। তাই না? যাই হউক, আমরা অর্থহীন আওয়াজ নিয়ে কথা বলবো না। বরং আমরা অর্থপূর্ণ আওয়াজ নিয়ে কথা বলবো। আবারও লিখছি যে, যে আওয়াজের অর্থ রয়েছে, আমরা সেই আওয়াজ নিয়েই আলোচনা করবো।

মানুষের মুখের অর্থপূর্ণ আওয়াজকে لَفْظٌ বলা হয়। বা তুমি এভাবেও বলতে পারো যে, মানুষের মুখের অর্থপূর্ণ ধ্বনিকে لَفْظٌ বলা হয়। কেননা, উচ্চারণ, আওয়াজ ও ধ্বনি; এ তিনটিই لَفْظٌ-এর অর্থ প্রকাশক।

তাহলে আশা করি যে, তুমি لَفْظٌ-এর উপরোক্ত সংজ্ঞা থেকে এটা বুঝতে পেরেছো যে, لَفْظٌ হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে। যথা :

১. আওয়াজ হতে হবে।

২. আওয়াজটি মানুষের মুখ থেকে নিঃসৃত হতে হবে।

৩. আওয়াজটির একটি বোধগম্য অর্থ থাকতে হবে।

যখন তুমি কোনো আওয়াজে এই তিনটি শর্ত পূরণ হতে দেখবে, তখন তুমি সেই আওয়াজকে لَفْظٌ বলতে পারবো। যেমন :

كِتَابٌ (একটি বই)

- যেহেতু كتاب একটি আওয়াজ।
- যেহেতু كتاب আওয়াজটি মানুষের মুখ থেকে নিঃসৃত।
- যেহেতু كتاب আওয়াজটির বোধগম্য অর্থ আছে।

= সেহেতু كتاب একটি لَفْظٌ।

هٰذَا الْكِتَابُ (এই বইটি)

- যেহেতু هذا الكتاب একটি আওয়াজ।
- যেহেতু هذا الكتاب আওয়াজটি মানুষের মুখ থেকে নিঃসৃত।
- যেহেতু هذا الكتاب আওয়াজটির বোধগম্য অর্থ আছে।

= সেহেতু هذا الكتاب একটি لَفْظٌ।

هٰذَا كِتَابٌ (ইহা একটি বই)

- যেহেতু هذا كتاب একটি আওয়াজ।
- যেহেতু هذا كتاب আওয়াজটি মানুষের মুখ থেকে নিঃসৃত।
- যেহেতু هذا كتاب আওয়াজটির বোধগম্য অর্থ আছে।

= সেহেতু هذا كتاب একটি لَفْظٌ।

দেখো,

- كِتَابٌ ; যেটা কিনা একটি كَلِمَةٌ তথা শব্দ।
- هٰذَا الْكِتَابُ ; যেটা কিনা একাধিক শব্দের সমন্বয়ে তৈরি একটি جُزْءُ الْجُمْلَةِ তথা বাক্যাংশ।
- هٰذَا كِتَابٌ ; যেটা কিনা একটি جُمْلَةٌ তথা বাক্য।

তার মানে, এ তিনটিই এক-একটি لَفْظٌ। কেননা,

- এ তিনটিই এক-একটি আওয়াজ।
- এ তিনটি আওয়াজই মানুষের মুখ থেকে নিঃসৃত।
- এ তিনটি আওয়াজেরই বোধগম্য অর্থ রয়েছে।

তাই كِتَابٌ، هٰذَا الْكِتَابُ ও هٰذَا كِتَابٌ -এ তিনটিই এক-একটি لَفْظٌ ।

আশা করি, এ পর্যন্ত আমি তোমাকে যা বুঝানোর চেষ্টা করেছি, তুমি তা উত্তমরূপে বুঝতে পেরেছো। যদি উত্তররূপে বুঝে থেকে থাকো, তবে সামনে অগ্রসর হও।

পাঠ ২১ :



১. তুমি যদি كِتَابٌ লফযটিকে ভাগ করো, তবে এর কোনো অর্থ অবশিষ্ট থাকবে না। তার মানে, كِتَابٌ লফযটিকে ভাগ করা সম্ভব না। কেননা, এটি একটি একক লফয। অর্থাৎ, এই লফযটি অন্য কারও সাথে যুক্ত নয়, মানে এটি একটি বিযুক্ত লফয। বিযুক্ত লফযকে আরবিতে مُفْرَدٌ বলা হয়।

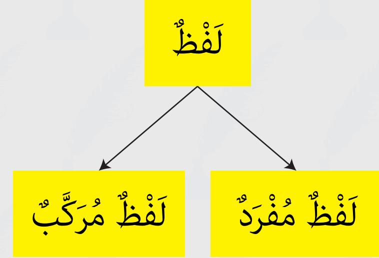
২. তুমি যদি هٰذَا الْكِتَابُ লফযটিকে ভাগ করো, তবে এখানে তুমি দুইটি ভাগ পাবে। هٰذَا একটি ভাগ ও اَلْكِتَابُ অন্য আরেকটি ভাগ। খেয়াল করো, هٰذَا الْكِتَابُ লফযটি বিভক্ত হওয়ার পরও هٰذَا (ইহা) ও اَلْكِتَابُ (বইটি) এ উভয় ভাগেরই অর্থ বহাল রয়েছে। যেহেতু এই هٰذَا الْكِتَابُ লফযটি একাধিক অংশ যুক্ত হয়ে তৈরি হয়েছে, সেহেতু এটি একটি যুক্ত লফয। আর যুক্ত লফযকে আরবিতে مُرَكَّبٌ বলা হয়।

৩. তুমি যদি هٰذَا كِتَابٌ লফযটিকে ভাগ করো, তবে এখানেও তুমি দুইটি ভাগ পাবে। هٰذَا একটি ভাগ ও كِتَابٌ অন্য আরেকটি ভাগ। খেয়াল করো, هٰذَا كِتَابٌ লফযটি বিভক্ত হওয়ার পরও هٰذَا (ইহা) ও كِتَابٌ (একটি বই) এ উভয় ভাগেরই অর্থ বহাল রয়েছে। যেহেতু এই هٰذَا كِتَابٌ লফযটি একাধিক অংশ যুক্ত হয়ে তৈরি হয়েছে, সেহেতু এটি একটি যুক্ত লফয। আর যুক্ত লফযকে আরবিতে مُرَكَّبٌ বলা হয়।

অর্থাৎ لَفْظٌ দুই প্রকার। যথা :

১. لَفْظٌ مُفْرَدٌ (বিযুক্ত ধ্বনি)

২. لَفْظٌ مُرَكَّبٌ (যুক্ত ধ্বনি)



প্রশ্নোত্তর

১. لَفْظٌ -এর আভিধানিক অর্থ কী?

لَفْظٌ -এর আভিধানিক অর্থ হলো : ধ্বনি, আওয়াজ, উচ্চারণ ... ইত্যাদি।

২. مُفْرَدٌ -এর আভিধানিক অর্থ কী?

مُفْرَدٌ -এর আভিধানিক অর্থ হলো : বিযুক্ত, বিচ্ছিন্ন, আলাদাকৃত, মৌলিক, একক, একাকী ... ইত্যাদি।

৩. مُرَكَّبٌ -এর আভিধানিক অর্থ কী?

مُرَكَّبٌ -এর আভিধানিক অর্থ হলো : যুক্ত, সংযুক্ত, সংযোজিত, গঠিত, রচিত, যৌগিক, মিশ্র ... ইত্যাদি।

৪. আরবি ব্যাকরণের পরিভাষায়, لَفْظٌ কাকে বলে?

আরবি ব্যাকরণের পরিভাষায়, মানুষের মুখের অর্থপূর্ণ ধ্বনিকে لَفْظٌ বলে।

৫. আরবি ব্যাকরণের পরিভাষায়, مُفْرَدٌ কাকে বলে?

আরবি ব্যাকরণের পরিভাষায়, যে লফয বিযুক্ত অর্থ প্রকাশ করে এবং বিভক্ত হলে অর্থহীন হয়ে পড়ে, তাকে مُفْرَدٌ বলে।

৬. আরবি ব্যাকরণের পরিভাষায়, مُرَكَّبٌ কাকে বলে?

আরবি ব্যাকরণের পরিভাষায়, যে লফয যুক্ত অর্থ প্রকাশ করে এবং বিভক্ত হওয়ার পরও অর্থপূর্ণ থাকে, তাকে مُرَكَّبٌ বলে।

৭. আমরা কি প্রত্যেকটি كَلِمَةٌ-কেই مُفْرَدٌ বলতে পারি?

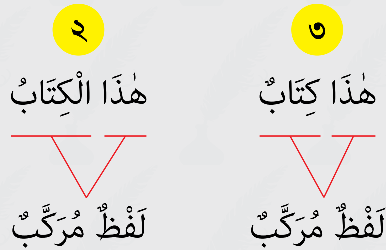
হ্যাঁ... আমরা প্রত্যেকটি كَلِمَةٌ-কেই مُفْرَدٌ বলতে পারি, কেননা আমরা যেকোন كَلِمَةٌ তথা শব্দকেই যদি ভাগ করি, তবে তা অবশ্যই অর্থহীন হয়ে পড়বে। কেননা, প্রত্যেকটি كَلِمَةٌ-ই মৌলিক, একক ও বিযুক্ত অর্থ প্রকাশ করে থাকে। যেমন : আমরা যদি, كِتَابٌ লফযটিকে ভাগ করি, তবে এই كِتَابٌ লফযটি অর্থহীন হয়ে পড়বে। যেহেতু كِتَابٌ কালিমাটিকে ভাগ করা সম্ভব না, সেহেতু كِتَابٌ কালিমাটি مُفْرَدٌ। এমনিভাবে আমরা যদি, مَدْرَسَةٌ লফযটিকে ভাগ করি, তবে এই مَدْرَسَةٌ লফযটিও অর্থহীন হয়ে পড়বে। যেহেতু مَدْرَسَةٌ কালিমাটিকে ভাগ করা সম্ভব না, সেহেতু مَدْرَسَةٌ কালিমাটি مُفْرَدٌ । كِتَابٌ ও مَدْرَسَةٌ এ উদাহরণদুই'টি তো كَلِمَةٌ-এর اِسْمٌ-এর উদাহরণ। এমনিভাবে আমরা যদি كَلِمَةٌ-এর বাকী দু'টি প্রকার فِعْلٌ ও حَرْفٌ-কেও ভাগ করি, তবে সে দু'টিও অর্থহীন হয়ে পড়বে। অর্থাৎ كَلِمَةٌ-এর اِسْمٌ, فِعْلٌ ও حَرْفٌ এ তিনটি প্রকারই মৌলিক, একক ও বিযুক্ত অর্থ প্রকাশ করে থাকে। সুতরাং আমরা প্রত্যেকটি كَلِمَةٌ-কেই مُفْرَدٌ বলতে পারি। অর্থাৎ كَلِمَةٌ-ই হলো مُفْرَدٌ ।

৮. مُفْرَدٌ কত প্রকার?

যেহেতু, كَلِمَةٌ-ই হলো مُفْرَدٌ, সেহেতু كَلِمَةٌ-এর প্রকারভেদই হলো مُفْرَدٌ-এর প্রকারভেদ। অর্থাৎ مُفْرَدٌ তিন প্রকার। যথা :

১. اِسْمٌ   ২. فِعْلٌ   ৩. حَرْفٌ

পাঠ ২২ :



তুমি ইতিমধ্যে ২১নং পাঠ থেকে জেনেছো যে, هٰذَا الْكِتَابُ ও هٰذَا كِتَابٌ -এ উভয়টিই لَفْظٌ مُرَكَّبٌ। যদিও উভয়টিই مُرَكَّبٌ কিন্তু তারপরেও هٰذَا الْكِتَابُ (এই বইটি); এই মুরাক্কাবটি একটি অপূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করছে, পক্ষান্তরে هٰذَا كِتَابٌ (ইহা একটি বই); এই মুরাক্কাবটি একটি পূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করছে। সুতরাং সহজেই বুঝতে পারছো যে, মুরাক্কাব দুই প্রকার।

আবারও লিখছি যে, বলো তো, هٰذَا الْكِتَابُ (এই বইটি); এই মুরাক্কাবটি কি একটি পরিপূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করছে? না... এই هٰذَا الْكِتَابُ মুরাক্কাবটি একটি পরিপূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করছে না। অর্থাৎ এই هٰذَا الْكِتَابُ মুরাক্কাবটি একটি "অপূর্ণ মুরাক্কাব"। অপূর্ণ মুরাক্কাবকে আরবিতে مُرَكَّبٌ نَاقِصٌ বলা হয়।

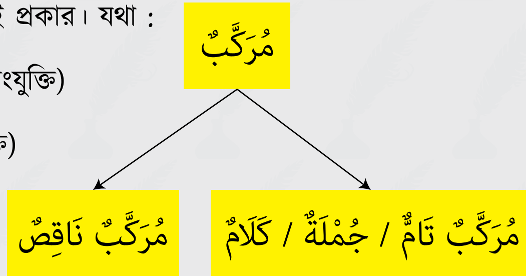
পক্ষান্তরে, তুমি এটা বলো যে, هٰذَا كِتَابٌ (ইহা একটি বই); এই মুরাক্কাবটি কি একটি পরিপূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করছে? হ্যাঁ... এই هٰذَا كِتَابٌ মুরাক্কাবটি একটি পরিপূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করছে। অর্থাৎ এই هٰذَا كِتَابٌ মুরাক্কাবটি একটি "পূর্ণ মুরাক্কাব"। আর পূর্ণ মুরাক্কাবকে আরবিতে مُرَكَّبٌ تَامٌّ বলা হয়।

যেহেতু مُرَكَّبٌ تَامٌّ পরিপূর্ণভাবে মনের ভাব প্রকাশ করে থাকে, সেহেতু আমরা مُرَكَّبٌ تَامٌّ-কে جُمْلَةٌ-ও বলতে পারি। কেননা, যখন একটি পরিপূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ পায়, তখন সেটা একটা বাক্য হয়ে দাঁড়ায় তথা جُمْلَةٌ হয়ে দাঁড়ায়! তাহলে, আমরা مُرَكَّبٌ تَامٌّ-কে جُمْلَةٌ-ও বলতে পারি বা كَلَامٌ-ও বলতে পারি।

অর্থাৎ مُرَكَّبٌ (সংযুক্তি) দুই প্রকার। যথা :

১. مُرَكَّبٌ نَاقِصٌ (অপূর্ণ সংযুক্তি)

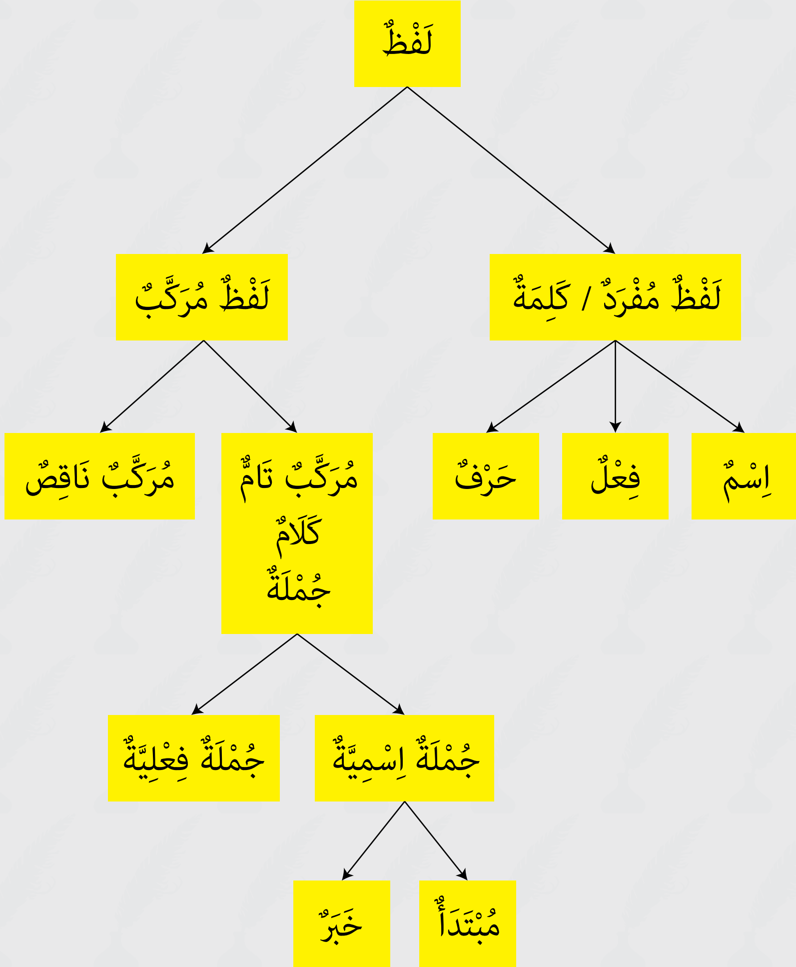
২. مُرَكَّبٌ تَامٌّ (পূর্ণ সংযুক্তি)



১. مُرَكَّبٌ نَاقِصٌ এমন সংযুক্তি, যা অপূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করে। (বাক্যাংশ)

২. مُرَكَّبٌ تَامٌّ এমন সংযুক্তি, যা পূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করে। (বাক্য)

পাঠ ২০, ২১ ও ২২-এ যা যা পড়া হলো, তার উপর ভিত্তি করে لَفْظٌ-এর একটি টেবিল নীচে উপস্থাপন করা হলো।



ইসলাম একটি জীবনব্যবস্থা।

গণতন্ত্র একটি জীবনব্যবস্থা।

নিঃসন্দেহে ইসলাম ও গণতন্ত্র দুইটি ভিন্ন জীবনব্যবস্থা।

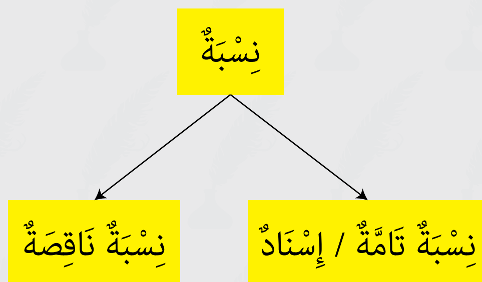
পাঠ ২৩ : তুমি যেকোন প্রকারের مُرَكَّبٌ-এর কথাই বলো না কেন, অর্থাৎ مُرَكَّبٌ ناقِصٌ (অপূর্ণ মুরাক্কাব) আর مُرَكَّبٌ تَامٌّ (পূর্ণ মুরাক্কাব); এ উভয় প্রকার মুরাক্কাবই যেহেতু দুইটি অংশ যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে তৈরি হয়ে থাকে, সেহেতু আমরা বলতে পারি যে, মুরাক্কাবের দুই অংশের পরস্পরের মাঝে একটি সম্পর্ক রয়েছে। কেননা, সম্পর্ক ছাড়া তো আর দুইটি অংশ একত্রিত হতে পারে না! তাই না?

তো, مُرَكَّبٌ-এর দুই অংশের মাঝে যে সম্পর্ক, তাকে نِسْبَةٌ বলা হয়। نِسْبَةٌ (তথা সম্পর্ক) দুই প্রকার। যথা :

১. نِسْبَةٌ نَاقِصَةٌ (অপূর্ণ সম্পর্ক)
২. نِسْبَةٌ تَامَّةٌ (পরিপূর্ণ সম্পর্ক)

তুমি ইতিমধ্যেই অবগত হয়েছো যে, مُرَكَّبٌ نَاقِصٌ পরিপূর্ণভাবে মনের ভাব প্রকাশ করে না বা مُرَكَّبٌ نَاقِصٌ অপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে থাকে। তো যে مُرَكَّبٌ نَاقِصٌ অপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে, সে مُرَكَّبٌ نَاقِصٌ-এর দুইটি অংশের মাঝের সম্পর্ক পূর্ণ হবে নাকি অপূর্ণ হবে? নিঃসন্দেহে مُرَكَّبٌ نَاقِصٌ-এর দুই অংশের মাঝের সম্পর্ক অপূর্ণ হবে। কেননা, যে সম্পর্ক একটি পরিপূর্ণ মনের ভাবই প্রকাশ করতে পারে না বা যে সম্পর্ক একটি পরিপূর্ণ অর্থই প্রকাশ করতে পারে না, সে সম্পর্ক আবার পরিপূর্ণ হয় কীভাবে? তাই না? সুতরাং مُرَكَّبٌ نَاقِصٌ-এর দুইটি অংশের মাঝে যে সম্পর্ক রয়েছে, তা হলো نِسْبَةٌ نَاقِصَةٌ (অপূর্ণ সম্পর্ক)।

কিন্তু পক্ষান্তরে তুমি এটাও জেনেছো যে, مُرَكَّبٌ تَامٌّ পরিপূর্ণভাবে মনের ভাব প্রকাশ করে থাকে বা مُرَكَّبٌ تَامٌّ পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে থাকে। তো যে مُرَكَّبٌ تَامٌّ পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে, সে مُرَكَّبٌ تَامٌّ-এর দুইটি অংশের মাঝের সম্পর্ক পূর্ণ হবে নাকি অপূর্ণ হবে? নিঃসন্দেহে مُرَكَّبٌ تَامٌّ-এর দুইটি অংশের মাঝের সম্পর্ক পরিপূর্ণ হবে। কেননা, যে সম্পর্ক একটি পরিপূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করতে সক্ষম বা যে সম্পর্ক একটি পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে সক্ষম, নিঃসন্দেহে সে সম্পর্ক একটি পরিপূর্ণ সম্পর্ক। সুতরাং مُرَكَّبٌ تَامٌّ-এর দুইটি অংশের মাঝে যে সম্পর্ক রয়েছে, তা হলো نِسْبَةٌ تَامَّةٌ (পরিপূর্ণ সম্পর্ক)। نِسْبَةٌ تَامَّةٌ-কে إِسْنَادٌ-ও বলা হয়।



গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ব্যক্তি
আর যাই হউক; অন্তত মুসলিম নয়।

পাঠ ২৪ : তুমি এই পর্যন্ত যা যা শিখেছো---

هٰذَا　　كِتَابٌ　　مَدْرَسَةٌ

هٰذِهِ　　اَلْكِتَابُ　　اَلْمَدْرَسَةُ

ذٰلِكَ　　● هٰذَا كِتَابٌ　　● هٰذِهِ مَدْرَسَةٌ

تِلْكَ　　● ذٰلِكَ كِتَابٌ　　● تِلْكَ مَدْرَسَةٌ

هٰذَا الْكِتَابُ　　هٰذِهِ الْمَدْرَسَةُ

ذٰلِكَ الْكِتَابُ　　تِلْكَ الْمَدْرَسَةُ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ, তুমি এই প্রথম খণ্ডের এই প্রথম অধ্যায়ে এগুলো শিখেছো। যার মধ্যে শুধুমাত্র সবুজ রঙ্গে চিহ্নিতগুলোই পরিপূর্ণ বাক্য। আর বাকী সবগুলো অপরিপূর্ণ বাক্য।

১ম অধ্যায়ের ১৬৪টি পৃষ্ঠার মধ্যে সবুজ রঙ্গের পৃষ্ঠা সংখ্যা মাত্র ২১টি। এই ২১টি পৃষ্ঠাই হল মূল পৃষ্ঠা। এই ২১টি পৃষ্ঠাতে কোনো ধরণের দুর্বলতা গ্রহণযোগ্য নয়। এছাড়াও তুমি আরও অনেক কিছুই নীল রঙ্গের পৃষ্ঠাগুলো থেকে শিখেছো, কিন্তু এই ২১টি পৃষ্ঠা শিক্ষা করার ক্ষেত্রে কোনো ধরণের দুর্বলতা থাকা যাবে না।

এছাড়াও তুমি শিখেছো---

حَرَكَةٌ - مُتَحَرِّكٌ

ضَمَّةٌ - مَضْمُوْمٌ

فَتْحَةٌ - مَفْتُوْحٌ

كَسْرَةٌ - مَكْسُوْرٌ

سُكُوْنٌ - سَاكِنٌ

تَنْوِيْنٌ

تَشْدِيْدٌ - مُشَدَّدٌ

مُذَكَّرٌ

مُؤَنَّثٌ

نَكِرَةٌ

مَعْرِفَةٌ

اِسْمُ الْإِشَارَةِ

حَرْفُ الْاِسْتِفْهَامِ - اِسْمُ الْاِسْتِفْهَامِ

مُبْتَدَأٌ - خَبَرٌ

مُبْدَلٌ مِّنْهُ - بَدَلٌ

مَتْبُوْعٌ - تَابِعٌ

تَرْكِيْبٌ

لَفْظٌ -> مُفْرَدٌ - مُرَكَّبٌ -> مُرَكَّبٌ نَاقِصٌ - مُرَكَّبٌ تَامٌّ / كَلَامٌ/ جُمْلَةٌ

نِسْبَةٌ -> نِسْبَةٌ نَاقِصَةٌ - نِسْبَةٌ تَامَّةٌ / اِسْنَادٌ

كَلِمَةٌ / مُفْرَدٌ -> اِسْمٌ - فِعْلٌ - حَرْفٌ

جُمْلَةٌ / كَلَامٌ -> جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ - جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ

তাওহীদ সবার আগে।

অর্থ দিয়ে ঔষধ কিনতে পারবে ঠিকই,
কিন্তু সুস্থতা কিনতে পারবে না।

অর্থ দিয়ে ঘড়ি কিনতে পারবে ঠিকই,
কিন্তু সময় কিনতে পারবে না।

সফলতার কোনো সংক্ষিপ্ত পন্থা নেই।

ধারণা করা হয়, ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে
আরবি ভাষা হলো দ্বিতীয় সবচেয়ে কঠিন ভাষা।

আরবি ভাষা সকল ভাষার মা।

না-বুঝে ও না অনুশীলন করে
শুধু রিডিং পড়ে সামনে অগ্রসর হলে,
তেমন একটা লাভবান হওয়া সম্ভব নয়।

ভাষা শিক্ষা চিন্তা জগতের পরিধিকে বৃদ্ধি করে।

ইসলাম সমতার ধর্ম নয়,
বরং ইসলাম ন্যায়ের ধর্ম।

প্রশ্ন জাগা ও প্রশ্নের উত্তরের তালাশ করা
মেধাবী শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য।

মহান আল্ল-হ সুবহানু ওয়া তা'আলার কাছে
একমাত্র ইসলামই গ্রহণযোগ্য ধর্ম।

ব্যক্তিকে দেখে হক্ব নির্ণয় করো না;
বরং হক্বের নিক্তিতে ব্যক্তিকে পরখ করো।

ইসলাম কোনো অসাম্প্রদায়িক ধর্ম নয়,
বরং ইসলাম একটি সাম্প্রদায়িক ধর্ম।

ইসলাম একটি জীবনব্যবস্থা।

গণতন্ত্র একটি জীবনব্যবস্থা।

নিঃসন্দেহে ইসলাম ও গণতন্ত্র দুইটি ভিন্ন জীবনব্যবস্থা।

গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ব্যক্তি
আর যাই হউক; অন্তত মুসলিম নয়।

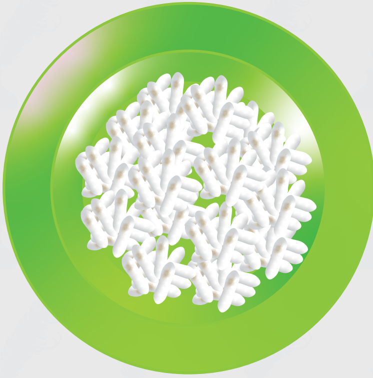
আমার মায়ের এই বিশেষ পদ্ধতি

হে আমার প্রিয় তালিবুল ইলম ভাই! কেমন আছো তুমি? আশা করি, আল্ল-হ সুবহানু ওয়া তা'আলা তোমাকে উত্তম অবস্থায় রেখেছেন, এবং আল্ল-হর অশেষ ও অতি মেহেরবানীতে আমিও অনেক ভালো আছি, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ।

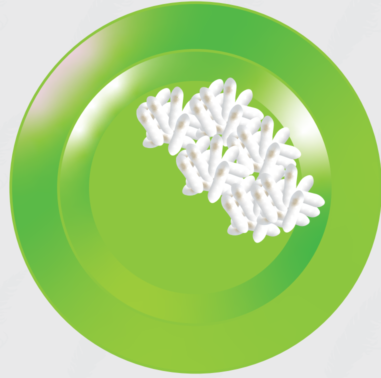
আচ্ছা, আমি কি তোমাকে একটি প্রশ্ন করতে পারি? যদি প্রশ্ন করো, কী প্রশ্ন করতে চান? তাহলে প্রশ্নটি হলো, তোমার ছোটবেলার স্মৃতি কতটুকু মনে আছে? হুম...? ছোটবেলায় তোমার মা তোমাকে যে খাবার খাওয়াতেন, সেই দৃশ্যাবলী কি তোমার মনে আছে?

আমি জানি না যে, তোমার মা তোমাকে কেমন করে খাওয়াতেন, তবে আমার মা আমাকে কখনও আদর করে মুখে তুলে খাওয়াতেন, আবার কখনও ভয় দেখিয়ে, শাসন করে, শরীরে আঘাত করে, জোর করে, দৌড়িয়ে-দৌড়িয়ে খাওয়াতেন.....। আহ্ সে কী মধুর দৃশ্যাবলী! এ সবই মহব্বত; হউক না ভয় দেখিয়ে, আঘাত করে বা জোর খাটিয়ে! হে মা! আমি আপনার ঋণ কখনই শোধ করতে পারবো না। দয়া করে আপনি আপনার ছোট্ট খুকুমনিকে মাফ করে দিয়েন।

আমার মা আমাকে আরও একটা বিশেষ পদ্ধতিতে খাবার খাওয়াতেন। মনে করো, আমার মা আমাকে খাবার খাওয়ানোর নিয়তে এক থালা খাবার নিলেন; যেমনটি তুমি ১নং চিত্রে দেখতে পাচ্ছো। তারপর মনে করো যে, আমাকে খাবার খাওয়াতে-খাওয়াতে এতটুকু খাবার বাকী রইল; যেমনটি তুমি ২নং চিত্রে দেখতে পাচ্ছো। তখন আমার মা কী করতেন, জানো?



১নং চিত্র

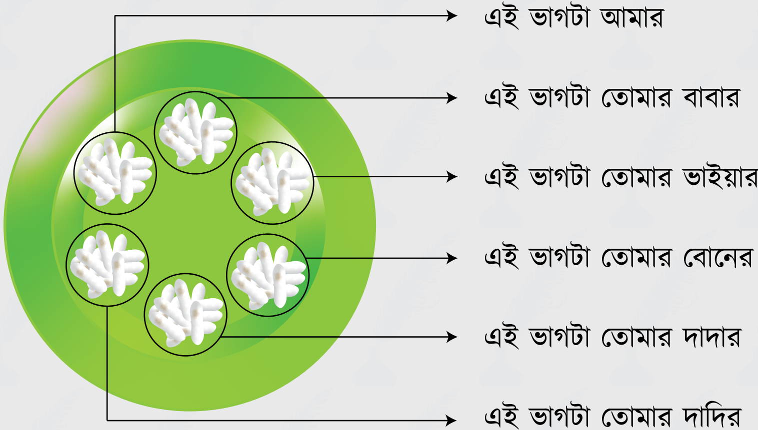


২নং চিত্র

তখন আমার মা বাকী খাবারগুলোকে বেশ কয়েকটি লোকমায় ভাগ করতেন; কখনও ২টি লোকমায়, আবার কখনও ৩টি, ৪টি, ৫টি, ৬টি, ৭টি.....; অর্থাৎ যখন যেমন খাবার বাকী থাকতো, তখন তার উপর ভিত্তি করে বেশ কয়েকটি লোকমায় ভাগ করতেন; যেমনটি তুমি পাশের ৩নং চিত্রে দেখতে পাচ্ছো। তারপর তিনি বলতেন, এই ভাগটা আমার, এই ভাগটা তোমার বাবার, এই ভাগটা তোমার ভাইয়ার, এই ভাগটা তোমার বোনের, এই ভাগটা তোমার দাদার, এই ভাগটা তোমার দাদির...; এমন করে করে বিভিন্ন ভাগকে বিভিন্ন আত্মীয়ের সাথে সম্পৃক্ত করতেন।



৩নং চিত্র



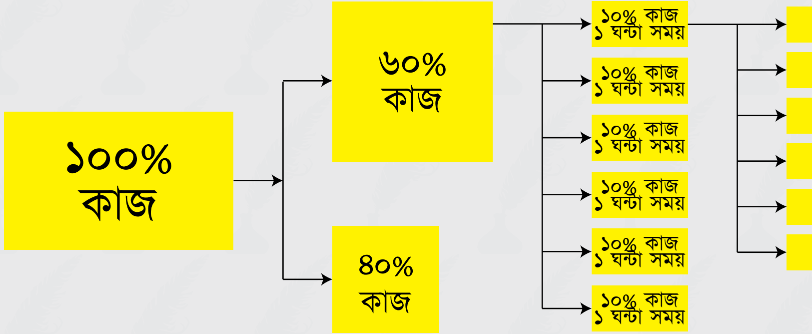
আর বলতেন, তুমি কি আমাকে ভালবাসো না? আমি কখন হ্যাঁ বলতাম, আবার কখন মুখ নাড়িয়ে হ্যাঁ সূচক উত্তর দিতাম। তখন তিনি বলতেন, তাহলে এটা খেয়ে নাও। আর আমি খেয়ে নিতাম।

তারপর বলতেন, এটা তোমার বাবার। তুমি কি তোমার বাবাকে ভালবাসো না? আমি কখন হ্যাঁ বলতাম, আবার কখন মুখ নাড়িয়ে হ্যাঁ সূচক উত্তর দিতাম। তখন তিনি বলতেন, তাহলে এটা খেয়ে নাও। আর আমি খেয়ে নিতাম।

এমন করে করে বাকী সবটুকু খাবারই আমার খাওয়া হয়ে যেত, আবার কখনবা কিছু খাবার বাকী থেকে যেত। অনেক সময় তো আবার ঐ লোকমাকেও আরও কয়েকটি লোকমায় ভাগ করতেন, যাতে করে লোকমাগুলো আকারে আরও ছোট দেখায়! আর আমাকে ভুলিয়ে-বালিয়ে কোনো রকমে খাওয়ানো যায়!

সত্যিই মা! আমি আপনার ঋণ কখনই শোধ করতে পারবো না। দয়া করে আমাকে মাফ করে দিয়েন। সত্যিই মা! আল্ল-হ সুবহানু ওয়া তা’আলা আপনার মাঝে অনেক দয়া ও রহমত দিয়েছেন।

আচ্ছা, এতক্ষণে হয়তো তোমার মনে প্রশ্ন জেগে গেছে যে, আমাকে কেন এসব কাহিনী বলছেন? হ্যাঁ, বলছি এই জন্য যে, আমার-তোমার মায়ের এই বিশেষ পদ্ধতিটি আমাদের জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রয়োজন।



যেমন, যখন আমি কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করি, তখন এই পদ্ধতিটি মাঝে-মধ্যেই প্রয়োগ করে থাকি। যেমন মনে করো, আমি কোনো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের ৪০ শতাংশ কাজ স্বাভাবিক ভাবেই সম্পন্ন করে ফেলেছি। তখন বাকী ৬০% কাজকে আমি কয়েকটি ভাগে ভাগ করে ফেলি, এবং প্রতিটি ভাগের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করি। কথার কথা, ৬০% কাজকে ৬টি ভাগে ভাগ করলাম, আর প্রতিটি ভাগের জন্য ১ ঘন্টা করে সময় নির্ধারণ করলাম। তখন মনে মনে ভাবি যে, আর ১ ঘন্টাই তো কাজ করবো, তাহলে একটু কষ্ট ও ধৈর্য ধরে করেই ফেলি, এবং মনে মনে আরও ভাবি যে, আজ যদি কাজের এই অংশটি করে ফেলি, তবে কালকে আরাম করতে পারবো। তারপর যখন এই অংশটি শেষ হয়ে যায়, তখন মনে মনে

ভাবি যে, কষ্ট করে আরও ১ ঘন্টা কাজ করেই ফেলি, যদি আরও একটি অংশের কাজ শেষ করে ফেলি, তবে কালকে আরও বেশি আরাম করতে পারবো। এমন করতে করতে অনেক সময় দেখা যায় যে, সবটুকু কাজই শেষ হয়ে যায় বা শেষ না হলেও কাজটি প্রায় শেষের দিকে চলে যায়। আবার যখন কাজটি প্রায় শেষ হওয়ার পথে, তখন কাজের বাকী অংশকে আরও কয়েকটি অংশে ভাগ করে ফেলি এবং এই প্রতিটি অংশের জন্যও একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করি, যাতে করে কাজের অংশগুলো আকারে আরও ছোট দেখায়, যা মানষিক চাপ কমাতে সাহায্য করে!

তুমিও একবার এই পদ্ধতিটি প্রয়োগ করে দেখতে পারো। তবে এই পদ্ধতিটি প্রতিদিন বা ঘন ঘন প্রয়োগ করলে ক্লান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে, যেমনভাবে অবুঝ ও আবেগী মায়েদের তার সন্তানদেরকে অতিরিক্ত খাবার খাওয়ানো হঠাৎ হাঠাৎ গ্রহণযোগ্য হলেও প্রায় সময়ই এমনটা করা উচিত নয়। তাই শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী কাজের জন্যই একবার হলেও এই পদ্ধতিটি প্রয়োগ করে দেখতে পারো, إِنْ شَاءَ اللّٰهُ ।

আমার কাছে এ পদ্ধতিটি উপকারী মনে হয়েছে, তাই এখানে তোমার সাথে শেয়ার করলাম।

আমার মায়ের উদ্দেশ্যে কয়েকটি পংক্তি,

আম্মা

আম্মা! আম্মা! আম্মা! দরদীনি আম্মা! আপনার নেই যে তুলনা;

এ কথা তো সবারই জানা, তারপরও আপনি সবচে’ অচেনা।

আম্মা! আম্মা! আম্মা! গর্ভধারিনী আম্মা! আপনার নেই যে তুলনা;

নীরবে-নিস্তব্ধে আঁখি জলে ভাসেন। ওগো আমার মা! আপনার নেই যে তুলনা।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صِحَابَتِيْ قَالَ أُمُّكَ. قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ. قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ. قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أَبُوْكَ.

আবূ হুরয়রা রদ্বিয়াল্ল-হু ‘আনহূ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন : এক লোক রসূলুল্ল-হ ছল্লাল্ল-হু ‘আলাইহী ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলেন : হে আল্ল-হর রসূল! আমার নিকট উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিক হক্বদার কে? রসূলুল্ল-হ ছল্লাল্ল-হু ‘আলাইহী ওয়া সাল্লাম বললেন : তোমার মা। লোকটি বলল : অতঃপর কে? রসূলুল্ল-হ ছল্লাল্ল-হু ‘আলাইহী ওয়া সাল্লাম বললেন : তোমার মা। লোকটি বলল : অতঃপর কে? রসূলুল্ল-হ ছল্লাল্ল-হু ‘আলাইহী ওয়া সাল্লাম বললেন : তোমার মা। লোকটি বলল : অতঃপর কে? রসূলুল্ল-হ ছল্লাল্ল-হু ’আলাইহী ওয়া সাল্লাম বললেন : তোমার বাবা।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

১ম অধ্যায়টি শেষ হলো।

২য় অধ্যায়ের পথে তোমাকে আহলান ওয়া সাহলান।



১ম খণ্ড

প্রত্যেকটি খণ্ড বেশ কয়েকটি অধ্যায়
ও প্রত্যেকটি অধ্যায় বেশ কিছু পাঠ নিয়ে সংকলিত।

প্রত্যেকটি পাঠ উত্তমভাবে শেষ না করে
সামনে অগ্রসর না হওয়ার অনুরোধ রইল।

উত্তমভাবে শেষ হয়েছে বলে গণ্য তখনই হবে,
যখন অনুশীলন করতে করতে এমন হবে যে,
ভুলেও তোমার ভুল হচ্ছে না!

১ম খণ্ড

২য় অধ্যায়



সময় প্রবাহিত হচ্ছে। আরবি ভাষা শিক্ষার প্রথম দিনটি এখন তোমার অতীত জীবনের একটি অংশ হয়ে গিয়েছে।

পাঠ ০১ : এখন তুমি আরও কিছু শব্দার্থ শিখবে; এই শব্দার্থগুলোও ইসিম। তবে, এই ইসিমগুলো গুণ প্রকাশক ইসিম। গুণ বলতে ভালো গুণ-ও হতে পারে, আবার মন্দ গুণ-ও হতে পারে। তাহলে, চলো আমরা কিছু গুণ প্রকাশক ইসিম শিখে নেই :

جَدِيْدٌ - جَدِيْدَةٌ	নতুন	جَيِّدٌ - جَيِّدَةٌ	ভালো
قَدِيْمٌ - قَدِيْمَةٌ	পুরোনো	نَظِيْفٌ - نَظِيْفَةٌ	পরিচ্ছন্ন
كَبِيْرٌ - كَبِيْرَةٌ	বড়	وَسِخٌ - وَسِخَةٌ	ময়লা
صَغِيْرٌ - صَغِيْرَةٌ	ছোট	مُفِيْدٌ - مُفِيْدَةٌ	উপকারী
جَمِيْلٌ - جَمِيْلَةٌ	সুন্দর	مَكْسُوْرٌ - مَكْسُوْرَةٌ	ভাঙ্গা

- جَيِّدٌ - جَيِّدَةٌ ; হরকতটি তাশদীদের নীচে রয়েছে, তাই এটি كَسْرَةٌ ।
- গুণ প্রকাশক ইসিমকে صِفَةٌ বলা হয়।
- বাংলায় : গুণ, বিশেষণ
- আরবিতে : صِفَةٌ (ছিফাতুন্)
- উর্দূতে : صفت (ছিফ্যাত্)
- ইংরেজিতে : Adjective
- এবার এই গুণ প্রকাশক ইসিমগুলো মুখস্থের মত করে মুখস্থ করো।

اِسْمٌ			جَدِيْدٌ
	শব্দ/ كَلِمَةٌ	√	
	অর্থ (নতুন)	√	
	স্বনির্ভর	√	
	বর্তমানকাল	×	
	অতীতকাল	×	
	ভবিষ্যতকাল	×	

যেহেতু جَدِيْدٌ একটি শব্দ ও এই শব্দটির একটি নিজস্ব অর্থও রয়েছে এবং সে তার নিজের অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বনির্ভরও বটে আর তিন কালের কোনো একটি কালও প্রকাশ করে না; মানে, না বর্তমানকাল প্রকাশ করে, না অতীতকাল প্রকাশ করে, আর না ভবিষ্যতকাল প্রকাশ করে, সেহেতু جَدِيْدٌ শব্দটি একটি اِسْمٌ ।

আর যেহেতু এই ইসিমটি একটি গুণের অর্থ প্রকাশ করছে, সেহেতু এই ইসিমটির নাম হলো صِفَةٌ তথা ‘গুণ / বিশেষণ’।

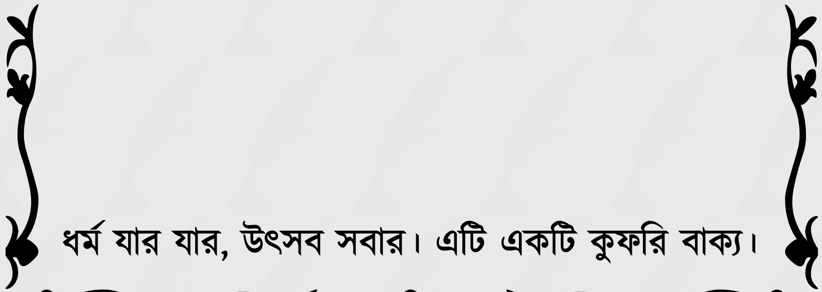
এই ব্যাখ্যা গুণপ্রকাশক সকল ইসিমের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

এই অংশটি বিশেষ মানুষদের জন্য :

- جديدٌ - جديدَةٌ : অনেক পুরুষের নাম জাদীদ হয়। এভাবে তুমি এই শব্দটি মনে রাখতে পারো বা মুখস্থ করতে পারো।
- قديمٌ - قديمةٌ : অনেক পুরুষের নাম কদীম/কাদীম হয়। তবে, এই নামটি আমাদের বাংলাদেশে তেমন একটা ব্যবহৃত হয় না। এভাবে তুমি এই শব্দটি মনে রাখতে পারো বা মুখস্থ করতে পারো।
- كبيرٌ - كبيرةٌ : অনেক পুরুষের নাম কবির/কাবীর হয়। এভাবে তুমি এই শব্দটি মনে রাখতে পারো বা মুখস্থ করতে পারো।
- صغيرٌ - صغيرةٌ : অনেক পুরুষের নাম ছগীর/ছগির হয়। এভাবে তুমি এই শব্দটি মনে রাখতে পারো বা মুখস্থ করতে পারো।
- جميلٌ : অনেক পুরুষের নাম জামীল হয়। এভাবে তুমি এই শব্দটি মনে রাখতে পারো বা মুখস্থ করতে পারো।
- جميلَةٌ : অনেক মহিলার নাম জামীলা হয়। এভাবে তুমি এই শব্দটি মনে রাখতে পারো বা মুখস্থ করতে পারো।
- جيدٌ - جيدَةٌ :
- نظيفٌ - نظيفَةٌ : অনেক মহিলার নাম নাযীফা হয়। এভাবে তুমি এই শব্দটি মনে রাখতে পারো বা মুখস্থ করতে পারো।
- وسخٌ - وسخةٌ :

• مفيدٌ - مفيدَةٌ : যদি দীন ইসলাম, দীনের কিতাবাদী ও উলামায়ে কেরামগণের সঙ্গে তোমার কিছু হলেও সম্পর্ক থাকে, তবে তুমি হয়তো বা মুফীদ শব্দটি শোনে থাকবে। এভাবে তুমি এই শব্দটি মনে রাখতে পারো বা মুখস্থ করতে পারো।

• مكسورٌ - مكسورَةٌ : এই শব্দটি ইতিমধ্যে তোমার জানা আছে। কেননা, তুমি প্রথম খণ্ডের ০৮ম পাঠে মুখস্থ করেছিলে যে, "যে হরফ كَسْرَةٌ-কৃত হয়, সেই হরফকে مَكْسُوْرَةٌ বলা হয়।" সুতরাং এভাবে তুমি এই শব্দটি মনে রাখতে পারো বা মুখস্থ করতে পারো।

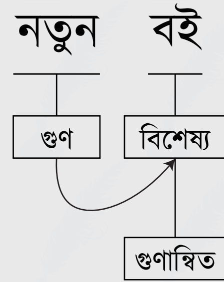


পাঠ ০২ : নীচে দুইটি বাক্যাংশ রয়েছে। আর প্রত্যেকটি বাক্যাংশে দুইটি করে শব্দ রয়েছে। তুমি দুইটি শব্দ একত্রে পড়ো ও অর্থসহ মুখস্থ করো। অতঃপর সামনে অগ্রসর হও।

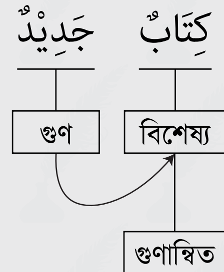
كِتَابٌ جَدِيْدٌ - একটি নতুন বই

مَدْرَسَةٌ جَدِيْدَةٌ - একটি নতুন মাদ্রাসা

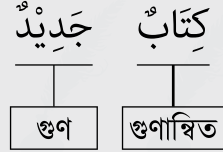
• অতঃপর, প্রথমেই শুধু "নতুন বই" -এতটুকুর উপর খেয়াল করো। বলো তো, "বই" বিশেষ্যটি "নতুন" গুণটির দ্বারা গুণান্বিত হলো না? হ্যাঁ ... "নতুন" গুণটি "বই" বিশেষ্যটিকে গুণান্বিত করেছে।



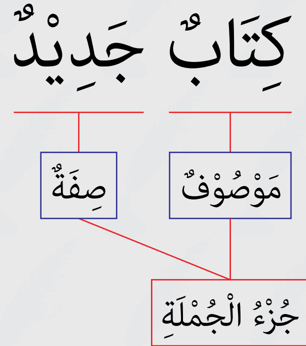
• ঠিক এমনিভাবে, "جَدِيْدٌ" গুণটি "كِتَابٌ" ইসিমটিকে গুণান্বিত করেছে / বিশেষিত করেছে।



- তার মানে كِتَابٌ হলো গুণান্বিত/ বিশেষিত।
- আর جَدِيْدٌ হলো গুণ/ বিশেষণ।



- গুণান্বিত/ বিশেষিত-কে مَوْصُوْفٌ বলা হয়।



- অর্থাৎ كِتَابٌ হলো مَوْصُوْفٌ
- আর جَدِيْدٌ হলো صِفَةٌ

- مَوْصُوْفٌ-কে مَنْعُوْتٌ-ও বলা হয়।
- صِفَةٌ-কে نَعْتٌ-ও বলা হয়।

"নাতে রাসূল"-এই বাক্যাংশটির সাথে পরিচিত আছই হয়তো বা। "নাতে রাসূল"-এর অর্থ হল "রাসূলের গুণ (বর্ণনা করা)"।

كِتَابٌ جَدِيْدٌ

جَدِيْدٌ	كِتَابٌ
صِفَةٌ	مَوْصُوْفٌ
مذكر	مذكر
نكرة	نكرة

مَدْرَسَةٌ جَدِيْدَةٌ

جَدِيْدَةٌ	مَدْرَسَةٌ
صِفَةٌ	مَوْصُوْفٌ
مؤنث	مؤنث
نكرة	نكرة

* লক্ষ্য করে দেখো,

- মাওছূফ মুযাক্কার হয়েছে, তো ছিফাতও মুযাক্কার হয়েছে।
- মাওছূফ মুআন্নাস হয়েছে, তো ছিফাতও মুআন্নাস হয়েছে।
- মাওছূফ নাকেরা হয়েছে, তো ছিফাতও নাকেরা হয়েছে।

* তাহলে আমরা বলতে পারি যে,

- সাধারণত مَوْصُوْفٌ যেমন হয়, صِفَةٌ-ও তেমন হয়।

جَدِيْدٌ	كِتَابٌ
صِفَةٌ	مَوْصُوْفٌ
تَابِعٌ	مَتْبُوْعٌ

جَدِيْدَةٌ	مَدْرَسَةٌ
صِفَةٌ	مَوْصُوْفٌ
تَابِعٌ	مَتْبُوْعٌ

* আমরা এটাও বলতে পারি যে,

• ছিফাত মাওছূফকে অনুসরণ করে।

• মাওছূফ মুযাক্কার হয়েছে বলেই, ছিফাতও মুযাক্কার হয়েছে।

• মাওছূফ মুআন্নাস হয়েছে বলেই, ছিফাতও মুআন্নাস হয়েছে।

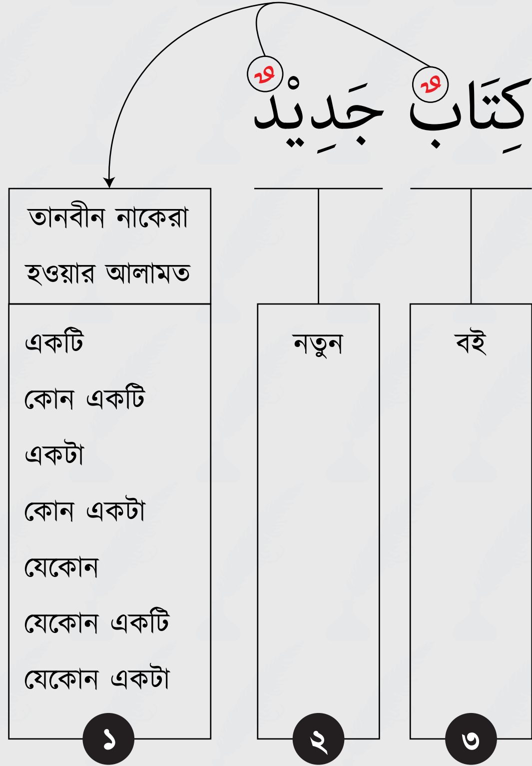
• মাওছূফ নাকেরা হয়েছে বলেই, ছিফাতও নাকেরা হয়েছে।

* তার মানে,

• ছিফাত অনুসরণ করেছে। অর্থাৎ ছিফাত হলো অনুসরণকারী। অনুসরণকারী'র আরবি হলো تَابِعٌ ।

• মাওছূফ অনুসরণকৃত হয়েছে বা অনুসৃত হয়েছে। অনুসরণকৃত/অনুসৃত'র আরবি হলো مَتْبُوْعٌ ।

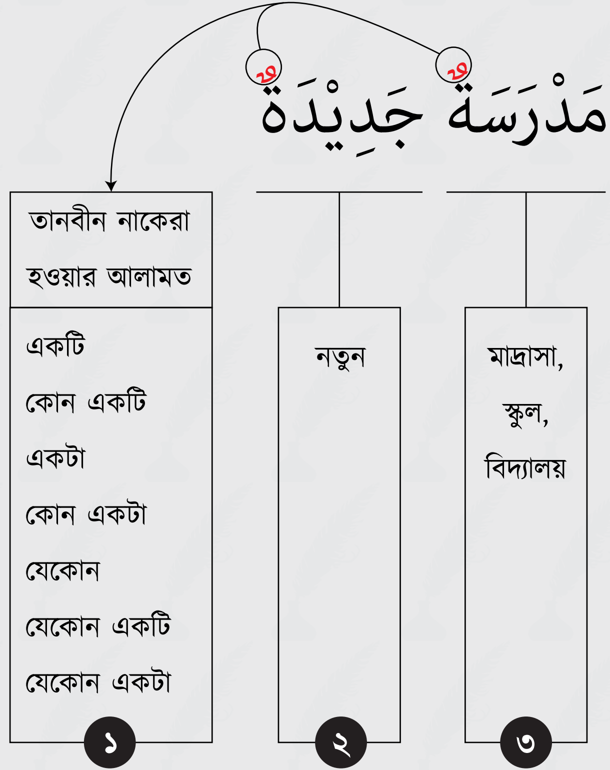
অনুবাদ



এটি একটি নাকেরা মাওছূফ-ছিফাত। কেননা, মাওছূফ ও ছিফাত উভয় ইসিমের শেষেই তানবীন রয়েছে, যা অনির্দিষ্টতার একটি আলামত। আর বাংলা ভাষায় "একটি, কোন একটি, একটা, কোন একটা, যেকোন, যেকোন একটি, যেকোন একটা" ইত্যাদিসব অনির্দিষ্টতার অর্থ বহন করে থাকে।

তাই আমরা 'كِتَابٌ جَدِيْدٌ'-এর অর্থ বলতে পারি, "একটি নতুন বই, কোন একটি নতুন বই, একটা নতুন বই, কোন একটা নতুন বই, যেকোন নতুন বই, যেকোন একটি নতুন বই, যেকোন একটা নতুন বই"... ইত্যাদি।

অনুবাদ



আমরা 'مَدْرَسَةٌ جَدِيْدَةٌ'-এর অর্থ বলতে পারি, "একটি নতুন মাদ্রাসা, কোন একটি নতুন মাদ্রাসা, একটা নতুন মাদ্রাসা, কোন একটা নতুন মাদ্রাসা, যেকোন নতুন মাদ্রাসা, যেকোন একটি নতুন মাদ্রাসা, যেকোন একটা নতুন মাদ্রাসা"... ইত্যাদি।

দু'টি করে শব্দ একত্রে অর্থসহ পড়ো ও মুখস্থ করো :

مسجدٌ كبيرٌ	একটি বড় মসজিদ	مدرسةٌ كبيرةٌ	একটি বড় মাদ্রাসা
كتابٌ مفيدٌ	একটি উপকারী বই	كراسةٌ مفيدةٌ	একটি উপকারী খাতা
جدارٌ مكسورٌ	একটি ভাঙ্গা দেয়াল	منضدةٌ مكسورةٌ	একটি ভাঙ্গা তেপায়া
صندوقٌ صغيرٌ	একটি ছোট বাক্স	سيارةٌ صغيرةٌ	একটি ছোট কার
حذاءٌ وسخٌ	একটি ময়লা জুতা	وسادةٌ وسخةٌ	একটি ময়লা বলিশ

আশা করি, তুমি নাকেরা মাওছূফ-ছিফত খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো। যদি ভালোভাবে বুঝে থাক, তবে এমনিভাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তামরীন করতে থাকো, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমার ভুলেও ভুল হবে না!

দু'টি করে শব্দ একত্রে পড়ো ও বাংলা অর্থ বলো :

١. كتابٌ جديدٌ - كتابٌ قديمٌ - كتابٌ جميلٌ - كتابٌ كبيرٌ - كتابٌ صغيرٌ - كتابٌ جيدٌ - كتابٌ نظيفٌ - كتابٌ وسخٌ - كتابٌ مفيدٌ - كتابٌ مكسورٌ

٢. مدرسةٌ جديدةٌ - مدرسةٌ قديمةٌ - مدرسةٌ جميلةٌ - مدرسةٌ كبيرةٌ - مدرسةٌ صغيرةٌ - مدرسةٌ جيدةٌ - مدرسةٌ نظيفةٌ - مدرسةٌ وسخةٌ - مدرسةٌ مفيدةٌ - مدرسةٌ مكسورةٌ

٣. علمٌ جميلٌ - حديقةٌ صغيرةٌ - مروحةٌ جيدةٌ - لباسٌ نظيفٌ - منديلٌ كبيرٌ - كرةٌ صغيرةٌ - محراثٌ مكسورٌ - عقدٌ جميلٌ - سيارةٌ ضعيفةٌ - دراجةٌ قويةٌ

٤. خارطة جديدة - مساحة جيدة - عقد وسخ - حذاء جيد - عمامة نظيفة - قميص جديد - وسادة صغيرة - حديقة جميلة - لباس مفيد - طاولة مكسورة

٥. كرسي مكسور - مدرسة قديمة - مسجد قديم - كرة وسخة - خارطة مفيدة - مساحة جديدة - حجرة نظيفة - سبورة وسخة - فراش جميل - محراث قديم

٦. باب مكسور - منضدة جديدة - كرة جميلة - سرير مكسور - محراث كبير - لباس صغير - قميص جديد - عمامة جيدة - خارطة جديدة - وسادة صغير

٧. قفل مكسور - مسطرة قديمة - جدار قديم - حقيبة وسخة - خارطة جيدة - مساحة مكسورة - نظارة نظيفة - ساعة جديدة - مصباح جميل - مفتاحٌ قديمٌ

নীচের বাংলা বাক্যাংশগুলোর আরবি করো :

এক. (ক) একটি নতুন মানচিত্র (ম্যাপ) (খ) একটি ভালো ডাস্টার (গ) একটি ময়লা হার (ঙ) একটি বড় জুতা (চ) একটি পরিচ্ছন্ন পাগড়ী (ছ) একটি নতুন জামা (জ) একটি ছোট বালিশ (ঝ) একটি সুন্দর বাগান (ঞ) একটি উপকারী পোশাক

দুই. (ক) একটি ভাঙ্গা টেবিল (খ) একটি ভাঙ্গা চেয়ার (গ) একটি প্রাচীন (পুরোনো) মাদ্রাসা (ঘ) একটি প্রাচীন মসজিদ (ঙ) একটি ময়লা বল (চ) একটি উপকারী ম্যাপ (ছ) একটি নতুন ডাস্টার (জ) একটি ভালো বই (ঝ) একটি পরিচ্ছন্ন কামরা (ঞ) একটি নোংরা (ময়লা) ব্ল্যাকবোর্ড

তিন. (ক) একটি উপকারী বই (খ) একটি নতুন পতাকা (গ) একটি পুরোনো খাতা (ঘ) একটি ভাঙ্গা দরজা (ঙ) একটি বড় খাট (চ) একটি ছোট মাদ্রাসা (ছ) একটি নোংরা বল (জ) একটি ভাঙ্গা বাক্স (ঝ) একটি নোংরা ডাস্টার (ঞ) একটি সুন্দর ব্যাগ

চার. (ক) একটি ভাঙ্গা কলম (খ) একটি ভালো পাখা (গ) একটি ময়লা বিছানা (ঘ) একটি নতুন জামা (ঙ) একটি পরিচ্ছন্ন বিছানা (চ) একটি বড় লাঙ্গল (ছ) একটি পুরোনো জুতা (জ) একটি ছোট রুমাল (ঝ) একটি সুন্দর সাইকেল (ঞ) একটি ভালো বাগান

পাঁচ. (ক) একটি প্রাচীন দেয়াল (খ) একটি ভাঙ্গা ঘর (গ) একটি সুন্দর তোপায়া (ঘ) একটি পরিচ্ছন্ন টুপি (ঙ) একটি নোংরা জামা (চ) একটি ভালো টেবিল (ছ) একটি নতুন রুলার (জ) একটি ভাঙ্গা ছাতা (ঝ) একটি নোংরা কক্ষ (ঞ) একটি সুন্দর চশমা

ছয়. (ক) একটি ছোট ঘড়ি (খ) একটি নতুন তালা (গ) একটি পুরানো চাবি (ঘ) একটি বড় মানচিত্র (ঙ) একটি ছোট জুতা (চ) একটি পরিচ্ছন্ন রুমাল (ছ) একটি ভালো তেপায়া (জ) একটি নতুন পোশাক (ঝ) একটি পরিচ্ছন্ন জামা (ঞ) একটি উপকারী বালিশ

সাত. (ক) একটি ছোট ছাতা (খ) একটি বড় বাক্স (গ) একটি ভাঙ্গা জানালা (ঘ) একটি নতুন ঘড়ি (ঙ) একটি ভালো কার (চ) একটি পুরাতন বাক্স (ছ) একটি ভালো চশমা (জ) একটি নতুন চেয়ার (ঝ) একটি বড় তালা (ঞ) একটি নতুন চাবি

আট. (ক) একটি ছোট দরজা (খ) একটি বড় ঘর (গ) একটি ভাঙ্গা বাতি (ঘ) একটি নতুন মসজিদ (ঙ) একটি পুরোনো পতাকা (চ) একটি পুরাতন টেবিল (ছ) একটি ছোট চশমা (জ) একটি নতুন খাতা (ঝ) একটি বড় রুলার (ঞ) একটি নতুন কক্ষ

পাঠ ০৩ : আরও কিছু গুণ প্রকাশক ইসিম শিখো :

مَفْتُوْحٌ - مَفْتُوْحَةٌ	খোলা	طَيِّبٌ - طَيِّبَةٌ	উত্তম
مُغْلَقٌ - مُغْلَقَةٌ	বন্ধ	مَشْهُوْرٌ - مَشْهُوْرَةٌ	প্রসিদ্ধ
وَاسِعٌ - وَاسِعَةٌ	প্রশস্ত	قَوِيٌّ - قَوِيَّةٌ	মজবুত
ضَيِّقٌ - ضَيِّقَةٌ	অপ্রশস্ত	ضَعِيْفٌ - ضَعِيْفَةٌ	দুর্বল

• طَيِّبٌ ও ضَيِّقٌ ; হরকতটি তাশদীদের নীচে রয়েছে, তাই এটি كَسْرَةٌ ।

• প্রথমে, এই পাঠের গুণ প্রকাশক ইসিমগুলো মুখস্থ করো। আর হ্যাঁ... মুখস্থ যেন মুখস্থের মতই হয়।

• অতঃপর, পাঠ ১-এর ১০টি গুণ প্রকাশক ইসিম ও এই পাঠের ০৮টি গুণ প্রকাশক ইসিম; মোট ১৮টি গুণ প্রকাশক ইসিম দিয়ে নাকেরা মাওছূফ-ছিফাতের অনুশীলন করো। আর হ্যাঁ... অনুশীলন যেন অনুশীলনের মতই হয়!

এই অংশটি বিশেষ মানুষদের জন্য :

• مفتوحٌ - مفتوحَةٌ : এই ইসিমটি ইতিমধ্যে তোমার জানা আছে। কেননা, তুমি ১ম অধ্যায়ের ০৮ম পাঠে মুখস্থ করেছো যে, "যে হরফ فَتْحَةٌ-কৃত হয়, সেই হরফকে مَفْتُوْحَةٌ বলা হয়।" সুতরাং এভাবেই তুমি এই শব্দটি মনে রাখতে পারো বা মুখস্থ করতে পারো।

এছাড়াও তুমি ১ম অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ পাঠে, فَتْحٌ - খোলা, জয় করা; مِفْتَاحٌ - চাবি ... ইত্যাদি জেনেছো। مفتوحٌ ইসিমটিতেও ف আছে, ت আছে ও ح আছে।

• مغلقٌ - مغلقَةٌ :

• واسعٌ - واسعةٌ :

• ضيِّقٌ - ضيِّقَةٌ :

• طَيِّبٌ : অনেক পুরুষের নাম তৈয়িব/ তাইয়িব/ তৈয়ব হয়। এভাবে তুমি এই শব্দটি মনে রাখতে পারো বা মুখস্থ করতে পারো।

• طيبَةٌ : অনেক মহিলার নাম তাইয়িবা/ তৈয়িবা হয়। আবার আমরা যে, "কালিমায়ে তাইয়িবা" তথা "كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ" (নাকেরা মাওছূফ-ছিফাত হয়েছে) অর্থ "পবিত্র কালিমা" বলে থাকি, এভাবেও তুমি এই শব্দটি মনে রাখতে পারো বা মুখস্থ করতে পারো।

• مشهورٌ - مشهورَةٌ : তুমি হয়তো বা মাশহুর/মশহুর শব্দটি শোনে থাকবে। যেমন- অমুক ব্যক্তি খুবই মশহুর, অমুক তমুক মশহুর শহরে জন্মগ্রহণ করেছে, এই শহরটি এই খাবারটির জন্য বেশ মশহুর... ইত্যাদিসব বাক্য হয়তো বা তুমি শোনে থাকবে। যাই হউক এভাবে তুমি এই শব্দটি মনে রাখতে পারো বা মুখস্থ করতে পারো।

• قويٌّ - قويَّةٌ :

• ضعيفٌ - ضعيفَةٌ : তুমি হয়তো বা কোরআনের এই আয়াতখানা শোনে থাকবে যে,

وَ خُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا

আর মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে। (সূরা নিসা ৪ : ২৮)

দেখো, এই আয়াতে ضَعِيْفًا শব্দটি রয়েছে। যেহেতু ضعيفٌ ইসিমটি মুযাক্কার এবং ইসিমটির শেষে কারণ বশতঃ দুই ফাতহা দেওয়া হয়েছে, তাই ইসিমটির শেষে একটি আলিফ এমনিতেই এসেছে (১ম অধ্যায়ের ৯ম পাঠ দ্রষ্টব্য)। এভাবে তুমি এই শব্দটি মনে রাখতে পারো বা মুখস্থ করতে পারো। আবার তুমি হয়তো বা এমন কিছু শোনেছো যে, “হাদীসটা দ্বয়ীফ”। এখান থেকেও তুমি এই শব্দটি মনে রাখতে পারো বা মুখস্থ করতে পারো।

নীচের বাক্যাংশগুলোর আরবি করো -

এক. (ক) একটি খোলা বই (খ) একটি উন্মুক্ত (খোলা) খাতা (গ) একটি খোলা জানালা (ঘ) একটি খোলা দরজা (ঙ) একটি বন্ধ বাক্স (চ) একটি বন্ধ কামরা (ছ) একটি বন্ধ ঘর (জ) একটি বন্ধ বই (ঝ) একটি প্রশস্ত মসজিদ (ঞ) একটি সংকীর্ণ (অপ্রশস্ত) কক্ষ

দুই. (ক) একটি প্রশস্ত বাগান (খ) একটি পুরোনো লাঙ্গল (গ) একটি ভাঙ্গা লাঙ্গল (ঘ) একটি পবিত্র (উত্তম) বই (ঙ) একটি উত্তম ঘর (চ) একটি উত্তম মানচিত্র (ছ) একটি প্রসিদ্ধ মাদ্রাসা (জ) একটি প্রসিদ্ধ মসজিদ (ঝ) একটি মজবুত তেপায়া (ঞ) একটি শক্ত (মজবুত) টেবিল

তিন. (ক) একটি দুর্বল বিছানা (খ) এটি দুর্বল খাট (গ) একটি মজবুত চেয়ার (ঘ) একটি ছোট বাক্স (ঙ) একটি ভাঙ্গা ঘর (চ) একটি নতুন তেপায়া (ছ) একটি উত্তম লাঙ্গল (জ) একটি বন্ধ খাতা (ঝ) একটি সুন্দর বল (ঞ) একটি প্রসিদ্ধ বই

চার. (ক) একটি বন্ধ দরজা (খ) একটি খোলা মসজিদ (গ) একটি সংকীর্ণ কার (ঘ) একটি প্রশস্ত কামরা (ঙ) একটি বড় লাঙ্গল (চ) একটি উত্তম পোশাক (ছ) একটি প্রশস্ত জামা (জ) একটি পবিত্র পাগড়ী (ঝ) একটি প্রসিদ্ধ মানচিত্র (ঞ) একটি উত্তম বালিশ

পাঁচ. (ক) একটি শক্তিশালী (মজবুত) দেয়াল (খ) একটি অপ্রশস্ত ঘর (গ) একটি মজবুত তোপায়া (ঘ) একটি পবিত্র (উত্তম) টুপি (ঙ) একটি প্রসিদ্ধ জামা (চ) একটি দুর্বল টেবিল (ছ) একটি প্রসিদ্ধ রুলার (জ) একটি বন্ধ ঘড়ি (ঝ) একটি সংকীর্ণ কক্ষ (ঞ) একটি উত্তম চশমা

নীচের আরবি বাক্যাংশগুলোর বাংলা করো। ইসিমগুলোর হরকতসমূহ ঠিক মত উচ্চারণ করো; বিশেষ করে ইসিমের শেষের তানবীনটি ঠিক মত উচ্চারণ করো।

ا) كتابٌ مفتوحٌ (بـ) كتابٌ مغلقٌ (جـ) كتابٌ واسعٌ (د) كتابٌ ضيقٌ (هـ) كتابٌ طيبٌ (و) كتابٌ مشهورٌ (ز) كتابٌ قويٌّ (حـ) كتابٌ ضعيفٌ (طـ) كتابٌ مفيدٌ (يـ) كتابٌ مكسورٌ

ا) مدرسةٌ مفتوحةٌ (بـ) مدرسةٌ مغلقةٌ (جـ) مدرسةٌ واسعةٌ (د) مدرسةٌ ضيقةٌ (هـ) مدرسةٌ طيبةٌ (و) مدرسةٌ مشهورةٌ (ز) مدرسةٌ قويةٌ (حـ) مدرسةٌ ضعيفةٌ (طـ) مدرسةٌ مفيدةٌ (يـ) مدرسةٌ مكسورةٌ

ا) كتابٌ مفيدٌ (بـ) علمٌ طيبٌ (جـ) كراسةٌ مفتوحةٌ (د) بابٌ مغلقٌ (هـ) سرير قويٌّ (و) مدرسة مشهورة (ز) كرة وسخة (حـ) صندوق مكسور (طـ) مساحة ضعيفة (يـ) حقيبة طيبة

ا) قلم طيب (بـ) مروحة جيد (جـ) غرفة مغلقة (د) نافظة مفتوحة (هـ) فراش نظيف (و) محراث قوي (ز) كرة قديمة (حـ) صندوق صغير (طـ) دراجة ضعيفة (يـ) حديقة واسعة

ا) جدار قوي (بـ) بيت واسع (جـ) مصباح طيب (د) مسجد مشهور (هـ) سبورة وسخة (و) طاولة قوية (ز) مسطرة جديدة (حـ) مظلة مغلقة (طـ) حجرة ضيقة (يـ) نظارة جميلة

ا) ساعة صغيرة (بـ) قفل قوي (جـ) مفتاح جيد (د) خارطة مشهورة (هـ) حذاء وسخ (و) منديل نظيف (ز) منضدة قوية (حـ) عقد جديد (طـ) قلنسوة طبية (يـ) وسادة واسعة

ا) ساعة جميلة (بـ) قفل ضعيف (جـ) مفتاح كبير (د) خارطة مفتوحة (هـ) حذاء جديد (و) منديل وسخ (ز) منضدة صغيرة (حـ) عقد جيد (طـ) قلنسوة جديدة (يـ) وسادة كبيرة

ا) مدرسة صغيرة (بـ) كرسي قوي (جـ) بيت جيد (د) مسجد مشهور (هـ) سبورة وسخة (و) فراش نظيف (ز) مسطرة قوية (حـ) علم قديم (طـ) قلنسوة واسعة (يـ) صندوق واسع

পাঠ ০৪ : আরবির প্রতিটি হরফের একটি মান রয়েছে। যেমন :

৫০০	ث	৬০	س	৮	ح	১	أ
৬০০	خ	৭০	ع	৯	ط	২	ب
৭০০	ذ	৮০	ف	১০	ي	৩	ج
		৯০	ص			৪	د
৮০০	ض			২০	ك		
৯০০	ظ	১০০	ق	৩০	ل	৫	ه
১০০০	غ	২০০	ر	৪০	م	৬	و
		৩০০	ش	৫০	ن	৭	ز
		৪০০	ت				

এই মানগুলোর উপর ভিত্তি করেই "بسم الله الرحمن الرحيم" এর মান ৭৮৬ হয়। যেমন :

بسـم ا لـلـه ا لـر حمـن ا لـر حيـم

৪০ ১০ ৮ ২০০ ৩০ ১ ৫০ ৪০ ৮ ২০০ ৩০ ১ ৫ ৩০ ৩০ ১ ৪০ ৬০ ২

(بسم) = ২ + ৬০ + ৪০ = ১০২

(الله) = ১ + ৩০ + ৩০ + ৫ = ৬৬

(الرحمن) = ১ + ৩০ + ২০০ + ৮ + ৪০ + ৫০ = ৩২৯

(الرحيم) = ১ + ৩০ + ২০০ + ৮ + ১০ + ৪০ = ২৮৯

সুতরাং মোট হলো : ১০২ + ৬৬ + ৩২৯ + ২৮৯ = ৭৮৬

হরফের মানের এই পরর্যায়ক্রমতা এভাবে মনে রাখা হয়।

أَبْجَدْ هَوَّزْ حُطِّيْ كَلَمَنْ سَعْفَصْ قَرْشَتْ ثَخَّذْ ضَظَّغْ

তুমি এর একটি ব্যবহার ইতিমধ্যেই ৩য় পাঠে দেখে ফেলেছো।

তিনটি পরামর্শ

• আরবি ভাষা শিক্ষার কাজটি করতে গিয়ে তাড়াহুড়া করবে না। বরং ধীরস্থিরভাবে সম্পাদন করতে সচেষ্ট থাকবে।

• যখন যা পড়বে, তখন তা মনে মনে পড়বে না। বরং স্বর করে পড়বে, যাতে তোমার কান তা খুব ভালো করে শোনতে পারে।

• মেসওয়াক করে পড়তে বসবে, তাহলে স্বর করে পড়তে ভালো লাগবে এবং মুখস্থও দ্রুত হবে, إِنْ شَاءَ اللّٰهُ ।

পাঠ ০৫ : তুমি ২য় ও ৩য় পাঠ থেকে **নাকেরা মাওছূফ-ছিফাত** সম্পর্কে জেনেছো। আর এখন এই পাঠ থেকে **মারেফা মাওছূফ-ছিফাত** সম্পর্কে জানবে। নীচে দুইটি বাক্যাংশ রয়েছে আর প্রত্যেকটি বাক্যাংশে দুইটি করে শব্দ রয়েছে। দুইটি শব্দ একত্রে পড়ো ও অর্থসহ মুখস্থ করো, অতঃপর সামনে অগ্রসর হও।

اَلْكِتَابُ الْجَدِيْدُ - নতুন বইটি

اَلْمَدْرَسَةُ الْجَدِيْدَةُ - নতুন মাদ্রাসাটি

اَلْجَدِيْدَةُ	اَلْمَدْرَسَةُ		اَلْجَدِيْدُ	اَلْكِتَابُ
صِفَةٌ	مَوْصُوْفٌ		صِفَةٌ	مَوْصُوْفٌ
مؤنث	مؤنث		مذكر	مذكر
معرفة	معرفة		معرفة	معرفة

২য় পাঠে পড়েছিলে, সাধারণত مَوْصُوْفٌ যেমন হয়, صِفَةٌ-ও তেমন হয়। এখানেও তুমি তেমনটাই দেখতে পাচ্ছো। যেমন লক্ষ্য করে দেখো যে,

- মাওছূফ মুযাক্কার হয়েছে, তো ছিফাতও মুযাক্কার হয়েছে।
- মাওছূফ মুআন্নাস হয়েছে, তো ছিফাতও মুআন্নাস হয়েছে।
- মাওছূফ মারেফা হয়েছে, তো ছিফাতও মারেফা হয়েছে।

اَلْكِتَابُ	اَلْجَدِيْدُ
مَوْصُوْفٌ	صِفَةٌ
مَتْبُوْعٌ	تَابِعٌ

اَلْمَدْرَسَةُ	اَلْجَدِيْدَةُ
مَوْصُوْفٌ	صِفَةٌ
مَتْبُوْعٌ	تَابِعٌ

* আমরা এটাও বলতে পারি যে, • ছিফাত মাওছূফকে অনুসরণ করে।

* মানে, • صِفَةٌ হলো تَابِعٌ তথা অনুসরণকারী।

• مَوْصُوْفٌ হলো مَتْبُوْعٌ তথা অনুসরণকৃত / অনুসৃত।

• মাওছূফ মুযাক্কার হয়েছে বলেই, ছিফাত মাওছূফকে অনুসরণ করে নিজেও মুযাক্কার হয়েছে।

• মাওছূফ মুআন্নাস হয়েছে বলেই, ছিফাত মাওছূফকে অনুসরণ করে নিজেও মুআন্নাস হয়েছে।

• মাওছূফ মারেফা হয়েছে বলেই, ছিফাত মাওছূফকে অনুসরণ করে নিজেও মারেফা হয়েছে।

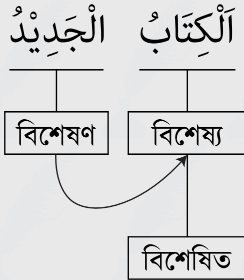
তারকীব

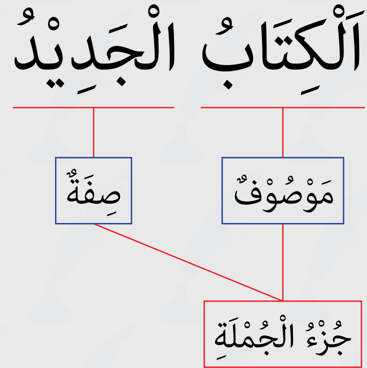
- الجديدُ বিশেষণটির দ্বারা الكتابُ বিশেষ্যটি বিশেষিত হয়েছে।

বা, الجديدُ গুণটির দ্বারা الكتابُ বিশেষ্যটি গুণান্বিত হয়েছে।

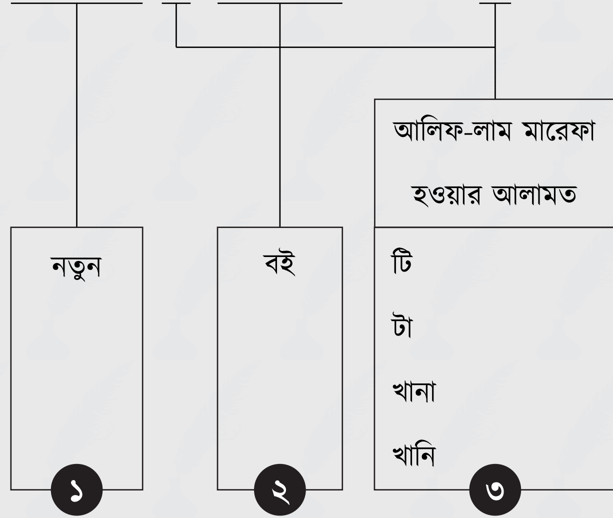
- অর্থাৎ الكتابُ হলো বিশেষিত/গুণান্বিত।
- আর الجديدُ হলো বিশেষণ/গুণ।

- গুণান্বিত/বিশেষিত-কে مَوْصُوْفٌ বলা হয়।
- অর্থাৎ الكتابُ হলো مَوْصُوْفٌ
- আর الجديدُ হলো صِفَةٌ





অনুবাদ



এটি একটি মারেফা মাওছূফ-ছিফাত। কেননা, মাওছূফ ও ছিফাত উভয় ইসিমের শুরুতেই আলিফ-লাম রয়েছে, যা নির্দিষ্টতার একটি আলামত। আর বাংলা ভাষায় "টি, টা, খানা, খানি" ইত্যাদিসব শব্দ নির্দিষ্টতার অর্থ বহন করে থাকে।

তাই আমরা 'اَلْكِتَابُ الْجَدِيْدُ'-এর অর্থ বলতে পারি, "নতুন বইটি, নতুন বইটা, নতুন বইখানা, নতুন বইখানি"... ইত্যাদি।

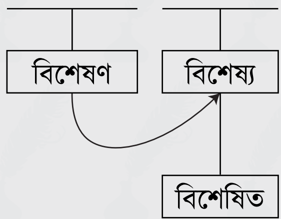
তারকীব

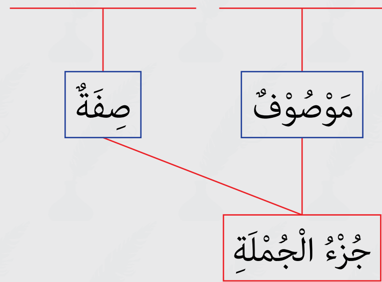
- المشهورةُ বিশেষণটির দ্বারা المدرسةُ বিশেষ্যটি বিশেষিত হয়েছে।

বা, المشهورةُ গুণটির দ্বারা المدرسةُ বিশেষ্যটি গুণান্বিত হয়েছে।

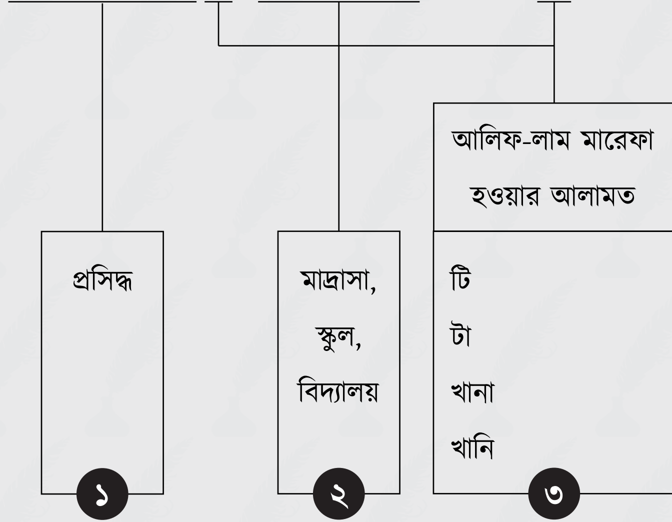
- অর্থাৎ المدرسةُ হলো বিশেষিত/গুণান্বিত।
- আর المشهورةُ হলো বিশেষণ/গুণ।

- গুণান্বিত/ বিশেষিত-কে مَوْصُوْفٌ বলা হয়।
- অর্থাৎ المدرسةُ হলো مَوْصُوْفٌ
- আর المشهورةُ হলো صِفَةٌ





অনুবাদ



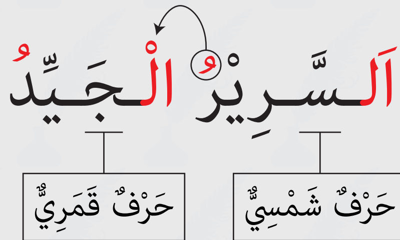
আমরা 'اَلْمدرسةُ الْمشهورةُ'-এর অর্থ বলতে পারি, "প্রসিদ্ধ মাদ্রাসাটি, প্রসিদ্ধ মাদ্রাসাটা, প্রসিদ্ধ মাদ্রাসাখানা, প্রসিদ্ধ মাদ্রাসাখানি, প্রসিদ্ধ স্কুলটি, প্রসিদ্ধ স্কুলটা, প্রসিদ্ধ স্কুলখানা, প্রসিদ্ধ স্কুলখানি, প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়টি, প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়টা, প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়খানা, প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়খানি"... ইত্যাদি।

দু'টি করে শব্দ একত্রে অর্থসহ পড়ো ও মুখস্থ করো।

اَلْمسجدُ الْكبيرُ	বড় মসজিদটি	اَلْمدرسةُ الْكبيرةُ	বড় মাদ্রাসাটি
اَلْكتابُ الْمفيدُ	উপকারী বইটি	اَلْكراسةُ الْمفيدةُ	উপকারী খাতাটি
اَلْجدارُ الْمكسورُ	ভাঙ্গা দেয়ালটি	اَلْمنضدةُ الْمكسورةُ	ভাঙ্গা তেপায়াটি
اَلصُّندوقُ الصَّغيرُ	ছোট বাক্সটি	اَلسَّيارةُ الصَّغيرةُ	ছোট কারটি
اَلْحذاءُ الْوسخُ	ময়লা জুতাটি	اَلْوسادةُ الْوسخةُ	ময়লা বলিশটি

আশা করি, তুমি মারেফা মাওছূফ-ছিফাত-ও খুব ভালো করে বুঝেছো। যদি ভালোভাবে বুঝে থাকো, তবে এমনিভাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তামরীন করতে থাকো, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমার ভুলেও ভুল না হবে না!

দয়া করে উদাসীন হয়ে পড়ো না। বরং তোমার উচিত হবে اَلْحَرْفُ الْقَمَرِيُّ ও اَلْحَرْفُ الشَّمْسِيُّ-গুলো খেয়ালে রেখে পড়া। আর এখন যে ইসিমের শেষে তানবীনও নেই, তাও খেয়ালে রেখে পড়া। যেমন :



اَلْـمِـفْتَاحُ الـصَّـغِيْرُ

حَرْفٌ قَمَرِيٌّ | حَرْفٌ شَمْسِيٌّ

اَلْـمَـسْجِدُ الْـكَـبِيْرُ

حَرْفٌ قَمَرِيٌّ | حَرْفٌ قَمَرِيٌّ

اَلـطَّـاوِلَةُ الـنَّـظِيْفَةُ

حَرْفٌ شَمْسِيٌّ | حَرْفٌ شَمْسِيٌّ

প্রথম অধ্যায়ের ১১ ও ১৭ তম পাঠ দ্রষ্টব্য।

বাংলা করো :

١) اَلْكتابُ الْجديدُ (بـ) اَلْكتابُ الْقديمُ (جـ) اَلْكتابُ الْجميلُ (د) اَلْكتابُ الْكبيرُ (هـ) اَلْكتابُ الصَّغيرُ (و) الكتاب الجيد (ز) اَلْكتابُ النَّظيفُ (حـ) الكتاب الوسخ (طـ) الكتاب المفيد (يـ) الكتاب المكسور

١) اَلْمدرسةُ الْجديدةُ (بـ) اَلْمدرسةُ الْقديمةُ (جـ) المدرسة الجميلة (د) المدرسة الكبيرة (هـ) اَلْمدرسةُ الصَّغيرةُ (و) المدرسة الجيدة (ز) اَلْمدرسةُ النَّظيفةُ (حـ) المدرسة الوسخة (طـ) المدرسة المفيدة (يـ) المدرسة المكسورة

١) العلم الجميل (بـ) الحديقة الصَّغيرة (جـ) المروحة الجيدة (د) اَللِّباسُ النَّظيفُ (هـ) المنديل الكبير (و) الكرة الصغيرة (ز) المحراث المكسور (حـ) العقد الجميل (طـ) اَلسَّيَّارة الضَّعيفة (يـ) الدَّرَّاجة القوية

١) اَلْبابُ الْجيد (بـ) اَلْبيتُ الطَّيب (جـ) العقد الوسخ (د) الحذاء الجيد (هـ) العمامة النَّظيفة (و) القميص الجديد (ز) الوسادة الصَّغيرة (حـ) الحديقة الجميلة (طـ) اللِّباس المفيد (يـ) الطَّاولة المكسورة

ا) الكرسي المكسور (بـ) المدرسة القديمة (جـ) المسجد القديم (د) الكرة الوسخة (هـ) الخارطة المفيدة (و) المساحة الجديدة (ز) الكتاب المفتوح (حـ) الحجرة النَّظيفة (طـ) السَّبورة الوسخة (يـ) الفراش الجميل

ا) الكتاب المفتوح (بـ) الكراسة المفتوحة (جـ) النَّافظة المفتوحة (د) الباب المفتوح (هـ) الصُّندوق المغلق (و) الغرفة المغلقة (ز) البيت المغلق (حـ) الكتاب المغلق (طـ) المسجد الواسع (يـ) الحجرة الضيقة

ا) الحديقة الواسعة (بـ) المحراث القديم (جـ) المحراث المكسور (د) الكتاب الطيب (هـ) البيت الطيب (و) الخارطة الطيبة (ز) المدرسة المشهورة (حـ) المسجد المشهور (طـ) المنضدة القوية (يـ) الطاولة القوية

ا) الفراش الضَّعيف (بـ) السرير الضعيف (جـ) الكرسي القوي (د) الصندوق الصغير (هـ) البيت المكسور (و) الباب المكسور (ز) المحراث الطيب (حـ) الكراسة المغلقة (طـ) الكرة الجميلة (يـ) الكتاب المشهور

ا) الباب المغلق (بـ) المسجد المفتوح (جـ) السَّيارة الضَّيِّقة (د) الغرفة الواسعة (هـ) المحراث الكبير (و) اللباس الطيب (ز) القميص الواسع (حـ) العمامة الجيدة (طـ) الخارطة الجديدة (يـ) الوسادة الصغير

ا) الحذاء الوسخ (بـ) المنضدة المفيدة (جـ) الطاولة النظيفة (د) الفراش الطيب (هـ) السرير المكسور (و) المحراث القوي (ز) المساحة الجديدة (حـ) المِرْوَحَةُ الضعيفة (طـ) العلم الطيب (يـ) العقد القوي

ا) الدراجة المكسور (بـ) المنديل المفيد (جـ) القلنسوة المشهورة (د) الجدار القوي (هـ) القلم الطيب (و) القفل القوي (ز) المفتاح الضعيف (حـ) المظالة الضعيفة (طـ) النظارة الطيبة (يـ) الساعة الجيد

নীচের বাংলা বাক্যাংশগুলোর আরবি করো :

এক. (ক) উপকারী বইটি (খ) পবিত্র পতাকাটি (গ) খোলা খাতাটি (ঘ) বন্ধ দরজাটি (ঙ) মজবুত খাটটি (চ) প্রসিদ্ধ মাদ্রাসাটি (ছ) ময়লা বলটি (জ) ভাঙ্গা বাক্সটি (ঝ) দুর্বল ডাস্টারটি (ঞ) উত্তম ব্যাগটি

দুই. (ক) উত্তম কলমটি (খ) ভালো পাখাটি (গ) বন্ধ কামরাটি (ঘ) খোলা জানালাটি (ঙ) পরিচ্ছন্ন বিছানাটি (চ) মজবুত লাঙ্গলটি (ছ) পুরোনো বলটি (জ) ছোট বাক্সটি (ঝ) দুর্বল সাইকেলটি (ঞ) প্রশস্ত বাগানটি

তিন. (ক) মজবুত দেয়ালটি (খ) প্রশস্ত ঘরটি (গ) পবিত্র ঘরটি (ঘ) প্রসিদ্ধ মসজিদটি (ঙ) নোংরা ব্ল্যাকবোর্ডটি (চ) মজবুত টেবিলটি (ছ) নতুন রুলারটি (জ) বন্ধ ছাতাটি (ঝ) সংকীর্ণ কক্ষটি (ঞ) সুন্দর চশমাটি

চার. (ক) ছোট ঘড়িটি (খ) মজবুত তালাটি (গ) ভালো চাবিটি (ঘ) প্রসিদ্ধ মানচিত্রটি (ঙ) নোংরা জুতাটি (চ) পরিচ্ছন্ন রুমালটি (ছ) মজবুত তেপায়াটি (জ) নতুন হারটি (ঝ) উত্তম টুপিটি (ঞ) প্রশস্ত বালিশটি

পাঁচ. (ক) ছোট ছাতাটি (খ) মজবুত বাক্সটি (গ) ভাঙ্গা চাবিটি (ঘ) প্রসিদ্ধ পোশাকটি (ঙ) নতুন জুতাটি (চ) পুরাতন রুমালটি (ছ) মজবুত পাখাটি (জ) নতুন দেয়ালটি (ঝ) খোলা টুপিটি (ঞ) অপ্রশস্ত বাগানটি

পাঠ ০৬ : আরও কিছু নতুন ইসিম শিখো :

قَرْيَةٌ	একটি গ্রাম	طَرِيْقٌ	একটি পথ
مَدِيْنَةٌ	একটি শহর	طَائِرَةٌ	একটি বিমান
سُوْقٌ	একটি বাজার	مَطَارٌ	একটি বিমানবন্দর
عَاصِمَةٌ	একটি রাজধানী	مَنْظَرٌ	একটি দৃশ্য

• তোমার প্রথম কাজ হলো এই ইসিমগুলো মুখস্থ ও তামরীন করা। অতঃপর, বিশেষ মানুষদের জন্য-

• قريةٌ، سوقٌ، عاصمةٌ، طائرةٌ، مطارٌ :

• مدينةٌ : তুমি হয়তো বা "মক্কা-মদীনা"র কথা শোনে থাকবে।

• طريقٌ : অনেক পুরুষের নাম তরীক হয়। তবে, طَارِقٌ (অর্থ- রাতে আগমনকারী, আঘাতকারী) ইসিমটি নাম হিসেবে বেশী ব্যবহৃত হয়।

• منظرٌ : তোমার কি نَظْرٌ (নযর)-এর কথা মনে আছে? نَظْرٌ মানে- দেখা, তাকানো। আর যেটা দেখা যায়, সেটাই তো দৃশ্য! তাই না? (১ম খণ্ডের ৬ষ্ঠ পাঠ দ্র.)। এই منظرٌ শব্দটিতেও ن আছে, ظ আছে ও ر আছে।

নীচের আরবি বাক্যাংশগুলোর বাংলা করো :

ا) طريق واسع (بـ) سوق قديم (جـ) قرية جميلة (د) مدينة مشهورة (هـ) منظر نظيف (و) عاصمة كبيرة (ز) طائرة سريعة (حـ) دراجة بطيئة (طـ) مطار مغلق (يـ) سيارة سريعة

ا) السَّيَّارة البطيئة (بـ) العاصمة المشهورة (جـ) المدينة القديمة (د) القرية النَّظيفة (هـ) الطَّائرة السَّريعة (و) الطَّريق الضَّيِّق (ز) المنظر الصَّغير (حـ) السُّوق الوسخ (طـ) الطَّائرة الضَّعيفة (يـ) المطار المفيد

ا) طريق مفتوح (بـ) الطريق المغلق (جـ) سوق واسع (د) السُّوق الضَّيِّق (هـ) قرية جميلة (و) القرية الصغيرة (ز) مدينة طيبة (حـ) المدينة الجيدة (طـ) منظر مفيد (يـ) المنظر المشهور

ا) السوق الصغير (بـ) مطار واسع (جـ) عاصمة وسخة (د) الطائرة البطيئة (هـ) سيارة سريعة (و) العاصمة النظيفة (ز) طائرة سريعة (حـ) مطار مفتوح (طـ) دراجة سريعة (يـ) الدراجة البطيئة

আরও দুইটি গুণ প্রকাশক ইসিম শিখো :

سَرِيْعٌ - سَرِيْعَةٌ দ্রুতগামী

بَطِيْءٌ - بَطِيْئَةٌ ধীরগামী

নীচের বাংলা বাক্যাংশগুলোর আরবি করো :

এক. (ক) একটি ধীরগামী কার (খ) একটি প্রসিদ্ধ রাজধানী (গ) একটি পুরোনো শহর (ঘ) একটি পরিচ্ছন্ন গ্রাম (ঙ) একটি দ্রুতগামী বিমান (চ) একটি সংকীর্ণ রাস্তা (ছ) একটি ছোট পথ (জ) একটি অপরিচ্ছন্ন বাজার (ঝ) একটি দুর্বল বিমান (ঞ) একটি উপকারী বিমানবন্দর

দুই. (ক) প্রশস্ত রাস্তাটি (খ) পুরোনো বাজারটি (গ) নতুন বাজারটি (ঘ) সুন্দর গ্রামটি (ঙ) প্রসিদ্ধ শহরটি (চ) পরিচ্ছন্ন দৃশ্যটি (ছ) বড় রাজধানীটি (জ) দ্রুতগামী বিমানটি (ঝ) ধীরগামী সাইকেলটি (ঞ) বন্ধ বিমানবন্দরটি

তিন. (ক) একটি ছোট বাজার (খ) প্রশস্ত বিমানবন্দরটি (গ) নোংরা রাজধানীটি (ঘ) একটি ধীরগামী বিমান (ঙ) দ্রুতগামী কারটি (চ) মজবুত বিমানটি (ছ) একটি ভাঙ্গা রাস্তা (জ) দুর্বল রাস্তাটি (ঝ) মজবুত পথটি (ঞ) দ্রুতগামী সাইকেলটি

চার. (ক) উন্মুক্ত রাস্তাটি (খ) একটি বন্ধ রাস্তা (গ) প্রশস্ত বাজারটি (ঘ) একটি অপ্রশস্ত বাজার (ঙ) সুন্দর গ্রামটি (চ) একটি পরিচ্ছন্ন গ্রাম (ছ) পবিত্র শরহটি (জ) একটি ভালো শহর (ঝ) উপকারী পথটি (ঞ) একটি ছোট পথ

বোকা ও দূর্বলরাই অভিমান ও অভিযোগ করে থাকে।
বুদ্ধিমান ও কৌশলীরাই অভিযোগের কারণ দূর করে।

তুমি কি নিম্নোক্ত বিষয়গুলো খেয়াল করেছো ?

বইটি	الكتابُ	একটি বই	كتابٌ
নতুন বইটি	الكتابُ الجديدُ	একটি নতুন বই	كتابٌ جديدٌ
একটি বই	كتابٌ	একটি নতুন বই	كتابٌ جديدٌ
বইটি	الكتابُ	নতুন বইটি	الكتابُ الجديدُ

- বাংলায় নাকেরার আলামত শব্দেরও আগে, এবং মাওছূফ-ছিফাতেরও আগে।
- বাংলায় মারেফার আলামত শব্দেরও পরে, এবং মাওছূফ-ছিফাতেরও পরে।

- বাংলায় ছিফাত আগে, আর আরবিতে ছিফাত পরে।
- বাংলায় মাওছূফ পরে, আর আরবিতে মাওছূফ আগে।

• যেহেতু (كِتَابٌ جَدِيْدٌ) ও (الكتابُ الجديدُ)-উভয় বাক্যাংশই দুইটি করে অংশ যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে তৈরি হয়েছে, সেহেতু এদু'টি এক একটি مُرَكَّبٌ (সংযুক্তি)।

• যেহেতু এই মুরাক্কাবদু'টির কোনোটিই পরিপূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করতে সক্ষম নয়, সেহেতু এ মুরাক্কাবদু'টি হলো مُرَكَّبٌ نَاقِصٌ (অপূর্ণ সংযুক্তি)।

• আর مُرَكَّبٌ نَاقِصٌ-এর দুই অংশের মাঝে যে সম্পর্ক রয়েছে, তার নাম হলো نِسْبَةٌ نَاقِصَةٌ (অপূর্ণ সম্পর্ক)।

উপরোক্ত কথাগুলো (مدرسةٌ جديدَةٌ) ও (المدرسةُ الجديدَةُ)-মুআন্নাসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

মুদ্দা কথা হলো-

• একটা শব্দ তথা একটা মুফরদ-ও বাক্যাংশ হতে পারে, কেননা বাক্যের অংশ হলেই তো বাক্যাংশ হয়ে যায়।

• একটি মুরাক্কাব দুইটি মুফরদের সংযুক্তিতেই তৈরি হয়।

• সকল মুরাক্কাব বাক্যাংশগুলো সবসময় مُرَكَّبٌ نَاقِصٌ (অপূর্ণ সংযুক্তি)-ই হবে।

• আর مُرَكَّبٌ نَاقِصٌ-এর দুই অংশের মাঝের সম্পর্ক সবসময় نِسْبَةٌ نَاقِصَةٌ (অপূর্ণ সম্পর্ক)-ই হবে।

সতর্কতা-

তুমি আগেই জেনেছো যে,

- صِفَةٌ মানে হলো গুণ/বিশেষণ।
- গুণ/বিশেষণ দ্বারা যেটা গুণান্বিত/বিশেষিত হয়, সেটা হলো مَوْصُوْفٌ ।

কিন্তু ব্যাপকহারে مَوْصُوْفٌ-এর একটি সংজ্ঞা এই বলা হয়ে থাকে যে, যার সম্পর্কে গুণ বলা হয়, তাকে مَوْصُوْفٌ বলা হয়, এটা একটা পুরাপুরি ভুল সংজ্ঞা! কেননা আমরা জানি যে, যার সম্পর্কে কিছু বলা হয়, তাকে مُبْتَدَأٌ বলা হয়। কিছু বলতে তো গুণ-ও হতে পারে। তাই না? তো, যার সম্পর্কে গুণ বলা হয়, তাকে مَوْصُوْفٌ বলা হয় -এটা না হয়ে, বরং হবে- যার সম্পর্কে গুণ বলা হয়, তাকে مُبْتَدَأٌ বলা হয়। আর এই সংজ্ঞাটি মুবতাদারও পরিপূর্ণ সংজ্ঞা নয়, বরং এটি মুবতাদার একটি আংশিক সংজ্ঞা। আশা করি, বিষয়টি তুমি বুঝতে পেরেছো।

জীবনের লক্ষ্যকে পরিষ্কার রেখো।
সবসময় বিশ্বাস রেখো-
বড় কিছু করার জন্যেই পৃথিবীতে এসেছো।

বিশ্বাসের আলোকে কর্মপন্থা রচনা করো।
ঝর্ণার গতিময়তায় কাজ করো।
সাফল্য তোমার পদচুম্বন করবেই।
إِنْ شَاءَ اللّٰهُ

পাঠ ০৭ : আরও কিছু গুণ প্রকাশক ইসিম শিখো :

أَوَّلٌ - أُوْلَى	প্রথম
ثَانٍ - ثَانِيَةٌ	দ্বিতীয়
ثَالِثٌ - ثَالِثَةٌ	তৃতীয়
رَابِعٌ - رَابِعَةٌ	চতুর্থ
خَامِسٌ - خَامِسَةٌ	পঞ্চম
سَادِسٌ - سَادِسَةٌ	ষষ্ঠ
سَابِعٌ - سَابِعَةٌ	সপ্তম
ثَامِنٌ - ثَامِنَةٌ	অষ্টম
تَاسِعٌ - تَاسِعَةٌ	নবম
عَاشِرٌ - عَاشِرَةٌ	দশম

- এই ইসিমগুলো মুখস্থ করো ও তামরীন করো। অতঃপর সামনে অগ্রসর হও।

বিশেষ মানুষদের জন্য-

- أُوْلٰى - أولٌ : হয়তো বা তুমি আরবি ৩য় মাস "রবীউল্ আওয়াল" এবং ৫ম মাস "জুমাদাল্ ঊলা"-এর নাম শোনে থাকবে।
- ثانية - ثان : হয়তো বা তুমি আরবি ৪র্থ মাস "রবীউস্ সানী" এবং ৬ষ্ঠ মাস "জুমাদাস্ সানিয়া"-এরএর নাম শোনে থাকবে। আবার "সানী, সানিয়া" শব্দ দুইটি ব্যক্তির নাম হিসেবেও শোনে থাকবে।
- ثالثة - ثالث :
- رابعة - رابع : অনেক মহিলার নাম রাবেয়া (رابعة) হয়।
- خامسة - خامس : আমরা পাঁচ আঙ্গুল ব্যবহার করে "খামসা-খামসি"র খামসা দিয়ে থাকে।
- سادسة - سادس : অনেক পুরুষের নাম সাদিস (سادس) হয়।
- سابعة - سابع :
- ثامنة - ثامن :
- تاسعة - تاسع :
- عاشرةٌ - عاشر : তুমি হয়তো বা আরবি ১ম মাস মহররমের দশম তারিখ আশূরার কথা শোনে থাকবে। শব্দটি হলো عَاشُوْرَاءُ । যদিও عَاشِرٌ-عَاشِرَةٌ ও عَاشُوْرَاءُ আলাদা দুইটি শব্দ। তবে দুইটি শব্দেই ع হরফ, ش হরফ ও ر হরফ রয়েছে।

হয়তো أُوْلٰى ও ثَانٍ এই দুইটি ইসিম নিয়ে তোমার মনে কৌতুহল সৃষ্টি হয়েছে। তাহলে চলো এই দুইটি ইসিম সম্পর্কে কিছু জেনে নেই :

• أُوْلٰى : এই ইসিমের শেষ হরফটি হলো লাম্। আর এই শেষ হরফের উপর একটি খাড়া যবর দেখতে পাচ্ছো এবং এর পরে একটি নোকতাহীন ইয়া হরফ রয়েছে, এমনটাকে أَلِفٌ مَقْصُوْرَةٌ বলা হয়। এমন আরও কয়েকটি উদাহরণ হলো : كُبْرٰى، صُغْرٰى ... ইত্যাদি।

• আবার, ইসিমের শেষ হরফটি যদি শুধু আলিফও হয়, তবে তাকেও أَلِفٌ مَقْصُوْرَةٌ বলা হয়। যেমন : عَصَا (লাঠি) , دُنْيَا (নিম্নতর) ... ইত্যাদি।

• ইসিমের শেষে গোল তা হওয়া যেমন মুআন্নাস হওয়ার আলামত। ঠিক তেমনি ইসিমের শেষে أَلِفٌ مَقْصُوْرَةٌ হওয়াও মুআন্নাস হওয়ার আলামত।

• শব্দের (عَصَا) শেষের এই আলিফ আর ঐ (১ম অধ্যায়ের ৯ম পাঠ) আলিফ একই ধরণের আলিফ নয়। এই আলিফ হলো মুআন্নাসের আলিফ। আর ঐ আলিফটি দুই ফাতহা হওয়ার কারণে এমনিতেই আসে। ঐ আলিফের আলাদা নাম রয়েছে।

• তুমি এতদিন যাবৎ ইসিমের শেষে দুই দ্বম্মা দেখে এসেছো, কেননা সেসব ইসিম দুই দ্বম্মা যোগেই তৈরি হয়। কিন্ত এই ইসিমগুলোর শেষে أَلِفٌ مَقْصُوْرَةٌ রয়েছে, কেননা এই ইসিমগুলো أَلِفٌ مَقْصُوْرَةٌ যোগেই তৈরি হয়। আবারও লিখছি যে, এই ইসিমগুলো তৈরিই হয় এভাবে।

• أُوْلَى: এই ইসিমটির শেষে তানবীন নেই বলে, এই ইসিমটিকে নাকেরা হিসেবে মানতে তোমার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে। কিন্তু তোমার জন্য আবারও লিখছি যে, "এই ইসিমগুলো তৈরিই হয় এভাবে।" আরও একটা বিষয় হলো, "এই ইসিমটিতে নাকেরার আলামত যেমন নেই, ঠিক তেমনই মারেফার আলামতও তো নেই। তাই না? যেমন : ইসিমটির আগে আলিফ-লাম নেই (أُوْلَى - اَلْأُوْلَى)।"

• মনে রেখো যে, কোন একটি ইসিমের মারেফার আলামত থেকে মুক্ত হওয়াও নাকেরা হওয়ার আলামত।

• ثَانٍ : এই ইসিমটির মত আরও কয়েকটি ইসিম হলো : صَافٍ (স্বচ্ছ), غَالٍ (দামী, মূল্যবান), عَالٍ (উঁচু, উচ্চ), هَادٍ (পথ প্রদর্শক) ... ইত্যাদি।

• তুমি এতদিন যাবৎ ইসিমের শেষে দুই দ্বম্মা দেখে এসেছো, কেননা সেসব ইসিম দুই দ্বম্মা যোগেই তৈরি হয়ে থাকে। আর এই ইসিমগুলোর শেষে দুই কাসরা রয়েছে, কেননা এই ইসিমগুলো দুই কাসরা যোগেই তৈরি হয়।

• এই ইসিমগুলো যখন তানবীন অবস্থায় ব্যবহৃত হবে, তখন এগুলো এমনি থাকবে; অর্থাৎ : صَافٍ، غَالٍ، عَالٍ، هَادٍ ...।

• তবে, যখন এই ইসিমগুলো তানবীন অবস্থায় ব্যবহৃত হবে না, তখন এগুলোর শেষে একটি নোকতাযুক্ত সাকিন ইয়া-হরফ আসে; অর্থাৎ صَافِيْ، غَالِيْ، عَالِيْ، هَادِيْ ...। যেমন : যেহেতু শুরুতে আলিফ-লাম যুক্ত হলে তানবীন অবস্থা থাকে না, সেহেতু যদি এই ইসিমগুলোর শুরুতে আলিফ-লাম যুক্ত করা হয়, তবে শেষে অবশ্যই একটি নোকতাযুক্ত সাকিন ইয়া-হরফ আসবে। যেমন : اَلصَّافِيْ، اَلْغَالِيْ، اَلْعَالِيْ، اَلْهَادِيْ ।

• উপরোক্ত কথাগুলো শুধুমাত্র মুযাক্কারের জন্যই প্রযোজ্য। মুআন্নাসের ব্যবহার স্বাভাবিক। এগুলো এমন কেন? এগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে, কিন্তু এখন সেই ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত হবে না। তাই তোমাকে এভাবেই আয়ত্ব করতে হবে।

তানবীন অবস্থাহীন	অর্থ	তানবীন অবস্থা
ثَانِيْ	দ্বিতীয়	ثَانٍ
صَافِيْ	স্বচ্ছ	صَافٍ
غَالِيْ	দামী, মূল্যবান	غَالٍ
عَالِيْ	উঁচু, উচ্চ	عَالٍ
هَادِيْ	পথ প্রদর্শক	هَادٍ

মারেফা	অর্থ	নাকেরা
اَلثَّانِيْ - اَلثَّانِيَةُ	দ্বিতীয়	ثَانٍ - ثَانِيَةٌ
اَلصَّافِيْ - اَلصَّافِيَةُ	স্বচ্ছ	صَافٍ - صَافِيَةٌ
اَلْغَالِيْ - اَلْغَالِيَةُ	দামী, মূল্যবান	غَالٍ - غَالِيَةٌ
اَلْعَالِيْ - اَلْعَالِيَةُ	উঁচু, উচ্চ	عَالٍ - عَالِيَةٌ
اَلْهَادِيْ - اَلْهَادِيَةُ	পথ প্রদর্শক	هَادٍ - هَادِيَةٌ

- এই ইসিমগুলোও মুখস্থ করো ও তামরীন করো।
- এই ইসিমগুলোও গুণ প্রকাশক ইসিম তথা نَعْتٌ / صِفَةٌ ।

নীচের আরবি বাক্যাংশগুলোর বাংলা করো :

ا) كتابٌ أوَّلٌ (بـ) نظارة صافية (جـ) بابٌ عاشرٌ (د) بيت خامس (هـ) منظرٌ صافٍ (و) مدرسة أولَى (ز) طائرة رابعة (حـ) قلمٌ ثانٍ (ط) مطار ثالث (يـ) كتاب غال

ا) السيارة السَّادسة (بـ) الصندوق السَّابع (جـ) المدينة الثَّانِيَةُ (د) القرية الثَّامنة (هـ) الكراسة التَّاسعة (و) الطَّريق الثَّانِي (ز) السُّوقُ الثَّالثُ (حـ) اللِّبَاس الْغَالِيْ (ط) الطَّائرة العالية (يـ) البيت العَالِيْ

• كِتَابٌ أَوَّلٌ-এর অর্থ নিয়ম অনুযায়ী "(একটি) প্রথম বই" হওয়ার কথা। কিন্তু বাংলা ভাষায় এটি অনির্দিষ্টের মত ব্যবহৃত হয় না, যদিও আরবিতে অনির্দিষ্টের আলামত রয়েছে, কিন্তু তারপরও বাংলায় অনির্দিষ্টের অনুবাদ করার প্রয়োজন নেই। কেননা, বাংলায় সব-সময়ই অনির্দিষ্টের অর্থ উঠালে বাংলা ভাষার সৌন্দর্য নষ্ট হয়। তাই শুধু "প্রথম বই" বললেই হবে।



ا) الطريق الأول (بـ) القلنسوة الثَّالثة (جـ) السوق الرَّابع (د) الساعة الغالية (هـ) مدرسة عالية (و) الوسادة الخامسة (ز) مدينة أولى (حـ) المدينة الأولى (طـ) منظر غال (يـ) الفراش السابع

ا) الباب الأول (بـ) اَلْعَصَا الثَّالثةُ (جـ) المصباح الرَّابع (د) الكرة الغالية (هـ) مسجد عال (و) المنديل الخامس (ز) قرية أولى (حـ) القرية الأولى (طـ) قلم غال (يـ) اللباس السابع

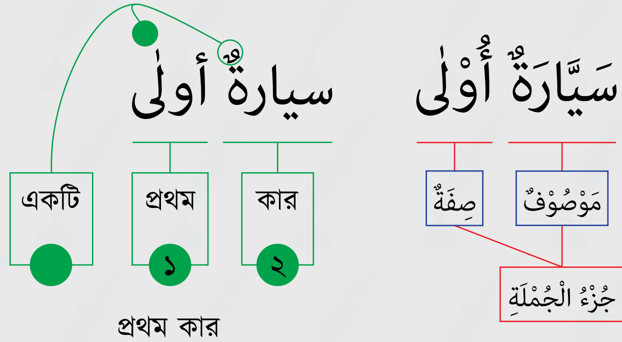
• مَنْظَرٌ صَافٍ : এটা দেখার পর তোমার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, “২য় খণ্ডের ২য় পাঠে পড়ে এসেছি, সাধারণত مَوْصُوْفٌ যেমন হয়, صِفَةٌ-ও তেমন হয়। কিন্তু এখানে তো, মাওছূফে ضَمَّةٌ রয়েছে, আর ছিফাতে كَسْرَةٌ রয়েছে। মাওছূফ-ছিফাত তো হুবহু হলো না!” তাহলে তোমাকে আবারও বলতে চাই যে, “এই শব্দদু’টি বাহ্যিকভাবে ভিন্ন হলেও, মূলত এরা এক ও অভিন্ন। কেননা, এই উভয় প্রকার শব্দ তৈরিই হয় এভাবে।”

একটি স্বচ্ছ দৃশ্য

নীচের বাংলা বাক্যাংশগুলোর আরবি করো :

এক. (ক) প্রথম কার (খ) একটি উচ্চ বিদ্যালয় (গ) একটি দামী বই (ঘ) একটি স্বচ্ছ চশমা (ঙ) দ্বিতীয় বিমান (চ) চতুর্থ রাস্তা (ছ) একটি উঁচু পথ (জ) দশম বাজার (ঝ) নবম কক্ষ (ঞ) তৃতীয় বিমানবন্দর

দুই. (ক) পঞ্চম রাস্তাটি (খ) দ্বিতীয় বাজারটি (গ) সপ্তম বাজারটি (ঘ) ষষ্ঠ গ্রামটি (ঙ) অষ্টম শহরটি (চ) স্বচ্ছ দৃশ্যটি (ছ) প্রথম রাজধানীটি (জ) তৃতীয় বিমানটি (ঝ) উঁচু সাইকেলটি (ঞ) উঁচু পথটি



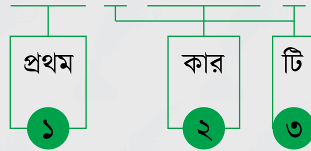
প্রথম কার

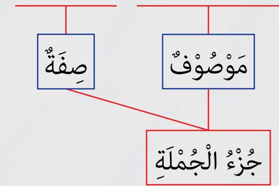
- سيارةٌ ইসিমটি নাকেরা; কেননা এই ইসিমটির শেষে তানবীন রয়েছে।
- أُوْلَى ইসিমটি নাকেরা; কেননা এই ইসিমটি মারেফার আলামত থেকে মুক্ত।
- سيارةٌ أُوْلَى - "প্রথম কার"। যদিও আরবিতে অনির্দিষ্টের আলামত রয়েছে, কিন্তু তারপরও বাংলায় অনির্দিষ্টের অনুবাদ করার প্রয়োজন নেই। কেননা, বাংলায় সব-সময়ই অনির্দিষ্টের অর্থ উঠালে বাংলা ভাষার সৌন্দর্য নষ্ট হয়।

তিন. (ক) প্রথম দরজা (খ) দ্বিতীয় লাঠিটি (গ) দ্বিতীয় বাতিটি (ঘ) একটি দামী বল (ঙ) উঁচু মসজিদটি (চ) পঞ্চম জামা (ছ) প্রথম দেয়াল (জ) দামী কলমটি (ঝ) তৃতীয় বাক্সটি (ঞ) চতুর্থ লাঠি

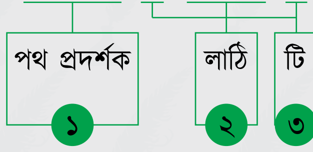
চার. (ক) একটি স্বচ্ছ কার (খ) দ্বিতীয় লাঙ্গলটি (গ) দশম মানচিত্রটি (ঘ) নবম খাতা (ঙ) মূল্যবান কারটি (চ) প্রথম বিমানটি (ছ) প্রথম রাস্তা (জ) দামী কলমটি (ঝ) তৃতীয় পথটি (ঞ) চতুর্থ সাইকেলটি

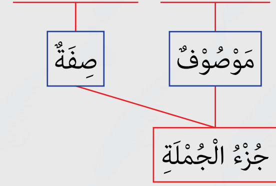
পাঁচ. (ক) একটি স্বচ্ছ বাতি (খ) পথ প্রদর্শক বইটি (গ) পথ প্রদর্শক মানচিত্রটি (ঘ) দ্বিতীয় ঘরটি (ঙ) মূল্যবান ঘড়িটি (চ) পথ প্রদর্শক লাঠিটি (ছ) দ্বিতীয় শহর (জ) দামী পোশাক (ঝ) পথ প্রদর্শক চশমাটি (ঞ) উঁচু সাইকেলটি





- اَلسَّيَّارَةُ الْأُوْلٰى - "প্রথম কারটি"। নির্দিষ্টের আলামত আরবিতেও আছে এবং বাংলায়ও আছে। আরবিতে আলিফ-লাম আর বাংলায় 'টি' ব্যবহার করা হয়েছে।

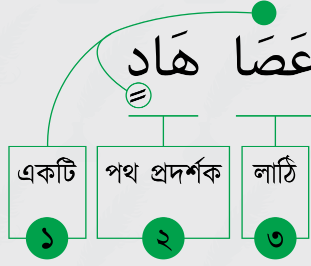


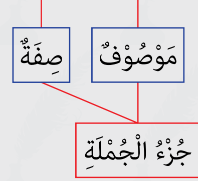


পথ প্রদর্শক লাঠিটি

লাঠিটি এমন যে, তা পথ প্রদর্শন করে

- العصا ইসিমটি মারেফা; কেননা এই ইসিমটির আগে মারেফার আলামত আলিফ-লাম রয়েছে।
- الهادي ইসিমটি মারেফা; কেননা এই ইসিমটির আগে মারেফার আলামত আলিফ-লাম রয়েছে। আমরা আগেই জেনেছি যে, যখন এই শব্দগুলো তানবীনহীন অবস্থায় থাকে, তখন এদের শেষে এমন একটি সাকিন-ইয়া আসে, যাতে নোকতা থাকে।
- العصا الهادي - "পথ প্রদর্শক লাঠিটি"। আবার আমরা এই মারেফা মাওছূফ-ছিফাতের অর্থটা একটু ব্যাখ্যা করেও বলতে পারি যে, "লাঠিটি এমন যে, তা পথ প্রদর্শন করে"। এভাবে অর্থ উঠানোর সময় "এমন, যে ও তা" শব্দ তিনটি বাড়িয়ে বলতে হয়, কেননা বাংলা ভাষায় এভাবেই ব্যবহৃত হয়।





একটি পথ প্রদর্শক লাঠি

এমন একটি লাঠি, যা পথ প্রদর্শন করে

- عَصَا ইসিমটি নাকেরা; কেননা এই ইসিমটি মারেফার আলামত থেকে মুক্ত।
- هَادٍ ইসিমটি নাকেরা; কেননা এই ইসিমটির শেষে নাকেরার আলামত রয়েছে ও এই ইসিমটি মারেফার আলামত থেকে মুক্ত।
- عصا هاد - "একটি পথ প্রদর্শক লাঠি"। আবার আমরা এই নাকেরা মাওছূফ-ছিফাতের অর্থটা একটু ব্যাখ্যা করেও বলতে পারি যে, "এমন একটি লাঠি, যা পথ প্রদর্শন করে"। এভাবে অর্থ উঠানোর সময় "এমন ও যা" শব্দদু'টি বাড়িয়ে বলতে হয়, কেননা বাংলা ভাষায় এভাবেই ব্যবহৃত হয়।

সুযোগ পেলেই সকালে খালি পায়ে ঘাসের উপর হাঁটো। ভোরের হাওয়া মুহূর্তেই সকল ক্লান্তি-অবসাদ দূর করে।

পাঠ ০৮ :

ا - أَلِفٌ	خ - خَاءٌ	ش - شِيْنٌ	غ - غَيْنٌ	ن - نُوْنٌ
ب - بَاءٌ	د - دَالٌ	ص - صَادٌ	ف - فَاءٌ	و - وَاوٌ
ت - تَاءٌ	ذ - ذَالٌ	ض - ضَادٌ	ق - قَافٌ	ه - هَاءٌ
ث - ثَاءٌ	ر - رَاءٌ	ط - طَاءٌ	ك - كَافٌ	ء/ أ/ إ/ ؤ/ ئ - هَمْزَةٌ
ج - جِيْمٌ	ز - زَاءٌ	ظ - ظَاءٌ	ل - لَامٌ	ي - يَاءٌ
ح - حَاءٌ	س - سِيْنٌ	ع - عَيْنٌ	م - مِيْمٌ	

- সকল হরফ مُؤَنَّثٌ ; তবে, এই মুআন্নাসগুলোকে مُؤَنَّثٌ سَمَاعِيٌّ বলা হয়।
- আলিফ-হরফের উপরে হামযা, আলিফ-হরফের নীচে হামযা, ওয়াও-হরফের উপরে হামযা, ইয়া-হরফের উপরে হামযা ও খালি হামযা - এসবই হামযা। যদিও ১ম বর্ণ আলিফে ও ২৮তম বর্ণ হামযাতে হরকত দিলে উভয়টিই (আ, ই, উ) একই উচ্চারণ হবে, কিন্তু উভয়টিই ভিন্ন ও উভয়ের মাঝে বেশ পার্থক্য রয়েছে।
- এই হরফগুলোর নামসমূহ মুখস্থ করো। অতঃপর সামনে অগ্রসর হও।

নীচের আরবি বাক্যাংশগুলোর বাংলা করো :

ا) ألفٌ مفتوحةٌ (ب) الألفُ المضمومةُ (جـ) باءٌ مكسورةٌ (د) الباءُ السَّاكنَةُ (هـ) تاءٌ مشدَّدَةٌ (و) اَلتَّاءُ الْمتحرِّكةُ (ز) ثاءٌ مضمومةٌ (حـ) اَلثَّاءُ الْمفتوحةُ (ط) جيمٌ متحركةٌ (يـ) الجيمُ المكسورةُ

ا) حاءٌ ساكنةٌ (بـ) الحاءُ المشددةُ (جـ) خاء مفتوحة (د) الخاء المضمومة (هـ) دال مكسورة (و) الدَّالُ السَّاكنةُ (ز) ذال مشددة (حـ) الذَّال المتحركة (طـ) راء مضمومة (يـ) الرَّاء المكسورة

ا) زاء مشددة (بـ) الزَّاء السَّاكنة (جـ) سين مضمومة (د) السِّينُ المفتوحة (هـ) شين ساكنة (و) الشِّين المكسورة (ز) صاد مشددة (حـ) الصَّاد المضمومة (طـ) ضاد مفتوحة (يـ) الضَّاد المتحركة

ا) الطَّاء المتحركة (بـ) طاء مفتوحة (جـ) الظَّاء المضمومة (د) ظاء مشددة (هـ) العين المكسورة (و) عين ساكنة (ز) الغين المفتوحة (حـ) غين مضمومة (طـ) فاء مشددة (يـ) الفاء الساكنة

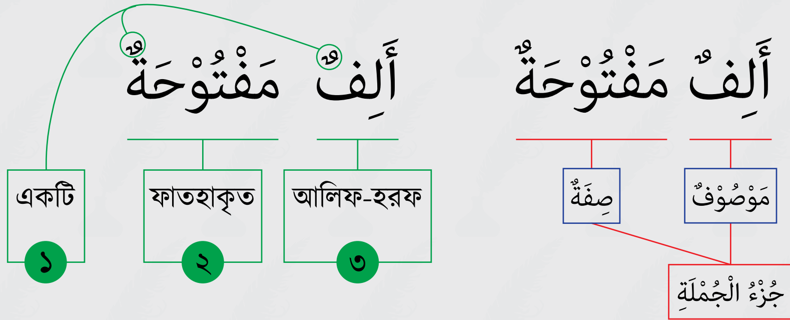
ا) قاف مفتوحة (بـ) القاف المضمومة (جـ) كاف مكسورة (د) الكاف الساكنة (هـ) لام مشدَّدة (و) اَللَّامُ الْمتحركةُ (ز) مين ساكنة (حـ) الميم المفتوحة (طـ) نون متحركةٌ (يـ) النُّون الساكنة

ا) واو ساكنة (بـ) الواو المشددة (جـ) هاء مفتوحة (د) الهاء المضمومة (هـ) همزة مكسورة (و) الهمزة السَّاكنةُ (ز) ياء مشددة (حـ) الياء المتحركة (طـ)ألفٌ مَقْصُوْرَةٌ (يـ)الألفُ المَقْصُوْرَةُ

নীচের বাংলা বাক্যাংশগুলোর আরবি করো :

এক. (ক) একটি ফাতহাকৃত আলিফ-হরফ = أَلِفٌ مفتوحةٌ (খ) একটি হ্রস্বকৃত আলিফ-হরফ = أَلِفٌ مقصورةٌ (গ) প্রথম মীম-হরফটি = المِيمُ الْأَوْلَى (ঘ) একটি সুকূনকৃত ইয়া-হরফ = ياءٌ ساكنةٌ (ঙ) দ্বিতীয় তা-হরফটি = اَلتَّاءُ الثَّانِيَةُ (চ) তাশদীদকৃত র-হরফটি = اَلرَّاء المشددة (ছ) একটি কাসরাকৃত সীন-হরফ = سِين مكسورة (জ) দ্বম্মাকৃত নূন-হরফটি = اَلنُّون المضمومة (ঝ) হরকতকৃত আলিফ-হরফটি = الألف المتحركة (ঞ) প্রথম তা-হরফ = تاء أولى

***** "একটি ফাতহাকৃত আলিফ-হরফ" এখানে 'হরফ' শব্দটি বাড়িয়ে লিখা হয়েছে। যেখানে 'হরফ' শব্দটি বাড়িয়ে বললে শ্রুতিমধুর হবে, সেখানে 'হরফ' শব্দটি বাড়িয়ে বলাই উত্তম।



একটি ফাতহাকৃত আলিফ-হরফ

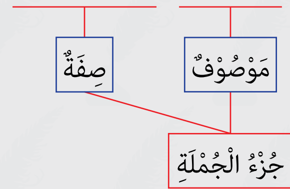
এমন একটি আলিফ-হরফ, যা ফাতহাকৃত হয়েছে

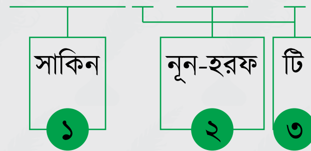
দুই. (ক) তৃতীয় শীন-হরফটি (খ) একটি হরকতকৃত বা-হরফ (গ) হ্রস্বকৃত আলিফ-হরফটি (ঘ) কাসরাকৃত জ্বীম-হরফটি (ঙ) দ্বম্মাকৃত হরফটি = اَلحرفُ الْمضمومُ (সকল হরফ মুআন্নাস বলে, حرف শব্দটিও মুআন্নাস; এমন নয়, বরং এই শব্দটি মুযাক্কার) (চ) একটি তাশদীদকৃত হা-হরফ (ছ) ফাতহাকৃত দাল-হরফটি (জ) একটি সুকূনকৃত ত্ব-হরফ (ঝ) প্রথম লাম-হরফ (ঞ) দ্বম্মাকৃত ওয়াও-হরফটি

তিন. (ক) সুকূনকৃত ওয়াও-হরফটি (খ) একটি তাশদীদকৃত বা-হরফ (গ) কাসরাকৃত নূন-হরফটি (ঘ) কাসরাকৃত ইয়া-হরফটি (ঙ) একটি দ্বম্মাকৃত হরফ (চ) এমন একটি হামযা-হরফ, যা তাশদীদকৃত হয়েছে (ছ) দাল-হরফটি এমন যে, তার উপরে ফাতহা হয়েছে (তা ফাতহাকৃত হয়েছে) (জ) একটি নূন সাকিন (ঝ) প্রথম নূন-হরফ (ঞ) একটি দ্বম্মাকৃত হামযা-হরফ

اَلنُّوْنُ السَّاكِنَةُ

الـــنون الساكنة





সাকিন নূন-হরফটি (বাংলা নিয়মমাফিক অর্থ)

নূন সাকিনটি (হুবহু আরবি মত অর্থ)

নূন হরফটি এমন যে, তা সুকূনকৃত হয়েছে (ব্যাখ্যামূলক অর্থ)

এমনই আরও কিছু مُؤَنَّثٌ سَمَاعِيٌّ হলো :

* বাতাস	رِيْحٌ
একটি যুদ্ধ	حَرْبٌ
একটি ধনুক	قَوْسٌ
একটি কান	أُذُنٌ
একটি হাত	يَدٌ
একটি চোখ, ঝর্ণা	عَيْنٌ
একটি আঙ্গুল	إِصْبَعٌ
একটি জমিন, একটি ভূমি, একটি ভূ-খণ্ড	أَرْضٌ
* রোদ	شَمْسٌ
* আগুন	نَارٌ
একটি কুয়া	بِئْرٌ
* মদ	خَمْرٌ
একটি বাড়ি	دَارٌ

* বাংলা ভাষায় তরল ও বায়বীয় পদার্থ প্রকাশক শব্দের সামনে নাকেরার আলামত বসানোর প্রয়োজন হয় না। যেমন, আমরা নিশ্চয় বাংলায় "একটি রোদ/ একটি বাতাস/ একটি আগুন/ একটি মদ" -এভাবে ব্যবহার করে থাকি না। বরং "রোদ/ বাতাস/ আগুন/ মদ" -এভাবে ব্যবহার করি। তাই না? হ্যাঁ ...।

* তবে উপরোক্ত আরবি ইসিমগুলোর শেষে যেহেতু তানবীন রয়েছে, সেহেতু উপরোক্ত আরবি ইসিমগুলো ঠিকই নাকেরা তথা অনির্দিষ্ট হবে। কিন্তু অনুবাদের সময় বাংলার অনির্দিষ্টের আলামত ব্যবহার করার কোন প্রয়োজন নেই।

* এই ইসিমগুলো মুখস্থ করো, তামরীন করো অতঃপর সামনে অগ্রসর হও।

প্রশ্ন : তোমার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, এগুলো মুআন্নাস কীভাবে হলো?

উত্তর : এই ৮ম পাঠের ইসিমগুলোতে মুআন্নাস হওয়ার কোনো আলামত না হওয়া সত্ত্বেও এগুলো মুআন্নাস। কেননা, আমার শিক্ষক তাঁর শিক্ষকের কাছ থেকে শোনেছেন যে, এগুলো মুআন্নাস। আবার আমি আমার শিক্ষকের কাছ থেকে শোনেছি যে, এগুলো মুআন্নাস। আর তুমি আমি অধমের কাছ থেকে শোনছো যে, এগুলো মুআন্নাস। অর্থাৎ বুঝতেই পারছো যে, এই ইসিমগুলো মুআন্নাস হওয়া শোনার সাথে সম্পর্কিত। আর এ কারণেই এই মুআন্নাসের নাম مُؤَنَّثٌ سَمَاعِيٌّ তথা শোনার সাথে সম্পর্কিত মুআন্নাস।

তবে, তুমি এটা বলতে পারো যে, "আমি তো শোনছি না, বরং বইয়ের পাতায় পড়ছি!"। তাহলে, আমি তোমাকে বলতে চাই যে, বর্তমান সময়ে বইয়ের পাতায় ইলম লিখাবদ্ধ আছে বিধায়, আজ তুমি সেই ইলম বইয়ের পাতায় পড়তে পারছো। কিন্তু যখন এতবেশী একটা কাগজ ছিল না - তেমন একটা বই ছিল না, তখনও তো ইলমের চর্চা হয়েছে। তাই না? তখন তো মুখে-মুখে ও শোনে-শোনেই ইলমের চর্চা হতো। আর এখনও যে শিক্ষকগণ ছাত্রদেরকে বলেন না - আর ছাত্ররাও যে একদমই শোনে না, তাও না। বরং বর্তমান সময়ে একজন ছাত্রের পক্ষে তখনই ইলম অর্জন করা সম্ভব, যখন উক্ত ছাত্রের কাছে যোগ্য বই থাকার সাথে-সাথে যোগ্য শিক্ষকও বিদ্যমান।

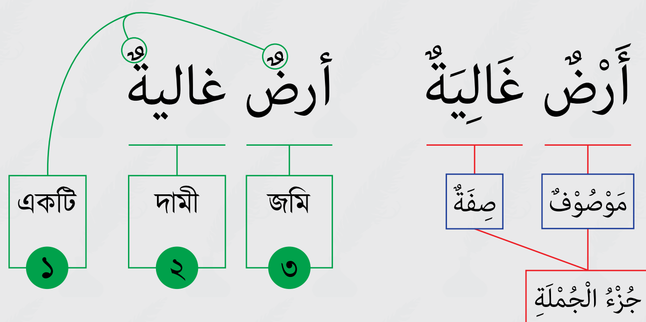
مُؤَنَّثٌ سَمَاعِيٌّ-কে مُؤَنَّثٌ مَجَازِيٌّ-ও বলা হয়। যে ইসিমের মুআন্নাস হওয়ার কোনো কারণ নেই, তারপরও মুআন্নাসরূপে ব্যবহৃত হয়, তাকে مُؤَنَّثٌ مَجَازِيٌّ বলা হয় তথা রূপকার্থক মুআন্নাস।

নীচের আরবি বাক্যাংশগুলোর বাংলা করো :

ا) أرضٌ صغيرةٌ (بـ) ريحٌ مفيدةٌ (جـ) حربٌ كبيرة (د) الحربُ الطيبةُ (هـ) القوسُ الضعيفةُ (و) نارٌ قويةٌ (ز) بئرٌ مغلقةٌ (حـ) اليدُ المكسورةُ (طـ) عينٌ مفتوحةٌ (يـ) الدَّارُ النَّظيفةُ

ا) إصبعٌ قويةٌ (بـ) الخمرُ الغاليةُ (جـ) أذنٌ واسعةٌ (د) شمس طيبة (هـ) دارٌ جديدةٌ (و) الأرضُ الكبيرةُ (ز) يدٌ نظيفةٌ (حـ) النارُ الكبيرةُ (طـ) البئرُ العاليةُ (يـ) الريحُ الطيبةُ

ا) الحرب المشهورة (بـ) نار قوي (جـ) عين بطيئة (د) القوس المفتوحة (هـ) دار ضيقة (و) الأرض الغالية (ز) عين واسعة (حـ) دار قوية (طـ) نار صافية (يـ) أذن نظيفة



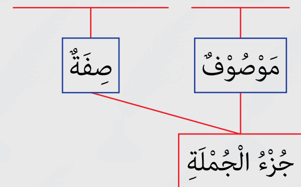
একটি দামী জমি

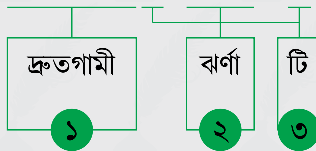
নীচের বাংলা বাক্যাংশগুলোর আরবি করো :

এক. (ক) একটি শক্তিশালী (মজবুত) আগুন (খ) একটি ভালো রোদ (গ) উঁচু জমিটি (ঘ) পুরোনো মদটি (ঙ) দামী ধনুকটি (চ) প্রসিদ্ধ বাড়িটি (ছ) একটি ভাঙ্গা আঙ্গুল (জ) স্বচ্ছ চোখটি (ঝ) দ্বিতীয় কুয়াটি (ঞ) ভাঙ্গা হাতটি

দুই. (ক) শক্তিশালী আগুনটি (খ) একটি পরিচ্ছন্ন কান (গ) একটি বড় যুদ্ধ (ঘ) একখণ্ড (একটি) উঁচু ভূমি (ঙ) নতুন রোদটি (চ) ভাঙ্গা কুয়াটি (ছ) ভাঙ্গা হাতটি (জ) ছোট আঙ্গুলটি (ঝ) খোলা বাড়িটি (ঞ) (একটি) ময়লা মদ

দুই. (ক) পরিষ্কার কানটি (খ) স্বচ্ছ আগুনটি (গ) প্রসিদ্ধ বাড়িটি (ঘ) একটি প্রশস্ত ঝর্ণা (ঙ) একটি দামী জমি (চ) সংকীর্ণ বাড়িটি (ছ) একটি উন্মুক্ত ধনুক (জ) দ্রুতগামী ঝর্ণাটি (ঝ) শক্তিশালী আগুনটি (ঞ) একটি প্রসিদ্ধ যুদ্ধ





দ্রুতগামী ঝর্ণাটি

কিতাব ও শিক্ষক; এই দুইয়ের সমন্বয়ে
ইলম শিখতে হয়।

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ ۚ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ

তিনিই আল্ল-হ তোমাদের রব। তিনিই একমাত্র সত্য ইলাহ। তিনি প্রতিটি জিনিসের স্রষ্টা। সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত কর। আর তিনি প্রতিটি জিনিসের উপর তত্ত্বাবধায়ক। [সূরা আনআম (০৬) : ১০২]

قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّ هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ط

বল, "আল্ল-হই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি এক, একচ্ছত্র ক্ষমতাধর।"

[সূরা রাদ (১৩) : ১৬]

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّٰهِ ط يَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَيْرُ الْفٰصِلِيْنَ ط

হুকুম কেবল আল্ল-হর কাছে। তিনি সত্য বর্ণনা করেন এবং তিনি সর্বোত্তম ফয়সালাকারী। [সূরা আনআম (০৬) : ৫৭]

حُكْمٌ ۚ أَحْكَامٌ শব্দের যে যে অর্থ হয় : হুকুম, আদেশ, নির্দেশ, আজ্ঞা, বিধান, আইন, নীতি, রায় ইত্যাদি।

সৃষ্টি যাঁর, বিধান চলবে তাঁর।

পাঠ ০৯ (ক) : এই পাঠে কিছু জরুরী বিষয় সম্পর্কে জানবে :

ن	غ	ش	خ	ا
و	ف	ص	د	ب
ه	ق	ض	ذ	ت
ء/ أ/ إ/ ؤ/ ئ	ك	ط	ر	ث
ي	ل	ظ	ز	ج
	م	ع	س	ح

- এই হলো আরবি ২৯টি বর্ণমালা।
- বাংলা স্বরবর্ণ : অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ, ঋ ।
- বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ : ক, খ, গ, ঘ, ঙ, ... ড়, ঢ়, য়, ং, ঃ, ঁ ।
- বাংলা বর্ণমালায় যেমন স্বরবর্ণ-ব্যঞ্জনবর্ণ রয়েছে, তেমনি আরবি বর্ণমালাতেও স্বরবর্ণ-ব্যঞ্জনবর্ণ রয়েছে।
- আরবি স্বরবর্ণ : ا ، و ، ي ।
- আরবি ব্যঞ্জনবর্ণ : তিনটি স্বর্ণবর্ণ ব্যতীত বাকীসবগুলোই ব্যঞ্জনবর্ণ।

- বি.দ্র. খালি আলিফ (ا) স্বরবর্ণ, আর যদি আলিফের উপরে বা নীচে হামযা থাকে (إ /أ), তবে তা ব্যঞ্জনবর্ণ।

• ব্যঞ্জনবর্ণকে আরবিতে اَلْحَرْفُ الصَّحِيْحُ বলা হয়।

• স্বরবর্ণকে আরবিতে حَرْفُ الْعِلَّةِ বলা হয়।

• (ا، و ، ي)-এই তিনটি বর্ণের প্রত্যেকটিকে حَرْفُ عِلَّةٍ বলা হয়। অর্থাৎ

• আলিফ্ (ا) একটি স্বরবর্ণ তথা حَرْفُ عِلَّةٍ ।

• ওয়াও (و) একটি স্বরবর্ণ তথা حَرْفُ عِلَّةٍ ।

• ইয়া (ي) একটি স্বরবর্ণ তথা حَرْفُ عِلَّةٍ ।

• আর (ا، و ، ي)-এই তিনটি বর্ণকে একসাথে أَحْرُفُ عِلَّةٍ বলা হয়।

• حَرْفٌ - একটি বর্ণ/ প্রতীক/ চিহ্ন

• حَرْفٌ -এর বহুবচন أَحْرُفٌ ও حُرُوْفٌ ।

• حَرْفُ الْعِلَّةِ - স্বরবর্ণ

• حَرْفُ عِلَّةٍ - একটি স্বরবর্ণ

• أَحْرُفُ عِلَّةٍ - কয়েকটি স্বরবর্ণ

পাঠ ০৯ (খ) : এই পাঠে কিছু জরুরী বিষয় সম্পর্কে জানবে :

- যখন কোন হরফ লিখা অবস্থায় থাকে, তখন আমরা তাকে বর্ণ বলি।
- যখন কোন হরফ মুখে উচ্চারিত হয়, তখন আমরা তাকে ধ্বনি বলি।

- অর্থাৎ লিখা অবস্থায় (ا ، و ، ي)-এই তিনটি এক-একটি বর্ণ আর এই বর্ণের নাম হলো স্বরবর্ণ। কিন্তু যখন এগুলো মুখে উচ্চারিত হবে, তখন এগুলোর এক-একটিকে ধ্বনি বলা হবে আর এই ধ্বনির নাম হবে স্বরধ্বনি।

- অর্থাৎ লিখা অবস্থায় (ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، ه، ء)-এই ছাব্বিশটি এক-একটি বর্ণ আর এই বর্ণের নাম হলো ব্যঞ্জনবর্ণ। কিন্তু যখন এগুলো মুখে উচ্চারিত হবে, তখন এগুলোর এক-একটিকে ধ্বনি বলা হবে আর এই ধ্বনির নাম হবে ব্যঞ্জনধ্বনি।

- حَرْفٌ - একটি বর্ণ/ প্রতীক/ চিহ্ন
- لَفْظٌ - একটি ধ্বনি

পাঠ ০৯ (গ) : এই পাঠে কিছু জরুরী বিষয় সম্পর্কে জানবে :

• আমরা বাংলায় বিভিন্ন কার ব্যবহার করে থাকি। যেমন : অ-কার (*), আ-কার (া), ই-কার (ি), ঈ-কার (ী), উ-কার (ু), ঊ-কার (ূ), এ-কার (ে), ঐ-কার (ৈ), ও-কার (ো), ঔ-কার (ৌ), ঋ-কার (ৃ) । এমনিভাবে ব্যঞ্জনবর্ণ থেকে ফলা ব্যবহার করে থাকি।

• বাংলায় হ্রস্ব-টান ও দীর্ঘ-টানের জন্য আলাদা আলাদা কার রয়েছে। যেমন :

* হ্রস্ব-টান : আ-কার (া)
* দীর্ঘ-টান : মূলত এর দীর্ঘ-টান নেই, তবে দুইটি আ-কার (াা) বা আ-কারের পরে (-) এটি; যথা (া-) দিয়ে দীর্ঘ-টানকে বুঝানো সম্ভব।

* হ্রস্ব-টান : ই-কার (ি)
* দীর্ঘ-টান : ঈ-কার (ী)

* হ্রস্ব-টান : উ-কার (ু)
* দীর্ঘ-টান : ঊ-কার (ূ)

• বাংলার মত আরবিতেও হ্রস্ব-টান ও দীর্ঘ-টান রয়েছে। আরবিতে হ্রস্ব-টান মাত্র তিনটি ও দীর্ঘ-টানও মাত্র তিনটি। আর, আরবিতে হ্রস্ব-টান তথা কম-টানে কোনো টানই নেই। যেমন :

* হরফে ফাতহা দিলেই সেটা হ্রস্ব-আ-কার (া) ; بَ (বা)

* হরফে কাসরা দিলেই সেটা হ্রস্ব-ই-কার (ি) ; بِ (বি)

* হরফে দ্বম্মা দিলেই সেটা হ্রস্ব-উ-কার (ু) ; بُ (বু)

পাঠ ০৯ (ঘ) : এই পাঠে কিছু জরুরী বিষয় সম্পর্কে জানবে :

• আমরা (গ)-তে হ্রস্ব-টান সম্পর্কে জানলাম। এবার দীর্ঘ-টান সম্পর্কে জানবো।

* হরফে ফাতহা দিলেই সেটা হ্রস্ব-আ-কার (া) ; بَ (বা)

* হরফে কাসরা দিলেই সেটা হ্রস্ব-ই-কার (ি) ; بِ (বি)

* হরফে দ্বম্মা দিলেই সেটা হ্রস্ব-উ-কার (ু) ; بُ (বু)

• যদি তুমি এই হ্রস্ব-টানগুলোর পরে (ا ، و ، ي) এই হরফগুলো তথা حَرْفُ الْعِلَّةِ-গুলো বসিয়ে দাও, তাহলেই এগুলো দীর্ঘ-টান হয়ে যাবে। কিন্তু,

* আলিফ স্বরবর্ণটি বসবে ফাতহার পরে,

তাহলেই সেটা দীর্ঘ-আ-কার (াা / া-) হয়ে যাবে; بَا (বাা / বা-)

* ইয়া স্বরবর্ণটি বসবে কাসরার পরে,

তাহলেই সেটা দীর্ঘ-ঈ-কার (ী) হয়ে যাবে ; بِـي (বী)

* ওয়াও স্বরবর্ণটি বসবে দ্বম্মার পরে,

তাহলেই সেটা দীর্ঘ-ঊ-কার (ূ) হয়ে যাবে ; بُو (বূ)

• যেহেতু এই দীর্ঘ-টানগুলোর সম্পর্ক স্বরবর্ণের সাথে, তাই এগুলো হলো দীর্ঘ-স্বরবর্ণ। কিন্তু এগুলোকে দীর্ঘ-স্বরবর্ণ বললে ভুল হবে, বরং এগুলোকে দীর্ঘ-স্বরধ্বনি বলতে হবে। কেননা, টানের সম্পর্ক তো উচ্চারণের সাথে।

• দীর্ঘ-স্বরধ্বনিকে আরবিতে مَدٌّ (মদ) বলা হয়।

• জ্বী হ্যাঁ... তুমি কায়দার মধ্যে যে শিখেছিলে। যেমন :

* যদি ফাতহার বাম-পাশে সাকিন (খালি) আলিফ حَرْفُ الْعِلَّةِ-টি আসে, তবে সেই ফাতহাটি টেনে বা দীর্ঘ করে উচ্চারণ করতে হয়। যেমন : بَاْ / بَا

* যদি কাসরার বাম-পাশে সাকিন (খালি) ইয়া حَرْفُ الْعِلَّةِ-টি আসে, তবে সেই কাসরাটি টেনে বা দীর্ঘ করে উচ্চারণ করতে হয়। যেমন : بِـيْ / بِـي

* যদি দ্বম্মার বাম-পাশে সাকিন (খালি) ওয়াও حَرْفُ الْعِلَّةِ-টি আসে, তবে সেই দ্বম্মাটি টেনে বা দীর্ঘ করে উচ্চারণ করতে হয়। যেমন : بُوْ / بُو

• বি.দ্র. খালি আলিফ, খালি ওয়াও, খালি ইয়া-এর মানে কী? এর মানে হলো এগুলোর উপরে কোনো হরকত নেই। আর হরকত না হওয়াকে সাকিন বলা হয়। তাই না? যা তুমি ১ম খণ্ডের ১ অধ্যায়ের ৭ম ও ৮ম পাঠ থেকে জেনেছো।

• যখন খাড়া ফাতহা, খাড়া কাসরা ও উল্টা দ্বম্মা হয়, তখনও সেটা টেনে বা দীর্ঘ করে উচ্চারণ করতে হয়। যেমন : هٰ ، هٖ ، هٗ (হা, হী, হূ)। এদের মূলরূপ হলো : هٗ = هُوْ ، هٖ = هِيْ ، هٰ = هَاْ

• যেমন তুমি দেখতে পাচ্ছে যে, كِتَابٌ শব্দটির التاءُ المفتوحةُ-এর পরে তথা বামপাশে الألفُ الساكنةُ আছে; কিন্তু তুমি এই শব্দটিকে كِتٰبٌ -এভাবেও দেখতে পাবে।

• যখন কোন হরকতের উচ্চারণ টেনে বা দীর্ঘ করে পড়া হয়, তখন তাকে مَدٌّ তথা দীর্ঘ-স্বরধ্বনি বলা হয়। অর্থাৎ

• আলিফ্ (ا) একটি مَدٌّ তথা দীর্ঘ-স্বরধ্বনি।

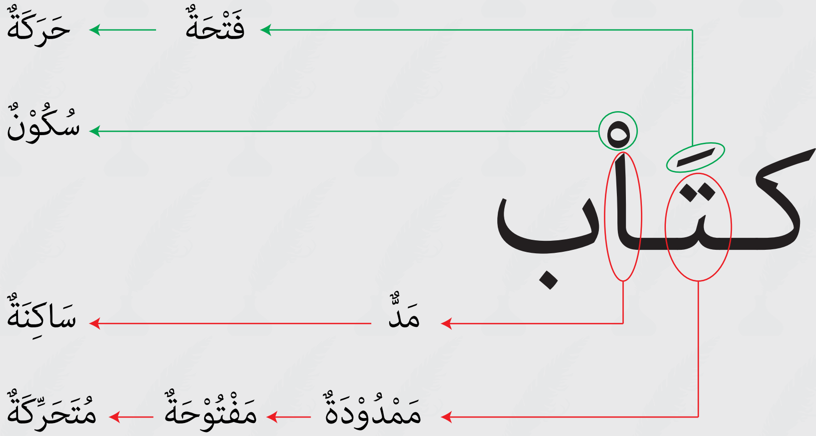
• ওয়াও (و) একটি مَدٌّ তথা দীর্ঘ-স্বরধ্বনি।

• ইয়া (ي) একটি مَدٌّ তথা দীর্ঘ-স্বরধ্বনি।

• مَدٌّ - দীর্ঘ-স্বরধ্বনি

• اَلتَّاءُ الْمَفْتُوْحَةُ - ফাতহা-যুক্ত তা-হরফটি

• اَلْأَلِفُ السَّاكِنَةُ - সুকূন-যুক্ত আলিফ্-হরফটি



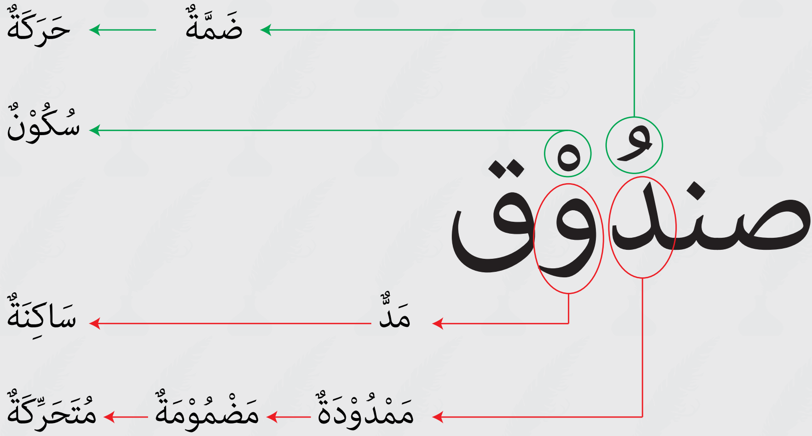
তুমি দেখতে পাচ্ছো যে, كِتَابٌ শব্দটির তা-হরফটির উপরে فَتْحَةٌ রয়েছে। যেহেতু তা-হরফটি فَتْحَة-কৃত হয়েছে, সেহেতু এই তা-হরফটিকে مَفْتُوْحَةٌ বলা হবে।

আবার, যেহেতু فَتْحَةٌ একটি حَرَكَةٌ-ও বটে, সেহেতু এই তা-হরফটি حَرَكَةٌ-কৃতও হয়েছে, অর্থাৎ এই তা-হরফটি مُتَحَرِّكَةٌ-ও বটে। কেননা, যে হরফ حَرَكَةٌ-কৃত হয়, সেই হরফকে مُتَحَرِّكَةٌ বলা হয়।

তুমি আরও দেখতে পাচ্ছো যে, كِتَابٌ শব্দটির আলিফ-হরফটির উপরে سُكُوْنٌ রয়েছে (حَرَكَةٌ না হওয়াকে سُكُوْنٌ বলে; মানে, আলিফ-হরফটি খালি)। যেহেতু আলিফ-হরফটি سُكُوْنٌ-কৃত হয়েছে, সেহেতু এই আলিফ-হরফটিকে سَاكِنَةٌ বলা হবে। কেননা, যে হরফ سُكُوْنٌ-কৃত হয়, সেই হরফকে سَاكِنَةٌ বলা হয়।

তার মানে, كِتَابٌ শব্দটির তা-হরফটির فَتْحَةٌ-এর বাম-পাশে سَاكِنَةٌ আলিফ حَرْفُ الْعِلَّةِ-টি এসেছে। যখন ফাতহার বাম-পাশে সাকিন তথা খালি আলিফ حَرْفُ الْعِلَّةِ-টি আসে, তখন সেই ফাতহা হরকতটিকে টেনে বা দীর্ঘ করে উচ্চারণ করতে হয়; যাকে مَدٌّ বলা হয়। কেননা, حَرَكَةٌ-এর উচ্চারণ টেনে বা দীর্ঘ করে পড়াকে مَدٌّ বলা হয়।

যেহেতু التاء المفتوحة-এর পরে الألف الساكنة-টি এসেছে, সেহেতু তা-হরফটি مَدٌّ-কৃত হয়েছে। আর যে হরফ مَدٌّ-কৃত হয়, সেই হরফকে مَمْدُوْدَةٌ বলা হয়। সুতরাং তা-হরফটি مَمْدُوْدَةٌ ।



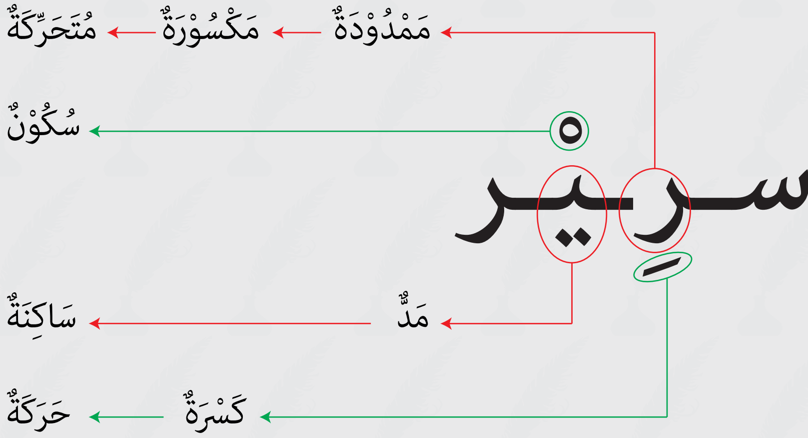
তুমি দেখতে পাচ্ছো যে, صُنْدُوْقٌ শব্দটির দাল্-হরফটির উপরে ضَمَّةٌ রয়েছে। যেহেতু দাল্-হরফটি ضَمَّةٌ-কৃত হয়েছে, সেহেতু এই দাল্-হরফটিকে مَضْمُوْمَةٌ বলা হবে।

আবার, যেহেতু ضَمَّةٌ একটি حَرَكَةٌ-ও বটে, সেহেতু এই দাল্-হরফটি حَرَكَةٌ-কৃতও হয়েছে, অর্থাৎ এই দাল্-হরফটি مُتَحَرِّكَةٌ-ও বটে। কেননা, যে হরফ حَرَكَةٌ-কৃত হয়, সেই হরফকে مُتَحَرِّكَةٌ বলা হয়।

তুমি আরও দেখতে পাচ্ছো যে, صُنْدُوْقٌ শব্দটির ওয়াও-হরফটির উপরে سُكُوْنٌ রয়েছে (حَرَكَةٌ না হওয়াকে سُكُوْنٌ বলে; তার মানে, ওয়াও-হরফটি খালি)। যেহেতু ওয়াও-হরফটি سُكُوْنٌ-কৃত হয়েছে, সেহেতু এই ওয়াও-হরফটিকে سَاكِنَةٌ বলা হবে। কেননা, যে হরফ سُكُوْنٌ-কৃত হয়, সেই হরফকে سَاكِنَةٌ বলা হয়।

তার মানে, صُنْدُوْقٌ শব্দটির দাল্-হরফের ضَمَّةٌ-এর বাম-পাশে سَاكِنَةٌ ওয়াও حَرْفُ الْعِلَّةِ-টি এসেছে। যখন দ্বম্মার বাম-পাশে সাকিন (খালি) ওয়াও حَرْفُ الْعِلَّةِ-টি আসে, তখন সেই দ্বম্মা হরকতটিকে টেনে বা দীর্ঘ করে উচ্চারণ করতে হয়; যাকে مَدٌّ বলা হয়। কেননা, حَرَكَةٌ-এর উচ্চারণ টেনে বা দীর্ঘ করে পড়াকে مَدٌّ বলা হয়।

যেহেতু الدال المضمومة-এর পরে الواو الساكنة-টি এসেছে, সেহেতু দাল্-হরফটি مَدٌّ-কৃত হয়েছে। আর যে হরফ مَدٌّ-কৃত হয়, সেই হরফকে مَمْدُوْدَةٌ বলে। সুতরাং দাল্-হরফটি مَمْدُوْدَةٌ ।



তুমি দেখতে পাচ্ছো যে, سَرِيْرٌ শব্দটির র-হরফটির নীচে كَسْرَةٌ রয়েছে। যেহেতু র-হরফটি كَسْرَةٌ-কৃত হয়েছে, সেহেতু এই র-হরফটিকে مَكْسُوْرَةٌ বলা হবে।

আবার, যেহেতু كَسْرَةٌ একটি حَرَكَةٌ-ও বটে, সেহেতু এই র-হরফটি حَرَكَةٌ-কৃতও হয়েছে, অর্থাৎ এই র-হরফটি مُتَحَرِّكَةٌ-ও বটে। কেননা, যে হরফ حَرَكَةٌ-কৃত হয়, সেই হরফকে مُتَحَرِّكَةٌ বলা হয়।

তুমি আরও দেখতে পাচ্ছো যে, سَرِيْرٌ শব্দটির ইয়া-হরফটির উপর سُكُوْنٌ রয়েছে (حَرَكَةٌ না হওয়াকে سُكُوْنٌ বলে; অর্থাৎ ইয়া-হরফটি খালি)। যেহেতু ইয়া-হরফটি سُكُوْنٌ-কৃত হয়েছে, সেহেতু এই ইয়া-হরফটিকে سَاكِنَةٌ বলা হবে। কেননা, যে হরফ سُكُوْنٌ-কৃত হয়, সেই হরফকে سَاكِنَةٌ বলা হয়।

তার মানে, سَرِيْرٌ শব্দটির র-হরফটির كَسْرَةٌ-এর বাম-পাশে سَاكِنَةٌ ইয়া حَرْفُ الْعِلَّةِ-টি এসেছে। যখন কাসরার বাম-পাশে সাকিন (খালি) ইয়া حَرْفُ الْعِلَّةِ-টি আসে, তখন সেই কাসরা হরকতটিকে টেনে বা দীর্ঘ করে উচ্চারণ করতে হয়; যাকে مَدٌّ বলা হয়। কেননা, حَرَكَةٌ-এর উচ্চারণ টেনে বা দীর্ঘ করে পড়াকে مَدٌّ বলা হয়।

যেহেতু الراء المكسورة-এর পরে الواو الساكنة-টি এসেছে, সেহেতু র-হরফটি مَدٌّ-কৃত হয়েছে। আর যে হরফ مَدٌّ-কৃত হয়, সেই হরফকে مَمْدُوْدَةٌ বলে। সুতরাং র-হরফটি مَمْدُوْدَةٌ ।

• বর্ণ কাকে বলে? => লিখিত হরফকে বর্ণ বলে।

• ধ্বনি কাকে বলে? => মানুষের মুখের অর্থপূর্ণ আওয়াজকে ধ্বনি বলে।

• বর্ণের আরবি حَرْفٌ আর ধ্বনির আরবি لَفْظٌ ।

• حَرْفٌ-এর সম্পর্ক লিখার সাথে, কিন্তু لَفْظٌ-এর সম্পর্ক উচ্চারণের সাথে।

• حَرْفٌ-এর সম্পর্ক বই-খাতা ও কলমের সাথে, কিন্তু لَفْظٌ-এর সম্পর্ক মানুষের মুখের সাথে।

• حَرْفٌ-এর স্থান কাগজের পাতায়, কিন্তু لَفْظٌ-এর স্থান মানুষের নাকে, গলায়, দাঁতে, ঠোঁটে, জিহ্বায়, মুখের তালুতে, ফুসফুসে ... ইত্যাদিতে।

• حَرْفٌ হলো প্রতীক, কিন্তু لَفْظٌ হলো অর্থবোধক শব্দ/বাক্যাংশ/বাক্য।

• حَرْفٌ-এর উদাহরণ ا ، ب ، ت ; যেগুলো এক-একটি প্রতীক, কিন্তু لَفْظٌ-এর উদাহরণ أَلِفٌ ، بَاءٌ ، تَاءٌ ; যেগুলো এক-একটি অর্থবোধক শব্দ।

• حَرْفٌ অর্থহীন, কিন্তু لَفْظٌ অর্থপূর্ণ।

• حَرْفٌ-কে মুখে উচ্চারণ করলে অর্থপূর্ণ শব্দের সূচনা হয়।

• আলিফ্, ওয়াও, ইয়া (ا ، و ، ي)-এই তিনটি হরফকে حَرْفُ الْعِلَّةِ বলা হয়।

• হরকতের উচ্চারণ টেনে বা দীর্ঘ করে পড়াকে مَدٌّ বলা হয়।

• حَرْفُ الْعِلَّةِ এবং مَدٌّ-এর মাঝে পার্থক্য হলো যে, حَرْفُ الْعِلَّةِ-এর সম্পর্ক লিখিত প্রতীক বা চিহ্নের সাথে, কিন্তু مَدٌّ-এর সম্পর্ক উচ্চারণের সাথে।

• اَلْأَلِفُ الْمَمْدُوْدَةُ কী? একটি উদাহরণ দিয়ে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করো।

= যে আলিফ্-হরফ مَدّ-কৃত হয়েছে, সেই আলিফ্-হরফকে اَلْأَلِفُ الْمَمْدُوْدَةُ বলা হয়। যেমন, একটি উদাহরণ হলো سَمَآءٌ (আকাশ)। দুইটি আলিফ্ একত্রে হয়ে آ হয়। অর্থাৎ (آ = أ + ا)। যেহেতু এই আলিফ (آ) হরফটিকে টেনে বা দীর্ঘ করে উচ্চারণ করা হয়, তাই এই আলিফ (آ) হরফকে الفٌ ممدودةٌ তথা মদ-কৃত আলিফ বলা হয়।

• তুমি কি মদের শর্তগুলো ভালো করে খেয়াল করেছো?

=> শুধু আলিফ-হরফ হলেই দীর্ঘ টান হয়ে যাবে না, বরং এই আলিফ-হরফের পূর্বে ফাতহা-ও হতে হবে। এবং এটা হওয়া জরুরী।

=> শুধু ওয়াও-হরফ হলেই দীর্ঘ টান হয়ে যাবে না, বরং এই ওয়াও-হরফের পূর্বে দ্বম্মা-ও হতে হবে। এবং এটা হওয়া জরুরী।

=> শুধু ইয়া-হরফ হলেই দীর্ঘ টান হয়ে যাবে না, বরং এই ইয়া-হরফের পূর্বে কাসরা-ও হতে হবে। এবং এটা হওয়া জরুরী।

• এজন্যই সাধারণত,

=> আলিফ-হরফটি তার পূর্বের হরফে ফাতহা চায়।

=> ওয়াও-হরফটি তার পূর্বের হরফে দ্বম্মা চায়।

=> ইয়া-হরফটি তার পূর্বের হরফে কাসরা চায়।

পাঠ ১০ : এ পর্যন্ত তুমি مُؤَنَّثٌ সম্পর্কে জেনেছো,

• যে ইসিমের مُؤَنَّثٌ হওয়ার কোনো কারণ নেই, তারপরও তা مُؤَنَّثٌ রূপে ব্যবহৃত হয়, তাকে مُؤَنَّثٌ مَجَازِيٌّ বা مُؤَنَّثٌ سَمَاعِيٌّ বলে।

• ইসিমের শেষে গোল তা (ة) হওয়া مُؤَنَّثٌ হওয়ার আলামত।

• ইসিমের শেষে أَلِـفٌ مَقْصُوْرَةٌ হওয়া مُؤَنَّثٌ হওয়ার আলামত।

• مُؤَنَّثٌ হওয়ার আরও একটি আলামত হলো; ইসিমের শেষে أَلِـفٌ مَمْدُوْدَةٌ হওয়া এবং সেই أَلِـفٌ مَمْدُوْدَةٌ-এর পরে আরও একটি অতিরিক্ত هَمْزَةٌ (হামযা) হওয়া।

حَمْرَاءُ = حَمْرَاءُ

• বি.দ্র. ইসিমের শেষে أَلِـفٌ مَمْدُوْدَةٌ হওয়া এবং সেই أَلِـفٌ مَمْدُوْدَةٌ-এর পরে আরও একটি অতিরিক্ত هَمْزَةٌ (হামযা) হওয়া; এদু'টিই জরুরী। তবে, তুমি আবার এটা মনে করে বসো না যে, হামযার উপর হরকত একটি হওয়াও জরুরী।

• নীচে এমন কয়েকটি রঙের ইসিম রয়েছে, যেগুলোর মাঝে মুআন্নাস হওয়ার আলামত আলিফে মামদূদা রয়েছে :

أَحْمَرُ - حَـمْرَآءُ	লাল	أَخْضَرُ - خَضْرَآءُ	সবুজ
أَزْرَقُ - زَرْقَآءُ	নীল	أَبْـيَـضُ - بَـيْـضَآءُ	সাদা
أَصْفَرُ - صَفْرَآءُ	হলুদ	أَسْوَدُ - سَوْدَآءُ	কালো

• প্রথমে এই ইসিমগুলো মুখস্থ করো ও তামরীন করো।

• এই ইসিমগুলো রঙের নাম প্রকাশক।

• এই ইসিমগুলো গুণ প্রকাশক।

• এই ইসিমগুলোর (أَحْمَرُ، أَزْرَقُ، أَصْفَرُ، أَخْضَرُ، أَبْـيَـضُ، أَسْوَدُ) -এগুলো হলো পুরুষবাচক ইসিম। আর (حَـمْرَآءُ، زَرْقَآءُ، صَفْرَآءُ، خَضْرَآءُ، بَـيْـضَآءُ، سَوْدَآءُ)-এগুলো হলো স্ত্রীবাচক ইসিম, কেননা শেষে আলিফে মামদূদা রয়েছে।

• এই ইসিমগুলোর শেষে তানবীন নেই বলে এগুলো নাকেরা নয়; এমনটা মনে করে বসো না। বরং এই ইসিমগুলোও নাকেরা। কেননা, এই ইসিমগুলোতে মারেফার কোনো আলামত নেই। মারেফার আলামত না হওয়াও নাকেরা হওয়ার আলামত।

• আর এই ইসিমগুলোর শেষে তানবীন নেই কেন? এ বিষয়ে সামনের পাঠে অল্প আলোচনা করা হবে, إِنْ شَاءَ اللّٰهُ ।

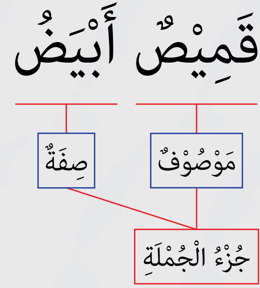
নীচের আরবি বাক্যাংশগুলোর বাংলা করো :

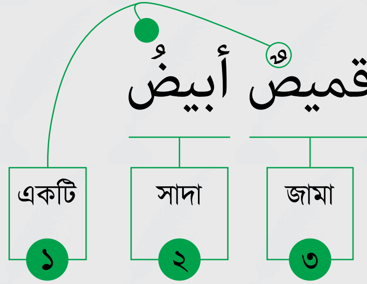
ا) كتابٌ أزرقُ (بـ) جدارٌ أحمرُ (جـ) مصباحٌ أخضرُ (د) قلنسوةٌ خضرآءُ (هـ) حقيبةٌ سودآءُ (و) طاولةٌ صفرآءُ (ز) كراسةٌ زرقآءُ (حـ) سيارةٌ بيضآءُ (طـ) علمٌ أسودُ (يـ) مظلةٌ حمرآءُ

ا) الحديقةُ الْخضرآءُ (بـ) المصباحُ الأحمرُ (جـ) اَلسَّيارةُ الزَّرقآءُ (د) الصندوقُ الأصفرُ (هـ) الحذاءُ الأبيضُ (و) المساحةُ السَّودآءُ (ز) المنظرُ الأخضرُ (حـ) الكرةُ الحمرآءُ (طـ) اليدُ الصَّفرآءُ (يـ) اَلنَّارُ الحمرآءُ

ا) قرية خضرآء (بـ) قوس سودآء (جـ) أرض حمرآء (د) المروحة الزَّرقآء (هـ) المسطرة الصَّفرآء (و) القفل الأسود (ز) المفتاح الأبيض (حـ) منديل أبيض (طـ) القميص الأحمر (يـ) لباس أخضر

ا) الوسادة البيضآء (بـ) قميص أصفر (جـ) البئر السَّودآء (د) الخمر الحمرآء (هـ) الطائرة الزَّرقآء (و) عين حمرآء (ز) العمامة البيضآء (حـ) محراث أصفر (طـ) خارطة أسود (يـ) كرة صفرآء



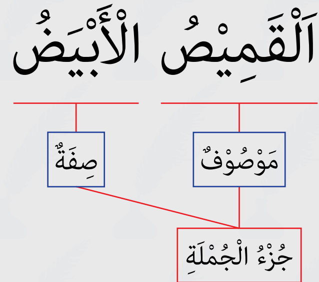


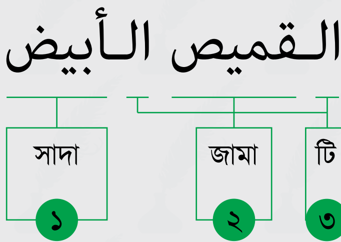
একটি সাদা জামা / একটি সাদা রঙের জামা

• قميصٌ ইসিমটি নাকেরা; কেননা এই ইসিমটির শেষে তানবীন রয়েছে।

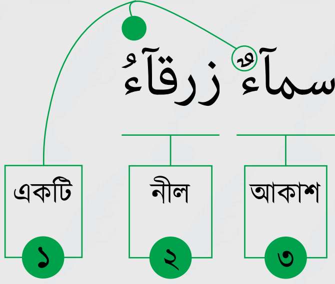
• أبيضُ ইসিমটি নাকেরা; কেননা এই ইসিমটি মারেফার আলামত থেকে মুক্ত।

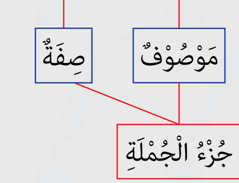
• قميصٌ أبيضُ - হুবহু 'নাকেরা মাওছূফ-ছিফাত'-এর মত করে অর্থও উঠালে হয়- 'একটি সাদা জামা'। কিন্তু 'একটি সাদা জামা' না লিখে 'একটি সাদা রঙের জামা'-ও লিখতে পারো। আবার 'মারেফা মাওছূফ-ছিফাত'-এর ক্ষেত্রে 'সাদা জামাটি' না লিখে 'সাদা রঙের জামাটি'-ও লিখতে পারো।





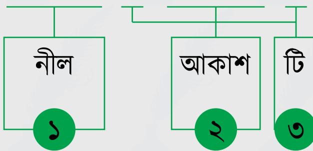
সাদা জামাটি / সাদা রঙের জামাটি

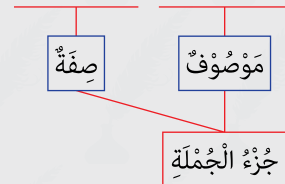




একটি নীল আকাশ / একটি নীল রঙের আকাশ

- سماءٌ ইসিমটি নাকেরা; কেননা এই ইসিমটির শেষে তানবীন রয়েছে।
- زرقآءُ ইসিমটি নাকেরা; কেননা এই ইসিমটি মারেফার আলামত থেকে মুক্ত।





নীল আকাশটি / নীল রঙের আকাশটি

নীচের বাংলা বাক্যাংশগুলোর আরবি করো :

এক. (ক) একটি লাল জামা (খ) একটি নীল পোশাক (গ) একটি হলুদ বাতি (ঘ) একটি সবুজ গ্রাম (ঙ) একটি সাদা রুমাল (চ) একটি কালো চোখ (ছ) লাল বাতাসটি (জ) নীল চশমাটি (ঝ) হলুদ ঘরটি (ঞ) সবুজ বাগানটি

দুই. (ক) নীল বালিশটি (খ) একটি সাদা দেয়াল (গ) লাল কলমটি (ঘ) একটি নীল সাইকেল (ঙ) হলুদ জমিটি (চ) সবুজ পাখাটি (ছ) একটি সবুজ পতাকা (জ) সাদা ম্যাপটি (ঝ) সবুজ বিছানাটি (ঞ) একটি কালো পতাকা

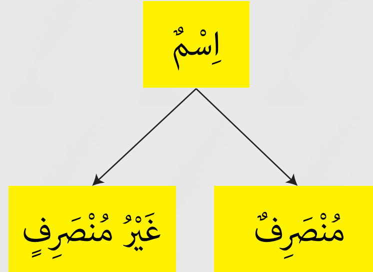
তিন. (ক) একটি সাদা বালিশ (খ) লাল আগুনটি (গ) একটি লাল চোখ (ঘ) একটি নীল আকাশ (ঙ) হলুদ হাতটি (চ) একটি সবুজ জুতা (ছ) একটি সবুজ দেয়াল (জ) সাদা টুপিটি (ঝ) নীল টেবিলটি (ঞ) কালো মদটি

চার. (ক) একটি নীল খাতা (খ) একটি হলুদ হার (গ) সাদা চেয়ারটি (ঘ) একটি নীল জানালা (ঙ) কালো ব্যাগটি (চ) সবুজ বাতিটি (ছ) একটি সবুজ ছাতা (জ) একটি সাদা কার (ঝ) সবুজ পাগড়ীটি (ঞ) লাল বলটি

পাঠ ১১ : আরবিতে দুই ধরণের ইসিম রয়েছে। যথা :

• এক ধরণের ইসিমের শেষ বর্ণে তানবীন হয়। যেমন : علمٌ، كرةٌ، ثانٍ

• আরেক ধরণের ইসিমের শেষ বর্ণে তানবীন হয় না। যেমন : أحمرُ، حمرآءُ



• যেসব ইসিমের শেষ বর্ণে তানবীন প্রদান করা যায়, সেসব ইসিমকে مُنْصَرِفٌ বলা হয়। অর্থাৎ علمٌ، كرةٌ، ثانٍ -এই ইসিমগুলো مُنْصَرِفٌ ।

• অপর দিকে, যেসব ইসিমের শেষ বর্ণে তানবীন প্রদান করা যায় না, সেসব ইসিমকে غَيْرُ مُنْصَرِفٍ বলা হয়। অর্থাৎ أحمرُ، حمرآءُ -এই ইসিমগুলো غَيْرُ مُنْصَرِفٍ ।

• তবে, مُنْصَرِفٌ ও غَيْرُ مُنْصَرِفٍ-এর সংজ্ঞা এতটুকুই নয়, বরং এতটুকু সংজ্ঞার একাংশ মাত্র। বাকী অংশ সামনের খণ্ডগুলোতে আসবে। আর এদের বেশকিছু নিয়মও রয়েছে, তাও সামনের খণ্ডগুলোতে আসবে, إِنْ شَاءَ اللّٰهُ ।

• বি. দ্র. أولٰى ইসিমটি বা এজাতীয় ইসিমগুলো مُنْصَرِفٌ ও غَيْرُ مُنْصَرِفٍ-এর আলোচ্য বিষয় নয়; যদিও ইসিমটির শেষ বর্ণে তানবীন প্রদান করা যায় না।

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلٰى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِن رَّحْمَةِ اللّٰهِ ؕ إِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ؕ إِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

আপনি (আমার এ কথা) ঘোষণা করে দিন, "হে আমার বান্দাগণ! (তোমরা) যারা নিজেদের উপর বাড়াবাড়ি করেছো, তোমরা আল্ল-হর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্ল-হ সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু"। [সূরা জুমার (৩৯) : ৫৩]

আল্ল-হর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া যাবে না।

আল্ল-হর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া হারাম।

আল্ল-হর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া কবীরা গোনাহ।

আল্ল-হর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া কুফরি।

পাঠ ১২ : তুমি এ পর্যন্ত দুই ধরণের ইসিম শিখেছো। যথা :

• এক ধরণের ইসিম গুণ প্রকাশ করে। যেমন : جديدٌ، جديدةٌ

• আরেক ধরণের ইসিম গুণ প্রকাশ করে না। যেমন : كتابٌ، مدرسةٌ

• যেসব ইসিম গুণ প্রকাশ করে না, সেসব ইসিমকে চাইলেই তুমি গুণ প্রকাশক ইসিমে পরিণত করে ফেলতে পারো। অর্থাৎ সেসব ইসিমকে صفةٌ-এ পরিবর্তন করে ফেলতে পারো।

• এর জন্য প্রয়োজন কেবল মাত্র একটি মুশাদ্দাদ ইয়া-হরফ (يّ), যে ইয়া হরফকে اَلْيَاءُ التَّوْصِيْفِيَّةُ বলা হয়।

• اَلْيَاءُ التَّوْصِيْفِيَّةُ মুযাক্কার ইসিমের শেষে বসে। যেমন :

كِتَابِيٌّ <=========== كِتَابٌ

• এবং মুআন্নাস ইসিমেরও শেষে বসে, কিন্তু গোল তা (ة)-কে ফেলে দিয়ে বসে।

যেমন : مَدْرَسِيٌّ <= مَدْرَسٌ <= مَدْرَسَةٌ

(২য়: مَدْرَسِيٌّ) (১ম: مَدْرَسٌ)

১ম-এ গোল তা (ة)-কে ফেলে দেওয়া হলো।

২য়-তে اَلْيَاءُ التَّوْصِيْفِيَّةُ-কে যুক্ত করা হলো।

• আমরা জানি যে, صفةٌ-এর মুযাক্কার-মুআন্নাস উভয়টিই হয়। উপরের দু'টি তো হলো মুযাক্কার। আর এবার তুমি যদি এই মুযাক্কারের শেষে মুআন্নাসের গোল তা (ة) বসিয়ে দাও, তাহলে صفةٌ-টির মুআন্নাসও হয়ে যাবে। যেমন :

كِتَابِيٌّ - كِتَابِيَّةٌ ؛ مَدْرَسِيٌّ - مَدْرَسِيَّةٌ

• একটি বিষয় খেয়াল করো যে, اَلْيَاءُ التَّوْصِيْفِيَّةُ-এর পূর্বের হরফে সব-সময় কাসরা হচ্ছে। যেমন : كِتَابِيٌّ - كِتَابِيَّةٌ ؛ مَدْرَسِيٌّ - مَدْرَسِيَّةٌ

• আর মুআন্নাসের গোল তা (ة)-এর পূর্বের হরফে সব-সময় ফাতহা হয়েছে, আর এখনও হচ্ছে। যেমন : مدرسَةٌ - سبورَةٌ - كتابيَّةٌ - مدرسيَّةٌ

• গুণ প্রকাশক ইসিমের গঠন তো হয়ে গেলো, কিন্তু অর্থ কী হবে?

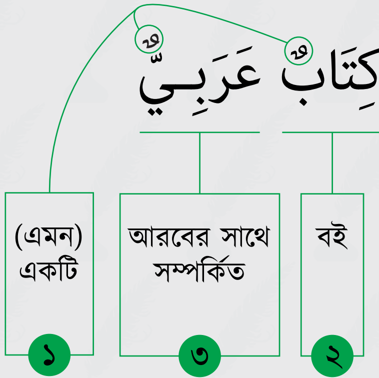
অর্থ হলো "........-এর সাথে সম্পর্কিত"। অর্থাৎ শূণ্যস্থানে ইসিমের মূল অর্থটি বসাতে হবে। যেমন :

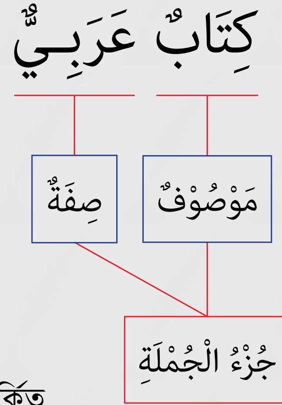
كـتـابـيٌّ - كـتـابـيَّـةٌ	"বইয়ের সাথে সম্পর্কিত"
مـدرسـيٌّ - مـدرسـيَّـةٌ	"মাদ্রাসার সাথে সম্পর্কিত"

• তুমি এই বিষয়গুলো একদমই যে নতুন পড়ছো তা কিন্তু নয়। বরং ইতিমধ্যেই তুমি এমন অনেক ব্যবহার অতিবাহিত করে ফেলেছো। যেমন :

عَرَبٌ <= لُغَةٌ عَرَبِـيَّـةٌ	"আরবের সাথে সম্পর্কিত - ভাষা"
اِسْمٌ <= جُمْلَةٌ اِسْمِـيَّـةٌ	"ইসিমের সাথে সম্পর্কিত - বাক্য"
فِعْلٌ <= جُمْلَةٌ فِعْلِـيَّـةٌ	"ক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত - বাক্য"
قَمَرٌ <= حُرُوْفٌ قَمَرِيَّـةٌ	"চন্দ্রের সাথে সম্পর্কিত - বর্ণ"
قَمَرٌ <= حَرْفٌ قَمَرِيٌّ	"চন্দ্রের সাথে সম্পর্কিত - বর্ণ"
شَمْسٌ <= حُرُوْفٌ شَمْسِـيَّـةٌ	"সূর্যের সাথে সম্পর্কিত - বর্ণ"
شَمْسٌ <= حَرْفٌ شَمْسِـيٌّ	"সূর্যের সাথে সম্পর্কিত - বর্ণ"
سَمَاعٌ <= مُؤَنَّثٌ سَمَاعِـيٌّ	"শোনার সাথে সম্পর্কিত - স্ত্রীবাচক"
مَجَازٌ <= مُؤَنَّثٌ مَجَازِيٌّ	"রূপকালঙ্কারের সাথে সম্পর্কিত - স্ত্রীবাচক"

• এককথায় অনুবাদটা তোমাকে এমনভাবে করতে হবে, যেন অর্থটার মাঝে এমনটা ফোটে উঠে যে, এটি উক্ত ইসিমের সাথে কোনো না কোনোভাবে সম্পর্কিত, তাহলেই হয়ে যাবে। যেমন :





১. এমন একটি বই, যা আরবের সাথে সম্পর্কিত

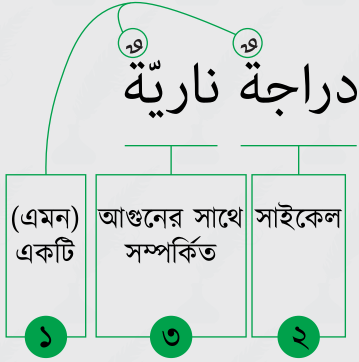
২. একটি আরবি বই

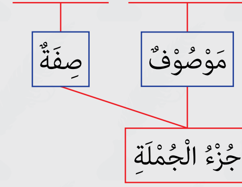
৩. আরবের একটি বই

৪. আরব দেশের একটি বই

৫. (বাংলাদেশের সাপেক্ষে) আরব দেশ থেকে আনা একটি বই

• এ সবগুলো অনুবাদেই এটা ফোটে উঠছে যে, বইটি কোন না কোনভাবে আরবের সাথে সম্পর্কিত। আর অনুবাদের ক্ষেত্রে এটাকেই মূলে লক্ষ্য রাখতে হবে।





১. এমন একটি সাইকেল, যা আগুনের সাথে সম্পর্কিত

২. এমন একটি সাইকেল, যা জ্বালানির সাথে সম্পর্কিত

৩. একটি অগ্নিময় সাইকেল

৪. একটি জ্বলন্ত সাইকেল

৫. একটি মোটর-সাইকেল

• এ সবগুলো অনুবাদেই এমনটা ফোটে উঠছে যে, সাইকেলটি কোন না কোনভাবে আগুনের সাথে সম্পর্কিত। মোটর-সাইকেলের ইঞ্জিনে জ্বালানি হিসেব তেল ব্যবহৃত হয়। এবং সেই তেল পুড়ে-পুড়ে ইঞ্জিন চলে। আর অনুবাদের ক্ষেত্রে এটাকেই মূলে লক্ষ্য রাখতে হবে।

• বাংলায় যখন নাকেরার অনুবাদটি প্রথমেই করা হয়, তখন সাধারণত “এমন” ও “যা” শব্দদু’টি বাড়িয়ে অনুবাদ করতে হয়।

নীচের আরবি বাক্যাংশগুলোর বাংলা করো :

ا) كتابٌ مدرسيٌّ (بـ) ساعةٌ جِدارِيَّـةٌ (جـ) ساعةٌ طاوليةٌ (د) مدرسةٌ مدينِـيَّةٌ (هـ) حقيبةٌ يَدَوِيَّـةٌ (و) مصباحٌ طاولِـيٌّ (ز) كراسةٌ مدرسِـيَّـةٌ (حـ) دارٌ قَرَوِيَّـةٌ (طـ) نافذةٌ بيتِـيَّـةٌ (يـ) خارطةٌ مدينِـيَّـةٌ

ا) الحديقةُ الْقَرَوِيَّـةُ (بـ) الساعةُ الشَمْسِيَّـةُ (جـ) السَّيارةُ القَرَوِيَّـةُ (د) المنديلُ اليَدَوِيُّ (هـ) المسطرةُ الكُـرَّاسِيَّـةُ (و) المساحةُ السَّبُّوْرِيَّةُ (ز) المنظرُ المدينيُّ (حـ) الكرةُ اليَدَوِيَّـةُ (طـ) الكراسةُ اليَدَوِيَّـةُ (يـ) المظلةُ الشَّمسِيَّـةُ

ا) نظارةٌ شمسِيَّـةٌ (بـ) قوسٌ حَرْبِيَّةٌ (جـ) أرضٌ مديـنِـيَّـةٌ (د) المروحةُ الطاولِـيَّـةُ (هـ) المفتاحُ القفلِـيُّ (و) العَلمُ المدرسِـيُّ (ز) القفلُ البيتِـيُّ (حـ) كَلِمَةٌ تَائِـيَّـةٌ (طـ) الوسادةُ الفراشِيَّـةُ (يـ) حذاءٌ بيتِـيٌّ

بَابٌ > بَابِـيٌّ - بَابِـيَّـةٌ || أَلِفٌ > أَلِفِيٌّ - أَلِفِيَّةٌ || تَاءٌ > تَائِـيٌّ - تَائِـيَّـةٌ

يَدٌ > يَدَوِيٌّ - يَدَوِيَّـةٌ || سَاعَةٌ > سَاعَاتِـيٌّ - سَاعَاتِـيَّـةٌ

নীচের বাংলা বাক্যাংশগুলোর আরবি করো :

এক. (ক) এমন একটি বাগান, যা গ্রামের সাথে সম্পর্কিত/ একটি গ্রাম্য বাগান/ একটি গ্রামীণ বাগান/ গ্রামের একটি বাগান (খ) সূর্যের সাথে সম্পর্কিত ঘড়িটি/ সূর্য-ঘড়িটি (গ) এমন একটি কার, যা গ্রামের সাথে সম্পর্কিত/ গ্রামের একটি কার/ একটি গ্রাম্য কার/ একটি গ্রামীণ কার (ঘ) এমন একটি রুমাল, যা হাতের সাথে সম্পর্কিত/ হাতের একটি রুমাল/ একটি হাত-রুমাল/ A handkerchief (ঙ) খাতার সাথে সম্পর্কিত রুলারটি/ খাতার রুলারটি (চ) ব্ল্যাকবোর্ডের সাথে সম্পর্কিত ডাস্টারটি/ ব্ল্যাকবোর্ডের ডাস্টারটি (ছ) এমন একটি দৃশ্য, যা শহরের সাথে সম্পর্কিত/ শহরের একটি দৃশ্য/ একটি শহুরে দৃশ্য (জ) এমন একটি বল, যা হাতের সাথে সম্পর্কিত/ এমন একটি বল, যা হাত দ্বারা খেলা হয়/ হাতের একটি বল/ একটি হ্যান্ড-বল (ঝ) হাতের সাথে সম্পর্কিত খাতাটি/ হাতের খাতাটি/ হ্যান্ড-নোটটি (ঞ) রোদের সাথে সম্পর্কিত ছাতাটি/ রোদের ছাতাটি/ রৌদ্রছাতাটি

* উপরোক্ত লাল রঙে চিহ্নিত বাংলার নাকেরা ও মারেফার আলামতগুলো শুধু এই জন্য যে, যাতে করে অনুশীলন করার সময় তুমি বুঝতে পারো। নয়তো উপরোক্ত লাল রঙে চিহ্নিত বাংলার নাকেরা ও মারেফার আলামতগুলোর তেমন একটা প্রয়োজন নেই। বাংলার নাকেরা ও মারেফার আলামতগুলো বাদ দিয়েও পড়ো।

দুই. (ক) এমন একটি বই, যা মাদ্রাসার সাথে সম্পর্কিত/ A school-book (খ) দেয়ালের সাথে সম্পর্কিত ঘড়িটি/ দেয়ালের ঘড়িটি/ দেয়াল-ঘড়িটি (গ) এমন একটি ঘড়ি, যা টেবিলের সাথে সম্পর্কিত/ টেবিলের একটি ঘড়ি/ একটি টেবিল-ঘড়ি (ঘ) শহরের সাথে সম্পর্কিত মাদ্রাসাটি/ শহরের মাদ্রাসাটি/ শহুরে মাদ্রাসাটি (ঙ) এমন একটি ব্যাগ, যা হাতের সাথে সম্পর্কিত/ হাতের একটি ব্যাগ/ একটি হ্যান্ড-ব্যাগ (চ) টেবিলের সাথে সম্পর্কিত বাতিটি/ টেবিলের বাতিটি/ টেবিল-ল্যাম্পটি (ছ) এমন একটি খাতা, যা মাদ্রাসার সাথে সম্পর্কিত/ A school-note (জ) এমন একটি বাড়ি, যা গ্রামের সাথে সম্পর্কিত/ গ্রামের একটি বাড়ি/ একটি গ্রাম্য বাড়ি (ঝ) এমন একটি মানচিত্র, যা শহরের সাথে সম্পর্কিত/ শহরের একটি ম্যাপ (ঞ) ঘরের সাথে সম্পর্কিত জানালাটি/ ঘরের জানালাটি

তিন. (ক) একটি সূর্য-চমশা/ একটি সানগ্লাস (খ) যুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত ধনুকটি (গ) একটি শহুরে জমি (ঘ) একটি টেবিল-ফ্যান (ঙ) তালার সাথে সম্পর্কিত চাবিটি (চ) মাদ্রাসার একটি পতাকা (ছ) ঘরের একটি তালা (জ) এমন একটি শব্দ, যা তা-হরফের সাথে সম্পর্কিত/ এমন একটি শব্দ যাতে তা-হরফ আছে/ তা-হরফের একটি শব্দ (ঝ) এমন একটি বালিশ, যা বিছানার সাথে সম্পর্কিত/ বিছানার একটি বালিশ (ঞ) ঘরের একটি জুতা/ এমন একটি জুতা, যা ঘরের ভিতর ব্যবহৃত হয়

وَ مَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَّ لَهْوٌ ؕ وَ لَلدَّارُ الْأٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ؕ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

আর দুনিয়ার জীবন তো কেবল ক্রীড়া-কৌতুক ছাড়া আর কিছুই নয়। আর যারা সাবধানতা অবলম্বন করে, তাদের জন্য পরকালের আবাসই শ্রেয়, তোমরা কি (তা) অনুধাবন করবে না? [সূরা আনআম (০৬) : ৩২]

দুনিয়া হলো আখিরাতের শস্যক্ষেত্র। (কথাটি ঠিক কিন্তু এটা কোনো হাদীস নয়)

ফেতনা-ফাসাদের এই দুনিয়ায় সাবধানতার সাথে চলো ও তুমি তোমার শস্য সংগ্রহ করে আখিরাতে পাড়ি জমাও।

يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ أٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّ لَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ الْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ إِنْ كُنْتُم مُّؤْمِنِيْنَ

হে মুমিনগণ! “তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের দীনকে উপহাস ও খেল-তামাশারূপে গ্রহণ করেছে, তোমরা তাদেরকে ও কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। আর যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক, তবে তোমরা আল্ল-হর তাকওয়া অবলম্বন কর। [সূরা মাইদাহ (০৫) : ৫৭]

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ أٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَ الَّذِيْنَ أَشْرَكُوْا ج وَ تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ أٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْا إِنَّا نَصٰرٰى ط ذٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِنَ وَ رُهْبَانًا وَّ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ

অবশ্যই তুমি মানুষের মধ্য থেকে ইয়াহূদী ও মুশরিকদেরকে মুমিনদের বিরুদ্ধে অধিক কঠোর পাবে। আর তাদের মধ্য থেকে মুমিনদের জন্য বন্ধুত্বে অধিক নিকটতর পাবে তাদেরকে, যারা বলে, "আমরা নাসারা"। তা এই কারণে যে, তাদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত ও সংসারবিরাগী রয়েছে এবং নিশ্চয় তারা অহংকার করে না। [সূরা মাইদাহ (০৫) : ৮২]

يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ أٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَ النَّصٰرٰى أَوْلِيَاءَ م بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ط وَ مَن يَّتَوَلَّهُم مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ط إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

হে মুমিনগণ! "তোমরা ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, নিশ্চয় সে তাদেরই একজন। নিশ্চয় আল্ল-হ যালিম কওমকে হিদায়াত দেন না। [সূরা মাইদাহ (০৫) : ৫১]

কাফেরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা হারাম।

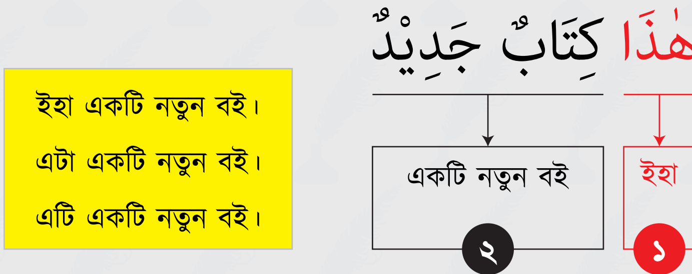
পাঠ ১৩ : তুমি এ পর্যন্ত শিখেছো,

كتابٌ جديدٌ : মুযাক্কার নাকেরা মাওছূফ-ছিফাত শিখেছো
مدرسةٌ جديدةٌ : মুআন্নাস নাকেরা মাওছূফ-ছিফাত শিখেছো

اَلْكتابُ الْجديدُ : মুযাক্কার মারেফা মাওছূফ-ছিফাত শিখেছো
اَلْمدرسةُ الْجديدةُ : মুআন্নাস মারেফা মাওছূফ-ছিফাত শিখেছো

১ম খণ্ডের ১৪ ও ১৭ তম পাঠদ্বয়ে যেভাবে নাকেরা ও মারেফা ইসিমের আগে ইসমুল ইশারা বসিয়েছিলে, ঠিক তেমনি এখনও নাকেরা মাওছূফ-ছিফাত এবং মারেফা মাওছূফ-ছিফাত -এর আগেও ইসমুল ইশারা বসাবে।

তাহলে, প্রথমে তুমি নাকেরা মাওছূফ-ছিফাতের আগে ১ম খণ্ডের পাঠ ১৩'র ইসমুল ইশারাগুলো বসাও। যেমন, তুমি যদি كتابٌ جديدٌ এই মুযাক্কার নাকেরা মাওছূফ-ছিফাতের আগে নিয়ম অনুযায়ী هٰذَا ইসমুল ইশারাটি বসাও, তাহলে হবে هٰذَا كتابٌ جديدٌ। তাই তো? হ্যাঁ।



এবার তুমি যদি هٰذَا كتابٌ جديدٌ-এর অর্থ উঠাতে চাও, তবে তোমার উচিত হবে ভেঙ্গে ভেঙ্গে অর্থ উঠানো। যদি তুমি ভেঙ্গে ভেঙ্গে অর্থ উঠাও তবে, "هٰذَا" অর্থ "ইহা" আর "كتابٌ جديدٌ" অর্থ "একটি নতুন বই"। অর্থাৎ "هٰذَا كتابٌ جديدٌ"-এর অর্থ দাঁড়ায় "ইহা একটি নতুন বই” বা “এটা একটা নতুন বই" বা “এটি একটি নতুন বই"... ইত্যাদি।

নীচের আরবি বাক্যগুলোর বাংলা করো :

ا) هٰذَا كتابٌ جديدٌ (بـ) هٰذَا كتابٌ قديمٌ (جـ) هٰذَا كتابٌ جميلٌ (د) هٰذَا كتابٌ كبيرٌ (هـ) هٰذَا كتابٌ صغيرٌ (و) هٰذَا كتابٌ جيدٌ (ز) هٰذَا كتابٌ نظيفٌ (حـ) هٰذَا كتابٌ وسخٌ (طـ) هٰذَا كتابٌ مفيدٌ (يـ) هٰذَا كتابٌ مكسورٌ

ا) ذٰلِكَ كتابٌ جديدٌ (بـ) ذٰلِكَ كتابٌ قديمٌ (جـ) ذٰلِكَ كتابٌ جميلٌ (د) ذٰلِكَ كتابٌ كبيرٌ (هـ) ذٰلِكَ كتابٌ صغيرٌ (و) ذٰلِكَ كتابٌ جيدٌ (ز) ذٰلِكَ كتابٌ نظيفٌ (حـ) ذٰلِكَ كتابٌ وسخٌ (طـ) ذٰلِكَ كتابٌ مفيدٌ (يـ) ذٰلِكَ كتابٌ مكسورٌ

ا) هٰذِهِ مدرسةٌ جديدةٌ (بـ) هٰذِهِ مدرسةٌ قديمةٌ (جـ) هٰذِهِ مدرسةٌ جميلةٌ (د) هٰذِهِ مدرسةٌ كبيرةٌ (هـ) هٰذِهِ مدرسةٌ صغيرةٌ (و) هٰذِهِ مدرسةٌ جيدةٌ (ز) هٰذِهِ مدرسةٌ نظيفةٌ (حـ) هٰذِهِ مدرسةٌ وسخةٌ (طـ) هٰذِهِ مدرسةٌ مفيدةٌ (يـ) هٰذِهِ مدرسةٌ مكسورةٌ

ا) تِلْكَ مدرسةٌ جديدةٌ (بـ) تِلْكَ مدرسةٌ قديمةٌ (جـ) تِلْكَ مدرسةٌ جميلةٌ (د) تِلْكَ مدرسةٌ كبيرةٌ (هـ) تِلْكَ مدرسةٌ صغيرةٌ (و) تِلْكَ مدرسةٌ جيدةٌ (ز) تِلْكَ مدرسةٌ نظيفةٌ (حـ) تِلْكَ مدرسةٌ وسخةٌ (طـ) تِلْكَ مدرسةٌ مفيدةٌ (يـ) تِلْكَ مدرسةٌ مكسورةٌ

ا) هذه حديقة واسعة (بـ) هذا محراث قديم (جـ) هذا محراث مكسور (د) هذا كتاب طيب (هـ) هذا بيت طيب (و) هذه خارطة طيبة (ز) هذه مدرسة مشهورة (حـ) هذا مسجد مشهور (طـ) هذه منضدة قوية (يـ) هذه طاولة قوية

ا) ذلك فراش ضعيب (بـ) ذلك سرير ضعيب (جـ) ذلك كرسي قوي (د) ذلك صندوق صغير (هـ) ذلك بيت مكسور (و) تلك منضدة جديدة (ز) ذلك محراث طيب (حـ) تلك كراسة مغلقة (طـ) تلك كرة جميلة (يـ) ذلك كتاب مشهور

ا) هذا باب مغلق (بـ) ذلك مسجد مفتوح (جـ) هذه سيارة ضيقة (د) تلك غرفة واسعة (هـ) هذا محراث كبير (و) ذلك لباس طيب (ز) هذا قميص واسع (حـ) هذه عمامة جيدة (طـ) تلك خارطة جديدة (يـ) هذه وسادة صغير

ا) هذا علمٌ جميلٌ (بـ) تلك حديقةٌ صغيرةٌ (جـ) هذه مروحةٌ جيدةٌ (د) ذلك لباسٌ نظيفٌ (هـ) هذا منديلٌ كبيرٌ (و) هذه كرةٌ صغيرةٌ (ز) ذلك محراثٌ مكسورٌ (حـ) هذا عقدٌ جميلٌ (طـ) تلك سيارةٌ ضعيفةٌ (يـ) هذه دراجةٌ قويةٌ

ا) تلك خارطة جديدة (بـ) هذه مساحة جيدة (جـ) هذا عقد وسخ
(د) ذلك حذاء جيد (هـ) تلك عمامة نظيفة (و) هذا قميص جديد
(ز) هذه وسادة صغيرة (حـ) تلك حديقة جميلة (طـ) ذلك لباس
مفيد (يـ) تلك طاولة مكسورة

ا) هذا كرسي مكسور (بـ) هذه مدرسة قديمة (جـ) ذلك مسجد قديم
(د) تلك كرة وسخة (هـ) هذه خارطة مفيدة (و) تلك مساحة جديدة
(ز) هذا كتابٌ مفتوحٌ (حـ) تلك حجرة نظيفة (طـ) هذه سبورة
وسخة (يـ) ذلك فراش جميل

ا) ذلك كتاب مفتوح (بـ) هذه كراسة مفتوحة (جـ) تلك نافذة
مفتوحة (د) هذا باب مفتوح (هـ) ذلك صندوق مغلق (و) هذه
غرفة مغلقة (ز) ذلك بيت مغلق (حـ) هذا كتاب مغلق (طـ) هذا
مسجد واسع (يـ) تلك حجرة ضيقة

নীচের বাংলা বাক্যগুলোর আরবি করো :

এক. (ক) ইহা একটি নতুন ম্যাপ। (খ) ইহা একটি ভালো ডাস্টার। (গ) ইহা একটি ময়লা হার। (ঙ) ইহা একটি বড় জুতা। (চ) ইহা একটি পরিচ্ছন্ন পাগড়ী। (ছ) ইহা একটি নতুন জামা। (জ) ইহা একটি ছোট বালিশ। (ঝ) ইহা একটি সুন্দর বাগান। (ঞ) ইহা একটি উপকারী পোশাক।

দুই. (ক) উহা একটি ভাঙ্গা টেবিল। (খ) উহা একটি ভাঙ্গা চেয়ার। (গ) উহা একটি প্রাচীন মাদ্রাসা। (ঘ) উহা একটি প্রাচীন মসজিদ। (ঙ) উহা একটি ময়লা বল। (চ) উহা একটি উপকারী ম্যাপ। (ছ) উহা একটি নতুন ডাস্টার। (জ) উহা একটি ভালো বই। (ঝ) উহা একটি পরিচ্ছন্ন কামরা। (ঞ) উহা একটি নোংরা ব্ল্যাকবোর্ড।

তিন. (ক) ইহা একটি উপকারী বই। (খ) উহা একটি পবিত্র পতাকা। (গ) ইহা একটি খোলা খাতা। (ঘ) উহা একটি বন্ধ দরজা। (ঙ) ইহা একটি মজবুত খাট। (চ) উহা একটি প্রসিদ্ধ মাদ্রাসা। (ছ) ইহা একটি ময়লা বল। (জ) উহা একটি ভাঙ্গা বাক্স। (ঝ) ইহা একটি দুর্বল ডাস্টার। (ঞ) উহা একটি উত্তম ব্যাগ।

চার. (ক) ইহা একটি উত্তম কলম। (খ) উহা একটি ভালো পাখা। (গ) ইহা একটি বন্ধ কামরা। (ঘ) উহা একটি খোলা জানালা। (ঙ) ইহা একটি পরিচ্ছন্ন বিছানা। (চ) উহা একটি মজবুত লাঙ্গল। (ছ) ইহা একটি পুরোনো বল। (জ) উহা একটি ছোট বাক্স। (ঝ) ইহা একটি দুর্বল সাইকেল। (ঞ) উহা একটি প্রশস্ত বাগান।

পাঁচ. (ক) উহা একটি মজবুত দেয়াল। (খ) ইহা একটি প্রশস্ত ঘর। (গ) উহা একটি পবিত্র ঘর। (ঘ) ইহা একটি প্রসিদ্ধ মসজিদ। (ঙ) উহা একটি নোংরা ব্ল্যাকবোর্ড। (চ) ইহা একটি মজবুত টেবিল। (ছ) উহা একটি নতুন রুলার। (জ) ইহা একটি বন্ধ ছাতা। (ঝ) উহা একটি সংকীর্ণ কক্ষ। (ঞ) ইহা একটি সুন্দর চশমা।

ছয়. (ক) ইহা একটি ছোট ঘড়ি। (খ) উহা একটি মজবুত তালা। (গ) ইহা একটি ভালো চাবি। (ঘ) উহা একটি প্রসিদ্ধ মানচিত্র। (ঙ) ইহা একটি নোংরা জুতা। (চ) উহা একটি পরিচ্ছন্ন রুমাল। (ছ) ইহা একটি মজবুত তেপায়া। (জ) উহা একটি নতুন হার। (ঝ) ইহা একটি উত্তম টুপি। (ঞ) উহা একটি প্রশস্ত বালিশ।

এবার, تَمْرِيْنٌ তথা অনুশীলন করো। দয়া করে উদাসীন হয়ও না।

প্রথমে,

১ম জন : ইহা একটি নতুন মাদ্রাসা।

২য় ও ৩য় জন : هٰذِهٖ مدرسةٌ جديدةٌ । এমন করে বেশ কিছুক্ষণ চলবে।

তারপর,

২য় জন : ইহা একটি নতুন মাদ্রাসা।

১ম ও ৩য় জন : هٰذِهٖ مدرسةٌ جديدةٌ । এমন করে বেশ কিছুক্ষণ চলবে।

অতঃপর,

৩য় জন : ইহা একটি নতুন মাদ্রাসা।

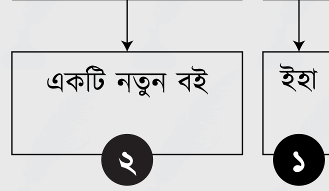
১ম ও ২য় জন : هٰذِهٖ مدرسةٌ جديدةٌ । এমন করে বেশ কিছুক্ষণ চলবে।

বাংলা > আরবি || আরবি > বাংলা

বাংলা থেকে আরবির تَمْرِيْنٌ করার পর অবশ্যই আরবি থেকে বাংলারও تَمْرِيْنٌ করবে। تَمْرِيْنٌ ততক্ষণ পর্যন্ত চলবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি ভুলেও ভুল করবে না!

পাঠ ১৪ :

هٰذَا كِتَابٌ جَدِيْدٌ



• "هٰذَا كتابٌ جديدٌ"-এর অর্থ হলো "ইহা একটি নতুন বই"। এই শব্দগুচ্ছটি একটি পরিপূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করছে। যেহেতু এটি একটি পরিপূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করছে, সেহেতু এটি একটি جُمْلَةٌ ।

هٰذَا كِتَابٌ جَدِيْدٌ

جُمْلَةٌ

• আর এই জুমলাটি যেহেতু هٰذَا দিয়ে শুরু হয়েছে; তথা একটি اِسْمٌ দিয়ে শুরু হয়েছে, সেহেতু এই জুমলাটির নাম হলো جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ । কেননা, যে জুমলা اِسْمٌ দিয়ে শুরু হয়, তাকে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ বলা হয়।

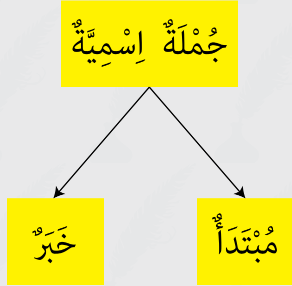
هٰذَا كِتَابٌ جَدِيْدٌ

جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ

আমরা জানি যে, جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ নামক বাক্যে কমপক্ষে দুইটি অংশ হয়। যথা :

* এক. مُبْتَدَأٌ

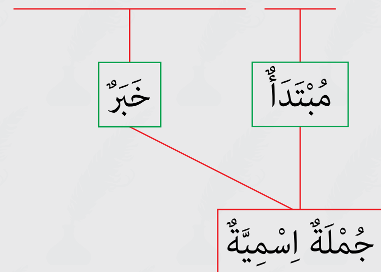
* দুই. خَبَرٌ



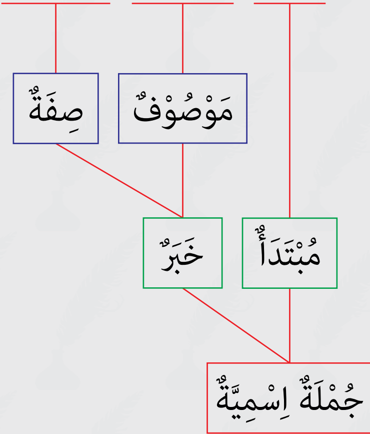
* যার সম্পর্কে বলা হয়, তাকে مُبْتَدَأٌ বলা হয়।

* মুবতাদা সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়, তাকে خَبَرٌ বলা হয়।

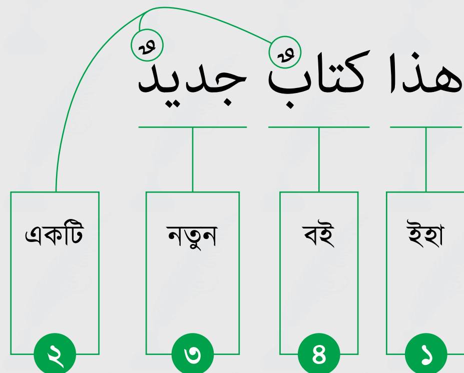
• যেহেতু “هٰذَا كتابٌ جديدٌ” -এই বাক্যে "هذا" সম্পর্কে বলা হচ্ছে, সেহেতু "هذا" হলো مُبْتَدَأٌ । আর মুবতাদা সম্পর্কে যেহেতু "كتابٌ جديدٌ" বলা হচ্ছে, সেহেতু "كتابٌ جديدٌ" হলো خَبَرٌ ।



• আবার خَبَرٌ-এর মধ্যে "নাকেরা মাওছূফ-ছিফাত" রয়েছে।



অনুবাদ :



ইহা একটি নতুন বই।

তারকীব :

هٰذَا مَسْجِدٌ مَشْهُوْرٌ

مَوْصُوْفٌ — صِفَةٌ

مُبْتَدَأٌ — خَبَرٌ

جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ

অনুবাদ :

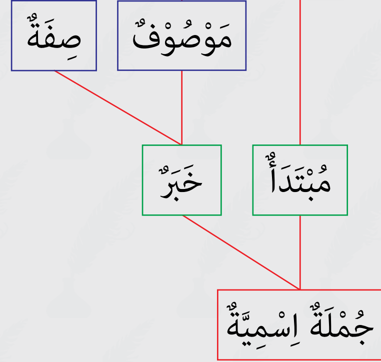
هذا مسجد مشهور

১	৪	৩	২
ইহা	মসজিদ	প্রসিদ্ধ	একটি

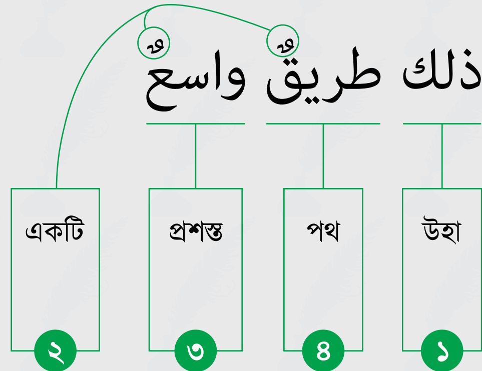
ইহা একটি প্রসিদ্ধ মসজিদ।

অনুগ্রহপূর্বক পড়া অপূর্ণ রেখে সামনে অগ্রসর হবে না।

তারকীব :

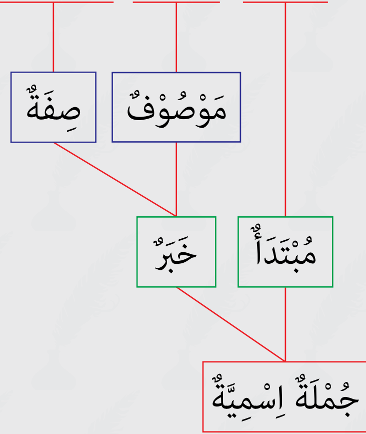


অনুবাদ :

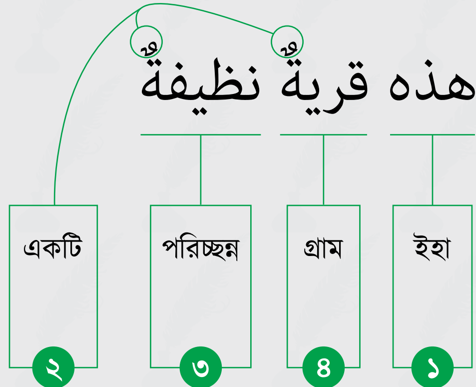


উহা একটি প্রশস্ত পথ।

তারকীব :

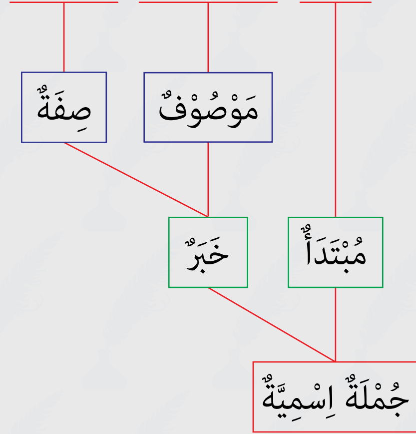


অনুবাদ :

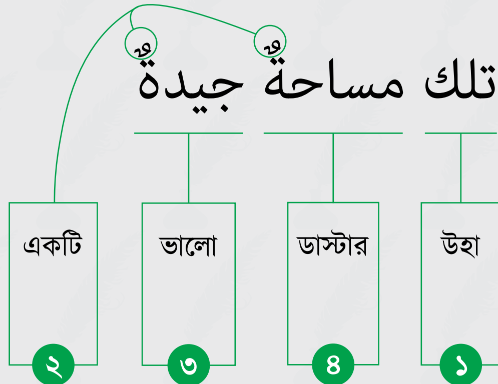


ইহা একটি পরিচ্ছন্ন গ্রাম।

তারকীব :



অনুবাদ :



উহা একটি ভালো ডাস্টার।

অনুগ্রহপূর্বক পড়া অপূর্ণ রেখে সামনে অগ্রসর হবে না।

পাঠ ১৫ : নীচের বাক্যগুলোর আরবি করো :

ا) هذا كتابٌ أوَّلٌ (بـ) هذه نظارةٌ صافيَةٌ (جـ) ذلك بابٌ عاشرٌ (د) هذا بيتٌ خامسٌ (هـ) ذلك منظرٌ صافٍ (و) تلك مدرسةٌ أولٰى (ز) هذه طائرةٌ رابعةٌ (حـ) هذا قلمٌ ثانٍ (طـ) ذلك مطارٌ ثالثٌ (يـ) هذا كتابٌ غالٍ

ا) تلك سيارةٌ سادسةٌ (بـ) ذلك صندوقٌ سابعٌ (جـ) هذه مدينةٌ ثانيَةٌ (د) تلك قريةٌ ثامنةٌ (هـ) هذه كراسةٌ تاسعةٌ (و) هذا طريقٌ ثانٍ (ز) ذلك سوقٌ ثالثٌ (حـ) هذا لباسٌ غَالٍ (طـ) تلك طائرةٌ عاليَةٌ (يـ) ذلك بيتٌ عَالٍ

ا) هذا طريق أول (بـ) هذه قلنسوة ثالثة (جـ) ذلك سوق رابع (د) تلك ساعة غالية (هـ) تلك مدرسة عالية (و) هذه وسادة خامسة (ز) هذه مدينةٌ أولٰى (حـ) تلك مدينةٌ أولٰى (طـ) هذا منظر غال (يـ) ذلك فراش سابع

ا) هذا باب أول (بـ) تلك عَصَا ثالثةٌ (جـ) هذا مصباح رابع (د) هذه كرة غالية (هـ) ذلك مسجدٌ عالٍ (و) هذا منديل خامس (ز) تلك قرية أولى (حـ) هذه قرية أولى (طـ) ذلك قلم غال (يـ) هذا لباس سابع

নীচের বাংলা বাক্যগুলোর আরবি করো :

এক. (ক) এটা প্রথম কার। (খ) উহা একটি উচ্চ বিদ্যালয়। (গ) ইহা একটি দামী কলম। (ঘ) উহা একটি স্বচ্ছ চশমা। (ঙ) এটা দ্বিতীয় বিমান। (চ) এটা চার নাম্বার (চতুর্থ) রাস্তা। (ছ) উহা একটি উঁচু পথ। (জ) এটা দশম বাজার। (ঝ) ওটা ৯নং (নবম) কক্ষ। (ঞ) এটা তৃতীয় বিমানবন্দর।

দুই. (ক) ঐটা পাঁচ নাম্বার রাস্তা। (খ) এটা দ্বিতীয় বাজার। (গ) ঐটা সপ্তম বাজার। (ঘ) এটা ৬নং গ্রাম। (ঙ) ওটা অষ্টম শহর। (চ) উহা একটি স্বচ্ছ দৃশ্য। (ছ) এটা প্রথম রাজধানী। (জ) এটা তৃতীয় বাতি। (ঝ) এটা একটা উঁচু সাইকেল। (ঞ) উহা একটি উঁচু ঘর।

তিন. (ক) ইহা একটি স্বচ্ছ জানালা। (খ) এটা দ্বিতীয় লাঙ্গল। (গ) ওটা দশম মানচিত্র। (ঘ) এটা নয় নাম্বার খাতা। (ঙ) এটা একটা দামী পাখা। (চ) এটা প্রথম বিমান। (ছ) ওটা প্রথম রুলার। (জ) এটি একটি দামী কলম। (ঝ) এটা তৃতীয় কামরা। (ঞ) এটা চতুর্থ সাইকেল।

চার. (ক) উহা একটি স্বচ্ছ কার। (খ) ইহা ২ নাম্বার (দ্বিতীয়) লাঙ্গল। (গ) উহা দশম মানচিত্র। (ঘ) ইহা নবম খাতা। (ঙ) ইহা একটি মূল্যবান কার। (চ) উহা প্রথম বিমান। (ছ) এটা প্রথম রাস্তা। (জ) এটা একটা দামী কলম। (ঝ) উহা তৃতীয় পথ। (ঞ) এটা চার নাম্বার (চতুর্থ) সাইকেল।

পাঁচ. (ক) ইহা একটি স্বচ্ছ বাতি। (খ) উহা একটি পথ প্রদর্শক বই। (গ) এটা একটা পথ প্রদর্শক মানচিত্র। (ঘ) সেটা দ্বিতীয় ঘর। (ঙ) এটা একটা মূল্যবান ঘড়ি। (চ) সেটা একটা পথ প্রদর্শক লাঠি। (ছ) ওটা দ্বিতীয় শহর। (জ) এটি একটি দামী পোশাক। (ঝ) ইহা একটি পথ প্রদর্শক চশমা। (ঞ) এটা একটা উঁচু সাইকেল।

এবার, تَمْرِيْنٌ করো।

প্রথমে,

১ম জন : ইহা একটি উচ্চ মাদ্রাসা।

২য় ও ৩য় জন : هٰذِهِ مدرسةٌ عاليةٌ । এমন করে বেশ কিছুক্ষণ চলবে।

তারপর,

২য় জন : ইহা একটি উচ্চ মাদ্রাসা।

১ম ও ৩য় জন : هٰذِهِ مدرسةٌ عاليةٌ । এমন করে বেশ কিছুক্ষণ চলবে।

অতঃপর,

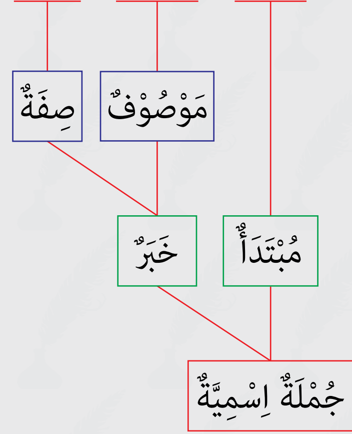
৩য় জন : ইহা একটি উচ্চ মাদ্রাসা।

১ম ও ২য় জন : هٰذِهِ مدرسةٌ عاليةٌ । এমন করে বেশ কিছুক্ষণ চলবে।

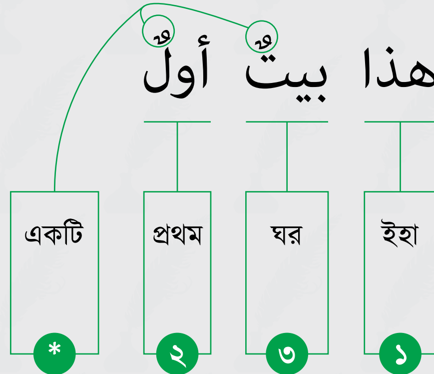
বাংলা > আরবি || আরবি > বাংলা

বাংলা থেকে আরবির تَمْرِيْنٌ করো। অতঃপর আরবি থেকে বাংলার تَمْرِيْنٌ করো।

তারকীব :



অনুবাদ :

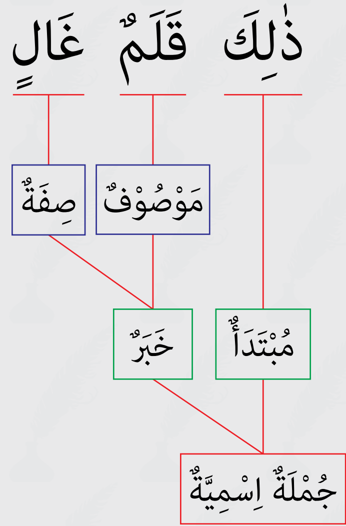


ইহা প্রথম ঘর। / ইহা ১নং ঘর।

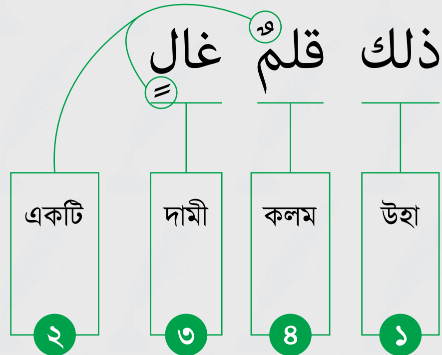
* যদিও আরবিতে অনির্দিষ্টের আলামত রয়েছে, কিন্তু তারপরও বাংলায় অনির্দিষ্টের অনুবাদ করার কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা, বাংলায় সব-সময়ই অনির্দিষ্টের অর্থ উঠালে বাংলা ভাষার সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাবে।

অনুগ্রহপূর্বক পড়া অপূর্ণ রেখে সামনে অগ্রসর হবে না।

তারকীব :

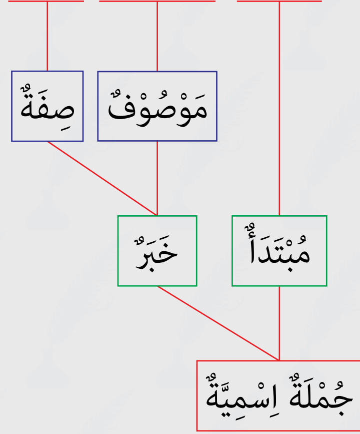


অনুবাদ :



উহা একটি দামী কলম।

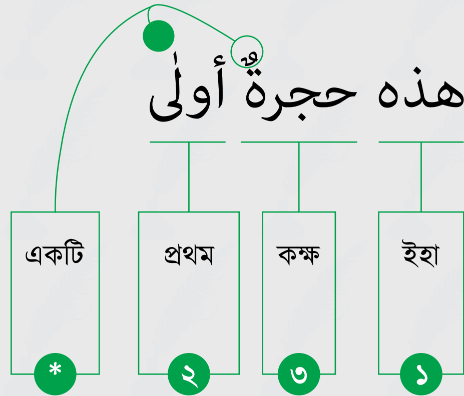
তারকীব :



حجرةٌ ইসিমটি নাকেরা; কেননা এই ইসিমটির শেষে তানবীন রয়েছে।

أولى ইসিমটি নাকেরা; কেননা এই ইসিমটি মারেফার আলামত থেকে মুক্ত।

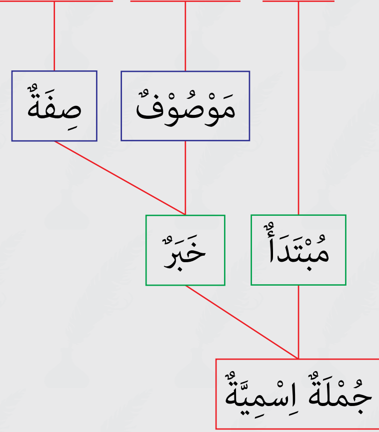
অনুবাদ :



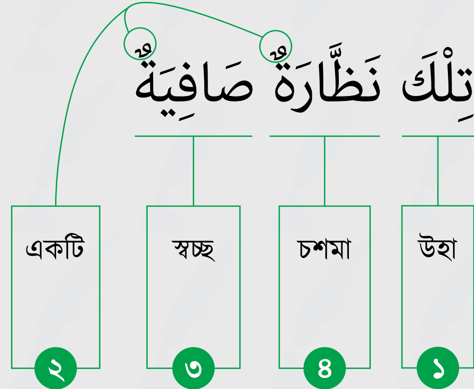
ইহা প্রথম কক্ষ। / ইহা ১নং কক্ষ।

* যদিও আরবিতে অনির্দিষ্টের আলামত রয়েছে, কিন্তু তারপরও বাংলায় অনির্দিষ্টের অনুবাদ করার প্রয়োজন নেই। কেননা, বাংলায় সব-সময়ই অনির্দিষ্টের অর্থ উঠালে বাংলা ভাষার সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়।

তারকীব :



অনুবাদ :



উহা একটি স্বচ্ছ চশমা।

পাঠ ১৬ : নীচের বাক্যগুলোর আরবি করো :

ا) هذه ألفٌ مفتوحةٌ (بـ) تلك ألفٌ مقصورةٌ (جـ) هذه باءٌ مكسورة (د) تلك تاءٌ مضمومةٌ (هـ) هذه ألف ممدودة (و) تلك ثاءٌ متحرِّكةٌ (ز) هذه ياءٌ ساكنةٌ (حـ) تلك همزةٌ مشددةٌ (طـ) هذه واوٌ متحركةٌ (يـ) هذا حرفٌ متحركٌ

ا) هذه أرضٌ صغيرةٌ (بـ) تلك ريحٌ مفيدةُ (جـ) هذه حربٌ كبيرة (د) تلك خمرٌ قديمةٌ (هـ) هذه قوس ضعيفة (و) تلك نارٌ قويةٌ (ز) هذه بئرٌ مغلقةٌ (حـ) تلك يد مكسورة (طـ) هذه عينٌ مفتوحةٌ (يـ) هذه دارٌ جديدةٌ

ا) تلك إصبعٌ قويةٌ (بـ) هذه خمر غالية (جـ) تلك أذن نظيفة (د) هذه شمس طيبة (هـ) هذه لامٌ مشدَّدةٌ (و) هذه عينٌ متحركةٌ (ز) تلك ميم ساكنة (حـ) هذه قوس قوية (طـ) هذه نارٌ مفتوحة (يـ) تلك غينٌ مفتوحةٌ

ا) هذه قاف مفتوحة (بـ) تلك قاف المضمومة (جـ) هذه كاف مكسورة (د) تلك كاف ساكنة (هـ) هذه لام مشدَّدة (و) تلك لام متحركة (ز) هذه مين ساكنة (حـ) تلك ميم مفتوحة (طـ) هذه نون متحركة (يـ) تلك ألف ممدودة

ا) تلك حرب مشهورة (بـ) هذه نار قوية (جـ) تلك عين بطيئة (د) هذه قوس مفتوحة (هـ) تلك دار ضيقة (و) هذه أرض غالية (ز) تلك عين واسعة (حـ) هذه دار قوية (طـ) تلك نار صافية (يـ) هذه أذن نظيفة

নীচের বাংলা বাক্যগুলোর আরবি করো :

এক. (ক) ইহা একটি ফাতহাকৃত জ্বীম-হরফ। (খ) উহা একটি হ্রস্বকৃত আলিফ-হরফ। (গ) ইহা একটি দীর্ঘ-মদযুক্ত আলিফ-হরফ। (ঘ) উহা একটি সুকূনকৃত সীন-হরফ। (ঙ) ইহা দ্বিতীয় তা-হরফ। (চ) ইহা একটি তাশদীদকৃত হরফ। (ছ) উহা একটি কাসরাকৃত ফা-হরফ। (জ) ইহা একটি দ্বম্মাকৃত নূন-হরফ । (ঝ) উহা একটি হরকতকৃত আলিফ-হরফ। (ঞ) ইহা প্রথম তা-হরফ।

দুই. (ক) ইহা একটি শক্তিশালী আগুন। (খ) ইহা একটি পরিচ্ছন্ন কান। (গ) উহা একটি বড় যুদ্ধ। (ঘ) এটি একটি উঁচু জমি। (ঙ) এটা একটা ভালো রোদ। (চ) উহা একটি ভাঙ্গা কুয়া। (ছ) এটা একটা ভাঙ্গা হাত। (জ) এটি একটি ছোট আঙ্গুল। (ঝ) উহা একটি খোলা বাড়ি। (ঞ) এটি একটি অরিচ্ছন্ন মদ।

তিন. (ক) এটি দ্বিতীয় শীন-হরফ। (খ) এটা একটা দ্বম্মাকৃত বা-হরফ। (গ) উহা প্রথম লাম-হরফ। (ঘ) এটা একটি পুরোনো মদ। (ঙ) উহা একটি দামী ধনুক। (চ) ইহা একটি প্রসিদ্ধ বাড়ি। (ছ) ওটা একটা ভাঙ্গা আঙ্গুল। (জ) এটি একটি স্বচ্ছ চোখ। (ঝ) উহা দ্বিতীয় কুয়া। (ঞ) ইহা একটি পবিত্র যুদ্ধ।

চার. (ক) উহা একটি শক্তিশালী আগুন। (খ) ইহা একটি পরিচ্ছন্ন হাত। (গ) এটা একটা বড় যুদ্ধ। (ঘ) উহা একটি উঁচু ভূমি। (ঙ) এটা একটা নতুন রোদ। (চ) সেটা একটা ভাঙ্গা কুয়া। (ছ) এটা একটা ভাঙ্গা হাত। (জ) উহা একটি ছোট আঙ্গুল। (ঝ) ওটা একটা খোলা বাড়ি। (ঞ) এটা একটা ময়লা মদ।

পাঁচ. (ক) এটা একটা পরিষ্কার ধনুক। (খ) সেটা একটা স্বচ্ছ আগুন। (গ) এটি একটি প্রসিদ্ধ বাড়ি। (ঘ) এটা একটা প্রশস্ত ঝর্ণা। (ঙ) উহা একটি দামী জমি। (চ) এটা একটা সংকীর্ণ বাড়ি। (ছ) সেটা একটা উন্মুক্ত ধনুক। (জ) এটি একটি দ্রুতগামী ঝর্ণা। (ঝ) এটা একটা শক্তিশালী হাত। (ঞ) ওটা একটা প্রসিদ্ধ যুদ্ধ।

এবার, تَمْرِيْنٌ করো।

প্রথমে,

১ম জন : ইহা একটি উচ্চ মাদ্রাসা।

২য় ও ৩য় জন : هٰذِهِ نارٌ صافيةٌ । এমন করে বেশ কিছুক্ষণ চলবে।

তারপর,

২য় জন : ইহা একটি উচ্চ মাদ্রাসা।

১ম ও ৩য় জন : هٰذِهِ نارٌ صافيةٌ । এমন করে বেশ কিছুক্ষণ চলবে।

অতঃপর,

৩য় জন : ইহা একটি উচ্চ মাদ্রাসা।

১ম ও ২য় জন : هٰذِهِ نارٌ صافيةٌ । এমন করে বেশ কিছুক্ষণ চলবে।

বাংলা > আরবি || আরবি > বাংলা

বাংলা থেকে আরবির تَمْرِيْنٌ করো। অতঃপর আরবি থেকে বাংলার تَمْرِيْنٌ করো।

তারকীব :

هٰذِهِ عَيْنٌ مَفْتُوْحَةٌ

مَوْصُوْفٌ صِفَةٌ

مُبْتَدَأٌ خَبَرٌ

جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ

عَيْنٌ ইসিমটি দিয়ে যেমন আইন-হরফকে বুঝানো হয়। তেমনি এটা চোখ ও ঝর্ণার আরবিও বটে। তবে, এবারত তথা অনুচ্ছেদ পড়ে তোমাকে বুঝতে হবে যে, কোন্ অর্থটা প্রকাশ করছে।

অনুবাদ :

هذه عين مفتوحة

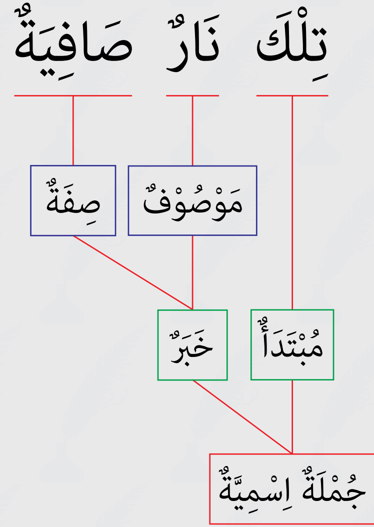
১	২	৩	৪
ইহা, এটা	একটি, একটা	ফাতহাকৃত, খোলা, উন্মুক্ত	আইন-হরফ, চোখ, ঝর্ণা

ইহা একটি ফাতহাকৃত আইন-হরফ।

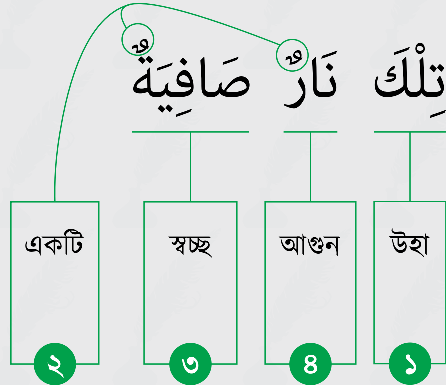
ইহা একটি খোলা/উন্মুক্ত চোখ।

এটা একটা উন্মুক্ত ঝর্ণা।

তারকীব :

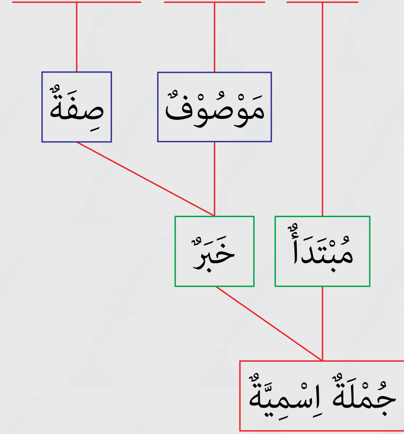


অনুবাদ :



উহা একটি স্বচ্ছ আগুন।

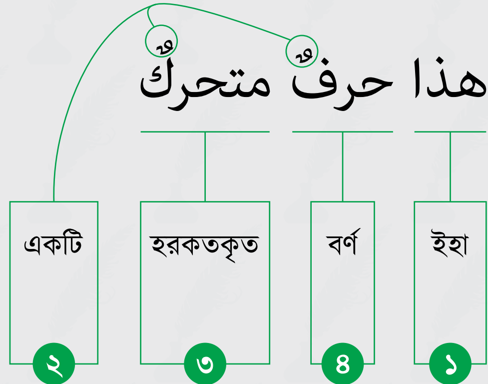
তারকীব :



সকল حرفٌ মুআন্নাস, তাই বলে حرفٌ ইসিমটিকেও মুআন্নাস হিসেবে মনে করে বসে থেকো না।

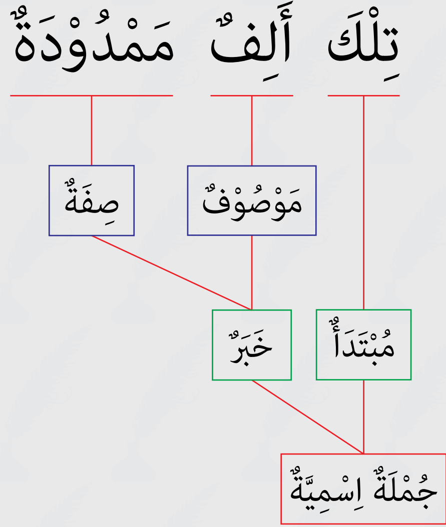
এই বিষয়টি তোমার সামনে বড় করে উপস্থাপন করার লক্ষ্যেই এই তারকীব ও অনুবাদ।

অনুবাদ :

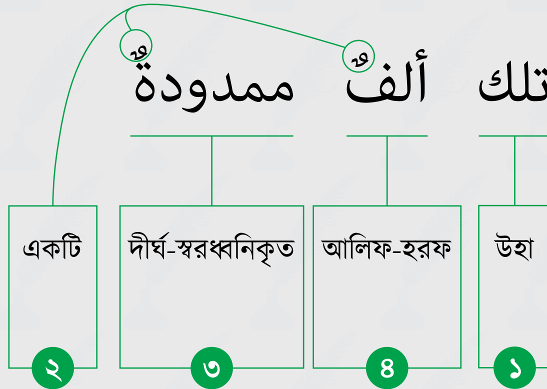


ইহা একটি হরকতকৃত বর্ণ।

তারকীব :



অনুবাদ :



উহা একটি দীর্ঘ-স্বরধ্বনিকৃত আলিফ-হরফ।

উহা একটি মদকৃত আলিফ-হরফ।

উহা এমন একটি আলিফ-হরফ, যা দীর্ঘ-স্বরধ্বনিকৃত হয়েছে।

পাঠ ১৭ : নীচের বাক্যগুলোর আরবি করো :

ا) هذا كتابٌ أزرقُ. (بـ) ذلك جدارٌ أحمرُ. (جـ) هذا مصباحٌ أخضرُ. (د) تلك قلنسوةٌ خضرآءُ. (هـ) هذه حقيبةٌ سودآءُ. (و) تلك طاولةٌ صفرآءُ. (ز) هذه كراسةٌ زرقآءُ. (حـ) تلك سيارةٌ بيضآءُ. (طـ) هذا علمٌ أسودُ. (يـ) هذه مظلةٌ حمرآءُ

ا) تلك قريةٌ خضرآءُ. (بـ) هذه قوسٌ سودآءُ. (جـ) هذه أرضٌ حمرآءُ. (د) تلك مروحةٌ زرقآءُ. (هـ) هذا قميصٌ أصفرُ. (جـ) تلك بئرٌ سودآءُ. (د) هذا حرفٌ أحمرُ. (هـ) تلك طائرةٌ زرقآءُ. (و) هذه عينٌ حمرآءُ. (ز) هذه عمامةٌ بيضآءُ. (حـ) ذلك محراثٌ أصفرُ. (طـ) هذه خارطةٌ أسودُ. (يـ) تلك كرةٌ صفرآءُ

ا) تلك حديقة خضرآء. (بـ) هذا مصباح أحمر. (جـ) هذه سيارة زرقآء. (د) ذلك صندوق أصفر. (هـ) هذا حذاء أبيض. (و) تلك مساحة سودآء. (ز) هذا منظر أخضر. (حـ) هذه كرة حمرآء. (طـ) تلك يد صفرآء. (يـ) هذه نار حمرآء

ا) هذه حديقة خضرآء. (بـ) ذلك مصباح أحمر. (جـ) هذه سيارة زرقآء. (د) ذلك صندوق أصفر. (هـ) هذا حذاء أبيض. (و) تلك مساحة سودآء. (ز) هذا منظر أخضر (حـ) تلك كرة حمرآء. (طـ) هذه يد صفرآء. (يـ) تلك نار حمرآء

ا) تلك وسادة بيضآء. (بـ) هذا قميص أصفر. (جـ) هذه بئر سودآء. (د) تلك خمر حمرآء. (هـ) هذه طائرة زرقآء. (و) تلك عين حمرآء. (ز) هذه عمامة بيضآء. (حـ) ذلك محراث أصفر. (طـ) تلك خارطة أسود (يـ) هذه كرة صفرآء

নীচের বাংলা বাক্যগুলোর আরবি করো :

এক. (ক) ইহা একটি লাল রঙের জামা (ইহা একটি লাল জামা)। (খ) উহা একটি নীল রঙের পোশাক। (গ) ইহা একটি হলুদ বাতি। (ঘ) উহা একটি সবুজ রঙের বাতি। (ঙ) ইহা একটি সাদা রুমাল। (চ) ইহা একটি কালো চোখ। (ছ) উহা একটি লাল বাতাস। (জ) ইহা একটি নীল রঙের চশমা। (ঝ) ইহা একটি হলুদ রঙের ঘর । (ঞ) উহা একটি সবুজ বাগান।

দুই. (ক) ইহা একটি নীল রঙের বালিশ। (খ) উহা একটি সাদা রঙের দেয়াল। (গ) এটি একটি লাল রঙের কলম। (ঘ) এটি একটি কালো রঙের সাইকেল। (ঙ) ইহা একটি হলুদ জমি। (চ) উহা একটি সবুজ রঙের পাখা। (ছ) ইহা একটি সবুজ রঙের পতাকা। (জ) উহা একটি সাদা রঙের ম্যাপ। (ঝ) ইহা একটি সবুজ রঙের বিছানা। (ঞ) উহা একটি কালো পতাকা।

তিন. (ক) ইহা একটি সাদা রঙের বালিশ। (খ) ওটা একটা লাল আগুন। (গ) ইহা একটি লাল চোখ। (ঘ) এটা একটা নীল আকাশ। (ঙ) এটা একটা হলুদ রঙে রঙ্গিত হাত। (চ) এটা একটা সবুজ রঙের জুতা। (ছ) এটা একট সবুজ দেয়াল। (জ) উহা একটি সাদা রঙের টুপি। (ঝ) এটা একটা নীল রঙের টেবিল। (ঞ) এটা একটা কালো মদ।

চার. (ক) উহা একটি নীল রঙের খাতা। (খ) এটি একটি হলুদ হার। (গ) উহা একটি সাদা রঙের চেয়ার। (ঘ) ওটা একটা নীল রঙের জানালা। (ঙ) এটা একটা কালো ব্যাগ। (চ) সেটা একটা সবুজ বাতি। (ছ) এটা একটা সবুজ রঙের ছাতা। (জ) ওটা একটা সাদা রঙের কার। (ঝ) এটি একটি সবুজ রঙের পাগড়ী। (ঞ) সেটা একটা লাল বল।

এবার, تَمْرِيْنٌ করো।

প্রথমে,

১ম জন : ইহা একটি নীল বই।

২য় ও ৩য় জন : هذا كتابٌ أزرقُ । এমন করে বেশ কিছুক্ষণ চলবে।

তারপর,

২য় জন : ইহা একটি নীল বই।

১ম ও ৩য় জন : هذا كتابٌ أزرقُ । এমন করে বেশ কিছুক্ষণ চলবে।

অতঃপর,

৩য় জন : ইহা একটি নীল বই।

১ম ও ২য় জন : هذا كتابٌ أزرقُ । এমন করে বেশ কিছুক্ষণ চলবে।

বাংলা > আরবি || আরবি > বাংলা

বাংলা থেকে আরবির تَمْرِيْنٌ করো। অতঃপর আরবি থেকে বাংলার تَمْرِيْنٌ করো।

তারকীব :

هٰذَا كِتَابٌ أَزْرَقُ

صِفَةٌ مَوْصُوْفٌ

خَبَرٌ مُبْتَدَأٌ

جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ

كِتَابٌ ইসিমটি নাকেরা; কেননা এই ইসিমটির শেষে তানবীন রয়েছে।

أَزْرَقُ ইসিমটি নাকেরা; কেননা এই ইসিমটি মারেফার আলামত থেকে মুক্ত।

অনুবাদ :

هذا كتابٌ أزرقُ

২	৩	৪	১
একটি	নীল	বই	ইহা

ইহা একটি নীল বই।

ইহা একটি নীল রঙের বই।

* "রঙ্গের" শব্দটি বাড়িয়ে অনুবাদ করা হয়েছে, যাতে করে অর্থটার মাঝে একটা শ্রুতি-মাধুর্যতা থাকে।

অনুগ্রহপূর্বক পড়া অপূর্ণ রেখে সামনে অগ্রসর হবে না।

তারকীব :

ذٰلِكَ مِصْبَاحٌ أَحْمَرُ

অনুবাদ :

ذلك مصباحٌ أحمرُ

উহা একটি লাল বাতি।

উহা একটি লাল রঙের বাতি।

অনুগ্রহপূর্বক পড়া অপূর্ণ রেখে সামনে অগ্রসর হবে না।

তারকীব :

هٰذِهٖ حَدِيْقَةٌ خَضْرَاءُ

অনুবাদ :

هٰذِهٖ حَدِيْقَةٌ خَضْرَاءُ

এখানে "রঙের" শব্দটি না বাড়ানোই উত্তম হবে। নয়তো এটি ভিন্ন অর্থে চলে যাবে। মাওছূফ-ছিফাতের অর্থের ভিতরে থাকা পর্যন্তই "রঙের" শব্দটি বাড়িয়ে অনুবাদ করা যাবে, নয়তো যাবে না।

ইহা একটি সবুজ বাগান।

তারকীব :

تِلْكَ سَيَّارَةٌ سَوْدَاءُ

صِفَةٌ
مَوْصُوْفٌ
خَبَرٌ
مُبْتَدَأٌ
جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ

অনুবাদ :

تِلْكَ سَيَّارَةٌ سَوْدَاءُ

একটি ২
কালো ৩
কার ৪
উহা ১

উহা একটি কালো কার।

উহা একটি কালো রঙের কার।

পাঠ ১৮ : নীচের বাক্যগুলোর আরবি করো :

ا) هذا كتابٌ مَدْرَسِيٌّ (بـ) تلك ساعةٌ جِدارِيَّةٌ (جـ) هذه ساعةٌ طاولِـيَّـةٌ (د) تلك مدرسةٌ مديـنِـيَّـةٌ (هـ) هذه حـقـيـبـةٌ يَدَوِيَّـةٌ (و) ذلك مصباحٌ طاولِـيٌّ (ز) تلك كراسةٌ مدرسِيَّـةٌ (حـ) هذه دارٌ قَرَوِيَّـةٌ (ط) تلك نافذةٌ بَيْـتِـيَّـةٌ (يـ) هذه خارطةٌ مديـنِـيَّـةٌ

ا) تلك حديقة قَرَوِيَّـةٌ (بـ) هذه ساعة شَمْسِيَّـةٌ (جـ) تلك سيارة قَرَوِيَّـةٌ (د) ذلك منديلٌ يَدَوِيٌّ (هـ) هذه مسطرة كُرَّاسِيَّـةٌ (و) تلك مساحةٌ سَبُّوْرِيَّـةٌ (ز) هذا منظر مدينيٌّ (حـ) هذه كرة يدويَّـةٌ (ط) تلك كراسة يَدَوِيَّـة (يـ) هذه مظلة شمسية

ا) هذه نظارة شمسية (بـ) هذه قوس حَرْبِـيَّـةٌ (جـ) تلك أرض قروية (د) هذه مروحة طاولية (هـ) هذا مفتاح قفلي (و) ذلك عَلم مدرسي (ز) هذا قفل بيتي (حـ) هذه كَلِمَةٌ جِيْمِـيَّـةٌ (ط) تلك وسادة فراشية (يـ) ذلك حذاء بيتي

নীচের বাংলা বাক্যগুলোর আরবি করো :

এক. (ক) ইহা একটি গ্রামীণ বাগান। (খ) উহা একটি সূর্য-ঘড়ি। (গ) ইহা একটি গ্রাম্য কার। (ঘ) উহা এমন একটি রুমাল, যা হাতের সাথে সম্পর্কিত। (ঙ) ইহা এমন একটি রুলার, যা খাতার সাথে সম্পর্কিত। (চ) উহা একটি ব্ল্যাকবোর্ড-ডাস্টার। (ছ) ইহা একটি শহুরে দৃশ্য। (জ) উহা একটি হ্যান্ড-বল। (ঝ) ইহা একটি হ্যান্ড-নোট (ঞ) উহা একটি রোদের ছাতা।

দুই. (ক) ইহা একটি স্কুল-বুক। (খ) উহা একটি দেয়াল-ঘড়ি। (গ) ইহা একটি টেবিল-ঘড়ি। (ঘ) উহা একটি শহুরে মাদ্রাসা। (ঙ) ইহা একটি হ্যান্ড-ব্যাগ / হাত-ব্যাগ। (চ) উহা একটি টেবিল-ল্যাম্প। (ছ) ইহা একটি স্কুল-নোট। (জ) ইহা একটি গ্রাম্য বাড়ি। (ঝ) উহা শহরের একটি মানচিত্র। (ঞ) ইহা এমন একটি জানালা, যা ঘরের সাথে সম্পর্কিত।

তিন. (ক) উহা একটি সানগ্লাস। (খ) ইহা এমন একটি ধনুক, যা যুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত। (গ) উহা একটি শহুরে জমি। (ঘ) ইহা একটি টেবিল-ফ্যান। (ঙ) উহা এমন একটি চাবি, যা বাক্সের সাথে সম্পর্কিত। (চ) ইহা এমন একটি পতাকা, যা মাদ্রাসার সাথে সম্পর্কিত। (ছ) উহা ঘরের একটি তালা। (জ) ইহা এমন একটি শব্দ, যা জ্বীম-হরফের সাথে সম্পর্কিত। (ঝ) উহা এমন একটি বালিশ, যা বিছানার সাথে সম্পর্কিত। (ঞ) ইহা এমন একটি জুতা, যা ঘরের ভিতর ব্যবহৃত হয়।

এবার, تَمْرِيْنٌ করো।

প্রথমে,

১ম জন : ইহা একটি গ্রাম্য ঘর।

২য় ও ৩য় জন : هٰذَا بيتٌ قَرَوِيٌّ । এমন করে বেশ কিছুক্ষণ চলবে।

তারপর,

২য় জন : ইহা একটি গ্রাম্য ঘর।

১ম ও ৩য় জন : هٰذَا بيتٌ قَرَوِيٌّ । এমন করে বেশ কিছুক্ষণ চলবে।

অতঃপর,

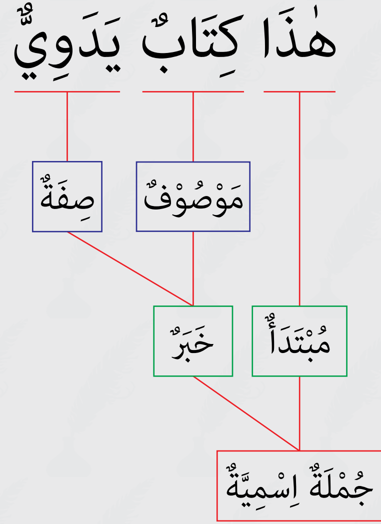
৩য় জন : ইহা একটি গ্রাম্য ঘর।

১ম ও ২য় জন : هٰذَا بيتٌ قَرَوِيٌّ । এমন করে বেশ কিছুক্ষণ চলবে।

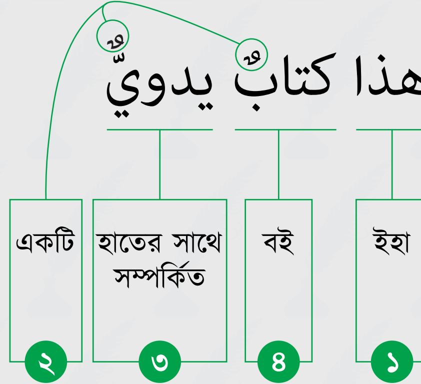
বাংলা > আরবি || আরবি > বাংলা

বাংলা থেকে আরবির تَمْرِيْنٌ করো। অতঃপর আরবি থেকে বাংলার تَمْرِيْنٌ করো।

তারকীব :



অনুবাদ :



ইহা একটি হাতের বই।

ইহা একটি হ্যান্ড বুক।

ইহা এমন একটি বই, যা হাতের সাথে সম্পর্কিত।

তারকীব :

ذٰلِكَ مِصْبَاحٌ طَاوِلِيٌّ

صِفَةٌ

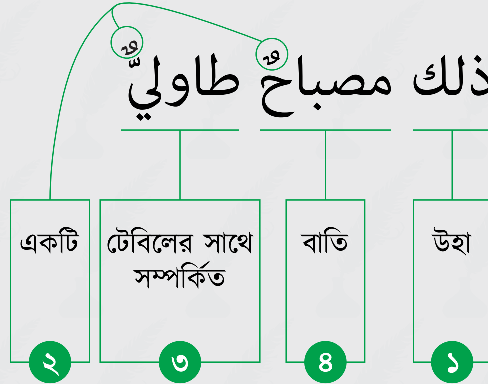
مَوْصُوْفٌ

خَبَرٌ

مُبْتَدَأٌ

جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ

অনুবাদ :

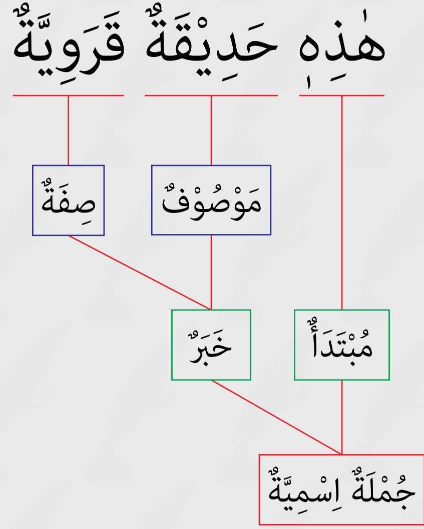


উহা একটি টেবিল লাইট।

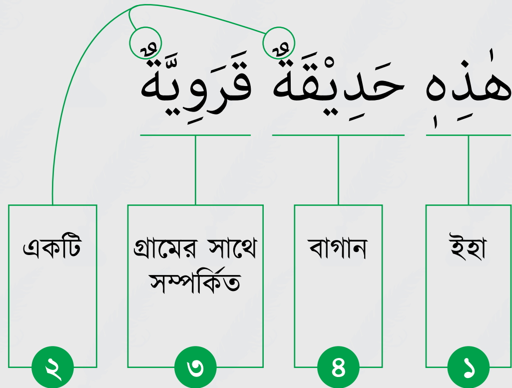
উহা একটি টেবিল ল্যাম্প।

উহা এমন একটি বাতি, যা টেবিলের সাথে সম্পর্কিত।

তারকীব :



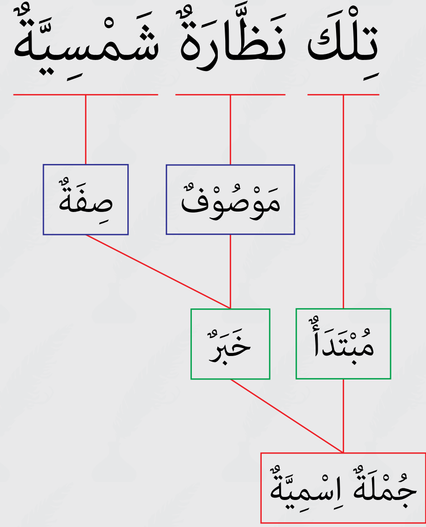
অনুবাদ :



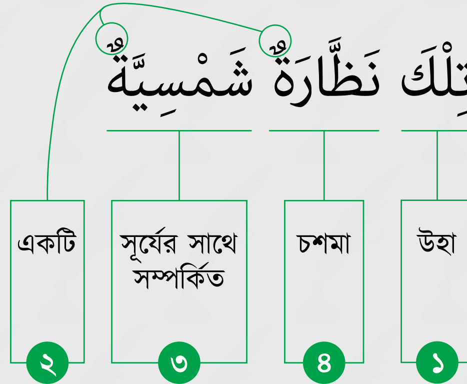
ইহা একটি গ্রাম্য/গ্রামীণ বাগান।

ইহা এমন একটি বাগান, যা গ্রামের সাথে সম্পর্কিত।

তারকীব :



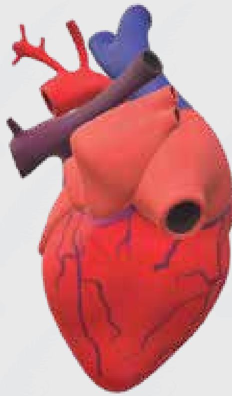
অনুবাদ :



উহা একটি সূর্য/সৌর চশমা।

উহা একটি সানগ্লাস।

উহা এমন একটি চশমা, যা সূর্যের সাথে সম্পর্কিত।



নিজের হার্টের যত্ন নাও।
পরিবারের হার্টসমূহের যত্ন নাও।
সময় পেলেই বুক ফুলিয়ে দম নাও।
লম্বা লম্বা দম নিয়ে কোরআন তেলাওয়াত করো।

পাঠ ১৯ : তুমি এ পর্যন্ত শিখেছো,

كتابٌ جديدٌ : মুযাক্কার নাকেরা মাওছূফ-ছিফাত শিখেছো

مدرسةٌ جديدةٌ : মুআন্নাস নাকেরা মাওছূফ-ছিফাত শিখেছো

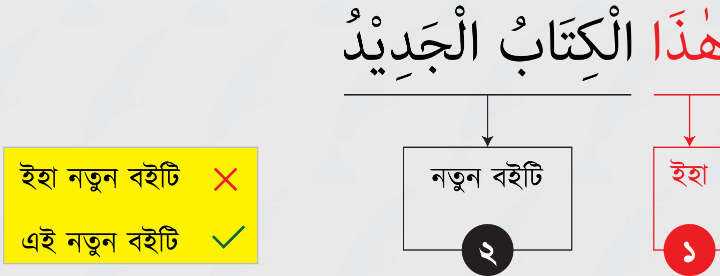
اَلْكتابُ الْجديدُ : মুযাক্কার মারেফা মাওছূফ-ছিফাত শিখেছো

اَلْمدرسةُ الْجديدةُ : মুআন্নাস মারেফা মাওছূফ-ছিফাত শিখেছো

১ম খণ্ডের ১৪ ও ১৭ তম পাঠদ্বয়ে যেভাবে নাকেরা ও মারেফা ইসিমের আগে ইসমুল ইশারা বসিয়েছিলে, ঠিক তেমনি এখনও নাকেরা মাওছূফ-ছিফাত এবং মারেফা মাওছূফ-ছিফাত -এর আগেও ইসমুল ইশারা বসাচ্ছো।

তুমি ইতিমধ্যে ১৩-১৮ তম পাঠগুলোতে নাকেরা মাওছূফ-ছিফাত এর আগে ইসমুল ইশারা বসিয়েছো ও পরিপূর্ণ বাক্য পেয়েছো। আর এখন এই পাঠে মারেফা মাওছূফ-ছিফাত -এর আগে ইসমুল ইশারা বসাবে।

যদি তুমি মারেফা মাওছূফ-ছিফাতের আগে ১ম খণ্ডের ১৩ তম পাঠের ইসমুল ইশারাগুলো বসাও; যেমন, তুমি যদি اَلْكِتابُ الْجدِيدُ -এই মুযাক্কার মারেফা মাওছূফ-ছিফাতের আগে নিয়ম অনুযায়ী هٰذَا ইসমুল ইশারাটি বসাও, তবে হবে হলো هٰذَا اَلْكِتابُ الْجدِيدُ । তাই তো? হ্যাঁ...।



এবার তুমি যদি ভেঙ্গে ভেঙ্গে অর্থ উঠাও, তবে অর্থ দাঁড়ায়- هٰذَا অর্থ 'ইহা' আর اَلْكِتابُ الْجدِيدُ অর্থ 'নতুন বইটি'। অর্থাৎ هٰذَا اَلْكِتابُ الْجدِيدُ-এর অর্থ দাঁড়ায় 'ইহা নতুন বইটি'। তাই তো? হ্যাঁ...।

কিন্তু, তুমি কি এমনটা বলো যে, ‘ইহা নতুন বইটি’, ‘উহা নতুন বইটি’ নাকি বলো ‘এই নতুন বইটি’, ‘ঐ নতুন বইটি’?

মনে রেখো যে, আলিফ্-লাম যুক্ত মারেফার আগে বসা ইসমুল ইশারাগুলো, هٰذَا-هٰذِهٖ অর্থ 'এই' আর ذٰلِكَ-تِلْكَ অর্থ 'ঐ' অর্থ প্রকাশ করে থাকে।

• ইসমুল ইশারাগুলো নাকেরার আগে বসলে, অর্থ প্রকাশ করে,

هٰذِهِ – هٰذَا - ইহা, এটা, এটি

تِلْكَ – ذٰلِكَ - উহা, সেটা, ওটা, সেটি

هٰذَا كتابٌ جديدٌ - ইহা একটি নতুন বই।

هٰذِهِ مدرسةٌ جديدةٌ - ইহা একটি নতুন মাদ্রাসা।

ذٰلِكَ قلمٌ غالٍ - উহা একটি দামী কলম।

تِلْكَ سبورةٌ غاليةٌ - উহা একটি দামী ব্ল্যাকবোর্ড।

ইসমুল ইশারাগুলো আলিফ্-লাম যুক্ত মারেফার আগে বসলে, অর্থ প্রকাশ করে,

هٰذِهِ – هٰذَا - 'এই'

تِلْكَ – ذٰلِكَ - 'ঐ'

هٰذَا الْكتابُ الْجديدُ - এই নতুন বইটি

هٰذِهِ الْمدرسةُ الْجديدةُ - এই নতুন মাদ্রাসাটি

ذٰلِكَ الْقلمُ الْغالِيْ - ঐ দামী কলমটি

تِلْكَ السَّبورةُ الْغاليةُ - ঐ দামী ব্ল্যাকবোর্ডটি

هٰذَا الْمَسْجِدُ الْجَدِيْدُ

حَرْفٌ قَمَرِيٌّ　حَرْفٌ قَمَرِيٌّ

حَرْفٌ قَمَرِيٌّ-এর পূর্বের আলিফ-লাম (ال)-এর ل হরফটি এখনও স্পষ্ট ও আলাদা উচ্চারিত হবে। কিন্তু আলিফটি লেখায় আসবে, তবে উচ্চারণে আসবে না। কেননা, আলিফ-লাম (ال)-এর ل হরফটিকে সরাসরি ধরে ফেলবে, যেমনটা তুমি দেখতে পাচ্ছো।

هٰذَا السَّرِيْرُ الصَّغِيْرُ

حَرْفٌ شَمْسِيٌّ　حَرْفٌ شَمْسِيٌّ

حَرْفٌ شَمْسِيٌّ-এর পূর্বের আলিফ-লাম (ال)-এর ا ও ل উভয়টি লেখায় ঠিকই আসবে, কিন্তু উচ্চারিত হবে না। বরং (ال)-এর পরের حَرْفٌ شَمْسِيٌّ-টাকে সরাসরি ধরে ফেলবে। অর্থাৎ حَرْفٌ شَمْسِيٌّ-টি তাশদীদযুক্ত হরফ তথা মুশাদ্দাদে পরিণত হবে। আর মুশাদ্দাদের কথা কি তোমার মনে আছে? যদি মনে না থাকে, তবে পিছনে ফিরে যাও।

هٰذَا الْمَسْجِدُ النَّظِيْفُ

حَرْفٌ قَمَرِيٌّ | حَرْفٌ شَمْسِيٌّ

هٰذَا السَّرِيْرُ الْكَبِيْرُ

حَرْفٌ شَمْسِيٌّ | حَرْفٌ قَمَرِيٌّ

নীচের আরবি বাক্যাংশগুলোর বাংলা করো :

ا) هٰذَا الْكتابُ الْجديدُ (بـ) هٰذَا الْكتابُ الْقديمُ (جـ) هٰذَا الْكتابُ الْجميلُ (د) هٰذَا الْكتابُ الْكبيرُ (هـ) هٰذَا الْكتابُ الصَّغيرٌ (و) هٰذَا الْكتابُ الْجيدُ (ز) هٰذَا الْكتابُ النَّظيفُ (حـ) هٰذَا الْكتابُ الْوسخُ (طـ) هٰذَا الْكتابُ الْمفيدُ (يـ) هٰذَا الْكتابُ الْمكسورُ

ا) ذٰلِكَ الْكتابُ الْجديدُ (بـ) ذٰلِكَ الْكتابُ الْقديمُ (جـ) ذٰلِكَ الْكتابُ الْجميلُ (د) ذٰلِكَ الْكتابُ الْكبيرُ (هـ) ذٰلِكَ الْكتابُ الصَّغيرُ (و) ذٰلِكَ الْكتابُ الْجيدُ (ز) ذٰلِكَ الْكتابُ النَّظيفُ (حـ) ذٰلِكَ الْكتابُ الْوسخُ (طـ) ذٰلِكَ الْكتابُ الْمفيدُ (يـ) ذٰلِكَ الْكتابُ الْمكسورُ

ا) هٰذِهِ الْمدرسةُ الْجديدةُ (بـ) هٰذِهِ الْمدرسةُ الْقديمةُ (جـ) هٰذِهِ الْمدرسةُ الْجميلةُ (د) هٰذِهِ الْمدرسةُ الْكبيرةُ (هـ) هٰذِهِ الْمدرسةُ الصَّغيرةُ (و) هٰذِهِ الْمدرسةُ الْجيدةُ (ز) هٰذِهِ الْمدرسةُ النَّظيفةُ (حـ) هٰذِهِ الْمدرسةُ الْوسخةُ (طـ) هٰذِهِ الْمدرسةُ الْمفيدةُ (يـ) هٰذِهِ الْمدرسةُ الْمكسورةُ

١) تِلْكَ الْمدرسةُ الْجديدةُ (بـ) تِلْكَ الْمدرسةُ الْقديمةُ (جـ) تِلْكَ الْمدرسةُ الْجميلةُ (د) تِلْكَ الْمدرسةُ الْكبيرةُ (هـ) تِلْكَ الْمدرسةُ الصَّغيرةُ (و) تِلْكَ الْمدرسةُ الْجيدةُ (ز) تِلْكَ الْمدرسةُ النَّظيفةُ (حـ) تِلْكَ الْمدرسةُ الْوسخةُ (طـ) تِلْكَ الْمدرسةُ الْمفيدةُ (يـ) تِلْكَ الْمدرسةُ الْمكسورةُ

١) هذه الحديقة الواسعة (بـ) هذا المحراث القديم (جـ) هذا المحراث المكسور (د) هذا الكتاب الطّيب (هـ) هذا البيت الطيب (و) هذه الخارطة الطيبة (ز) هذه المدرسة المشهورة (حـ) هذا المسجد المشهور (طـ) هذه المنضدة قوية (يـ) هذه الطاولة القوية

١) ذلك الفراش الضّعيب (بـ) ذلك السّرير الضّعيب (جـ) ذلك الكرسي القوي (د) ذلك الصّندوق الصّغير (هـ) ذلك البيت المكسور (و) تلك المنضدة الجديدة (ز) ذلك المحراث الطيب (حـ) تلك الكراسة المغلقة (طـ) تلك الكرة الجميلة (يـ) ذلك الكتاب المشهور

ا) هذا الباب المغلق (بـ) ذلك المسجد المفتوح (جـ) هذه السّيّارة الضّيقة (د) تلك الغرفة الواسعة (هـ) هذا المحراث الكبير (و) ذلك اللِّباس الطيب (ز) هذا القميص الواسع (حـ) هذه العمامة الجيدة (طـ) تلك الخارطة الجديدة (يـ) هذه الوسادة الصغير

ا) هذا العلمُ الجميلُ (بـ) تلك الحديقة الصغيرة (جـ) هذه المروحة الجيدة (د) ذلك اللباس النظيف (هـ) هذا المنديل الكبير (و) هذه الكرة الصغيرة (ز) ذلك المحراث المكسور (حـ) هذا العقد الجميل (طـ) تلك السيارة الضعيفة (يـ) هذه الدراجة القوية

ا) تلك الخارطة الجديدة (بـ) هذه المساحة الجيدة (جـ) هذا العقد الوسخ (د) ذلك الحذاء الجيد (هـ) تلك العمامة النظيفة (و) هذا القميص الجديد (ز) هذه الوسادة الصغيرة (حـ) تلك الحديقة الجميلة (طـ) ذلك اللباس المفيد (يـ) تلك الطاولة المكسورة

ا) هذا الكرسي المكسور (بـ) هذه المدرسة القديمة (جـ) ذلك المسجد القديم (د) تلك الكرة الوسخة (هـ) هذه الخارطة المفيدة (و) تلك المساحة الجديدة (ز) هذا الكتاب المفتوح (حـ) تلك الحجرة النظيفة (طـ) هذه السبورة الوسخة (يـ) ذلك الفراش الجميل

ا) ذلك الكتاب المفتوح (بـ) هذه الكراسة المفتوحة (جـ) تلك النافذة المفتوحة (د) هذا الباب المفتوح (هـ) ذلك الصندوق المغلق (و) هذه الغرفة مغلقة (ز) ذلك البيت المغلق (حـ) هذا الكتاب المغلق (طـ) هذا المسجد الواسع (يـ) تلك الحجرة الضيقة

নীচের বাংলা বাক্যগুলোর আরবি করো :

এক. (ক) এই নতুন ম্যাপটি (খ) এই ভালো ডাস্টারটি (গ) এই ময়লা হারটি (ঙ) এই বড় জুতাটি (চ) এই পরিচ্ছন্ন পাগড়ীটি (ছ) এই নতুন জামাটি (জ) এই ছোট বালিশটি (ঝ) এই সুন্দর বাগানটি (ঞ) এই উপকারী পোশাকটি

দুই. (ক) ঐ ভাঙ্গা টেবিলটি (খ) ঐ ভাঙ্গা চেয়ারটি (গ) ঐ প্রাচীন মাদ্রাসাটি (ঘ) ঐ প্রাচীন মসজিদটি (ঙ) ঐ ময়লা বলটি (চ) ঐ উপকারী ম্যাপটি (ছ) ঐ নতুন ডাস্টারটি (জ) ঐ ভালো বইটি (ঝ) ঐ পরিচ্ছন্ন কামরাটি (ঞ) ঐ নোংরা ব্ল্যাকবোর্ডটি

তিন. (ক) এই উপকারী বইটি (খ) ঐ পবিত্র পতাকাটি (গ) এই খোলা খাতাটি (ঘ) ঐ বন্ধ দরজাটি (ঙ) এই মজবুত খাটটি (চ) ঐ প্রসিদ্ধ মাদ্রাসাটি (ছ) এই ময়লা বলটি (জ) ঐ ভাঙ্গা বাক্সটি (ঝ) এই দুর্বল ডাস্টারটি (ঞ) ঐ উত্তম ব্যাগটি

চার. (ক) এই উত্তম কলমটি (খ) ঐ ভালো পাখাটি (গ) এই বন্ধ কামরাটি (ঘ) ঐ খোলা জানালাটি (ঙ) এই পরিচ্ছন্ন বিছানাটি (চ) ঐ মজবুত লাঙ্গলটি (ছ) এই পুরোনো বলটি (জ) ঐ ছোট বাক্সটি (ঝ) এই দুর্বল সাইকেলটি (ঞ) ঐ প্রশস্ত বাগানটি

পাঁচ. (ক) ঐ মজবুত দেয়ালটি (খ) এই প্রশস্ত ঘরটি (গ) ঐ পবিত্র ঘরটি (ঘ) এই প্রসিদ্ধ মসজিদটি (ঙ) ঐ নোংরা ব্ল্যাকবোর্ডটি (চ) এই মজবুত টেবিলটি (ছ) ঐ নতুন রুলারটি (জ) এই বন্ধ ছাতাটি (ঝ) ঐ সংকীর্ণ কক্ষটি (ঞ) এই সুন্দর চশমাটি

ছয়. (ক) এই ছোট ঘড়িটি (খ) ঐ মজবুত তালাটি (গ) এই ভালো চাবিটি (ঘ) ঐ প্রসিদ্ধ মানচিত্রটি (ঙ) এই নোংরা জুতাটি (চ) ঐ পরিচ্ছন্ন রুমালটি (ছ) এই মজবুত তেপায়াটি (জ) ঐ নতুন হারটি (ঝ) এই উত্তম টুপিটি (ঞ) ঐ প্রশস্ত বালিশটি

এবার, تَمْرِيْنٌ করো।

প্রথমে,

১ম জন : এই মজবুত ঘরটি।

২য় ও ৩য় জন : هٰذَا الْبيتُ الْقويُّ । এমন করে বেশ কিছুক্ষণ চলবে।

তারপর,

২য় জন : এই মজবুত ঘরটি।

১ম ও ৩য় জন : هٰذَا الْبيتُ الْقويُّ । এমন করে বেশ কিছুক্ষণ চলবে।

অতঃপর,

৩য় জন : এই মজবুত ঘরটি।

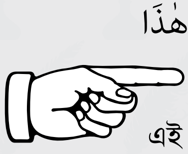
১ম ও ২য় জন : هٰذَا الْبيتُ الْقويُّ । এমন করে বেশ কিছুক্ষণ চলবে।

বাংলা > আরবি || আরবি > বাংলা

বাংলা থেকে আরবির تَمْرِيْنٌ করো। অতঃপর আরবি থেকে বাংলার تَمْرِيْنٌ করো।

পাঠ ২০ :

هٰذَا



এই



اَلْكِتابُ الْجديدُ

নতুন বইটি

এই নতুন বইটি

এই --------- দিয়ে যে বস্তুটি উদ্দেশ্য

নতুন বইটি - দিয়ে ঐ বস্তুটিই উদ্দেশ্য

মানে,

هٰذَا -------------- দিয়ে যে বস্তুটি উদ্দেশ্য

اَلْكِتابُ الْجديدُ - দিয়ে ঐ বস্তুটিই উদ্দেশ্য

যদি না বুঝে থাকো তবে,

মনে করো, তোমার সামনে একটি টেবিল আছে। আর সেই টেবিলের উপরে একটি নতুন বই আছে। আর তুমি বললে, “এই নতুন বইটি আমার।” আচ্ছা, এবার বলো তো; তুমি ‘এই’ বলে যে বস্তুটিকে ইশারা করলে, ‘নতুন বইটি’ বলে ঐ বস্তুটিকেই বুঝালে না? হ্যাঁ... ‘এই’ বলে যে বস্তুটি আমার উদ্দেশ্য, ‘নতুন বইটি’ বলে ঐ বস্তুটিই উদ্দেশ্য। আর এটাকেই আরবি ব্যাকরণে بَدَلٌ - مُبْدَلٌ مِّنْهُ বলা হয়।

هٰذَا الْكِتابُ الْجديدُ

بَدَلٌ	مُبْدَلٌ مِّنْهُ

এবার মনে করো যে, তোমার সামনের টেবিলটির উপরে নতুন বই আছে, নতুন কলম আছে, নতুন চাবি আছে আর এমনিসব বেশকিছু বস্তু রয়েছে। তো এখন যদি তুমি আমাকে শুধু هٰذا বলো, তবে আমি কি করে বুঝবো যে, তোমার هٰذا দিয়ে নতুন বইটি উদ্দেশ্য, নতুন কলমটি উদ্দেশ্য নাকি ভিন্ন কিছু উদ্দেশ্য? অর্থাৎ বিষয়টা আমার কাছে অস্পষ্ট থাকবে। তাই না?

কিন্তু তুমি যদি هٰذا বলার সাথে-সাথে اَلْكِتابُ الْجديدُ-ও উল্লেখ করো, তবে বিষয়টা আর আমার কাছে অস্পষ্ট থাকবে না। অর্থাৎ هٰذا বলে তোমার যেটা লক্ষ্য, তাকে স্পষ্ট করার জন্য اَلْكِتابُ الْجديدُ বলা তোমার উপলক্ষ্য। অথবা এভাবেও বলা যায় যে, هٰذا বলে তোমার যেটা লক্ষ্য, তাকে স্পষ্ট করার জন্য اَلْكِتابُ الْجديدُ-কে বদলি হিসেবে এনেছো বা বিকল্প হিসেবে এনেছো।

এখানে যেহেতু هٰذَا থেকে اَلْكتابُ الْجديدُ-কে বদলানো হয়েছে, সেহেতু هٰذَا হলো مُبْدَلٌ مِّنْهُ । কেননা, যেটা থেকে বদলানো হয়, তাকে مُبْدَلٌ مِّنْهُ বলা হয়।

আর, যেহেতু اَلْكتابُ الْجديدُ-কে বদলি হিসবে আনা হয়েছে বা اَلْكتابُ الْجديدُ-কে বিকল্প হিসেবে আনা হয়েছে, সেহেতু اَلْكتابُ الْجديدُ হলো بَدَلٌ । কেননা, যেটাকে বদলি হিসেবে আনা হয়, তাকে بَدَلٌ বলা হয়।

তাহলে, তুমি مُبْدَلٌ مِّنْهُ - بَدَلٌ সম্পর্কে বলতে পারো,

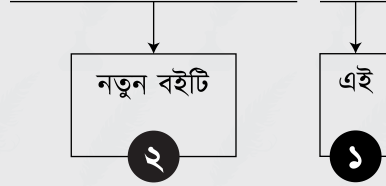
. প্রথম অংশটা হলো مُبْدَلٌ مِّنْهُ আর দ্বিতীয় অংশটা হলো بَدَلٌ

. প্রথম অংশটা হলো লক্ষ্য আর দ্বিতীয় অংশটা হলো উপলক্ষ্য

. প্রথম অংশটা থেকে বদলানো হয় আর দ্বিতীয় অংশটাকে বদলি হিসেবে আনা হয়

"هٰذَا الْكتابُ الْجديدُ" -এর অর্থ হলো "এই নতুন বইটি"। এই শব্দগুচ্ছটি যেহেতু একটি অপূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করছে, সেহেতু এটি একটি বাক্যাংশ তথা جُزْءُ الْجُمْلَةِ ।

هٰذَا الْكتابُ الْجديدُ

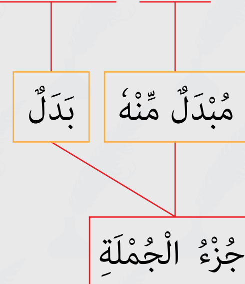


هٰذَا الْكتابُ الْجديدُ

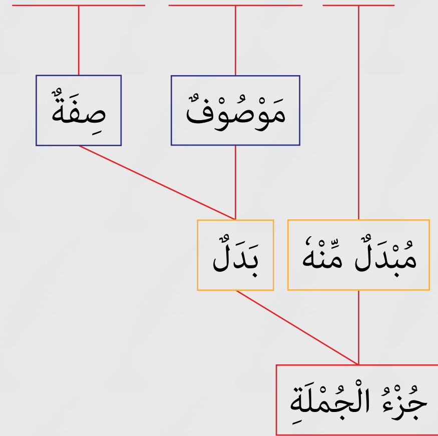


আর এই বাক্যাংশটির ভিতরে আরও দুইটি অংশ রয়েছে। যথা : هٰذا হলো مُبْدَلٌ مِّنْهُ আর اَلْكتابُ الْجديدُ হলো بَدَلٌ ; যে সম্পর্কে প্রথমেই আলোচনা করা হয়েছে।

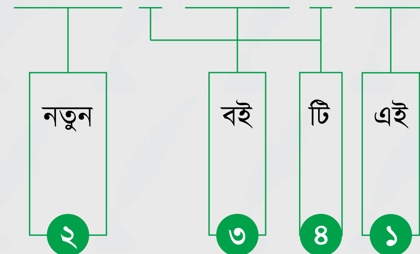
هٰذَا الْكتابُ الْجديدُ



• আবার بَدَلٌ-এর মধ্যে "মারেফা মাওছূফ-ছিফাত" রয়েছে।



অনুবাদ :



এই নতুন বইটি।

তারকীব :

ذٰلِكَ الْمَسْجِدُ الْمَشْهُوْرُ

صِفَةٌ

مَوْصُوْفٌ

بَدَلٌ

مُبْدَلٌ مِّنْهُ

جُزْءُ الْجُمْلَةِ

অনুবাদ :

ذلك الـمسجد الـمشهور

প্রসিদ্ধ ২

মসজিদ ৩

টি ৪

ঐ ১

ঐ প্রসিদ্ধ মসজিদটি।

অনুগ্রহপূর্বক পড়া অপূর্ণ রেখে সামনে অগ্রসর হবে না।

তারকীব : هٰذِهِ الْمِنْضَدَةُ الْمَكْسُوْرَةُ

صِفَةٌ
مَوْصُوْفٌ
بَدَلٌ
مُبْدَلٌ مِّنْهُ
جُزْءُ الْجُمْلَةِ

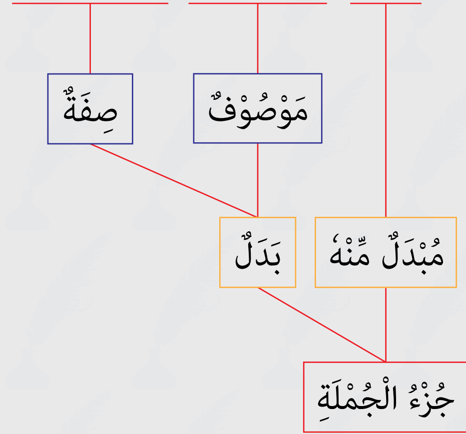
অনুবাদ : هذه الـمنضدة الـمكسورة

ভাঙ্গা ২
তেপায়া ৩
টি ৪
এই ১

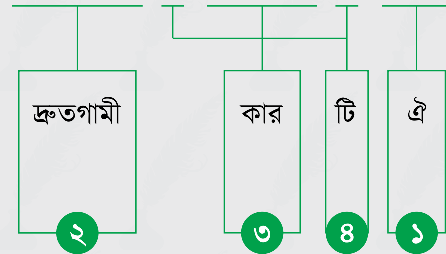
এই ভাঙ্গা তেপায়াটি।

অনুগ্রহপূর্বক পড়া অপূর্ণ রেখে সামনে অগ্রসর হবে না।

তারকীব :



অনুবাদ :



ঐ দ্রুতগামী কারটি।

অনুগ্রহপূর্বক পড়া অপূর্ণ রেখে সামনে অগ্রসর হবে না।

পাঠ ২১ : নীচের বাক্যগুলোর আরবি করো :

ا) هذا الْكتابُ الْأولُ (بـ) هذه النَّظارةُ الصَّافيَةُ (جـ) ذلك الباب العاشر (د) هذا البيت الخامس (هـ) ذلك المنظر الصَّافي (و) تلك المدرسةُ الأولٰى (ز) هذه الطَّائرة الرَّابعة (حـ) هذا القلم الثَّاني (طـ) ذلك المطار الثَّالثُ (يـ) هذا الكتاب الغالي

ا) تلك السيارة السادسة (بـ) ذلك الصندوق السابع (جـ) هذه المدينة الثانية (د) تلك القرية الثّامنة (هـ) هذه الكراسة التّاسعة (و) هذا الطريق الثاني (ز) ذلك السوق الثالث (حـ) هذا اللّباس الغالي (طـ) تلك الطائرة العالية (يـ) ذلك البيت العالي

ا) هذا الطريق الأول (بـ) هذه القلنسوة الثالثة (جـ) ذلك السوق الرابع (د) تلك الساعة الغالية (هـ) تلك المدرسة العالية (و) هذه الوسادة الخامسة (ز) هذه المدينة الأولٰى (حـ) تلك المدينة الأولٰى (طـ) هذا المنظر الغال (يـ) ذلك الفراش السابع

ا) هذا الباب الأول (بـ) تلك الْعَصَا الثَّالثةُ (جـ) هذا المصباح الرابع (د) هذه الكرة الغالية (هـ) ذلك المسجد العالي (و) هذا المنديل الخامس (ز) تلك القرية الأولى (حـ) هذه القرية الأولى (ط) ذلك القلم الغالي (يـ) هذا اللباس السابع

নীচের বাংলা বাক্যগুলোর আরবি করো :

এক. (ক) এই প্রথম কারটি (খ) ঐ উচ্চ বিদ্যালয়টি (গ) এই দামী কলমটি (ঘ) ঐ স্বচ্ছ চশমাটি (ঙ) এই দ্বিতীয় বিমানটি (চ) ঐ চতুর্থ রাস্তাটি (ছ) এই উঁচু পথটি (জ) ঐ দশম বাজারটি (ঝ) এই ৯নং কক্ষটি (ঞ) ঐ তৃতীয় বিমানবন্দরটি

দুই. (ক) ঐ পাঁচ নাম্বার রাস্তাটি (খ) এই দ্বিতীয় বাজারটি (গ) ঐ সপ্তম বাজারটি (ঘ) এই ষষ্ঠ গ্রামটি (ঙ) ঐ অষ্টম শহরটি (চ) এই স্বচ্ছ দৃশ্যটি (ছ) ঐ প্রথম রাজধানীটি (জ) এই তৃতীয় বাতিটি (ঝ) ঐ উঁচু সাইকেলটি (ঞ) এই উঁচু ঘরটি

তিন. (ক) ঐ স্বচ্ছ জানালাটি (খ) এই দ্বিতীয় লাঙ্গলটি (গ) ঐ দশম মানচিত্রটি (ঘ) ঐ নবম খাতাটি (ঙ) এই দামী পাখাটি (চ) ঐ প্রথম বিমানটি (ছ) এই প্রথম রুলারটি (জ) ঐ দামী কলমটি (ঝ) এই তৃতীয় কামরাটি (ঞ) ঐ চতুর্থ সাইকেলটি

চার. (ক) এই স্বচ্ছ কারটি (খ) ঐ দ্বিতীয় লাঙ্গলটি (গ) এই দশম মানচিত্রটি (ঘ) ঐ নবম খাতাটি (ঙ) এই মূল্যবান কারটি (চ) ঐ প্রথম বিমানটি (ছ) এই প্রথম রাস্তাটি (জ) এই দামী কলমটি (ঝ) ঐ তৃতীয় পথটি (ঞ) এটা চতুর্থ সাইকেলটি

পাঁচ. (ক) ঐ স্বচ্ছ বাতিটি (খ) এই পথ প্রদর্শক বইটি (গ) ঐ পথ প্রদর্শক মানচিত্রটি (ঘ) এই দ্বিতীয় ঘরটি (ঙ) ঐ মূল্যবান ঘড়িটি (চ) এই পথ প্রদর্শক লাঠিটি (ছ) এই দ্বিতীয় শহরটি (জ) ঐ দামী পোশাকটি (ঝ) এই পথ প্রদর্শক চশমাটি (ঞ) ঐ উঁচু সাইকেলটি

ছয়. তুমি নিজে কিছু বাক্যাংশ লিখো ও তার আরবি করো।

এবার, تَمْرِيْنٌ করো।

প্রথমে,

১ম জন : ঐ উচ্চ বিদ্যালয়টি।

২য় ও ৩য় জন : هٰذِهِ المدرسةُ العاليةُ । এমন করে বেশ কিছুক্ষণ চলবে।

তারপর,

২য় জন : ঐ উচ্চ বিদ্যালয়টি।

১ম ও ৩য় জন : هٰذِهِ المدرسةُ العاليةُ । এমন করে বেশ কিছুক্ষণ চলবে।

অতঃপর,

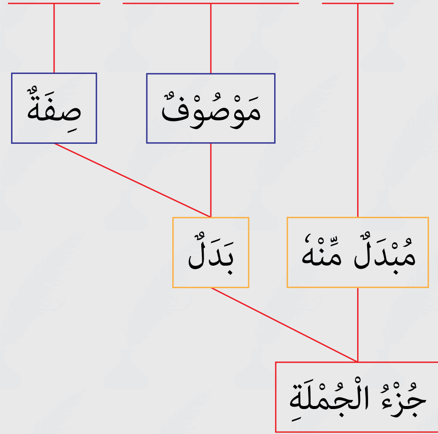
৩য় জন : ঐ উচ্চ বিদ্যালয়টি।

১ম ও ২য় জন : هٰذِهِ المدرسةُ العاليةُ । এমন করে বেশ কিছুক্ষণ চলবে।

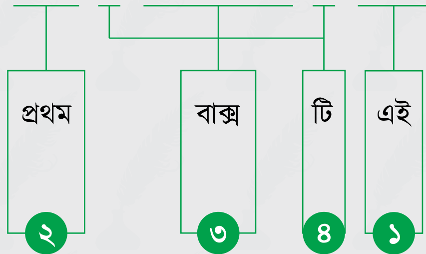
বাংলা > আরবি || আরবি > বাংলা

বাংলা থেকে আরবির تَمْرِيْنٌ করো। অতঃপর আরবি থেকে বাংলার تَمْرِيْنٌ করো।

তারকীব :



অনুবাদ :



এই প্রথম বাক্সটি।

তারকীব :

ذٰلِكَ الطَّرِيْقُ الْعَالِيْ

صِفَةٌ | مَوْصُوْفٌ

بَدَلٌ | مُبْدَلٌ مِّنْهُ

جُزْءُ الْجُمْلَةِ

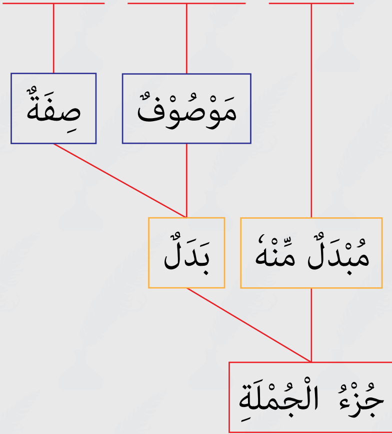
অনুবাদ :

ذلك الـطريق الـعالي

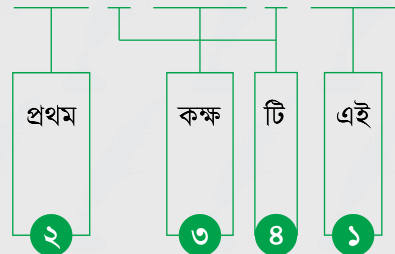
উঁচু ২ | রাস্তা ৩ | টি ৪ | ঐ ১

ঐ উঁচু রাস্তাটি।

তারকীব :



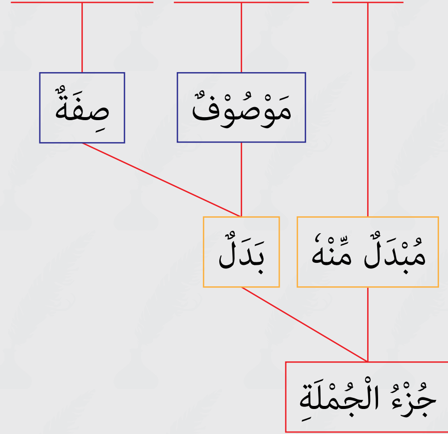
অনুবাদ :



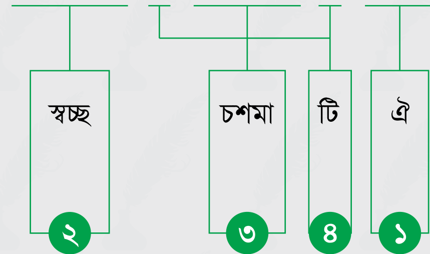
এই প্রথম কক্ষটি।

অনুগ্রহপূর্বক পড়া অপূর্ণ রেখে সামনে অগ্রসর হবে না।

তারকীব : تِلْكَ النَّظَّارَةُ الصَّافِيَةُ



অনুবাদ : تلك الـنظارة الـصافية



ঐ স্বচ্ছ চশমাটি।

পাঠ ২২ : নীচের বাক্যগুলোর আরবি করো :

١) هذه الألفُ المفتوحةُ (بـ) تلك الألف المقصورة (جـ) هذه الباء المكسورة (د) تلك التاء المضمومة (هـ) هذه الألف الممدودة (و) تلك الثاء المتحركة (ز) هذه الياء الساكنة (حـ) تلك الهمزة المشددة (طـ) هذه الواو المتحركة (يـ) هذا الحرف المتحرك

١) هذه الأرض الصغيرة (بـ) تلك الريح المفيدة (جـ) هذه الحرب الكبيرة (د) تلك الخمر القديمة (هـ) هذه القوس الضعيفة (و) تلك النار القوية (ز) هذه البئر المغلقة (حـ) تلك اليَدُ المكسورة (طـ) هذه العين المفتوحة (يـ) هذه الدار الجديدة

١) تلك الإصبع القوية (بـ) هذه الخمر الغالية (جـ) تلك الأذن النظيفة (د) هذه الشمس الطيبة (هـ) هذه اللّام المشدَّدة (و) هذه العين المتحركة (ز) تلك الميم الساكنة (حـ) هذه القوس القوية (طـ) هذه النار المفتوحة (يـ) تلك الغين المفتوحة

নীচের বাংলা বাক্যগুলোর আরবি করো :

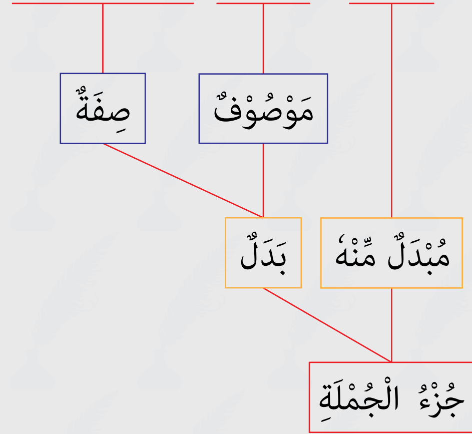
এক. (ক) এই ফাতহাকৃত জ্বীম-হরফটি (খ) ঐ হ্রস্বকৃত আলিফ-হরফটি (গ) এই দীর্ঘ-মদযুক্ত আলিফ-হরফটি (ঘ) ঐ সুকূনকৃত সীন-হরফটি (ঙ) এই দ্বিতীয় তা-হরফটি (চ) ঐ তাশদীদকৃত হরফটি (ছ) এই কাসরাকৃত ফা-হরফটি (জ) ঐ দ্বম্মাকৃত নূন-হরফটি (ঝ) ঐ হরকতকৃত আলিফ-হরফটি (ঞ) এই প্রথম তা-হরফটি

দুই. (ক) ঐ শক্তিশালী আগুনটি (খ) এই পরিচ্ছন্ন কানটি (গ) এই বড় যুদ্ধটি (ঘ) ঐ উঁচু জমিটি (ঙ) এই ভালো রোদটি (চ) ঐ ভাঙ্গা কুয়াটি (ছ) এই ভাঙ্গা হাতটি (জ) ঐ ছোট আঙ্গুলটি (ঝ) এই খোলা বাড়িটি (ঞ) ঐ অরিচ্ছন্ন মদটি

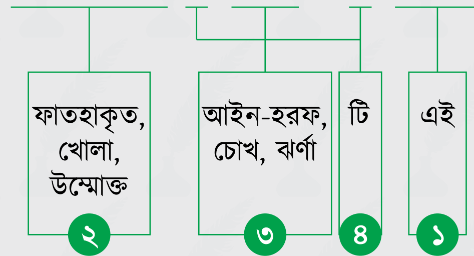
তিন. (ক) এই দ্বিতীয় শীন-হরফটি (খ) ঐ দ্বম্মাকৃত বা-হরফটি (গ) এই প্রথম লাম-হরফটি (ঘ) ঐ পুরোনো মদটি (ঙ) এই দামী ধনুকটি (চ) ঐ প্রসিদ্ধ বাড়িটি (ছ) এই ভাঙ্গা আঙ্গুলটি (জ) ঐ স্বচ্ছ চোখটি (ঝ) ঐ দ্বিতীয় কুয়াটি (ঞ) এই পবিত্র যুদ্ধটি

এবার বাংলা থেকে আরবি ও আরবি থেকে বাংলার তামরীন করো।

তারকীব :



অনুবাদ :



এই ফাতহাকৃত আইন-হরফটি

এই খোলা চোখটি

এই উন্মোক্ত ঝর্ণাটি

তারকীব : تِلْكَ الدَّارُ الْمَشْهُوْرَةُ

صِفَةٌ
مَوْصُوْفٌ
بَدَلٌ
مُبْدَلٌ مِّنْهُ
جُزْءُ الْجُمْلَةِ

অনুবাদ : تلك الـدار الـمشهورة

প্রসিদ্ধ ২
বাড়ি ৩
টি ৪
ঐ ১

ঐ প্রসিদ্ধ বাড়িটি

অনুগ্রহপূর্বক পড়া অপূর্ণ রেখে সামনে অগ্রসর হবে না।

পাঠ ২৩ : নীচের বাক্যগুলোর আরবি করো :

ا) هذا الكتابُ الأزرقُ (بـ) ذلك الجدار الأحمر (جـ) هذا المصباح الأخضر (د) تلك القلنسوة الخضرآء (هـ) هذه الحقيبة السودآء (و) تلك الطاولة الصفرآء (ز) هذه الكراسة الزرقآء (حـ) تلك السيارة البيضآء (طـ) هذا العلم الأسود (يـ) هذه المظلة الحمرآء

ا) تلك القرية الخضرآء (بـ) هذه القوس السودآء (جـ) هذه الأرض حمرآء (د) تلك المروحة الزرقآء (هـ) هذا القميص الأصفر (جـ) تلك البئر السودآء (د) هذا الحرف الأحمر (هـ) تلك الطائرة الزرقآء (و) هذه العين الحمرآء (ز) هذه العمامة البيضآء (حـ) ذلك المحراث الأصفر (طـ) هذه الخارطة الأسود (يـ) تلك الكرة الصفرآء

ا) تلك الحديقة الخضرآء (بـ) هذا المصباح الأحمر (جـ) هذه السيارة الزرقآء (د) ذلك الصندوق الأصفر (هـ) هذا الحذاء الأبيض (و) تلك المساحة السودآء (ز) هذا المنظر الأخضر (حـ) هذه الكرة الحمرآء (طـ) تلك اليد الصفرآء (يـ) هذه النار الحمرآء

ا) هذه الحديقة الخضرآء (بـ) ذلك المصباح الأحمر (جـ) هذه السيارة الزرقآء (د) ذلك الصندوق الأصفر (هـ) هذا الحذاء الأبيض (و) تلك المساحة السودآء (ز) هذا المنظر الأخضر (حـ) تلك الكرة الحمرآء (طـ) هذه اليد الصفرآء (يـ) تلك النار الحمرآء

ا) تلك الوسادة البيضآء (بـ) هذا القميص الأصفر (جـ) هذه البئر السودآء (د) تلك الخمر الحمرآء (هـ) هذه الطائرة الزرقآء (و) تلك العين الحمرآء (ز) هذه العمامة البيضآء (حـ) ذلك المحراث الأصفر (طـ) تلك الخارطة الأسود (يـ) هذه الكرة الصفرآء

নীচের বাংলা বাক্যগুলোর আরবি করো :

এক. (ক) এই লাল জামাটি (খ) ঐ নীল পোশাকটি (গ) এই হলুদ বাতিটি (ঘ) ঐ সবুজ বাতিটি (ঙ) ঐ সাদা রুমালটি (চ) এই কালো চোখটি (ছ) ঐ লাল বাতাসটি (জ) এই নীল চশমাটি (ঝ) ঐ হলুদ ঘরটি (ঞ) এই সবুজ বাগানটি

দুই. (ক) ঐ নীল বালিশটি (খ) এই সাদা দেয়ালটি (গ) ঐ লাল কলমটি (ঘ) এই কালো সাইকেলটি (ঙ) ঐ হলুদ জমিটি (চ) এই সবুজ পাখাটি (ছ) ঐ সবুজ পতাকাটি (জ) এই সাদা ম্যাপটি (ঝ) ঐ সবুজ বিছানাটি (ঞ) এই কালো পতাকাটি

তিন. (ক) এই সাদা বালিশটি (খ) ঐ লাল আগুনটি (গ) এই লাল চোখটি (ঘ) ঐ নীল আকাশটি (ঙ) এই হলুদ হাতটি (চ) ঐ সবুজ জুতাটি (ছ) এই সবুজ দেয়ালটি (জ) ঐ সাদা টুপিটি (ঝ) ঐ নীল টেবিলটি (ঞ) এই কালো মদটি।

চার. (ক) ঐ নীল খাতাটি (খ) এই হলুদ হারটি (গ) ঐ সাদা চেয়ারটি (ঘ) এই নীল জানালাটি (ঙ) ঐ কালো ব্যাগটি (চ) এই সবুজ বাতিটি (ছ) ঐ সবুজ ছাতাটি (জ) ঐ সাদা কারটি (ঝ) এই সবুজ পাগড়ীটি (ঞ) ঐ লাল বলটি

এবার, تَمْرِيْنٌ করো।

প্রথমে,

১ম জন : এই নীল বইটি

২য় ও ৩য় জন : هذا الكتاب الأزرق । এমন করে বেশ কিছুক্ষণ চলবে।

তারপর,

২য় জন : এই নীল বইটি

১ম ও ৩য় জন : هذا الكتاب الأزرق । এমন করে বেশ কিছুক্ষণ চলবে।

অতঃপর,

৩য় জন : এই নীল বইটি

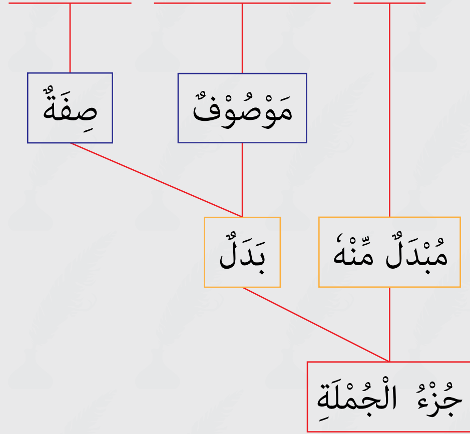
১ম ও ২য় জন : هذا الكتاب الأزرق । এমন করে বেশ কিছুক্ষণ চলবে।

বাংলা > আরবি || আরবি > বাংলা

বাংলা থেকে আরবির تَمْرِيْنٌ করো। অতঃপর আরবি থেকে বাংলার تَمْرِيْنٌ করো।

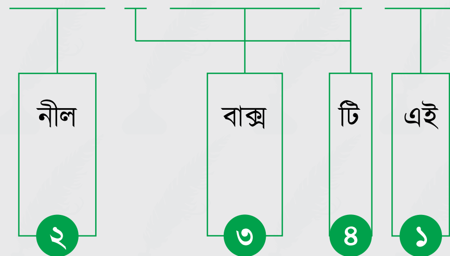
তারকীব :

هٰذَا الصُّنْدُوْقُ الْأَزْرَقُ



অনুবাদ :

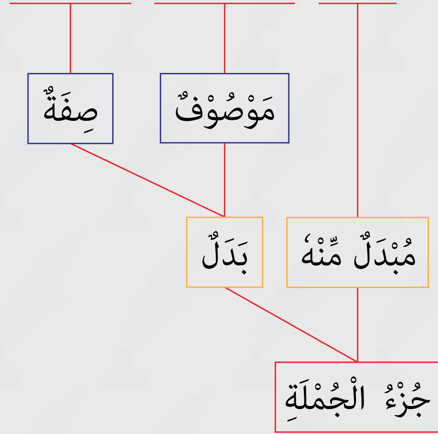
هذا الـصندوق الـأزرق



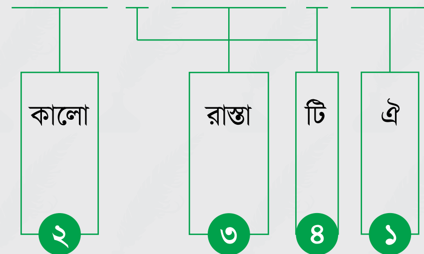
এই নীল বাক্সটি

এই নীল রঙের বাক্সটি

তারকীব :



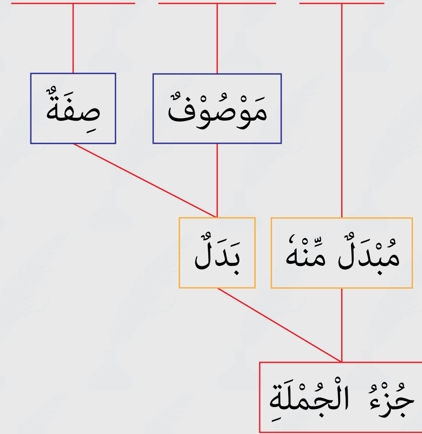
অনুবাদ :



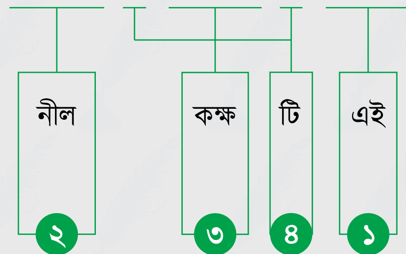
ঐ কালো রাস্তাটি

ঐ কালো রঙের রাস্তাটি

তারকীব :



অনুবাদ :

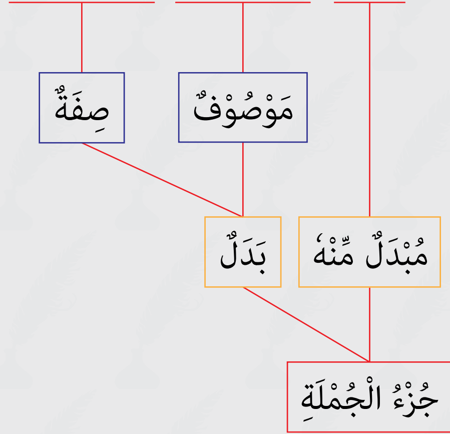


এই নীল কক্ষটি

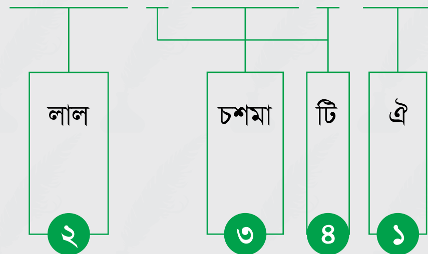
এই নীল রঙের কক্ষটি

অনুগ্রহপূর্বক পড়া অপূর্ণ রেখে সামনে অগ্রসর হবে না।

তারকীব :



অনুবাদ :



ঐ লাল চশমাটি

ঐ লাল রঙের চশমাটি

পাঠ ২৪ : নীচের বাক্যগুলোর আরবি করো :

ا) هذا الكتابُ الْمَدْرَسِيُّ (بـ) تلك الساعة الجداريَّـةُ (جـ) هذه الساعة الطاولـيـة (د) تلك المدرسة المديـنِـيَّةُ (هـ) هذه الحـقـيـبـة اليَدَوِيَّـةُ (و) ذلك المصباح الطاوِلـيُّ (ز) تلك الكراسة المدرسِيَّـةُ (حـ) هذه الدارُ القَرَوِيَّـةُ (ط) تلك النافذة البَيْـتِـيَّـة (يـ) هذه الخارطة المديـنِـيَّـةُ

ا) تلك الحديقة القَرَوِيَّـة (بـ) هذه الساعة الشمسيَّـةُ (جـ) تلك السيارة القَرَوِيَّـةُ (د) ذلك المنديل اليَدَوِيُّ (هـ) هذه المسطرة الكُـرَّاسِيَّـة (و) تلك المساحة السبورية (ز) هذا المنظر المديني (حـ) هذه الكرة اليدوية (ط) تلك الكراسة اليدوية (يـ) هذه المظلة الشمسية

ا) هذه النظارة الشمسية (بـ) هذه القوس الحَرْبِـيَّـةُ (جـ) تلك الأرض القروية (د) هذه المروحة الطاولية (هـ) هذا المفتاح القفلي (و) ذلك العَلَم المدرسي (ز) هذا القفل البيتي (حـ) هذه الكلمة الجيمية (ط) تلك الوسادة الفراشية (يـ) ذلك الحذاء البيتي

নীচের বাংলা বাক্যগুলোর আরবি করো :

এক. (ক) এই গ্রাম্য বাগানটি (খ) ঐ সূর্য-ঘড়িটি (গ) এই গ্রাম্য কারটি (ঘ) ঐ হাত রুমালটি (ঙ) এই খাতার রুলারটি (চ) ঐ ব্ল্যাকবোর্ড-ডাস্টারটি (ছ) এই শহুরে দৃশ্যটি (জ) ঐ হ্যান্ড-বলটি (ঝ) এই হ্যান্ড-নোটটি (ঞ) ঐ রৌদ্র ছাতাটি

দুই. (ক) ঐ স্কুল-বুকটি (খ) এই দেয়াল-ঘড়িটি (গ) ঐ টেবিল-ঘড়িটি (ঘ) এই শহুরে মাদ্রাসাটি (ঙ) ঐ হ্যান্ড-ব্যাগটি (চ) এই টেবিল-ল্যাম্পটি (ছ) ঐ স্কুল-নোটটি (জ) এই গ্রাম্য বাড়িটি (ঝ) ঐ শহুরে মানচিত্রটি (ঞ) ঐ ঘরোয়া জানালাটি

তিন. (ক) এই সানগ্লাসটি (খ) ঐ যুদ্ধ-ধনুকটি (ঐ জঙ্গী ধনুকটি) (গ) এই শহুরে জমিটি (ঘ) ঐ টেবিল-ফ্যানটি (ঙ) বাক্সের এই চাবিটি (বাক্সের সাথে সম্পর্কিত এই চাবিটি) (চ) মাদ্রাসার সাথে সম্পর্কিত এই পতাকাটি (ছ) ঐ ঘরোয়া তালাটি (জ) জ্বীম-হরফের সাথে সম্পর্কিত এই শব্দটি (ঝ) বিছানার সাথে সম্পর্কিত ঐ বালিশটি (ঞ) এই বই-বাজারটি

এবার বাংলা থেকে আরবি ও আরবি থেকে বাংলার তামরীন করো।

তারকীব :

هٰذَا الصُّنْدُوْقُ الْيَدَوِيُّ

صِفَةٌ
مَوْصُوْفٌ
بَدَلٌ
مُبْدَلٌ مِّنْهُ
جُزْءُ الْجُمْلَةِ

অনুবাদ :

هذا الـصندوق الـيدوي

হাতের সাথে সম্পর্কিত
বাক্স
টি
এই

১ ৩ ৪ ২

হাতের সাথে সম্পর্কিত এই বাক্সটি

হাত দ্বারা নির্মিত এই বাক্সটি

তারকীব : ذٰلِكَ الطَّرِيْقُ الْقَرَوِيُّ

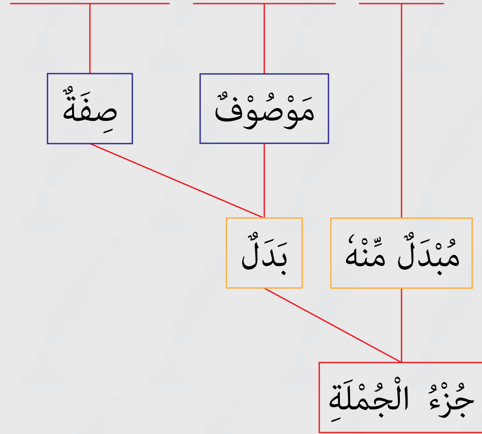
অনুবাদ : ذلك الـطريق الـقروي

ঐ গ্রাম্য রাস্তাটি / ঐ গ্রামীণ রাস্তাটি

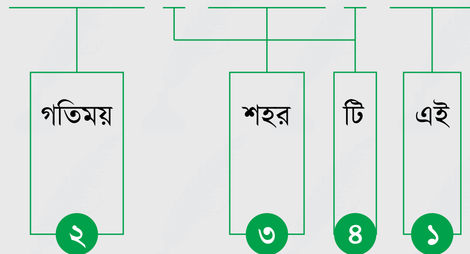
গ্রামের সাথে সম্পর্কিত ঐ রাস্তাটি

ঐ মেঠো পথটি

তারকীব :



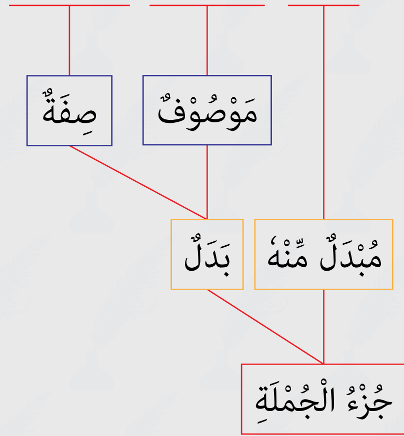
অনুবাদ :



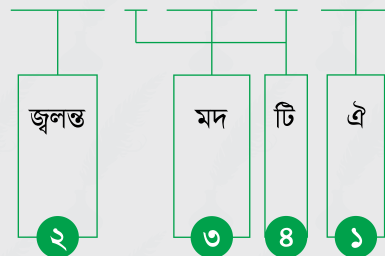
এই গতিময় শহরটি

এই গাড়ির শহরটি / এই চলন্ত শহরটি

তারকীব :

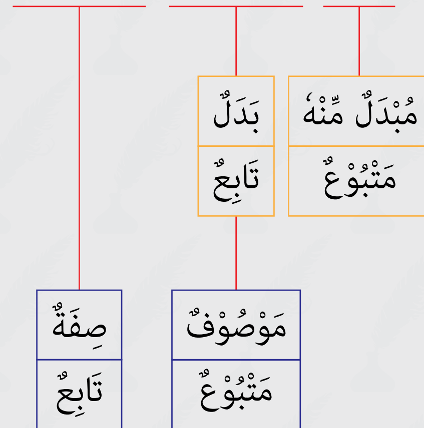


অনুবাদ :



ঐ জ্বলন্ত মদটি

পাঠ ২৫ : هٰذَا الْكِتَابُ الْجَدِيدُ



الكتاب অনুসরণ করেছে هذا-কে। কেননা, بدل অনুসরণ করে مبدل منه-কে। আবার الجديد অনুসরণ করেছে الكتاب-কে। কেননা, صفة অনুসরণ করে موصوف-কে।

বি.দ্র. صفة-কে আমরা نَعْتٌ-ও বলতে পারি।

এবং موصوف-কে আমরা مَنْعُوْتٌ-ও বলতে পারি।

*** তুমি হয়তো বা "নাতে রসূল" শোনে থাকবে। "নাতে রসূল" মানে হলো "রসূলের গুণ"। রসূলের গুণ বর্ণনা করে যেসব গজল তৈরি হয়, তাকে "নাতে রসূল" বলা হয়।

তাহলে আমরা বলতে পারি যে,

هذا মুযাক্কার হয়েছে বলে তার বদল الكتاب-ও মুযাক্কার হয়েছে। আবার الكتاب মুযাক্কার হয়েছে বলে তার ছিফত/নাত الجديد-ও মুযাক্কার হয়েছে।

আমরা আরও বলতে পারি যে,

هذا মারেফা হয়েছে বলে তার বদল الكتاب-ও মারেফা হয়েছে। আবার الكتاب মারেফা হয়েছে বলে তার ছিফত/নাত الجديد-ও মারেফা হয়েছে।

এমনিভাবে তুমি ذلك الكتاب الجديد، هذه المدرسة الجديدة، تلك المدرسة الجديدة، هذه الباء المضمومة، تلك النار القوية، ذلك الكتاب الأبيض، هذه القلنسوة البيضآء ..... ইত্যাদিসবের ব্যাখ্যা করতে পারো। আর তোমার উচিতও হলো, এগুলো ব্যাখ্যা করে, উত্তমভাবে বুঝার পর সামনে অগ্রসর হওয়া।

উদাসীনতা কাফেরদের গুণ।

পাঠ ২৬ : তুমি এ পর্যন্ত এমন বেশ কয়েকটি শব্দ আয়ত্ব করেছো, যেগুলোর নাকেরা ও মারেফার উভয়টিই হয় এবং তাদের আভিধানিক অর্থও রয়েছে। মারেফাটি আভিধানিক অর্থ প্রদান করার সাথে সাথে আবার পারিভাষিক অর্থও প্রদান করতে পারে। যেমন :

মারেফার পারিভাষিক অর্থ		মারেফার আভিধানিক অর্থ		নাকেরার আভিধানিক অর্থ	
আল-কোরআন	اَلْكِتَابُ	বইটি	اَلْكِتَابُ	একটি বই	كِتَابٌ
কিয়ামত	اَلسَّاعَةُ	ঘড়িটি	اَلسَّاعَةُ	একটি ঘড়ি	سَاعَةٌ
দুনিয়া	اَلدُّنْيَا	নিম্নতর	اَلدُّنْيَا	নিম্নতর, নিকৃষ্ট	دُنْيَا
পৃথিবী	اَلْأَرْضُ	জমিটি	اَلْأَرْضُ	একটি জমি	أَرْضٌ
সূর্য	اَلشَّمْسُ	রোদটি	اَلشَّمْسُ	একটি রোদ	شَمْسٌ
জাহান্নাম	اَلنَّارُ	আগুনটি	اَلنَّارُ	একটি আগুন	نَارٌ
আসমান	اَلسَّمَآءُ	আকাশটি	اَلسَّمَآءُ	একটি আকাশ	سَمَآءٌ

* আমাদের পবিত্র আল-কোরআন একটি নির্দিষ্ট বই। তাছাড়া পবিত্র আল-কোরআনের ৭ম সূরা আল-আরাফের ১৯৬ নাম্বার আয়াতে পবিত্র আল-কোরআনকে কিতাব বলা হয়েছে।

إِنَّ وَلِيِّ اللّٰهُ الَّذِيْ نَزَّلَ الْكِتَابَ وَ هُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِيْنَ

নিশ্চয় আমার অভিভাবক হলেন আল্ল-হ, যিনি কিতাব নাযিল করেছেন। আর তিনি নেককারদের দেখাশোনা করেন।

* কিয়ামত একটি নির্দিষ্ট ঘড়ি বা সময়। * দুনিয়া একটা নির্দিষ্ট নিকৃষ্টতর ও নিম্নতর জায়গা। * পৃথিবী একটা নির্দিষ্ট জমি বা ভূমি। * সূর্য এমন একটা নির্দিষ্ট বস্তু, যেখান থেকে রোদের সূচনা। * জাহান্নাম একটা নির্দিষ্ট আগুন। * আসমান একটা নির্দিষ্ট আকাশ বা উর্ধ্বলোক।

বি.দ্র. মারেফার পারিভাষিক বাংলা অর্থগুলো নিজেই মারেফা। তাই এগুলোর সাথে মারেফার (টি, টা, খানা, খানি) আলামত বসানোর তেমন একটা প্রয়োজন নেই।

অধিকাংশ মানুষই ভুল পথে চলে।

পাঠ ২৭ : তুমি এ পর্যন্ত যা যা শিখেছো---

جَدِيْدٌ   كِتَابٌ جَدِيْدٌ   مَدْرَسَةٌ جَدِيْدَةٌ

جَدِيْدَةٌ   اَلْكِتَابُ الْجَدِيْدُ   اَلْمَدْرَسَةُ الجَدِيْدَةُ

● هٰذَا كِتَابٌ جَدِيْدٌ   ● هٰذِهِ مَدْرَسَةٌ جَدِيْدَةٌ

● ذٰلِكَ كِتَابٌ جَدِيْدٌ   ● تِلْكَ مَدْرَسَةٌ جَدِيْدَةٌ

هٰذَا الْكِتَابُ الْجَدِيْدُ   هٰذِهِ الْمَدْرَسَةُ الْجَدِيْدَةُ

ذٰلِكَ الْكِتَابُ الْجَدِيْدُ   تِلْكَ الْمَدْرَسَةُ الْجَدِيْدَةُ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ, তুমি এই প্রথম খণ্ডের এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে এগুলো শিখেছো। যার মধ্যে শুধুমাত্র লাল রঙ্গে চিহ্নিতগুলোই পরিপূর্ণ বাক্য। আর বাকী সবগুলো অপরিপূর্ণ বাক্য।

২য় অধ্যায়ের ২১৮টি পৃষ্ঠার মধ্যে সবুজ রঙ্গের পৃষ্ঠা সংখ্যা মাত্র ৮০টি। এই ৮০টি পৃষ্ঠাই হল মূল পৃষ্ঠা। এই ৮০টি পৃষ্ঠাতে কোনো ধরণের দুর্বলতা গ্রহণযোগ্য নয়। এছাড়াও তুমি আরও অনেক কিছুই নীল রঙ্গের পৃষ্ঠাগুলো থেকে শিখেছো, কিন্তু এই ৮০টি পৃষ্ঠা শিক্ষা করার ক্ষেত্রে কোনো ধরণের দুর্বলতা থাকা যাবে না।

এছাড়াও তুমি শিখেছো---

حَرْفٌ

لَفْظٌ

اَلْحَرْفُ الصَّحِيْحُ

حَرْفُ الْعِلَّةِ

مَدٌّ

مَمْدُوْدَةٌ

أَبْجَدْ

رَقْمُ التَّسَلْسُلِ

اِسْمُ اللَّوْنِ

مُنْصَرِفٌ

غَيْرُ مَنْصَرِفٍ

اَلْيَاءُ التَّوْصِفِيَّةُ

مَوْصُوْفٌ - صِفَةٌ

نَعْتٌ - مَنْعُوْتٌ

مُؤَنَّثٌ

١. ة

٢. أَلِفٌ مَقْصُوْرَةٌ

٣. أَلِفٌ مَمْدُوْدَةٌ

٤. سَمَاعِيٌّ / مَجَازِيٌّ

সময় প্রবাহিত হচ্ছে। আরবি ভাষা শিক্ষার প্রথম দিনটি এখন তোমার অতীত জীবনের একটি অংশ হয়ে গিয়েছে।

ধর্ম যার যার, উৎসব সবার। এটি একটি কুফরি বাক্য।

তিনটি পরামর্শ

- আরবি ভাষা শিক্ষার কাজটি করতে গিয়ে তাড়াহুড়া করবে না। বরং ধীরস্থিরভাবে সম্পাদন করতে সচেষ্ট থাকবে।
- যখন যা পড়বে, তখন তা মনে মনে পড়বে না। বরং স্বর করে পড়বে, যাতে তোমার কান তা খুব ভালো করে শোনতে পারে।
- মেসওয়াক করে পড়তে বসবে, তাহলে স্বর করে পড়তে ভালো লাগবে এবং মুখস্থও দ্রুত হবে, إِنْ شَاءَ اللّٰهُ ।

বোকা ও দূর্বলরাই অভিমান ও অভিযোগ করে থাকে। বুদ্ধিমান ও কৌশলীরাই অভিযোগের কারণ দূর করে।

জীবনের লক্ষ্যকে পরিষ্কার রেখো।
সবসময় বিশ্বাস রেখো-
বড় কিছু করার জন্যেই পৃথিবীতে এসেছো।

বিশ্বাসের আলোকে কর্মপন্থা রচনা করো।
ঝর্ণার গতিময়তায় কাজ করো।
সাফল্য তোমার পদচুম্বন করবেই।
إِنْ شَاءَ اللّٰهُ

সুযোগ পেলেই সকালে খালি পায়ে ঘাসের উপর হাঁটো।
ভোরের হাওয়া মুহূর্তেই সকল ক্লান্তি-অবসাদ দূর করে।

কিতাব ও শিক্ষক; এই দুইয়ের সমন্বয়ে
ইলম শিখতে হয়।

সৃষ্টি যাঁর, বিধান চলবে তাঁর।

আল্ল-হর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া কুফরি।

দুনিয়া হলো আখিরাতের শস্যক্ষেত্র। (কথাটি ঠিক কিন্তু এটা কোনো হাদীস নয়)

কাফেরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা হারাম।

নিজের ও পরিবারের হার্টের যত্ন নাও।
সময় পেলেই বুক ফুলিয়ে দম নাও।
লম্বা লম্বা দম নিয়ে কোরআন তেলাওয়াত করো।

উদাসীনতা কাফেরদের গুণ।

অধিকাংশ মানুষই ভুল পথে চলে।

মুমিনের অন্তর্দৃষ্টি

إِنَّ	فِيْ	ذٰلِكَ	لَـ	اٰيٰتٍ	لِّـ	لْمُتَوَسِّمِيْنَ
নিশ্চয়	তে	তা	অবশ্যই	বহু নিদর্শন	জন্য	চিন্তাশীলদের

إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ

নিশ্চয় তাতে চিন্তাশীলদের জন্য (অবশ্যই) বহু নিদর্শন রয়েছে।

{সূরা হিজর (১৫) : ৭৫}

সূরা হিজরের ৭৫ নাম্বার আয়াতে উল্লেখিত مُتَوَسِّمٌ শব্দটি দ্বারা আসলে সেই ব্যক্তিকে বুঝানো হয়, যিনি বাহ্যিক লক্ষনাদি ও আলামত দেখেই স্বীয় অন্তর্দৃষ্টি ও বিচক্ষণতা দ্বারা কোন গোপন বিষয়ের সন্ধান লাভ করতে পারেন। যেমন, রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শানে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা বলেন-

إِنِّيْ تَوَسَّمْتُ فِيْكَ الْخَيْرَ أَعْرِفُهُ - وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ أَنِّيْ ثَابِتُ الْبَصَرِ

নিশ্চয় আমি আপনার বাহ্যিক উত্তম লক্ষনাদি ও আলামত দেখে পূর্বেই আপনাকে সনাক্ত করে ফেলেছি। আল্লাহর কসম! আমার দৃষ্টি ভুল হতে পারে না।

(মুকাম্মাল লোগাতুল কুরআন)

অন্তর্দৃষ্টি ও বিচক্ষণতা সম্পন্ন মুমিনদের সম্পর্কে হাদীসে বলা আছে-

اِتَّقُوْا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهٗ يَنْظُرُ بِنُوْرِ اللّٰهِ

মুমিনের অন্তর্দৃষ্টিকে ভয় কর। কেননা, সে আল্লাহর নূর দ্বারা দেখে থাকে।

কোন-কোন রেওয়ায়াতে بِنُوْرِ اللّٰهِ-এর সঙ্গে وَ بِتَوْفِيْقِ اللّٰهِ-এরও উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ-

اِتَّقُوْا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهٗ يَنْظُرُ بِنُوْرِ اللّٰهِ وَ بِتَوْفِيْقِ اللّٰهِ

মুমিনের অন্তর্দৃষ্টিকে ভয় কর। কেননা, সে আল্লাহর নূর ও তাওফীক দ্বারা দেখে থাকে। (জামে তিরমিযী ৩১২৬; তাফসীরে তবারী ১৪/৯৬)

তাফসীরে উসমানী ও মুকাম্মাল লোগাতুল কুরআন থেকে সংগৃহীত ও পরিমার্জিত।

ঈমান এবং তাক্ওয়ার সিঁড়ি

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ أٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا إِذَا مَا اتَّقُوا وَّ أٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوا وَّ أٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوا وَّ أَحْسَنُوْا ؕ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۧ

لَيْسَ	عَلَى	الَّذِيْنَ	أٰمَنُوْا	وَ	عَمِلُوا	الصّٰلِحٰتِ	جُنَاحٌ
নেই	উপর	তাদের	যারা ঈমান এনেছে	ও	যারা করেছে	সৎকর্ম	কোনো গোনাহ

فِيْمَا	طَعِمُوْا		إِذَا مَا	اتَّقُوا	وَّ
তাতে	তারা খেয়েছে	(পূর্বে যা কিছু)	যদি	তারা ভয় করে চলে	ও

أٰمَنُوْا	وَ	عَمِلُوا	الصّٰلِحٰتِ	ثُمَّ	اتَّقَوا	وَّ
তারা ঈমান আনে	ও	তারা করে	সৎকর্ম	অতঃপর	তারা ভয় করে চলে	ও

أٰمَنُوْا	ثُمَّ	اتَّقَوا	وَّ	أَحْسَنُوْا
তারা ঈমান আনে	পুনরায়	তারা ভয় করে চলে	ও	তারা এহসান তথা সৎকর্ম করে

وَ	اللّٰهُ	يُحِبُّ	الْمُحْسِنِيْنَ
আর	আল্লাহ	ভালবাসেন	এহসানকারীদেরকে তথা সৎকর্ম সম্পাদনকারীদেরকে

অত্যন্ত সহীহ ও শক্তিশালী হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে যে, যখন মদ হারাম হওয়ার আয়াতসমূহ নাযিল হল, তখন সাহাবীগণ আল্লাহর রাসূলকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই মুসলমানদের কী অবস্থা হবে, যারা মদ হারাম হওয়ার হুকুম আসার পূর্বে মদ পান করেছিল এবং সেই অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করেছে? যেমন, কতক সাহাবী মদ পান করে উহুদের যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন এবং পেটে মদ থাকা অবস্থায়ই শহীদ হয়েছেন।"-এই জিজ্ঞাসার উত্তরে ৫নং সূরা মায়েদার ৯৩ নাম্বার আয়াত নাযিল হয়েছে। (তিরমিযী ৩০৫১, সহীহ ইবনে হিব্বান ৫৩৫০)

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْٓا اِذَا مَا اتَّقُوا وَّ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوا وَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوا وَّ اَحْسَنُوْا ؕ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۠

যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তারা (পূর্বে) কিছু খেয়ে থাকলে তাতে তাদের কোনো গোনাহ নেই, যদি তারা (ভবিষ্যতে আল্লাহকে) ভয় করে চলে এবং ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, অতঃপর ভয় করে চলে ও ঈমান আনে, পুনরায় ভয় করে চলে ও এহসান তথা সৎকর্ম করে। আর আল্লাহ এহসানকারীদেরকে ভালবাসেন।

মদ হারাম হওয়ার পূর্বে মদ পান করা না গোনাহের কাজ ছিল আর না সোয়াবের কাজ ছিল, অর্থাৎ মদ হারাম হওয়ার পূর্বে মদ পান করা মুবাহ ছিল। সুতরাং এই আয়াতের শব্দাবলির ব্যাপকতা ও অন্যান্য রেওয়ায়েত দৃষ্টে এই আয়াতের অর্থ

হচ্ছে, জীবিত হউক বা মৃত - (لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ أٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا) যারা ঈমান রাখে ও নেক আমল করে, তাদের জন্য কোনো মুবাহ দ্রব্য, মুবাহ থাকাকালীন খাওয়ায় কোনো গোনাহ নেই। বিশেষত (إِذَا مَا اتَّقَوْا وَّ أٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ) যখন তারা সকল অবস্থায় তাক্ওয়া তথা আল্লাহকে ভয় করে চলে ও ঈমানের গুণাবলিতে গুণান্বিত হয়, (ثُمَّ اتَّقَوا وَّ أٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوا) অতঃপর এই গুণাবলিতে সর্বদা উন্নতি করতে থাকে। এমনকি, তাক্ওয়া ও ঈমানের স্তরসমূহে উন্নতি করতে করতে তারা (وَّ أَحْسَنُوْا) 'এহসান'-এর স্তরে গিয়ে পৌঁছে যায়, যা একজন মুমিনের আধ্যাত্মিক উন্নতির শেষ মাকাম, (وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ) যেখানে পৌঁছার পর আল্লাহ সুবহানু ওয়া তা'আলা স্বীয় বান্দার সাথে খাস মহব্বত করে থাকেন। হাদীসে জিবরাঈলে রয়েছে-

اَلْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ

এহসান হচ্ছে তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছো।

(জামে তিরমিযী ৩০৫২)

আয়াতে اتَّقَوْا ও أٰمَنُوْا একাধিকবার উল্লেখের তাৎপর্য সম্পর্কে মুহাক্কিক ব্যক্তিগণ লিখেছেন, তাক্ওয়ার কয়েকটি স্তর রয়েছে। এবং ঈমানেরও স্তর রয়েছে। অভিজ্ঞতা ও কোরআন-হাদীসের আলোকে এ সত্য প্রমাণিত যে, আল্লাহর যিকির-ফিকির, নেক আমাল ও আল্লাহর রাহে জিহাদের মধ্যে যে পরিমাণ উন্নতি লাভ করতে থাকে, ঠিক সেই পরিমাণ আল্লাহর ভয় বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ঈমান

ও প্রত্যয় দৃঢ় ও অটল হতে থাকে। আলোচ্য আয়াতে ঈমান ও তাক্ওয়ার একাধিক-বার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ أٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا إِذَا مَا اتَّقُوا وَّ أٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوا وَّ أٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوا وَّ أَحْسَنُوْا ؕ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ؏-এর দ্বারা আল্লাহ-অভিমুখে যাত্রার স্তরসমূহের এই উন্নতি ও উত্থানের দিকেই ইশারা করা হয়েছে। এর সাথে সাথে আল্লাহ-অভিমুখে এই যাত্রার সর্বশেষ মাকাম হল "এহসান" তথা বান্দা এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন বান্দা তাঁকে দেখছে। এবং সবশেষে একটি পরিষ্কার কথা এই যে, যে পাক-পবিত্র সাহাবীগণ ঈমান ও তাকওয়ার মধ্যে জীবন কাটিয়েছেন এবং এহসানের স্তর হাসিল করে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে গিয়েছেন। তাদের সম্বন্ধে এ ধরণের সংশয় ও দ্বিধা-সন্দেহ করার মোটেই অবকাশ নেই যে, তাঁরা এমন একটা দ্রব্য ব্যবহার করা অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে, যা তখন হারাম না হলেও পরে হারাম হয়েছে। উহুদের উক্ত সাহাবীদের সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সংশয় ও দ্বিধা-সন্দেহ করার অবকাশ এই জন্যও নেই যে, আল্লাহ لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ أٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا-এতটুকু বলেই শেষ করে দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি إِذَا مَا اتَّقُوا وَّ أٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوا وَّ أٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوا وَّ أَحْسَنُوْا ؕ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ؏ ব্যাপক বর্ণনাপূর্বক এমন ভাষায় উত্তর দিয়েছেন যার দ্বারা উক্ত সাহাবীদের মর্যাদা ও ফজীলতের প্রতিও সূক্ষ্ম ইঙ্গিত করা হয়েছে। সেই সাথে জীবিতদের সম্পর্কেও সংশয় ও দ্বিধা-সন্দেহের অবকাশকেও স্বমূলে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন।

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ بِيَدِهٖ عُوْدٌ فَنَكَتَ فِيْ الْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ قَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ، قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَفَلَا نَتَّكِلُ، قَالَ لَا ... اِعْمَلُوْا وَ لَا تَتَّكِلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ - فَأَمَّا مَنْ أَعْطٰى وَ اتَّقٰى ۙ۵ وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ۙ۶ فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى ؕ۷ وَ أَمَّا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنٰى ۙ۸ وَ كَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ۙ۹ فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى ؕ۱۰

আলী রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত আছে; তিনি বলেছেন, আমরা নবী ছল্লাল্ল-হু ’আলাইহী ওয়া সাল্লাম-এর নিকট বসা ছিলাম এবং তাঁর হাতে এক টুকরো কাঠ ছিল। তিনি তা দিয়ে মাটির উপর রেখা টানলেন, অতঃপর তিনি মাথা তুলে বললেন : তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার জন্য জান্নাতে একটি আসন অথবা জাহান্নামে একটি আসন নির্ধারিত করা হয়নি। জিজ্ঞাসা করা হল, হে আল্ল-হর রসূল! তাহলে আমরা কি ভরসা করব না? তখন তিনি বললেন : না... বরং তোমরা সৎকাজ করতে থাক আর এর উপর ভরসা কর না। কারণ যাকে যে জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য তা সহজবোধ্য করে দেওয়া হয়েছে । অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন : (৯২নং সূরা সূরা লাইলের ৫-১০ নং আয়াত, যার অনুবাদ হল) সুতরাং যে দান করেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে আর উত্তমকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছে, আমি তার জন্য সহজ পথে চলা সুগম করে দিবো। আর যে কার্পণ্য করেছে এবং নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করেছে আর উত্তমকে মিথ্যা বলে মনে করেছে, আমি তার জন্য কঠিন পথে চলা সুগম করে দিবো। (বুখারী ১৩৬২, ৪৯৪৫-৪৯, ৬২১৭, ৬৬০৫, ৭৫৫২; মুসলিম ২৬৪৭/১-২; তিরমিযী ২১৩৬, ৩৩৪৪; আবূ দাঊদ ৪৬৯৪; আহমদ ৬২২, ১০৭০, ১১১৩, ১১৮৪, ১৩৫২)



عَنْ جَابِرٍ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَخَطَّ خَطًّا وَ خَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَ خَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَسَارِهٖ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهٗ فِيْ الْخَطِّ الْأَوْسَطِ فَقَالَ هٰذَا سَبِيْلُ اللّٰهِ ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْآيَةَ - وَ أَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَ لَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ؕ

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত আছে; তিনি বলেছেন, আমরা নবী ছল্লাল্ল-হু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম’র নিকট উপস্থিত ছিলাম, তখন তিনি একটি সরলরেখা টানলেন এবং এর ডান দিকে আরও দুইটি রেখা টানলেন এবং বাম দিকেও আরও দুইটি রেখা টানলেন। অতঃপর তিনি মধ্যবর্তী রেখার উপর তাঁর হাত রাখলেন এবং বললেন : এটা আল্ল-হর রাস্তা। অতঃপর তিনি এই আয়াতখানা (তথা ৬নং সূরা সূরা আনআমের ১৫৩নং আয়াত) তিলাওয়াত করলেন। (যার অনুবাদ হল) আর এটিই আমার সরল পথ। সুতরাং তোমরা এর অনুসরণ করো আর অন্যান্য পথ অনুসরণ করো না, অন্যথায় তা তোমাদেরকে আল্ল-হর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। (আহমদ ১৪৮৫৩, নাসায়ী, দারিমী)



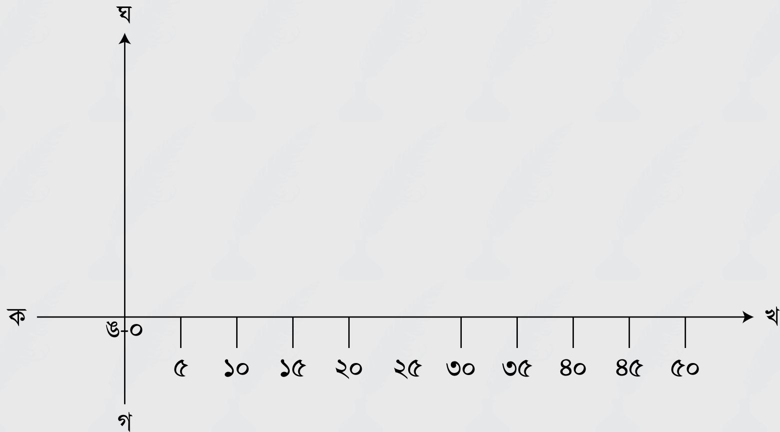
عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَطَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَطًّا مُرَبَّعًا، وَ خَطَّ خَطًّا فِيْ الْوَسَطِ خَارِجًا مِنْهُ، وَ خَطَّ خُطُطًا صِغَارًا إِلٰى هٰذَا الَّذِيْ فِيْ الْوَسَطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِيْ فِيْ الْوَسَطِ، وَ قَالَ هٰذَا الْإِنْسَانُ، وَ هٰذَا أَجَلُهُ مُحِيْطٌ بِهٖ أَوْ قَدْ أَحَاطَ بِهٖ وَ هٰذَا الَّذِيْ هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ، وَ هٰذِهِ الْخُطُطُ الصِّغَارُ الْأَعْرَاضُ، فَإِنْ أَخْطَأَهُ هٰذَا نَهَشَهُ هٰذَا، وَ إِنْ أَخْطَأَهُ هٰذَا نَهَشَهُ هٰذَا

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত আছে; তিনি বলেছেন যে, নবী ছল্লাল্ল-হু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি চতুষ্কোণী আঁকলেন এবং সেই চতুষ্কোণীর মাঝখানে এমন একটি রেখা টানলেন, যা চতুষ্কোণীকে অতিক্রম করে গেল। তারপর মাঝখানের রেখার দুই পাশে এমন কয়েকটি ছোট ছোট রেখা টানলেন, যাদেরকে মাঝখানের রেখার সাথে মিলালেন এবং বললেন : মাঝখানের এই রেখাটি হল মানুষ। আর এই চতুষ্কোণীটি হল মানুষের আয়ু বা মৃত্যু, যা তাকে সর্বদিক থেকে বেষ্টন করে রেখেছে। আর এই রেখাটি যা চতুষ্কোণীকে অতিক্রম করেছে, তা হল মানুষের আশা-আকাংক্ষা। আর এই ছোট ছোট রেখাগুলো হল মানুষের বাধা-বিপত্তি। মানুষ যদি এর একটাকে এড়িয়ে যায়, তবে অন্যটা তাকে দংশন করে। আর যদি অন্যটিকেও এড়িয়ে যায়, তবে আরেকটি তাকে দংশন করে । (সহীহ বুখরী ৫৯৭৫/ ৬৪১৭)

যেহেতু সুন্নাহ থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, অংকন করে বিষয়বস্তু বুঝানো যায়, সেহেতু এখন আমি অংকন করে একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো। বিষয়বস্তুর নাম হল,

ইবাদতে এখন আর মন বসে না

“একটা সময় এক্বীন, এখলাস অনেক ছিল, ইবাদত করতেও বেশ ভালো লাগত, কিন্তু এখন আর তেমনটা অনুভূত হয় না। মাঝে মাঝেই চোখের জলে গাল সিক্ত হয়।” আমি এই বাক্যগুলো ঐসকল মানুষের কাছ থেকে বেশি শোনেছি, যাদের বয়স ২০ প্লাস বা বিশেষ করে ২৫ প্লাস। আমার দৃষ্টিতে এর অন্যতম একটি কারণ হল **“ইলম অনুযায়ী আমল না করা”**। বি.দ্র. ইলম অনুযায়ী আমল না করা কবীরা গোনাহ।

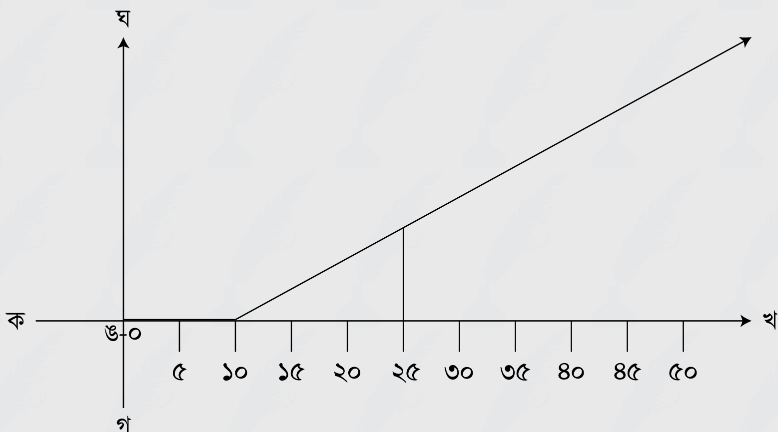


মনে করি,

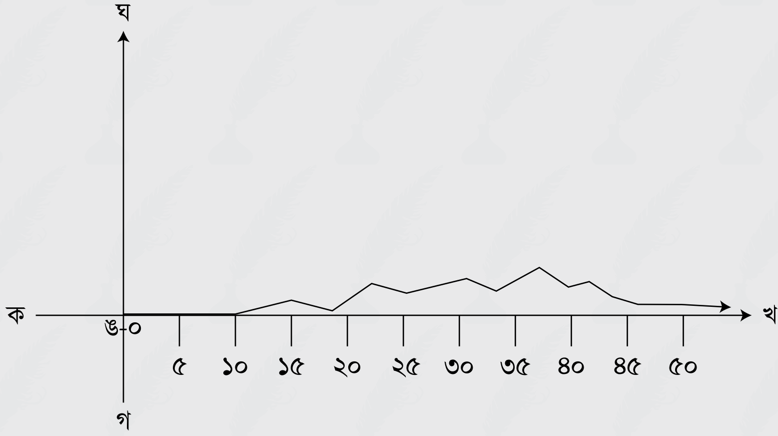
ক ও খ রেখাটি হল মানুষের বয়স।

গ ও ঘ রেখাটি হল মানুষের গোনাহ।

আর ঙ বিন্দুটি হল মানুষের গোনাহ ও বয়সের শূণ্য অবস্থা।



এবার মনে করি, কোন একটি ছেলে ১০ বছর বয়সে বালেগ হল, এর মানে ১০ বছর বয়স পর্যন্ত তার কোনো গোনাহ নেই; অর্থাৎ ১০ বছর বয়সে তার গোনাহের পরিমান শূণ্য (০)। আর এখন ১০ বছরের পর থেকে তার গোনাহ লিপিবদ্ধ করা শুরু হল। এই বালেগ ছেলেটি যদি সালাতসহ অন্যান্য ইবাদত স্বাভাবিকভাবে করতেও থাকে, তারপরও সে প্রতিনিয়তই কোনো না কোনোভাবে ইলম শিখতে থাকবে। কিন্তু হেকমতের প্রসঙ্গ এনে ও সামর্থ্য নেই বলে সে সেই ইলম অনুযায়ী আমল না করার কারণে তার কিছু না কিছু গোনাহ প্রতিদিনই যুক্ত হতে থাকবে ও তা লিপিবদ্ধ হতে থাকবে। যার কারণে এখন থেকে বয়স বাড়ার সাথে সাথে গোনাহের ওজনও বাড়তে থাকবে। উপরের ছবিটি দেখুন স্বাভাবিকভাবেই ২৫ বছর বয়সেই গোনাহের ওজন কত! বেড়ে গেল। এমতাবস্থায় ইবাদতে স্বাদ আস্তে আস্তে কমতে থাকবে এটাই স্বাভাবিক। আর এর সাথে যদি ফরজ-ওয়াজিব ত্যাগ করা, কুফর-শিরকের মত গোনাহ যুক্ত হয় বা যুক্ত হতে থাকে, তবে কোত্থেকে আসবে ইবাদতের স্বাদ!? তারপর ২৫ বছর বয়সের পর বিবাহ ও স্ত্রী-সন্তান হওয়ার কারণে বেশ কিছু দায়িত্বও চলে আসে, সেই সাথে ২৫ বছর বয়সে প্রায় সকলের ছাত্র জীবন শেষে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করা হয় এবং এর সাথে ইনকামের বিষয়টাও চলে আসে, যা এতদিন তার বাবার উপর থাকার কারণে হালাল-হারামের বিষয়টা বলতে গেলে অনেকটাই দূরে ছিল, কিন্তু এখন সেই ছেলেই এর ভিতরে পড়ে গেল।



কিন্তু আমরা যদি আমাদের ইবাদত-বন্দেগী ঠিকমত করার সাথে সাথে প্রতিনিয়ত তাওবা-এস্তেগফার ও বেশির চেয়ে বেশি সৎ আমল করতে থাকি, তবে আমরা আমাদের গোনাহের সংখ্যাটাকে সীমার মধ্যে রাখতে পারবো, ইংশাআল্লাহ। গোনাহ একদমই হবে না, এমনটা তো অসম্ভব। তবে, আমরা এটাকে তাওবা-এস্তেগফার ও উত্তম আমলের মাধ্যমে কন্ট্রোলে রাখতে পারি, ইংশাআল্লাহ।

ইবাদতে মন না বসার আরও একটি মারাত্মক কারণ হলো **গোনাহকে গোনাহ মনে না করা বা গোনাহকে গোনাহের মত মনে না করা**।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

২য় অধ্যায়টি শেষ হলো।

৩য় অধ্যায়ের পথে তোমাকে আহলান ওয়া সাহলান।



১ম খণ্ড

প্রত্যেকটি খণ্ড বেশ কয়েকটি অধ্যায়
ও প্রত্যেকটি অধ্যায় বেশ কিছু পাঠ নিয়ে সংকলিত।

প্রত্যেকটি পাঠ উত্তমভাবে শেষ না করে
সামনে অগ্রসর না হওয়ার অনুরোধ রইল।

উত্তমভাবে শেষ হয়েছে বলে গণ্য তখনই হবে,
যখন অনুশীলন করতে করতে এমন হবে যে,
ভুলেও তোমার ভুল হচ্ছে না!

১ম খণ্ড
৩য় অধ্যায়



সময় প্রবাহিত হচ্ছে। আরবি ভাষা শিক্ষার প্রথম দিনটি তোমার বর্তমান থেকে এখন অনেক দূরে চলে গিয়েছে।

পাঠ ০১ :

০ - ٠ (আরবি শূণ্য শুধু একটি নোকতা বা ফোটার মত)

১ - ١ (আরবি এক দেখতে অনেকটা আলিফ হরফের মত)

২ - ٢ (আরবির ২ ও ৬ একটা আরেকটার ঠিক উল্টো এবং ২ কিছুটা গভীর আর ৬ কিছুটা সোজা)

৩ - ٣ (আরবি তিন দেখতে অনেকটা আরবি ২-এর মত কিন্তু ২-এ দুইটা দাঁত আর ৩-এ তিনটা দাঁত)

৪ - ٤ (বাংলার ৪ সংখ্যাটিকে মাঝ বরাবর লম্বালম্বি কেটে দিলে আরবির চারের মত দেখাবে)

৫ - ٥ (আরবি পাঁচ দেখতে অনেকটা বাংলার শূণ্যের মত বা ইংরেজির জিরোর মত)

৬ - ٦ (আরবির ২ ও ৬ একটা আরেকটার ঠিক উল্টো এবং ২ কিছুটা গভীর আর ৬ কিছুটা সোজা)

৭ - ٧ (আরবি সাত দেখতে অনেকটা ইংরেজি V-ভি অক্ষরের মত)

৮ - ٨ (আরবি আট দেখতে অনেকটা ইংরেজির উল্টা V-ভি অক্ষরের মত)

৯ - ٩ (আরবি নয় দেখতে অনেকটা ইংরেজি 9-এর মত)

এই সংখ্যাগুলো উত্তমভাবে আয়ত্বে এনে সামনে অগ্রসর হও।

১০	-	١٠	৩০	-	٣٠
১১	-	١١	৪০	-	٤٠
১২	-	١٢	৫০	-	٥٠
১৩	-	١٣	৬০	-	٦٠
১৪	-	١٤	৭০	-	٧٠
১৫	-	١٥	৮০	-	٨٠
১৬	-	١٦	৯০	-	٩٠
১৭	-	١٧	১০০	-	١٠٠
১৮	-	١٨	১০৫	-	١٠٥
১৯	-	١٩	১১০	-	١١٠
২০	-	٢٠	১০০০	-	١٠٠٠
২১	-	٢١	১০২০	-	١٠٢٠
২২	-	٢٢	১৫৭০	-	١٥٧٠

প্রথমে উপরোক্ত সংখ্যাগুলো খুব ভালো করে খেয়াল করো। অতঃপর, আরবি লিখা হয় ডান দিক থেকে বাম দিকে। কিন্তু সংখ্যা লিখার সময় বাংলার সাথে বাহ্যিক মিল রয়েছে। তুমি ১৫৭০ সংখ্যাটিকে লক্ষ্য করো। বাম দিক থেকে প্রথমে ১, তারপরে ৫, তারপরে ৭ ও তারপরে ০। আরবিতেও বাম দিক থেকে লক্ষ্য করো। বাম দিক থেকে প্রথমে ١, তারপরে ٥, তারপরে ٧ ও তারপরে ٠ । মিল রয়েছে ... তবে এটা মনে করো না যে, সংখ্যাগুলো আরবিতে বাম দিক থেকেই লেখা হয়। বরং সংখ্যাও ডান দিক থেকেই লেখা হয়। যেমন প্রথমে ٠ , তারপরে ٧, তারপরে ٥ ও তারপরে ١ । আশা করি তুমি বুঝতে পেরেছো।

পাঠ ০২ : প্রথম অধ্যায় থেকে শিখেছো---

١ هٰذَا
٢ هٰذِهِ
٣ ذٰلِكَ
٤ تِلْكَ
٥ كِتَابٌ
٦ اَلْكِتَابُ
٧ هٰذَا كِتَابٌ
٨ ذٰلِكَ كِتَابٌ
٩ هٰذَا الْكِتَابُ
١٠ ذٰلِكَ الْكِتَابُ
١١ مَدْرَسَةٌ
١٢ اَلْمَدْرَسَةُ
١٣ هٰذِهِ مَدْرَسَةٌ
١٤ تِلْكَ مَدْرَسَةٌ
١٥ هٰذِهِ الْمَدْرَسَةُ
١٦ تِلْكَ الْمَدْرَسَةُ

দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে শিখেছো---

١٧ جَدِيْدٌ
١٨ جَدِيْدَةٌ
١٩ كِتَابٌ جَدِيْدٌ
٢٠ اَلْكِتَابُ الْجَدِيْدُ
٢١ هٰذَا كِتَابٌ جَدِيْدٌ
٢٢ ذٰلِكَ كِتَابٌ جَدِيْدٌ
٢٣ هٰذَا الْكِتَابُ الْجَدِيْدُ
٢٤ ذٰلِكَ الْكِتَابُ الْجَدِيْدُ
٢٥ مَدْرَسَةٌ جَدِيْدَةٌ
٢٦ اَلْمَدْرَسَةُ الجَدِيْدَةُ
٢٧ هٰذِهِ مَدْرَسَةٌ جَدِيْدَةٌ
٢٨ تِلْكَ مَدْرَسَةٌ جَدِيْدَةٌ
٢٩ هٰذِهِ الْمَدْرَسَةُ الْجَدِيْدَةُ
٣٠ تِلْكَ الْمَدْرَسَةُ الْجَدِيْدَةُ

- আমরা প্রথম পাঠে ৭, ৮, ১৩ ও ১৪-কে পরিপূর্ণ বাক্য হিসেবে পেয়েছি।
- এবং দ্বিতীয় পাঠে ২১, ২২, ২৭, ও ২৮-কে পরিপূর্ণ বাক্য হিসেবে পেয়েছি।
- আর বাকী সবগুলো অপরিপূর্ণ বাক্য তথা বাক্যাংশ।

একটু খেয়াল করলেই দেখতে পাবে যে,

৭ নাম্বার পরিপূর্ণ বাক্যটি গঠিত হয়েছে ১ ও ৫ নং বাক্যাংশের সমন্বয়ে।

৮ নাম্বার পরিপূর্ণ বাক্যটি গঠিত হয়েছে ৩ ও ৫ নং বাক্যাংশের সমন্বয়ে।

১৩ নাম্বার পরিপূর্ণ বাক্যটি গঠিত হয়েছে ২ ও ১১ নং বাক্যাংশের সমন্বয়ে।

১৪ নাম্বার পরিপূর্ণ বাক্যটি গঠিত হয়েছে ৪ ও ১১ নং বাক্যাংশের সমন্বয়ে।

২১ নাম্বার পরিপূর্ণ বাক্যটি গঠিত হয়েছে ১ ও ১৯ নং বাক্যাংশের সমন্বয়ে।

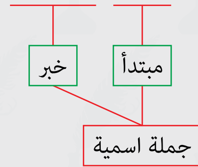
২২ নাম্বার পরিপূর্ণ বাক্যটি গঠিত হয়েছে ৩ ও ১৯ নং বাক্যাংশের সমন্বয়ে।

২৭ নাম্বার পরিপূর্ণ বাক্যটি গঠিত হয়েছে ২ ও ২৫ নং বাক্যাংশের সমন্বয়ে।

২৮ নাম্বার পরিপূর্ণ বাক্যটি গঠিত হয়েছে ৪ ও ২৫ নং বাক্যাংশের সমন্বয়ে।

তোমার কি এই কথাটি মনে আছে যে, "একটি পরিপূর্ণ বাক্য তৈরি হতে কমপক্ষে দুইটি বাক্যাংশ লাগবেই।" তাহলে, এসো আমরা দুইটি করে বাক্যাংশ একত্রে বসিয়ে অনুশীলন করি। আর সেই সাথে কিছু তারকীবও দেখে নিবো إِنْ شَاءَ اللّٰهُ।

পাঠ ০৩ : আমরা এই পাঠে ১ ও ১৭নং বাক্যাংশদ্বয়কে একত্রিত করবো। ১নং বাক্যাংশটি হলো هٰذَا । আর ১৭নং বাক্যাংশটি হলো جَدِيْدٌ । এই দুইটি একত্রিত হয়ে হলো هٰذَا جَدِيْدٌ । আলাদা-আলাদাভাবে বাক্যাংশদ্বয়ের অর্থ, هذا অর্থ হলো "ইহা"। আর جَدِيْدٌ অর্থ হলো "নতুন"। সুতরাং هٰذَا جَدِيْدٌ-এর অর্থ দাঁড়ায় "ইহা নতুন"; যা একটি পরিপূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করছে।





যেহেতু هٰذَا جَدِيْدٌ-এই বাক্যটি একটি পরিপূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করছে, সেহেতু এটি একটি جُمْلَةٌ । যেহেতু এই জুমলাটি একটি ইসিম (هذا) দিয়ে শুরু হয়েছে, সেহেতু এই জুমলাটি হলো جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ । যেহেতু هٰذَا সম্পর্কে বলা হচ্ছে, সেহেতু هذا হলো مُبْتَدَأٌ । আর মুবতাদা সম্পর্কে বলা হচ্ছে جَدِيْدٌ, সেহেতু جديد হলো خَبَرٌ ।

নীচের বাক্যগুলোর আরবি করো :

ا) هذا جميلٌ (بـ) هذا صغيرٌ (جـ) هذا نظيفٌ (د) هذا مفتوحٌ (هـ) هذا واسعٌ (و) هذا قويٌّ (ز) هذا مفيدٌ (حـ) هذا مكسورٌ (طـ) هذا سريعٌ (يـ) هذا أولٌ

ا) هذا ثالثٌ (بـ) هذا خامسٌ (جـ) هذا سابع (د) هذا تاسع (هـ) هذا عالٍ (و) هذا هادٍ (ز) هذا أحمرُ (حـ) هذا أبيضُ (طـ) هذا كتابِيٌّ (يـ) هذا مدرسِيٌّ

নীচের বাংলা বাক্যগুলোর আরবি করো :

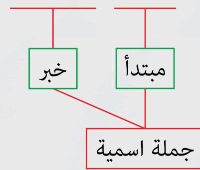
এক. (ক) ইহা তৃতীয়। (খ) ইহা পঞ্চম। (গ) ইহা সপ্তম। (ঘ) ইহা নবম। (ঙ) ইহা উঁচু। (চ) এটা পথ প্রদর্শক। (ছ) এটা লাল। (জ) এটা সাদা। (ঝ) এটা বই সম্পর্কিত। (ঞ) এটা মাদ্রাসা সম্পর্কিত।

দুই. (ক) এটা সুন্দর। (খ) এটি ছোট। (গ) এটা পরিচ্ছন্ন। (ঘ) এটা ১নং। (ঙ) এটা দ্রুতগামী। (চ) ইহা ভাঙ্গা। (ছ) এটা উপকারী। (জ) এটি মজবুত । (ঝ) এটা প্রশস্ত । (ঞ) এটা উন্মোক্ত।

সবকিছু বুঝে এসে থাকলে এবার তামরীন করো।

পাঠ ০৪ : আমরা এই পাঠে ৩ ও ১৭নং বাক্যাংশদ্বয়কে একত্রিত করবো। ৩নং বাক্যাংশটি হলো ذٰلِكَ । আর ১৭নং বাক্যাংশটি হলো جَدِيْدٌ । এই দুইটি একত্রিত হয়ে হলো ذٰلِكَ جَدِيْدٌ । আলাদা-আলাদাভাবে বাক্যাংশদ্বয়ের অর্থ, ذلك অর্থ হলো “উহা”। আর جَدِيْدٌ অর্থ হলো “নতুন”। সুতরাং ذٰلِكَ جَدِيْدٌ-এর অর্থ দাঁড়ায় “উহা নতুন”; যা একটি পরিপূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করছে।

ذٰلِكَ جَدِيْدٌ



ذٰلِكَ جَدِيْدٌ



উহা নতুন।

যেহেতু ذٰلِكَ جَدِيْدٌ-এই বাক্যটি একটি পরিপূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করছে, সেহেতু এটি একটি جُمْلَةٌ । যেহেতু এই জুমলাটি একটি ইসিম (ذلك) দিয়ে শুরু হয়েছে, সেহেতু এই জুমলাটি হলো جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ । যেহেতু ذٰلِكَ সম্পর্কে বলা হচ্ছে, সেহেতু ذلك হলো مُبْتَدَأٌ । আর মুবতাদা সম্পর্কে বলা হচ্ছে جَدِيْدٌ, সেহেতু جديد হলো خَبَرٌ ।

নীচের বাক্যগুলোর আরবি করো :

ا) ذلك قديمٌ (بـ) ذلك كبير (جـ) ذلك جيد (د) ذلك مشهور (هـ) ذلك وسخ (و) ذلك مغلق (ز) ذلك ضيق (حـ) ذلك ضعيف (طـ) ذلك طيب (يـ) ذلك بطيء

ا) ذلك ثانٍ (بـ) ذلك رابع (جـ) ذلك سادس (د) ذلك ثامن (هـ) ذلك عاشر (و) ذلك صافٍ (ز) ذلك أزرقُ (حـ) ذلك أسودُ (طـ) ذلك قروي (يـ) ذلك يدوي

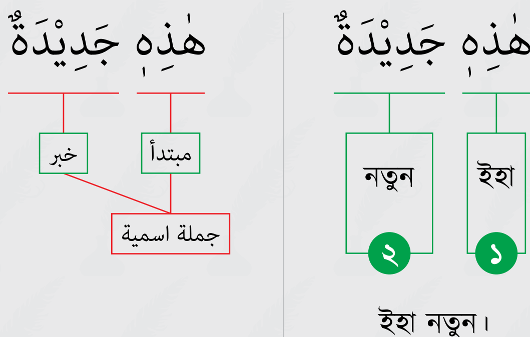
নীচের বাংলা বাক্যগুলোর আরবি করো :

এক. (ক) ওটা হাতের সাথে সম্পর্কিত। (খ) উহা আরবের সাথে সম্পর্কিত। (গ) এটা গ্রামের সাথে সম্পর্কিত। (ঘ) উহা হলুদ। (ঙ) উহা সবুজ। (চ) উহা স্বচ্ছ। (ছ) উহা দশম। (জ) সেটা ৮নং । (ঝ) উহা দ্বিতীয়। (ঞ) উহা ষষ্ঠ।

দুই. (ক) উহা ধীরগামী। (খ) উহা উত্তম। (গ) উহা দুর্বল। (ঘ) উহা সংকীর্ণ। (ঙ) উহা বন্ধ। (চ) উহা ময়লা। (ছ) উহা প্রসিদ্ধ। (জ) উহা ভালো। (ঝ) উহা বড়। (ঞ) উহা পুরোনো।

সবকিছু বুঝে এসে থাকলে এবার তামরীন করো।

পাঠ ০৫ : আমরা এই পাঠে ২ ও ১৮নং বাক্যাংশদ্বয়কে একত্রিত করবো। ২নং বাক্যাংশটি হলো هٰذِهِ । আর ১৮নং বাক্যাংশটি হলো جَدِيْدَةٌ । এই দুইটি একত্রিত হয়ে হলো هٰذِهِ جَدِيْدَةٌ । আলাদা-আলাদাভাবে বাক্যাংশদ্বয়ের অর্থ দাঁড়ায়, هذه অর্থ হলো "ইহা"। আর جَدِيْدَةٌ অর্থ হলো "নতুন"। সুতরাং هٰذِهِ جَدِيْدَةٌ-এর অর্থ দাঁড়ায় "ইহা নতুন"; যা একটি পরিপূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করছে।



যেহেতু هٰذِهِ جَدِيْدَةٌ-এই বাক্যটি একটি পরিপূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করছে, সেহেতু এটি একটি جُمْلَةٌ । যেহেতু এই জুমলাটি একটি ইসিম (هذه) দিয়ে শুরু হয়েছে, সেহেতু এই জুমলাটি হলো جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ । যেহেতু هٰذِهِ সম্পর্কে বলা হচ্ছে, সেহেতু هذه হলো مُبْتَدَأٌ । আর মুবতাদা সম্পর্কে বলা হচ্ছে جَدِيْدَةٌ, সেহেতু جديدة হলো خَبَرٌ ।

নীচের বাক্যগুলোর আরবি করো :

ا) هذه عربيَّةٌ (بـ) هذه مسجديةٌ (جـ) هذه جميلةٌ (د) هذه كبيرةٌ (هـ) هذه واسعة (و) هذه ضعيفة (ز) هذه طيبة (حـ) هذه نظيفة (ط) هذه أولى (يـ) هذه ثانية

ا) هذه رابعة (بـ) هذه هادية (جـ) هذه سودآءُ (د) هذه حمرآءُ (هـ) هذه عاشرة (و) هذه طاولية (ز) هذه بيضآءُ (حـ) هذه مشهورة (ط) هذه كتابِيَّة (يـ) هذه مدرسية

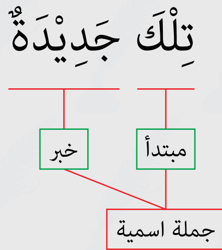
নীচের বাংলা বাক্যগুলোর আরবি করো :

এক. (ক) ইহা তৃতীয়। (খ) ইহা পঞ্চম। (গ) ইহা সপ্তম। (ঘ) ইহা নবম। (ঙ) ইহা উঁচু। (চ) এটা পরিষ্কার। (ছ) এটা নীল। (জ) এটা সাদা। (ঝ) এটা বইয়ের সাথে সম্পর্কিত। (ঞ) এটা মাদ্রাসার সাথে সম্পর্কিত।

দুই. (ক) এটা সুন্দর। (খ) এটি ছোট। (গ) এটা পরিচ্ছন্ন। (ঘ) এটা ১নং। (ঙ) এটা দ্রুতগামী। (চ) ইহা ভাঙ্গা। (ছ) এটা উপকারী। (জ) এটি মজবুত । (ঝ) এটা প্রশস্ত । (ঞ) এটা উন্মোক্ত।

সবকিছু বুঝে এসে থাকলে এবার তামরীন করো।

পাঠ ০৬ : আমরা এই পাঠে ৪ ও ১৮নং বাক্যাংশদ্বয়কে একত্রিত করবো। ৪নং বাক্যাংশটি হলো تِلْكَ । আর ১৮নং বাক্যাংশটি হলো جَدِيْدَةٌ । এই দুইটি একত্রিত হয়ে হলো تِلْكَ جَدِيْدَةٌ । আলাদা-আলাদাভাবে বাক্যাংশদ্বয়ের অর্থ, تلك অর্থ হলো "উহা"। আর جَدِيْدَةٌ অর্থ হলো "নতুন"। সুতরাং تِلْكَ جَدِيْدَةٌ-এর অর্থ দাঁড়ায় "উহা নতুন"; যা একটি পরিপূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করছে।





উহা নতুন।

যেহেতু تِلْكَ جَدِيْدَةٌ-এই বাক্যটি একটি পরিপূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করছে, সেহেতু এটি একটি جُمْلَةٌ । যেহেতু এই জুমলাটি একটি ইসিম (تلك) দিয়ে শুরু হয়েছে, সেহেতু এই জুমলাটি হলো جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ । যেহেতু تِلْكَ সম্পর্কে বলা হচ্ছে, সেহেতু تلك হলো مُبْتَدَأٌ । আর মুবতাদা সম্পর্কে বলা হচ্ছে جَدِيْدَةٌ, সেহেতু جديدة হলো خَبَرٌ ।

নীচের বাক্যগুলোর আরবি করো :

ا) تلك ثالثة (بـ) تلك خامسة (جـ) تلك ثامنة (د) تلك عالية (هـ) تلك نظيفة (و) تلك صفرآءُ (ز) تلك زرقآءُ (حـ) تلك جدارية (طـ) تلك أولى (يـ) تلك ثانية

ا) تلك قديمة (بـ) تلك صغيرة (جـ) تلك جيدة (د) تلك ضيقة (هـ) تلك طيبة (و) تلك بطيئة (ز) تلك مكسورة (حـ) تلك مغلقة (طـ) تلك ضعيفة (يـ) تلك دنيا

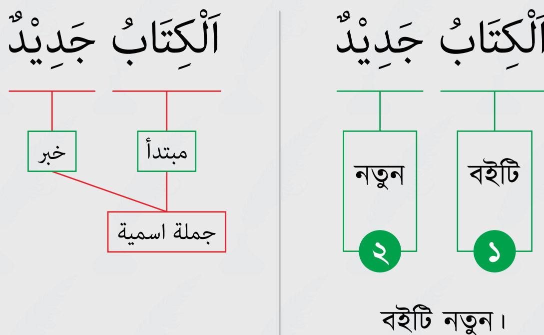
নীচের বাংলা বাক্যগুলোর আরবি করো :

এক. (ক) উহা নিম্নতর। (খ) উহা উঁচু। (গ) উহা ষষ্ঠ। (ঘ) উহা দশম। (ঙ) উহা ভালো। (চ) উহা পরিষ্কার। (ছ) উহা লাল। (জ) উহা সবুজ। (ঝ) উহা ঘরের সাথে সম্পর্কিত। (ঞ) উহা শহরের সাথে সম্পর্কিত।

দুই. (ক) উহা সুন্দর। (খ) উহা বড়। (গ) উহা নোংরা। (ঘ) ওটা ১নং। (ঙ) উহা পবিত্র। (চ) উহা ভাঙ্গা। (ছ) উহা উপকারী। (জ) উহা মজবুত । (ঝ) উহা সংকীর্ণ । (ঞ) উহা প্রসিদ্ধ।

সবকিছু বুঝে এসে থাকলে এবার তামরীন করো।

পাঠ ০৭ : আমরা এই পাঠে ৬ ও ১৭নং বাক্যাংশদ্বয়কে একত্রিত করবো। ৬নং বাক্যাংশটি হলো اَلْكِتَابُ । আর ১৭নং বাক্যাংশটি হলো جَدِيْدٌ । এই দুইটি একত্রিত হয়ে হলো اَلْكِتَابُ جَدِيْدٌ । আলাদা-আলাদাভাবে বাক্যাংশদ্বয়ের অর্থ, الكتاب অর্থ হলো "বইটি"। আর جَدِيْدٌ অর্থ হলো "নতুন"। সুতরাং اَلْكِتَابُ جَدِيْدٌ-এর অর্থ দাঁড়ায় "বইটি নতুন"; যা একটি পরিপূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করছে।



যেহেতু اَلْكِتَابُ جَدِيْدٌ-এই বাক্যটি একটি পরিপূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করছে, সেহেতু এটি একটি جُمْلَةٌ । যেহেতু এই জুমলাটি একটি ইসিম (الكتاب) দিয়ে শুরু হয়েছে, সেহেতু এই জুমলাটি হলো جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ । যেহেতু اَلْكِتَابُ সম্পর্কে বলা হচ্ছে, সেহেতু الكتاب হলো مُبْتَدَأٌ । আর মুবতাদা সম্পর্কে বলা হচ্ছে جَدِيْدٌ, সেহেতু جديد হলো خَبَرٌ ।

নীচের বাক্যগুলোর আরবি করো :

ا) المسجدُ جميلٌ (بـ) البيتُ صغيرٌ (جـ) السريرُ نظيفٌ (د) الباب مفتوحٌ (هـ) العلم واسع (و) الجدار قوي (ز) المصباح مفيدٌ (حـ) الكرسي مكسور (طـ) القفل قديم (يـ) القلم أول

ا) المفتاح ثالثٌ (بـ) المطارُ خامس (جـ) المحراث سابع (د) السوق تاسع (هـ) الطريق عالٍ (و) الصندوق هادٍ (ز) الفراش أحمرُ (حـ) اللباس أبيضُ (طـ) القميص بيتي (يـ) المنديل يدوي

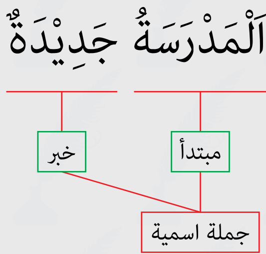
নীচের বাংলা বাক্যগুলোর আরবি করো :

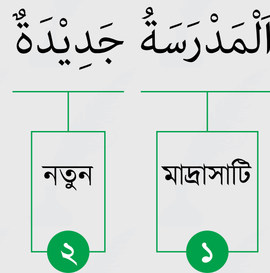
এক. (ক) কলমটি তৃতীয়। (খ) তালাটি নতুন। (গ) চেয়ারটি মজবুত। (ঘ) বাতিটি ভালো। (ঙ) দেয়ালটি উঁচু। (চ) পতাকাটি সাদা (রঙের)। (ছ) দরজাটি বন্ধ। (জ) খাটটি পরিচ্ছন্ন। (ঝ) ঘরটি বড়। (ঞ) মসজিদটি প্রসিদ্ধ।

দুই. (ক) রুমালটি হাতের সাথে সম্পর্কিত। (খ) জামাটি নীল। (গ) পোশাকটি হলুদ। (ঘ) বিছানাটি সবুজ। (ঙ) বাক্সটি বন্ধ। (চ) রাস্তাটি সংকীর্ণ। (ছ) বাজারটি উন্মোক্ত। (জ) লাঙ্গলটি ভাঙ্গা। (ঝ) বিমানবন্দরটি ছোট। (ঞ) তালাটি দুর্বল।

সবকিছু বুঝে এসে থাকলে এবার তামরীন করো।

পাঠ ০৮ : আমরা এই পাঠে ১২ ও ১৮নং বাক্যাংশদ্বয়কে একত্রিত করবো। ১২নং বাক্যাংশটি হলো اَلْمَدْرَسَةُ । আর ১৮নং বাক্যাংশটি হলো جَدِيْدَةٌ । এই দুইটি একত্রিত হয়ে হলো اَلْمَدْرَسَةُ جَدِيْدَةٌ । আলাদা-আলাদাভাবে বাক্যাংশদ্বয়ের অর্থ, اَلْمَدْرَسَةُ অর্থ হলো "মাদ্রাসাটি"। আর جَدِيْدَةٌ অর্থ হলো "নতুন"। সুতরাং اَلْمَدْرَسَةُ جَدِيْدَةٌ-এর অর্থ দাঁড়ায় "মাদ্রাসাটি নতুন"; যা একটি পরিপূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করছে।





মাদ্রাসাটি নতুন।

যেহেতু اَلْمَدْرَسَةُ جَدِيْدَةٌ-এই বাক্যটি একটি পরিপূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করছে, সেহেতু এটি একটি جُمْلَةٌ । যেহেতু এই জুমলাটি একটি ইসিম (المدرسة) দিয়ে শুরু হয়েছে, সেহেতু এই জুমলাটি হলো جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ । যেহেতু اَلْمَدْرَسَةُ সম্পর্কে বলা হচ্ছে, সেহেতু المدرسة হলো مُبْتَدَأٌ । আর মুবতাদা সম্পর্কে বলা হচ্ছে جَدِيْدَةٌ, সেহেতু جديدة হলো خَبَرٌ ।

নীচের বাক্যগুলোর আরবি করো :

ا) السبورة سودآءُ (بـ) المسطرة كبيرة (جـ) الحقيبة صفرآء (د) الكراسة مفتوحة (هـ) الطاولة عالية (و) الحجرة مغلقة (ز) الريح طيبة (حـ) النافذة واسعة (طـ) الشمس كبيرة (يـ) الخمر وسخة

ا) الدراجة بطيئة (بـ) النظارة صافية (جـ) المروحة بيضآء (د) الحديقة مشهورة (هـ) الهاء ساكنة (و) العمامة مفيدة (ز) الطائرة مطارية (حـ) الأرض دنيا (طـ) القوس قوية (يـ) المساحة مدرسية

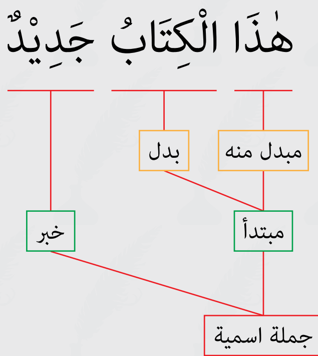
নীচের বাংলা বাক্যগুলোর আরবি করো :

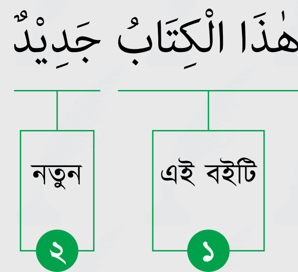
এক. (ক) পৃথিবী নিকৃষ্ট। (খ) খাতাটি আরবের সাথে সম্পর্কিত। (গ) গ্রামটি ছোট। (ঘ) শহরটি বড়। (ঙ) বাগানটি সবুজ। (চ) চশমাটি পরিষ্কার। (ছ) কারটি ধীরগামী। (জ) ঘড়িটি ভালো। (ঝ) পাখাটি নীল। (ঞ) টুপিটি ষষ্ঠ।

দুই. (ক) বলটি ধীরগামী। (খ) টেবিলটি ভাঙ্গা। (গ) সাইকেলটি দুর্বল। (ঘ) কামরাটি সংকীর্ণ। (ঙ) রাজধানীটি প্রসিদ্ধ। (চ) আগুনটি শক্তিশালী। (ছ) আইন-হরফটি ফাতহাকৃত। (জ) চোখটি খোলা। (ঝ) কানটি ময়লা। (ঞ) কুয়াটি বড়।

সবকিছু বুঝে এসে থাকলে এবার তামরীন করো।

পাঠ ০৯ : আমরা এই পাঠে ৯ ও ১৭নং বাক্যাংশদ্বয়কে একত্রিত করবো। ৯নং বাক্যাংশটি হলো هٰذَا الْكِتَابُ । আর ১৭নং বাক্যাংশটি হলো جَدِيْدٌ । এই দুইটি একত্রিত হয়ে হলো هٰذَا الْكِتَابُ جَدِيْدٌ । আলাদা-আলাদাভাবে বাক্যাংশদ্বয়ের অর্থ, هٰذَا الْكِتَابُ অর্থ হলো "এই বইটি"। আর جَدِيْدٌ অর্থ হলো "নতুন"। সুতরাং هٰذَا الْكِتَابُ جَدِيْدٌ-এর অর্থ দাঁড়ায় "এই বইটি নতুন"; যা একটি পরিপূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করছে।





এই বইটি নতুন।

যেহেতু هٰذَا الْكِتَابُ جَدِيْدٌ-এই বাক্যটি একটি পরিপূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করছে, সেহেতু এটি একটি جُمْلَةٌ । যেহেতু এই জুমলাটি একটি ইসিম (هذا) দিয়ে শুরু হয়েছে, সেহেতু এই জুমলাটি হলো جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ । যেহেতু هٰذَا الْكِتَابُ সম্পর্কে বলা হচ্ছে, সেহেতু هذا الكتاب হলো مُبْتَدَأٌ । আর মুবতাদা সম্পর্কে বলা হচ্ছে جَدِيْدٌ, সেহেতু جديد হলো خَبَرٌ ।

নীচের বাক্যগুলোর আরবি করো :

أول: ا) هذا الْمسجدُ جميلٌ (بـ) هذا البيت صغيرٌ (جـ) هذا الحذاء نظيف (د) هذا العقد غالٍ (هـ) هذا الصندوق واسع (و) هذا الكرسي قوي (ز) هذا القلم مفيد (حـ) هذا المطار مشهور (طـ) هذا المحراث مكسور (يـ) هذا المفتاح أولٌ

ثانٍ: ا) هذا الباب ثالثٌ (بـ) هذا الجدار خامسٌ (جـ) هذا السرير سابع (د) هذا المصباح أحمرُ (هـ) هذا اللباس أصفر (و) هذا القميص أخضر (ز) هذا الفراش بيتي (حـ) هذا المنديل يدوي (طـ) هذا الكتاب مفيد (يـ) هذا المسجد مديني

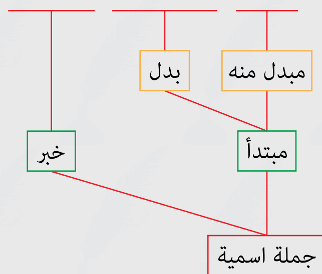
নীচের বাংলা বাক্যগুলোর আরবি করো :

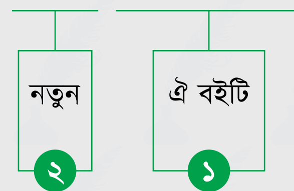
এক. (ক) এই বইটি তৃতীয়। (খ) এই কলমটি মাদ্রাসা সম্পর্কিত। (গ) এই মসজিদটি শহুরে। (ঘ) এই জুতাটি কালো। (ঙ) এই রাস্তাটি উঁচু। (চ) এই দৃশ্যটি পথ প্রদর্শক। (ছ) এই জামাটি লাল। (জ) এই বিছানাটি সাদা। (ঝ) এই হারটি পুরোনো। (ঞ) এই ঘরটি গ্রাম্য।

দুই. (ক) এই চাবিটি মজবুত। (খ) এই বাক্সটি সংকীর্ণ। (গ) এই লাঙ্গলটি দুর্বল। (ঘ) এই ঘরটি ১নং। (ঙ) এই বাতিটি হলুদ। (চ) এই চেয়ারটি ভাঙ্গা। (ছ) এই বইটি উপকারী। (জ) এই জুতাটি মজবুত। (ঝ) এই পতাকাটি প্রশস্ত। (ঞ) এই বাজারটি প্রসিদ্ধ।

সবকিছু বুঝে এসে থাকলে এবার তামরীন করো।

পাঠ ১০ : আমরা এই পাঠে ১০ ও ১৭নং বাক্যাংশদ্বয়কে একত্রিত করবো। ১০নং বাক্যাংশটি হলো ذٰلِكَ الْكِتَابُ । আর ১৭নং বাক্যাংশটি হলো جَدِيْدٌ । এই দুইটি একত্রিত হয়ে হলো ذٰلِكَ الْكِتَابُ جَدِيْدٌ । আলাদা-আলাদাভাবে বাক্যাংশদ্বয়ের অর্থ, ذٰلِكَ الْكِتَابُ অর্থ হলো "ঐ বইটি"। আর جَدِيْدٌ অর্থ হলো "নতুন"। সুতরাং ذٰلِكَ الْكِتَابُ جَدِيْدٌ-এর অর্থ দাঁড়ায় "ঐ বইটি নতুন"; যা একটি পরিপূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করছে।





ঐ বইটি নতুন।

যেহেতু ذٰلِكَ الْكِتَابُ جَدِيْدٌ-এই বাক্যটি একটি পরিপূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করছে, সেহেতু এটি একটি جُمْلَةٌ । যেহেতু এই জুমলাটি একটি ইসিম (ذلك) দিয়ে শুরু হয়েছে, সেহেতু এই জুমলাটি হলো جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ । যেহেতু ذٰلِكَ الْكِتَابُ সম্পর্কে বলা হচ্ছে, সেহেতু ذلك الكتاب হলো مُبْتَدَأٌ । আর মুবতাদা সম্পর্কে বলা হচ্ছে جَدِيْدٌ, সেহেতু جديد হলো خَبَرٌ ।

নীচের বাক্যগুলোর আরবি করো :

أول: ا) ذلك القلم جميلٌ (بـ) ذلك الكرسي صغير (جـ) ذلك الباب مغلق (د) ذلك البيت عالٍ (هـ) ذلك المصباح أخضر (و) ذلك الجدار قوي (ز) ذلك السرير مكسور (حـ) ذلك المسجد جديد (طـ) ذلك العلم ثان (يـ) ذلك الفراش أولٌ

ثانٍ: ا) ذلك القفل مفتوح (بـ) ذلك المفتاح أبيض (جـ) ذلك الصندوق واسع (د) ذلك القميص يدوي (هـ) ذلك اللباس أسود (و) ذلك المنديل نظيف (ز) ذلك الحذاء بيتي (حـ) ذلك العقد ضعيف (طـ) ذلك السوق ضيق (يـ) ذلك المنظر جميل

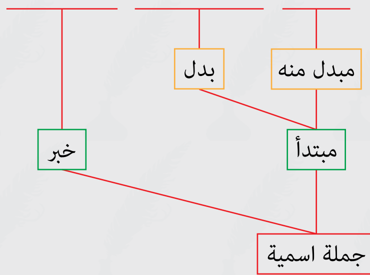
নীচের বাংলা বাক্যগুলোর আরবি করো :

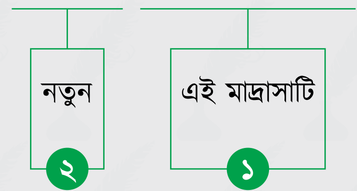
এক. (ক) ঐ রাস্তাটি প্রশস্ত। (খ) ঐ দৃশ্যটি মাদ্রাসা সম্পর্কিত। (গ) ঐ বিমানবন্দরটি শহুরে। (ঘ) ঐ লাঙ্গলটি গ্রাম্য। (ঙ) ঐ রাস্তাটি গ্রাম্য। (চ) ঐ দৃশ্যটি বাজার সম্পর্কিত। (ছ) ঐ হারটি হলুদ (রঙের)। (জ) ঐ রাস্তাটি প্রসিদ্ধ। (ঝ) ঐ পতাকাটি নতুন। (ঞ) ঐ পোশাকটি গ্রাম্য।

দুই. (ক) ঐ চাবিটি দ্বিতীয়। (খ) ঐ বাক্সটি দুর্বল। (গ) ঐ লাঙ্গলটি মজবুত। (ঘ) ঐ বাজারটি গ্রাম্য। (ঙ) ঐ বাতিটি সবুজ (রঙের)। (চ) ঐ চেয়ারটি ভালো। (ছ) ঐ বইটি উত্তম। (জ) ঐ জুতাটি উপকারী। (ঝ) ঐ পতাকাটি বড়। (ঞ) ঐ দেয়ালটি ভাঙ্গা।

সবকিছু বুঝে এসে থাকলে এবার তামরীন করো।

পাঠ ১১ : আমরা এই পাঠে ১৫ ও ১৮নং বাক্যাংশদ্বয়কে একত্রিত করবো। ১৫নং বাক্যাংশটি হলো هٰذِهِ الْمَدْرَسَةُ । আর ১৮নং বাক্যাংশটি হলো جَدِيْدَةٌ । এই দুইটি একত্রিত হয়ে هٰذِهِ الْمَدْرَسَةُ جَدِيْدَةٌ হলো। আলাদা-আলাদাভাবে বাক্যাংশদ্বয়ের অর্থ, هٰذِهِ الْمَدْرَسَةُ অর্থ হলো "এই মাদ্রাসাটি"। আর جَدِيْدَةٌ অর্থ হলো "নতুন"। সুতরাং هٰذِهِ الْمَدْرَسَةُ جَدِيْدَةٌ-এর অর্থ দাঁড়ায় "এই মাদ্রাসাটি নতুন"; যা একটি পরিপূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করছে।





এই মাদ্রাসাটি নতুন।

যেহেতু هٰذِهِ الْمَدْرَسَةُ جَدِيْدَةٌ-এই বাক্যটি একটি পরিপূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করছে, সেহেতু এটি একটি جُمْلَةٌ । যেহেতু এই জুমলাটি একটি ইসিম (هذه) দিয়ে শুরু হয়েছে, সেহেতু এই জুমলাটি হলো جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ । যেহেতু هٰذِهِ الْمَدْرَسَةُ সম্পর্কে বলা হচ্ছে, সেহেতু هذه المدرسة হলো مُبْتَدَأٌ । আর মুবতাদা সম্পর্কে বলা হচ্ছে جَدِيْدَةٌ, সেহেতু جديدة হলো خَبَرٌ ।

নীচের বাক্যগুলোর আরবি করো :

أول : ا) هذه المدرسة عربيَّةٌ (بـ) هذه السبورة مدرسية (جـ) هذه المسطرة صفرآء (د) هذه الحقيبة يدوية (هـ) هذه الكراسة حقيبية (و) هذه الغرفة بيتية (ز) هذه النافذة مفتوحة (حـ) هذه الساعة جدارية (طـ) هذه الدراجة نارية (يـ) هذه النظارة صافية

ثان : ا) هذه الأرض رابعة (بـ) هذه العصا هادية (جـ) هذه الخمر حمرآء (د) هذه البئر كبيرة (هـ) هذه العين مغلقة (و) هذه الغين ممدودة (ز) هذه الريح طيبة (حـ) هذه القوس مشهورة (طـ) هذه الدار مدينية (يـ) هذه الحرب صغيرة

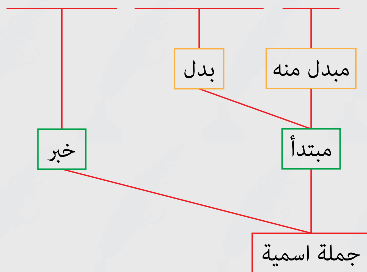
নীচের বাংলা বাক্যগুলোর আরবি করো :

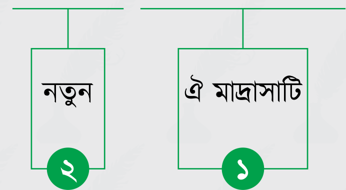
এক. (ক) এই ছাতাটি সূর্য সম্পর্কিত। (খ) এই কারটি দ্রুতগামী। (গ) এই পাখাটি টেবিল সম্পর্কিত। (ঘ) এই বাগানটি সবুজ। (ঙ) এই বালিশটি উঁচু। (চ) এই টুপিটি দামী। (ছ) এই পাগড়ীটি কালো (রঙের)। (জ) এই ম্যাপটি সাদা (রঙের)। (ঝ) এই ডাস্টারটি ময়লা। (ঞ) এই আকাশটি নীল।

দুই. (ক) এই জমিটি সুন্দর। (খ) এই রাজধানীটি প্রসিদ্ধ। (গ) এই বিমানটি ধীরগামী। (ঘ) এই গ্রামটি পুরোনো। (ঙ) এই আঙ্গুলটি দুর্বল। (চ) এই বলটি লাল (রঙের)। (ছ) এই লাম-হরফটি কাসরাকৃত (হয়েছে)। (জ) এই সাইকেলটি মজবুত। (ঝ) এই কানটি প্রশস্ত। (ঞ) এই কুয়াটি উন্মোক্ত।

সবকিছু বুঝে এসে থাকলে এবার তামরীন করো।

পাঠ ১২ : আমরা এই পাঠে ১৬ ও ১৮নং বাক্যাংশদ্বয়কে একত্রিত করবো। ১৬নং বাক্যাংশটি হলো تِلْكَ الْمَدْرَسَةُ । আর ১৮নং বাক্যাংশটি হলো جَدِيْدَةٌ । এই দুইটি একত্রিত হয়ে হলো تِلْكَ الْمَدْرَسَةُ جَدِيْدَةٌ । আলাদা-আলাদাভাবে বাক্যাংশদ্বয়ের অর্থ, تِلْكَ الْمَدْرَسَةُ অর্থ হলো "ঐ মাদ্রাসাটি"। আর جَدِيْدَةٌ অর্থ হলো "নতুন"। সুতরাং تِلْكَ الْمَدْرَسَةُ جَدِيْدَةٌ-এর অর্থ দাঁড়ায় "ঐ মাদ্রাসাটি নতুন"; যা একটি পরিপূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করছে।





ঐ মাদ্রাসাটি নতুন।

যেহেতু تِلْكَ الْمَدْرَسَةُ جَدِيْدَةٌ-এই বাক্যটি একটি পরিপূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করছে, সেহেতু এটি একটি جُمْلَةٌ । যেহেতু এই জুমলাটি একটি ইসিম (تلك) দিয়ে শুরু হয়েছে, সেহেতু এই জুমলাটি হলো جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ । যেহেতু تِلْكَ الْمَدْرَسَةُ সম্পর্কে বলা হচ্ছে, সেহেতু تلك المدرسة হলো مُبْتَدَأٌ । আর মুবতাদা সম্পর্কে বলা হচ্ছে جَدِيْدَةٌ, সেহেতু جديدة হলো خَبَرٌ ।

নীচের বাক্যগুলোর আরবি করো :

أول: ا) تلك الإصبع صغيرة (بـ) تلك العين بطيئة (جـ) تلك اليد وسخة (د) تلك الأذن نظيفة (هـ) تلك القوس حربية (و) تلك الريح مروحية (ز) تلك الدار مكسورة (حـ) تلك الخمر نارية (ط) تلك البئر ثانية (يـ) تلك الأرض أولى

ثانٍ: ا) تلك الألف مقصورة (بـ) تلك الياء ساكنة (جـ) تلك المدرسة مدينية (د) تلك القلنسوة عربية (هـ) تلك اللام مشددة (و) تلك المروحة طاولية (ز) تلك الساعة جدارية (حـ) تلك الكرة خضرآء (ط) تلك القرية مشهورة (يـ) تلك المساحة يدوية

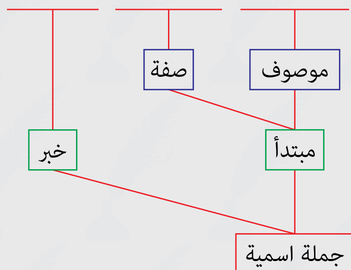
নীচের বাংলা বাক্যগুলোর আরবি করো :

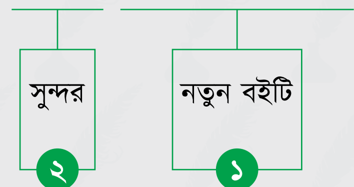
এক. (ক) ঐ ডাস্টারটি হাত সম্পর্কিত। (খ) ঐ শহরটি ছোট। (গ) ঐ বিমানটি দ্রুতগামী। (ঘ) ঐ বলটি হলুদ (রঙের)। (ঙ) ঐ ঘড়িটি টেবিল সম্পর্কিত। (চ) ঐ পাখাটি দেয়াল সম্পর্কিত। (ছ) ঐ কারটি কালো (রঙের)। (জ) ঐ বাগানটি প্রশস্ত । (ঝ) ঐ কামরাটি সংকীর্ণ। (ঞ) ঐ বা-হরফটি তাশদীদকৃত হয়েছে।

দুই. (ক) ঐ মীম-হরফটি কাসরাকৃত হয়েছে। (খ) ঐ আগুনটি দুর্বল। (গ) ঐ বাতাসটি পাখা সম্পর্কিত। (ঘ) ঐ রাজধানীটি প্রসিদ্ধ। (ঙ) ঐ পাগড়ীটি সবুজ (রঙের)। (চ) ঐ খাতাটি ভালো। (ছ) ঐ ব্যাগটি পোশাক সম্পর্কিত। (জ) ঐ বালিশটি উপকারী। (ঝ) ঐ জানালাটি উন্মোক্ত। (ঞ) ঐ ঝর্ণাটি ধীরগামী।

সবকিছু বুঝে এসে থাকলে এবার তামরীন করো।

পাঠ ১৩ : আমরা এই পাঠে ২০ ও ১৭নং বাক্যাংশদ্বয়কে একত্রিত করবো। ২০নং বাক্যাংশটি হলো اَلْكِتَابُ الْجَدِيْدُ । আর ১৭নং বাক্যাংশটি হলো جَدِيْدٌ; তবে, এখন আমরা جَدِيْدٌ-এর পরিবর্তে جَمِيْلٌ ব্যবহার করবো। এই দুইটি একত্রিত হয়ে হলো اَلْكِتَابُ الْجَدِيْدُ جَمِيْلٌ । আলাদা-আলাদাভাবে বাক্যাংশদ্বয়ের অর্থ, اَلْكِتَابُ الْجَدِيْدُ-এর অর্থ হলো "নতুন বইটি"। আর جَمِيْلٌ-এর অর্থ হলো "সুন্দর"। সুতরাং اَلْكِتَابُ الْجَدِيْدُ جَمِيْلٌ-এর অর্থ দাঁড়ায় "নতুন বইটি সুন্দর"; যা একটি পরিপূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করছে।





নতুন বইটি সুন্দর।

যেহেতু اَلْكِتَابُ الْجَدِيْدُ جَمِيْلٌ-এই বাক্যটি একটি পরিপূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করছে, সেহেতু এটি একটি جُمْلَةٌ । যেহেতু এই জুমলাটি একটি ইসিম (الكتاب) দিয়ে শুরু হয়েছে, সেহেতু এই জুমলাটি হলো جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ । যেহেতু اَلْكِتَابُ الْجَدِيْدُ সম্পর্কে বলা হচ্ছে, সেহেতু الكتاب الجديد হলো مُبْتَدَأٌ । আর মুবতাদা সম্পর্কে বলা হচ্ছে جَمِيْلٌ, সেহেতু جميل হলো خَبَرٌ ।

নীচের বাক্যগুলোর আরবি করো :

أول: ا) القلمُ القديمُ مكسورٌ (بـ) الكرسي الصغير قوي (جـ) الباب المغلق ضيق (د) البيت العالي قديم (هـ) المصباح الكبير أخضر (و) الجدار العالي قوي (ز) السرير البيتي ضعيف (حـ) المسجد المديني مشهور (طـ) العلم الثاني أسود (يـ) الفراش الأول نظيف

ثانٍ: ا) القفل البابي مفتوح (بـ) المفتاح الأبيض جيد (جـ) المحراث القروي مشهور (د) القميص الأحمر يدوي (هـ) اللباس الواسع أسود (و) المنديل البيتي نظيف (ز) الحذاء البيتي غال (حـ) العقد الغالي ضعيف (طـ) السوق الجديد ضيق (يـ) المنظر القروي مفيد

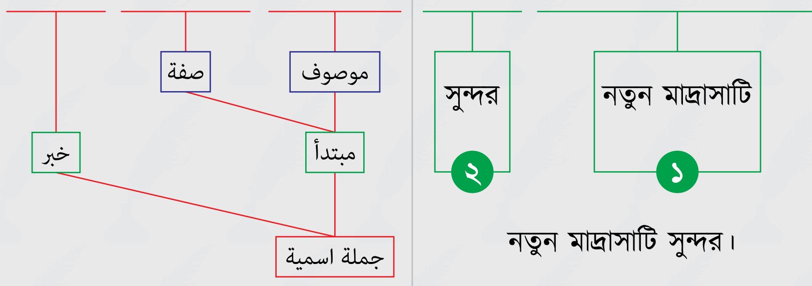
নীচের বাংলা বাক্যগুলোর আরবি করো :

এক. (ক) শহুরে রাস্তাটি প্রশস্ত। (খ) গ্রাম্য দৃশ্যটি উপকারী। (গ) প্রসিদ্ধ বিমানবন্দরটি সুন্দর। (ঘ) পুরোনো লাঙ্গলটি গ্রাম্য। (ঙ) সংকীর্ণ রাস্তাটি গ্রাম্য। (চ) সাদা রুমালটি দামী। (ছ) দামী হারটি হলুদ (রঙের)। (জ) পুরোনো রাস্তাটি ভাঙ্গা। (ঝ) সবুজ পতাকাটি নতুন। (ঞ) হলুদ পোশাকটি ঘরোয়া।

দুই. (ক) দ্বিতীয় চাবিটি বাক্স সম্পর্কিত। (খ) বাক্স সম্পর্কিত চাবিটি হলুদ রঙের। (গ) উপকারী লাঙ্গলটি মজবুত। (ঘ) বাজারু লাঙ্গলটি দুর্বল। (ঙ) লাল বাতিটি ছোট । (চ) উত্তম চেয়ারটি ভালো। (ছ) উপকারী বইটি নতুন। (জ) গ্রাম্য জুতাটি উপকারী। (ঝ) উঁচু দেয়ালটি প্রসিদ্ধ। (ঞ) প্রসিদ্ধ দেয়ালটি ভাঙ্গা।

সবকিছু বুঝে এসে থাকলে এবার তামরীন করো।

পাঠ ১৪ : আমরা এই পাঠে ২৬ ও ১৮নং বাক্যাংশদ্বয়কে একত্রিত করবো। ২৬নং বাক্যাংশটি হলো اَلْمَدْرَسَةُ الْجَدِيْدَةُ । আর ১৮নং বাক্যাংশটি হলো جَدِيْدَةٌ; তবে, এখন আমরা جَدِيْدَةٌ-এর পরিবর্তে جَمِيْلَةٌ ব্যবহার করবো। এই দুইটি একত্রিত হয়ে হলো اَلْمَدْرَسَةُ الْجَدِيْدَةُ جَمِيْلَةٌ । আলাদা-আলাদাভাবে বাক্যাংশদ্বয়ের অর্থ, اَلْمَدْرَسَةُ الْجَدِيْدَةُ-এর অর্থ হলো "নতুন মাদ্রাসাটি"। আর جَمِيْلَةٌ-এর অর্থ হলো "সুন্দর"। সুতরাং اَلْمَدْرَسَةُ الْجَدِيْدَةُ جَمِيْلَةٌ-এর অর্থ দাঁড়ায় "নতুন মাদ্রাসাটি সুন্দর"; যা একটি পরিপূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করছে।



যেহেতু اَلْمَدْرَسَةُ الْجَدِيْدَةُ جَمِيْلَةٌ-এই বাক্যটি একটি পরিপূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করছে, সেহেতু এটি একটি جُمْلَةٌ । যেহেতু এই জুমলাটি একটি ইসিম (المدرسة) দিয়ে শুরু হয়েছে, সেহেতু এই জুমলাটি হলো جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ । যেহেতু اَلْمَدْرَسَةُ الْجَدِيْدَةُ সম্পর্কে বলা হচ্ছে, সেহেতু المدرسة الجديدة হলো مُبْتَدَأٌ। আর মুবতাদা সম্পর্কে বলা হচ্ছে جَمِيْلَةٌ, সেহেতু جميلة হলো خَبَرٌ।

নীচের বাক্যগুলোর আরবি করো :

أول: ا) الإصبع الصغيرة قوية (بـ) العين البطيئة جميلة (جـ) اليد الوسخة صفرآء (د) الأذن الواسع نظيفة (هـ) القوس الحربية نارية (و) الريح المروحية طاولية (ز) الدار المكسورة القروية (حـ) الخمر النارية مدينية (طـ) البئر الثانية أرضية (يـ) الأرض الأولى غالية

ثانٍ: ا) الألف الثالثة ممدودة (بـ) الياء الثانية ساكنة (جـ) المدرسة المدينية طيبة (د) الكرة العربية كبيرة (هـ) اللام المضمومة مشددة (و) المروحة الطاولية غالية (ز) الساعة الجدارية جيدة (حـ) الكرة اليدوية حمرآء (طـ) القرية المشهورة قديمة (يـ) المساحة الغالية يدوية

নীচের বাংলা বাক্যগুলোর আরবি করো :

এক. (ক) নতুন ডাস্টারটি উত্তম। (খ) ছোট শহরটি সুন্দর। (গ) দামী বিমানটি দ্রুতগামী। (ঘ) হ্যান্ড বলটি হলুদ (রঙের)। (ঙ) হাত ঘড়িটি দামী। (চ) সানগ্লাসটি স্বচ্ছ। (ছ) মোটর সাইকেলটি কালো (রঙের)। (জ) বড় বাগানটি প্রশস্ত। (ঝ) নতুন কামরাটি সংকীর্ণ। (ঞ) কাসরাকৃত বা-হরফটি তাশদীদকৃত হয়েছে।

দুই. (ক) প্রথম মীম-হরফটি কাসরাকৃত হয়েছে। (খ) ছোট আগুনটি দুর্বল। (গ) টেবিল ফ্যানটি ভালো। (ঘ) প্রাচীন রাজধানীটি প্রসিদ্ধ। (ঙ) প্রসিদ্ধ পাগড়ীটি সবুজ (রঙের)। (চ) নতুন খাতাটি ভালো। (ছ) হ্যান্ড ব্যাগটি দামী। (জ) আরবি বালিশটি উপকারী। (ঝ) ছোট জানালাটি উন্মোক্ত। (ঞ) উন্মোক্ত ঝর্ণাটি ধীরগামী।

সবকিছু বুঝে এসে থাকলে এবার তামরীন করো।

পাঠ ১৫ : আমরা এই পাঠে ২৩ ও ১৭নং বাক্যাংশদ্বয়কে একত্রিত করবো। ২৩নং বাক্যাংশটি হলো هٰذَا الْكِتَابُ الْجَدِيْدُ । আর ১৭নং বাক্যাংশটি হলো جَدِيْدٌ; তবে, এখন আমরা جَدِيْدٌ-এর পরিবর্তে جَمِيْلٌ ব্যবহার করবো। এই দুইটি একত্রিত হয়ে হলো هٰذَا الْكِتَابُ الْجَدِيْدُ جَمِيْلٌ । আলাদা-আলাদাভাবে বাক্যাংশদ্বয়ের অর্থ, هٰذَا الْكِتَابُ الْجَدِيْدُ-এর অর্থ হলো 'এই নতুন বইটি'। আর جَمِيْلٌ-এর অর্থ হলো 'সুন্দর'। সুতরাং هٰذَا الْكِتَابُ الْجَدِيْدُ جَمِيْلٌ-এর অর্থ দাঁড়ায় 'এই নতুন বইটি সুন্দর'; যা একটি পরিপূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করছে।

هٰذَا الْكِتَابُ الْجَدِيْدُ جَمِيْلٌ যেহেতু এই বাক্যটি একটি পরিপূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করছে, সেহেতু এটি একটি جُمْلَةٌ। যেহেতু এই জুমলাটি একটি ইসিম (هذا) দিয়ে শুরু হয়েছে, সেহেতু এই জুমলাটি হলো جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ । যেহেতু هٰذَا الْكِتَابُ الْجَدِيْدُ সম্পর্কে বলা হচ্ছে, সেহেতু هذا الكتاب الجديد হলো مُبْتَدَأٌ । আর মুবতাদা সম্পর্কে বলা হচ্ছে جَمِيْلٌ, সেহেতু جميل হলো خَبَرٌ

هٰذَا الْكِتَابُ الْجَدِيْدُ جَمِيْلٌ

هٰذَا الْكِتَابُ الْجَدِيْدُ	جَمِيْلٌ
এই নতুন বইটি ১	সুন্দর ২

এই নতুন বইটি সুন্দর।

هٰذَا الْكِتَابُ الْجَدِيْدُ جَمِيْلٌ

- هٰذَا → مبدل منه
- الْكِتَابُ → موصوف
- الْجَدِيْدُ → صفة
- موصوف + صفة → بدل
- مبدل منه + بدل → مبتدأ
- جَمِيْلٌ → خبر
- مبتدأ + خبر → جملة اسمية

অনুগ্রহপূর্বক পড়া অপূর্ণ রেখে সামনে অগ্রসর হবে না।

নীচের বাক্যগুলোর আরবি করো :

أول : ا) هذا القلمُ القديمُ مكسورٌ (بـ) هذا الكرسي الصغير قوي (جـ) هذا الباب المغلق ضيق (د) هذا البيت العالي قديم (هـ) هذا المصباح الكبير أخضر (و) هذا الجدار العالي قوي (ز) هذا السرير البيتي ضعيف (حـ) هذا المسجد المديني مشهور (ط) هذا العلم الثاني أسود (يـ) هذا الفراش الأول نظيف

ثان : ا) هذا القفل البابي مفتوح (بـ) هذا المفتاح الأبيض جيد (جـ) هذا المحراث القروي مشهور (د) هذا القميص الأحمر يدوي (هـ) هذا اللباس الواسع أسود (و) هذا المنديل البيتي نظيف (ز) هذا الحذاء البيتي غال (حـ) هذا العقد الغالي ضعيف (ط) هذا السوق الجديد ضيق (يـ) هذا المنظر القروي مفيد

নীচের বাংলা বাক্যগুলোর আরবি করো :

এক. (ক) এই শহুরে রাস্তাটি প্রশস্ত। (খ) এই গ্রাম্য দৃশ্যটি উপকারী। (গ) এই প্রসিদ্ধ বিমানবন্দরটি সুন্দর। (ঘ) এই পুরোনো লাঙ্গলটি গ্রাম্য। (ঙ) এই সংকীর্ণ রাস্তাটি গ্রাম্য। (চ) এই সাদা রুমালটি দামী। (ছ) এই দামী হারটি হলুদ (রঙের)। (জ) এই পুরোনো রাস্তাটি ভাঙ্গা। (ঝ) এই সবুজ পতাকাটি নতুন। (ঞ) এই হলুদ পোশাকটি ঘরোয়া।

দুই. (ক) এই দ্বিতীয় চাবিটি বাক্স সম্পর্কিত। (খ) এই বাক্স সম্পর্কিত চাবিটি হলুদ রঙের। (গ) এই উপকারী লাঙ্গলটি মজবুত। (ঘ) এই বাজারু লাঙ্গলটি দুর্বল। (ঙ) লাল বাতিটি ছোট। (চ) এই উত্তম চেয়ারটি ভালো। (ছ) এই উপকারী বইটি নতুন । (জ) এই গ্রাম্য জুতাটি উপকারী। (ঝ) এই উঁচু দেয়ালটি প্রসিদ্ধ। (ঞ) এই প্রসিদ্ধ দেয়ালটি ভাঙ্গা।

সবকিছু বুঝে এসে থাকলে এবার তামরীন করো।

পাঠ ১৬ : আমরা এই পাঠে ২৪ ও ১৭নং বাক্যাংশদ্বয়কে একত্রিত করবো। ২৪নং বাক্যাংশটি হলো ذٰلِكَ الْكِتَابُ الْجَدِيْدُ । আর ১৭নং বাক্যাংশটি হলো جَدِيْدٌ; তবে, এখন আমরা جَدِيْدٌ-এর পরিবর্তে جَمِيْلٌ ব্যবহার করবো। এই দুইটি একত্রিত হয়ে হলো ذٰلِكَ الْكِتَابُ الْجَدِيْدُ جَمِيْلٌ । আলাদা-আলাদাভাবে বাক্যাংশদ্বয়ের অর্থ, ذٰلِكَ الْكِتَابُ الْجَدِيْدُ-এর অর্থ হলো "ঐ নতুন বইটি"। আর جَمِيْلٌ-এর অর্থ হলো "সুন্দর"। সুতরাং ذٰلِكَ الْكِتَابُ الْجَدِيْدُ جَمِيْلٌ-এর অর্থ দাঁড়ায় "ঐ নতুন বইটি সুন্দর"; যা একটি পরিপূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করছে।

ذٰلِكَ الْكِتَابُ الْجَدِيْدُ جَمِيْلٌ যেহেতু এই বাক্যটি একটি পরিপূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করছে, সেহেতু এটি একটি جُمْلَةٌ। যেহেতু এই জুমলাটি একটি ইসিম (ذلك) দিয়ে শুরু হয়েছে, সেহেতু এই জুমলাটি হলো جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ । যেহেতু ذٰلِكَ الْكِتَابُ الْجَدِيْدُ সম্পর্কে বলা হচ্ছে, সেহেতু ذلك الكتاب الجديد হলো مُبْتَدَأٌ । আর মুবতাদা সম্পর্কে বলা হচ্ছে جَمِيْلٌ, সেহেতু جميل হলো خَبَرٌ

ঐ নতুন বইটি সুন্দর।

নীচের বাক্যগুলোর আরবি করো :

أول : ا) ذلك المسجد المشهور جميل (بـ) ذلك البيت العالي صغير (جـ) ذلك الحذاء البيتي نظيف (د) ذلك العقد الغالي جميل (هـ) ذلك الصندوق المغلق واسع (و) ذلك الكرسي الطيب قوي (ز) ذلك القلم القديم مفيد (حـ) ذلك المطار العاصمي مشهور (طـ) ذلك المحراث القروي مكسور (يـ) ذلك المفتاح الأول أبيض

ثان : ا) ذلك الباب الثالث مفتوحة (بـ) ذلك الجدار الخامس عال (جـ) ذلك السرير السابع مكسور (د) ذلك المصباح الثاني أحمرُ (هـ) ذلك اللباس الأصفر مفيد (و) ذلك القميص الأخضر جديد (ز) ذلك الفراش البيتي جيد (حـ) ذلك المنديل اليدوي نظيف (طـ) ذلك الكتاب المفيد طيب (يـ) ذلك المسجد المديني مشهور

নীচের বাংলা বাক্যগুলোর আরবি করো :

এক. (ক) ঐ তৃতীয় বইটি নতুন। (খ) ঐ দামী কলমটি সুন্দর। (গ) ঐ শহুরে মসজিদটি সবুজ রঙের। (ঘ) ঐ দ্বিতীয় জুতাটি কালো রঙের। (ঙ) ঐ অষ্টম রাস্তাটি উঁচু। (চ) ঐ পথ প্রদর্শক দৃশ্যটি দামী। (ছ) ঐ নীল জামাটি দামী। (জ) ঐ সাদা বিছানাটি শহুরে। (ঝ) ঐ পুরনো হারটি কালো রঙের। (ঞ) ঐ ছোট ঘরটি গ্রাম্য।

দুই. (ক) তালা সম্পর্কিত ঐ চাবিটি মজবুত। (খ) ঐ নতুন বাক্সটি সংকীর্ণ। (গ) ঐ পুরোনো লাঙ্গলটি ভাঙ্গা। (ঘ) ঐ ১নং ঘরটি গ্রাম্য। (ঙ) ঐ বড় বাতিটি হলুদ রঙের । (চ) ঐ আরবি চেয়ারটি দামী। (ছ) ঐ উপকারী বইটি দামী। (জ) ঐ ঘরোয়া জুতাটি ময়লা। (ঝ) ঐ ২য় পতাকাটি কালো। (ঞ) ঐ গ্রাম্য বাজারটি প্রসিদ্ধ।

সবকিছু বুঝে এসে থাকলে এবার তামরীন করো।

পাঠ ১৭ : আমরা এই পাঠে ২৯ ও ১৮নং বাক্যাংশদ্বয়কে একত্রিত করবো। ২৯নং বাক্যাংশটি হলো هٰذِهِ الْمَدْرَسَةُ الْجَدِيْدَةُ (এই নতুন মাদ্রাসাটি)। আর ১৮নং বাক্যাংশটি হলো جَدِيْدَةٌ; তবে, এখন আমরা جَدِيْدَةٌ-এর পরিবর্তে جَمِيْلَةٌ (সুন্দর) ব্যবহার করবো। এই দুইটি একত্রিত হয়ে হলো هٰذِهِ الْمَدْرَسَةُ الْجَدِيْدَةُ جَمِيْلَةٌ , যার অর্থ দাঁড়ায় "এই নতুন মাদ্রাসাটি সুন্দর"; যা একটি পরিপূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করছে।

هذه المدرسة الجديدة جميلة -এই বাক্যটি যেহেতু একটি পরিপূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করছে, সেহেতু এটি একটি جملة। যেহেতু এই জুমলাটি একটি ইসিম (هذه) দিয়ে শুরু হয়েছে, সেহেতু এই জুমলাটি হলো جملة اسمية । যেহেতু هذه المدرسة الجديدة সম্পর্কে বলা হচ্ছে, সেহেতু هذه المدرسة الجديدة হলো مبتدأ। আর মুবতাদা সম্পর্কে বলা হচ্ছে جميلة, সেহেতু جميلة হল خبر

নীচের বাক্যগুলোর আরবি করো :

أول : ا) هذه الإصبع الصغيرة قوية (بـ) هذه العين البطيئة جميلة (جـ) هذه اليد الوسخة صفرآء (د) هذه الأذن الواسع نظيفة (هـ) هذه القوس الحربية نارية (و) هذه الريح المروحية طاولية (ز) هذه الدار المكسورة القروية (حـ) هذه الخمر النارية مدينية (طـ) هذه البئر الثانية أرضية (يـ) هذه الأرض الأولى غالية

ثان : ا) هذه الألف الثالثة ممدودة (بـ) هذه الياء الثانية ساكنة (جـ) هذه المدرسة المدينية طيبة (د) هذه الكرة العربية كبيرة (هـ) هذه اللام المضمومة مشددة (و) هذه المروحة الطاولية غالية (ز) هذه الساعة الجدارية جيدة (حـ) هذه الكرة اليدوية حمرآء (طـ) هذه القرية المشهورة قديمة (يـ) هذه المساحة الغالية يدوية

নীচের বাংলা বাক্যগুলোর আরবি করো :

এক. (ক) এই নতুন ডাস্টারটি উত্তম। (খ) এই ছোট শহরটি সুন্দর। (গ) এই দামী বিমানটি দ্রুতগামী। (ঘ) এই হ্যান্ড বলটি হলুদ রঙের। (ঙ) এই হাত ঘড়িটি দামী। (চ) এই সানগ্লাসটি স্বচ্ছ। (ছ) এই মোটর সাইকেলটি কালো রঙের। (জ) এই বড় বাগানটি প্রশস্ত। (ঝ) এই নতুন কামরাটি সংকীর্ণ। (ঞ) এই কাসরাকৃত বা-হরফটি তাশদীদকৃত হয়েছে।

দুই. (ক) এই প্রথম মীম-হরফটি কাসরাকৃত হয়েছে। (খ) এই ছোট আগুনটি দুর্বল । (গ) এই টেবিল ফ্যানটি ভালো। (ঘ) এই প্রাচীন রাজধানীটি প্রসিদ্ধ। (ঙ) এই প্রসিদ্ধ পাগড়ীটি সবুজ (রঙের)। (চ) এই নতুন খাতাটি ভালো। (ছ) এই হ্যান্ড ব্যাগটি দামী। (জ) এই আরবি বালিশটি উপকারী। (ঝ) এই ছোট জানালাটি উন্মোক্ত। (ঞ) এই উন্মোক্ত ঝর্ণাটি ধীরগামী।

সবকিছু বুঝে এসে থাকলে এবার তামরীন করো।

পাঠ ১৮ : আমরা এই পাঠে ৩০ ও ১৮নং বাক্যাংশদ্বয়কে একত্রিত করবো। ৩০নং বাক্যাংশটি হলো تِلْكَ الْمَدْرَسَةُ الْجَدِيْدَةُ (ঐ নতুন মাদ্রাসাটি)। আর ১৮নং বাক্যাংশটি হলো جَدِيْدَةٌ; তবে, এখন আমরা جَدِيْدَةٌ-এর পরিবর্তে جَمِيْلَةٌ (সুন্দর) ব্যবহার করবো। এই দুইটি একত্রিত হয়ে হলো تِلْكَ الْمَدْرَسَةُ الْجَدِيْدَةُ جَمِيْلَةٌ, যার অর্থ দাঁড়ায় "ঐ নতুন মাদ্রাসাটি সুন্দর"; যা একটি পরিপূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করছে।

تلك المدرسة الجديدة جميلة-এই বাক্যটি যেহেতু একটি পরিপূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করছে, সেহেতু এটি একটি جملة। যেহেতু এই জুমলাটি একটি ইসিম (تلك) দিয়ে শুরু হয়েছে, সেহেতু এই জুমলাটি হলো جملة اسمية। যেহেতু تلك المدرسة الجديدة সম্পর্কে বলা হচ্ছে, সেহেতু تلك المدرسة الجديدة হলো مبتدأ। আর মুবতাদা সম্পর্কে বলা হচ্ছে جميلة, সেহেতু جميلة হল خبر

নীচের বাক্যগুলোর আরবি করো :

أول : ا) تلك المدرسة المدينية عربية (بـ) تلك السبورة الجديدة مدرسية (جـ) تلك المسطرة الصفرآء غالية (د) تلك الحقيبة الجديدة يدوية (هـ) تلك الكراسة الصغيرة حقيبية (و) تلك الغرفة البيتية ضيقة (ز) تلك النافذة المفتوحة نظيفة (حـ) تلك الساعة الجدارية صافية (طـ) تلك الدراجة النارية سريعة (يـ) تلك النظارة النظيفة صافية

ثان : ا) تلك الأرض الرابعة عالية (بـ) تلك العصا الثانية هادية (جـ) تلك الخمر النارية صفرآء (د) تلك البئر الكبيرة جميلة (هـ) تلك العين الواسعة مغلقة (و) تلك الغين المفتوحة ممدودة (ز) تلك الريح الطيبة قروية (حـ) تلك القوس الحربية مشهورة (طـ) تلك الدار السادسة مدينية (يـ) تلك الحرب التاسعة صغيرة

নীচের বাংলা বাক্যগুলোর আরবি করো :

এক. (ক) ঐ নীল ছাতাটি সূর্য সম্পর্কিত। (খ) ঐ কালো কারটি দ্রুতগামী। (গ) ঐ টেবিল ফ্যানটি মজবুত। (ঘ) ঐ ছোট বাগানটি শহুরে। (ঙ) ঐ নতুন বালিশটি উঁচু । (চ) ঐ আরবি টুপিটি দামী। (ছ) ঐ আরবি পাগড়ীটি কালো (রঙের)। (জ) ঐ প্রসিদ্ধ ম্যাপটি উপকারী। (ঝ) ঐ ময়লা ডাস্টারটি ভালো। (ঞ) ঐ উন্মোক্ত আকাশটি নীল।

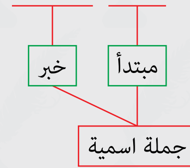
দুই. (ক) ঐ দ্বিতীয় জমিটি সংকীর্ণ। (খ) ঐ পুরোনো রাজধানীটি প্রসিদ্ধ। (গ) ঐ সাদা বিমানটি ধীরগামী। (ঘ) ঐ প্রাচীন গ্রামটি প্রসিদ্ধ। (ঙ) ঐ ছোট আঙ্গুলটি দুর্বল । (চ) ঐ ছোট বলটি লাল (রঙের)। (ছ) ঐ দ্বিতীয় লাম-হরফটি কাসরাকৃত হয়েছে । (জ) ঐ মজবুত লাঠিটি পথ প্রদর্শক। (ঝ) ঐ পরিষ্কার কানটি প্রশস্ত। (ঞ) ঐ প্রাচীন কুয়াটি উন্মোক্ত।

সবকিছু বুঝে এসে থাকলে এবার তামরীন করো।

পাঠ ১৯ : পার্থক্যগুলো খেয়াল করো।

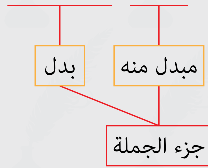
ইহা একটি বই।

هٰذَا كِتَابٌ



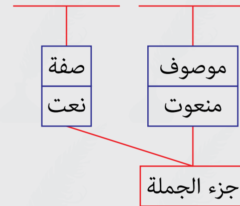
এই বইটি

هٰذَا الْكِتَابُ



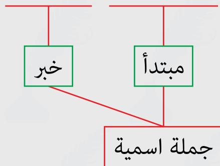
নতুন বইটি

اَلْكِتَابُ الْجَدِيْدُ



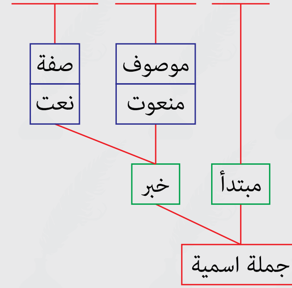
বইটি নতুন

اَلْكِتَابُ جَدِيْدٌ



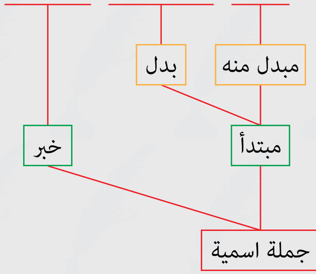
ইহা একটি নতুন বই।

هٰذَا كِتَابٌ جَدِيْدٌ



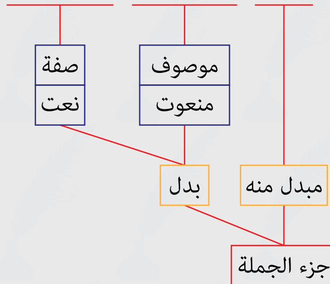
এই বইটি নতুন।

هٰذَا الْكِتَابُ جَدِيْدٌ

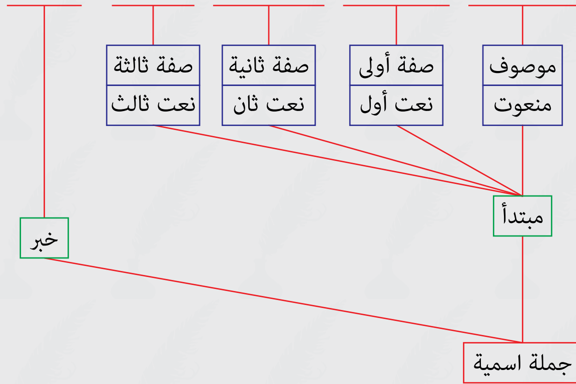


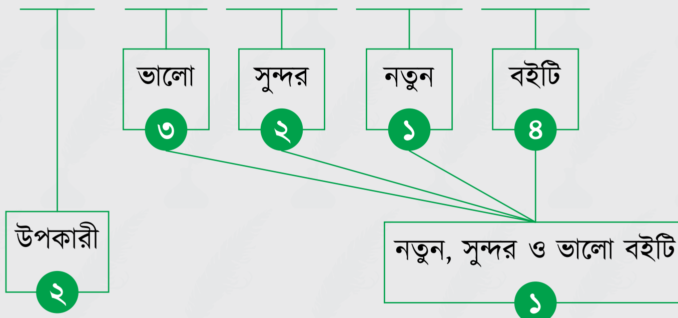
এই নতুন বইটি

هٰذَا الْكِتَابُ الْجَدِيْدُ



পাঠ ২০ : আমরা একাধিক صفة যোগেও বাক্য তৈরি করতে পারি। যেমন-





নতুন, সুন্দর ও ভালো বইটি উপকারী।

এখানে 'ও' বাড়িয়ে বলতে হবে, কেননা এমন ব্যবহারে বাংলায় ও, এবং, আর ... ইত্যাদিসব শব্দ এসে থাকে।

الجديد গুণটি الكتاب-কে গুণান্বিত করেছে।

الجميل গুণটি الكتاب-কে গুণান্বিত করেছে।

الجيد গুণটি الكتاب-কে গুণান্বিত করেছে।

যেহেতু الكتابُ মাওছূফের একাধিক গুণ রয়েছে, তাই আমরা-

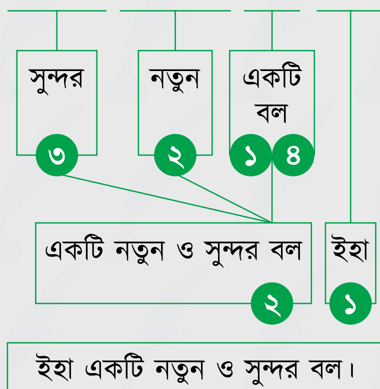
الجديدُ-কে প্রথম গুণ বলবো।

الجميلُ-কে দ্বিতীয় গুণ বলবো।

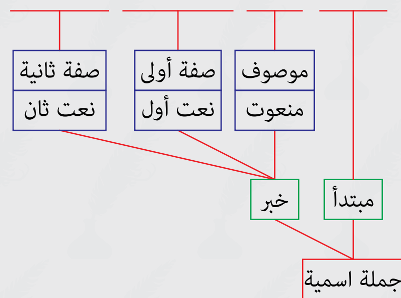
الجيدُ-কে তৃতীয় গুণ বলবো।

এভাবে যত খুশি তত গুণ ব্যবহার করা যাবে।

هٰذِهٖ كُرَةٌ جَدِيْدَةٌ جَمِيْلَةٌ

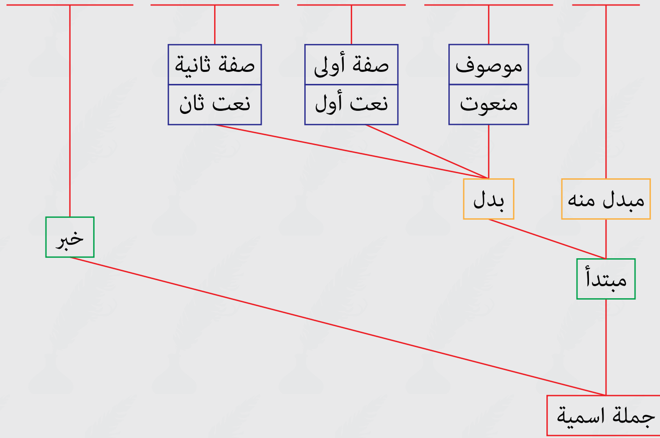


هٰذِهٖ كُرَةٌ جَدِيْدَةٌ جَمِيْلَةٌ

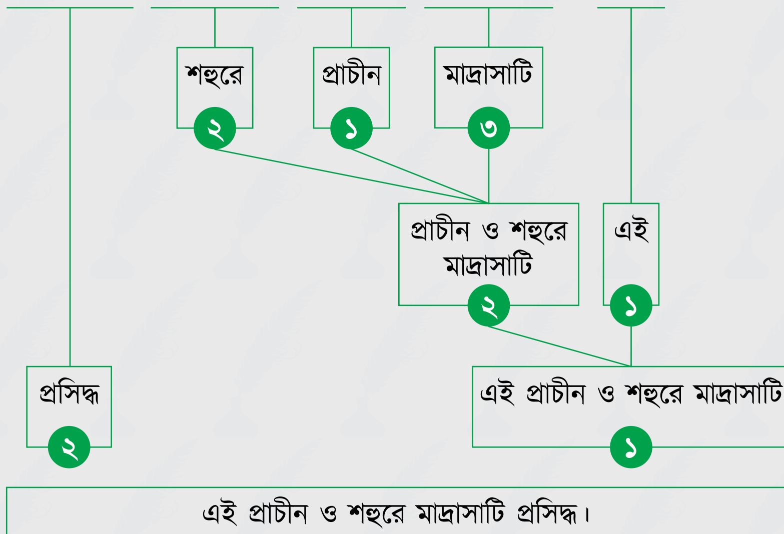


*** নাকেরা ও মারেফা উভয় মাওছূফেরই একাধিক গুণ থাকতে পারে।

هٰذِهِ الْمَدْرَسَةُ الْقَدِيْمَةُ الْمَدِيْنِيَّةُ مَشْهُوْرَةٌ



هٰذِهِ الْمَدْرَسَةُ الْقَدِيْمَةُ الْمَدِيْنِيَّةُ مَشْهُوْرَةٌ



নীচের বাক্যগুলোর আরবি করো :

ا) ذلك الكتاب الجديد العربي مفتوح (بـ) السبورة الكبيرة الوسخة مكسورة (جـ) هذا الجدار العالي القديم المشهور مكسور (د) الحقيبة الخضرآء الواسعة قروية (هـ) الباب المفتوح الضيق صندوقي (و) تلك العين الجميلة المفتوحة السريعة مشهورة (ز) هذه النافذة المفتوحة النظيفة الواسعة القوية مدرسية (حـ) الساعة الغالية الصافية الجدارية طيبة (طـ) تلك الدراجة النارية الغالية السريعة قروية (يـ) هذه اللام الثانية المشددة مفتوحة

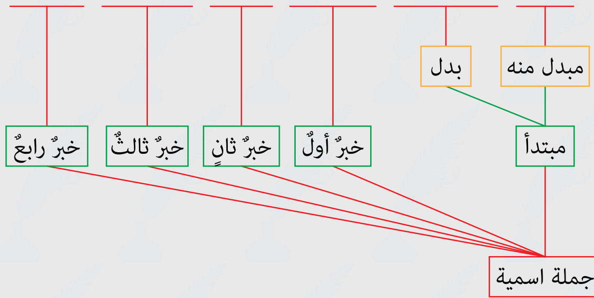
নীচের বাংলা বাক্যগুলোর আরবি করো :

(ক) ঐ নীল ও ছাতাটি সূর্য সম্পর্কিত। (খ) এই প্রথম ও তাশদীদকৃত সীন্-হরফটি দ্বম্মাকৃত (হয়েছে)। (গ) নতুন ও দ্রুতগামী সাদা (রঙের) টেবিল ফ্যানটি মজবুত। (ঘ) এই দ্বিতীয় ও ছোট জমিটি দামী। (ঙ) এই বড়, প্রশস্ত ও দামী বাক্সটি আরবি। (চ) ঐ আরবি, নতুন, দামী ও প্রসিদ্ধ টুপিটি ভালো। (ছ) কালো রঙের আরবি পাগড়ীটি উপকারী। (জ) উহা একটি ছোট, লাল ও সুন্দর জামা। (ঝ) এই প্রথম, উঁচু ও ময়লা রাস্তাটি গ্রাম্য। (ঞ) ঐ উন্মোক্ত ও নীল আকাশটি উঁচু।

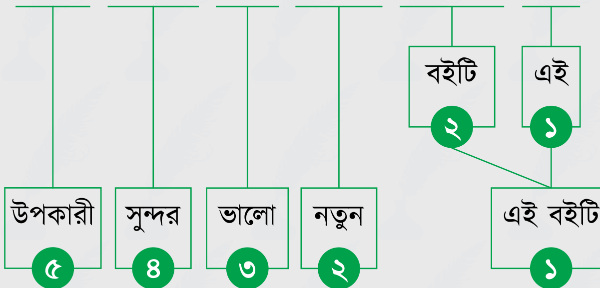
সবকিছু বুঝে এসে থাকলে এবার তামরীন করো।

পাঠ ২১ : আমরা একাধিক خبر যোগেও বাক্য তৈরি করতে পারি। যেমন-

هٰذَا الْكِتَابُ جَدِيْدٌ جَيِّدٌ جَمِيْلٌ مُفِيْدٌ



هٰذَا الْكِتَابُ جَدِيْدٌ جَيِّدٌ جَمِيْلٌ مُفِيْدٌ



এই বইটি নতুন, ভালো, সুন্দর ও উপকারী।

এখানে ‘ও’ বাড়িয়ে বলতে হবে, কেননা এমন ব্যবহারে বাংলায় ও, এবং, আর ... ইত্যাদিসব শব্দ এসে থাকে।

যেহেতু هذا الكتاب সম্পর্কে বলা হচ্ছে, সেহেতু هذا الكتاب হলো মুবতাদা।

আর মুবতাদা সম্পর্কে বলা হচ্ছে جديدٌ , তাই جديدٌ হলো খবার।

আবার মুবতাদা সম্পর্কে বলা হচ্ছে جيدٌ , তাই جيدٌ-ও খবার ।

আবার মুবতাদা সম্পর্কে বলা হচ্ছে جميلٌ , তাই جميلٌ-ও খবার।

আবার মুবতাদা সম্পর্কে বলা হচ্ছে مفيدٌ , তাই مفيدٌ-ও খবার।

যেহেতু এই বাক্যে একাধিক খবার রয়েছে, তাই

جديد-কে আমরা প্রথম খবার বলবো।

جيد-কে আমরা দ্বিতীয় খবার বলবো।

جميل-কে আমরা তৃতীয় খবার বলবো। ও

مفيد-কে আমরা চতুর্থ খবার বলবো।

এভাবে যত খুশি তত খবার বলা যাবে।

নীচের বাক্যগুলোর আরবি করো :

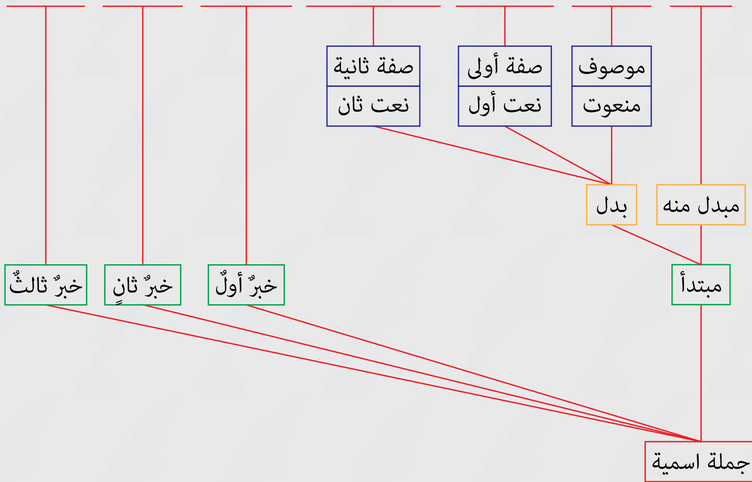
ا) الكتاب جديد مفتوح عربي (بـ) السبورة الكبيرة وسخة عالية مكسورة (جـ) هذا الجدار العالي قديم مشهور (د) تلك الحقيبة الخضرآء كبيرة واسعة مشهورة قروية (هـ) هذا مفتوح صغير ضيق صندوقي (و) تلك العين جميلة مفتوحة سريعة مشهورة (ز) هذه النافذة المفتوحة النظيفة واسعة قوية مدرسية (حـ) الساعة غالية صافية جدارية طيبة (ط) تلك الدراجة النارية غالية سريعة قروية (يـ) هذه اللام الثانية مشددة مفتوحة

নীচের বাংলা বাক্যগুলোর আরবি করো :

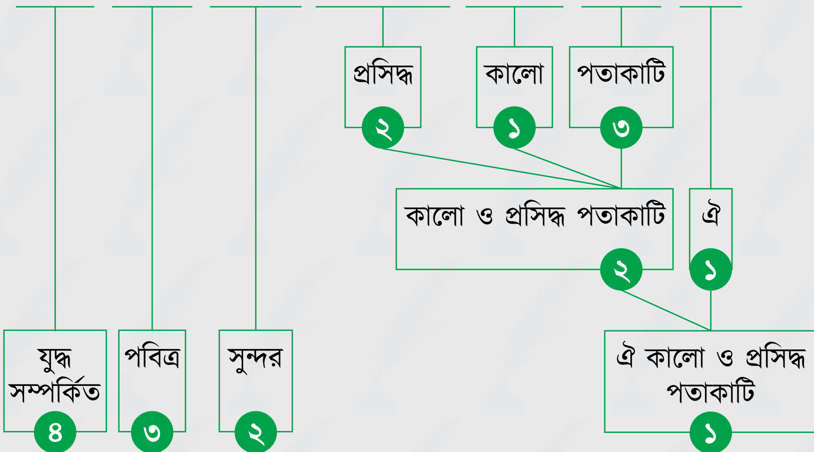
(ক) এই দ্বিতীয় লাম-হরফটি তাশদীদ ও কাসরাকৃত। (খ) ঐ মোটর সাইকেলটি দামী, দ্রুতগামী, গ্রাম্য ও নতুন। (গ) নতুন ও দ্রুতগামী কারটি সাদা ও কালো (রঙের)। (ঘ) এই দ্বিতীয় ও ছোট জমিটি উঁচু ও দামী। (ঙ) এই বাক্সটি আরবি ও মাদ্রাসা সম্পর্কিত। (চ) ঐ আরবি বইটি ভালো ও উপকারী। (ছ) কালো রঙের আরবি পাগড়ীটি নতুন, সুন্দর, বড় ও উপকারী। (জ) ইহা ছোট, লাল ও সুন্দর। (ঝ) উহা দশম, বড়, উঁচু ও স্বচ্ছ। (ঞ) ঐ মদটি পুরোনো, জ্বলন্ত ও লাল।

সবকিছু বুঝে এসে থাকলে এবার তামরীন করো।

ذٰلِكَ الْعَلَمُ الْأَسْوَدُ الْمَشْهُوْرُ جَمِيْلٌ طَيِّبٌ حَرْبِيٌّ

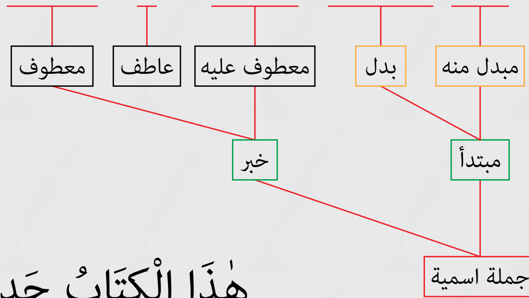


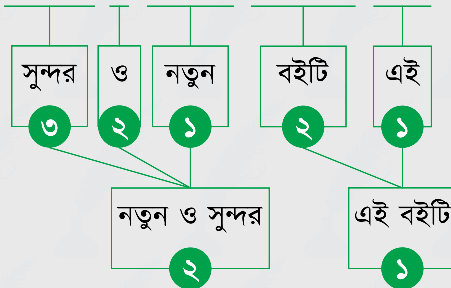
ذٰلِكَ الْعَلَمُ الْأَسْوَدُ الْمَشْهُوْرُ جَمِيْلٌ طَيِّبٌ حَرْبِيٌّ



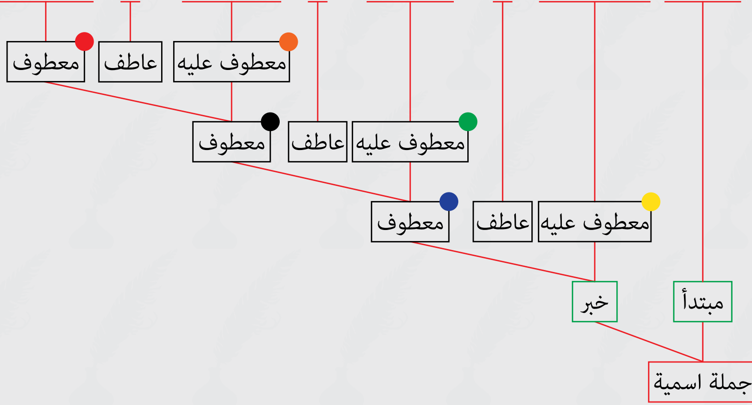
ঐ কালো ও প্রসিদ্ধ পতাকাটি সুন্দর, পবিত্র ও যুদ্ধ সম্পর্কিত।

পাঠ ২২ : وَ -এর অর্থ ঃ **এবং, ও, আর**। এটি একটি হরফ। এই হরফটির নাম হলো حَرْفُ العَطْفِ তথা "সংযোজন করার হরফ" বা আমরা এটাকে عَاطِفٌ তথা "সংযোজনকারী"-ও বলতে পারি। এই হরফটি দুইটি বাক্যাংশকে বা দুইটি বাক্যাকে একসাথে যুক্ত করে থাকে। এই হরফটি দুই বাক্যাংশের মাঝখানে বা দুই বাক্যের মাঝখানে বসে। حَرْفُ الْعَطْفِ বা عَاطِفٌ-এর আগের অংশকে مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ বলে আর পরের অংশকে مَعْطُوْفٌ বলে।





এই বইটি নতুন ও সুন্দর।



যখন একাধিক অংশ এভাবে যুক্ত হয়, তখন বাম দিক থেকে ডান দিকে এক এক করে যুক্ত হতে থাকে। যেমন- লাল ও কমলা মিলে কালো হয়েছে। কালো ও সবুজ মিলে নীল হয়েছে। নীল ও হলুদ মিলে সর্বশেষ ফলাফলে দাঁড়ালো। এভাবে যত খুশি তত যোগ করা সম্ভব। বিষয়টা ঠিক এমন, যেমন নীচে রয়েছে-





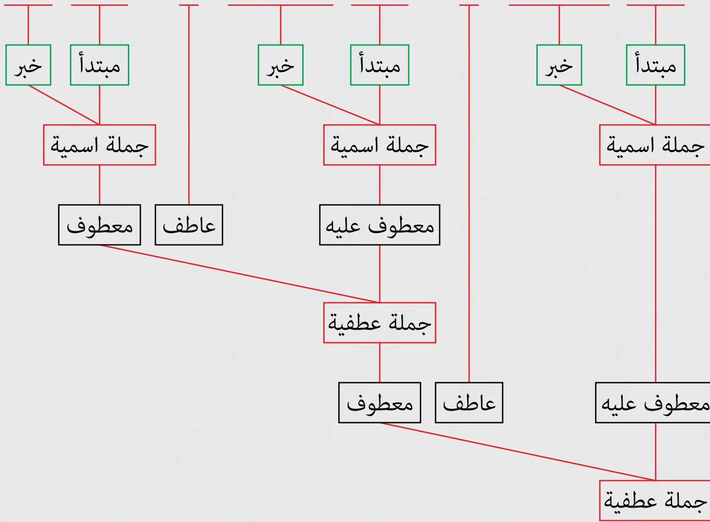
বাড়িটি নতুন, ভালো, সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন।

এখানে সবশেষে وَ এর অর্থ 'ও' বসানো হয়েছে এবং বাকী গুলোকে কমা আকারে প্রকাশ করা হয়েছে, কেননা বাংলায় এভাবেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

খবারের মত মুবতাদার দুইটি বাক্যাংশকেও একসাথে যুক্ত করা যায়, যা আমরা ২৩ তম পাঠে দেখবো। আর এখন আমরা দুইটি বাক্যকে যুক্ত করা দেখবো।

ইহা একটি মসজিদ এবং উহা একটি মাদ্রাসা আর ওটা একটা বাড়ি।

هٰذَا مَسْجِدٌ وَ تِلْكَ مَدْرَسَةٌ وَ تِلْكَ دَارٌ



هذا مسجد - ১ম বাক্য || تلك مدرسة - ২য় বাক্য || تلك دار - ৩য় বাক্য

আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি যে, আত্বফ বাম থেকে ডানে হয়, তাই ৩য় বাক্যটি ২য় বাক্যের সাথে যুক্ত হয়ে একটি নতুন বাক্য গঠন করেছে। আর এই নতুন গঠিত বাক্যটি ১ম বাক্যের সাথে যুক্ত হয়েছে।

جُمْلَةٌ عَطْفِيَّةٌ : যে বাক্য আত্বফের সাথে সম্পর্কিত, তাকে جملة عطفية বলে।

নীচের বাক্যগুলোর আরবি করো :

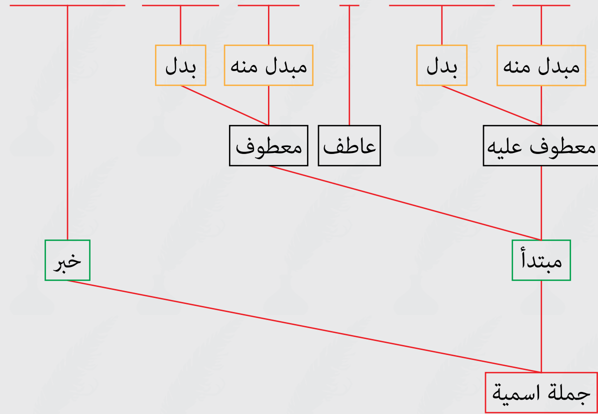
ا) الكتاب جديد و مفتوح و عربي (بـ) السبورة الكبيرة وسخة و عالية و مكسورة (جـ) هذا الجدار العالي قديم و مشهور (د) تلك الحقيبة الخضرآء كبيرة و واسعة و مشهورة و قروية (هـ) هذا مفتوح و صغير و ضيق و صندوقي (و) هذه العين جميلة و هذه اليد مفتوحة و هذه الأذن نظيفة و هذه الإصبع صغيرة (ز) هذه النافذة المفتوحة النظيفة واسعة و قوية و مدرسية (حـ) الساعة غالية وَ النَّظارة صافية وَ الْمروحة جدارية وَ الْمظلة طيبة (طـ) تلك الدراجة النارية غالية و سريعة و قروية (يـ) هذه اللام الثانية مشددة و مفتوحة

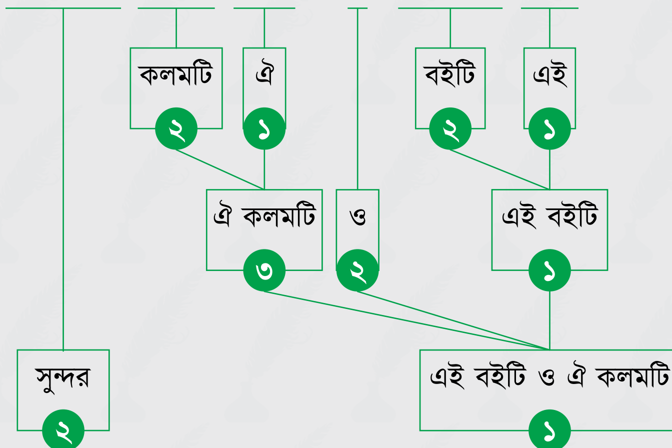
নীচের বাংলা বাক্যগুলোর আরবি করো :

(ক) এই দ্বিতীয় লাম-হরফটি তাশদীদ ও কাসরাকৃত। (খ) ঐ মোটর সাইকেলটি দামী, দ্রুতগামী, গ্রাম্য ও নতুন। (গ) বইটি নতুন, কলমটি দামী, ঘরটি উঁচু ও দেয়ালটি সাদা (রঙের)। (ঘ) এই দ্বিতীয় বলটি লাল এবং ঐ ছোট জমিটি উঁচু ও দামী। (ঙ) ঐ বাক্সটি আরবের সাথে সম্পর্কিত, মাদ্রাসা সম্পর্কিত ও দামী। (চ) এই আরবি বইটি নতুন, ভালো ও উপকারী। (ছ) কালো রঙের আরবি পাগড়ীটি নতুন, সুন্দর, বড় ও উপকারী। (জ) ইহা ছোট, উহা লাল ও এটা সুন্দর। (ঝ) এটা ছোট আর ওটা বড়। (ঞ) ঐ ওয়াইনটি (জ্বলন্ত মদটি) পুরোনো, দামী, নোংরা ও লাল।

সবকিছু বুঝে এসে থাকলে এবার তামরীন করো।

পাঠ ২৩ : وَ -এর মাধ্যমে একাধিক মুবতাদার সংযুক্তি-





এই বইটি ও ঐ কলমটি সুন্দর।

যেহেতু (هذا الكتاب و ذلك القلم جميلان) -এই বাক্যের মুবতাদাটি দ্বিবচন হয়েছে, তাই এর খবারটিও দ্বিবচন হয়েছে। এই বই + ঐ কলম = দুইটি বস্তু; অর্থাৎ মুবতাদাটি দ্বিবচন।

বাংলা ভাষায় বচন দুই প্রকার। যথা: একবচন ও বহুবচন। ইংরেজি ভাষায়ও বচন তথা Number দুই প্রকার। যথা: Singular Number ও Plural Number । কিন্তু, আরবি ভাষায় বচন তিন প্রকার। যথা: একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন। বচন নিয়ে এখনই আমরা আলোচনা করবো না। তবে, কোন একটি ইসিমকে দ্বিবচন বানানো খুবই সহজ। ইসিমটির শেষে সাকিন-আলিফ ও মাকসূর-নূন বসিয়ে দিলেই দ্বিবচন হয়ে যায়। আর সাকিন আলিফ-হরফটির পূর্বের হরফে ফাতহা হবে। আর এটা তুমি এই খণ্ডের ২য় অধ্যায়ের ৯ম পাঠে ইতিমধ্যে পড়ে এসেছো।

كتابـانِ - مدرستـانِ

كتاب ও مدرسة ইসিমদ্বয়ের শেষে দ্বিবচনের আলামত সাকিন-আলিফ ও মাকসূর-নূন বসানো হলো।

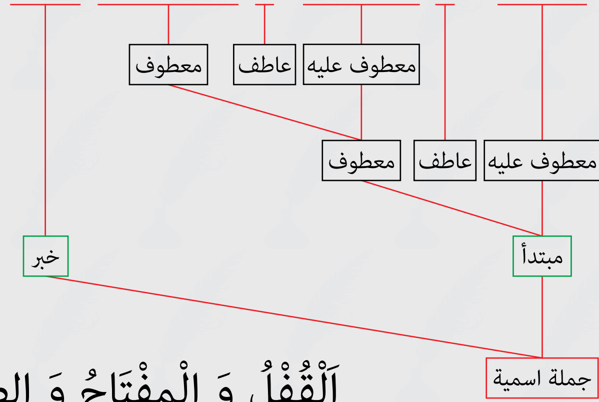
كتابَـان - مدرستَـان

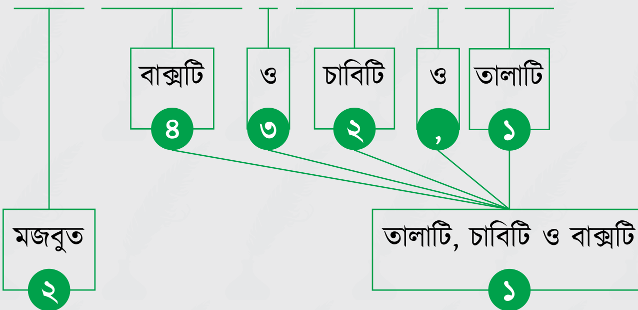
সাকিন-আলিফ তার পূর্বের হরফে ফাতহা চায়, তাই কিতাবের বা-হরফে ও মাদ্রাসার তা-হরফে ফাতহা হয়েছে।

যেহেতু এই পাঠটি বচন নিয়ে পরিপূর্ণ আলোচনা করার জন্য নয়; তাই আমরা বচনের বিস্তারিত আলোচনায় যাবো না, বরং দ্বিবচনের কয়েকটি ইসিমকে দেখেই দ্বিবচনের ইতি টানবো।

كِتَابٌ	كِتَابَانِ	مَدْرَسَةٌ	مَدْرَسَتَانِ
قَلَمٌ	قَلَمَانِ	حُجْرَةٌ	حُجْرَتَانِ
كُرْسِيٌّ	كُرْسِيَّانِ	نَافِظَةٌ	نَافِظَتَانِ
بَيْتٌ	بَيْتَانِ	سَاعَةٌ	سَاعَتَانِ
مَسْجِدٌ	مَسْجِدَانِ	مِظَلَّةٌ	مِظَلَّتَانِ

جَدِيْدٌ - جَدِيْدَةٌ	جَدِيْدَانِ - جَدِيْدَتَانِ
جَيِّدٌ - جَيِّدَةٌ	جَيِّدَانِ - جَيِّدَتَانِ
مَشْهُوْرٌ - مَشْهُوْرَةٌ	مَشْهُوْرَانِ - مَشْهُوْرَتَانِ
كِتَابِيٌّ - كِتَابِيَّةٌ	كِتَابِيَّانِ - كِتَابِيَّتَانِ
مَدْرَسِيٌّ - مَدْرَسِيَّةٌ	مَدْرَسِيَّانِ - مَدْرَسِيَّتَانِ





তালাটি, চাবিটি ও বাক্সটি মজবুত।

দেখো, মুবতাদাটি বহুবচন হয়েছে। একটা হলে একবচন। দুইটা হলে দ্বিবচন। আর দুইয়ের অধিক হলে বহুবচন। তালাটি + চাবিটি + বাক্সটি = মোট তিনটি হলো; অর্থাৎ মুবতাদাটি বহুবচন। যেহেতু মুবতাদাটি বহুবচন, তাই এর খবারও বহুবচন হয়েছে। অপ্রাণীবাচক বহুবচনের জন্য একবচনের মুআন্নাসের গুণ ব্যবহৃত হয়। তাই قوية হয়েছে।

(এই পাঠটি বুঝলেই হবে, অনুশীলন করতে হবে না।)

অনুগ্রহপূর্বক পড়া অপূর্ণ রেখে সামনে অগ্রসর হবে না।

পাঠ ২৪ : كَيْفَ -এর অর্থ হলো **কেমন, কীভাবে**। এটি একটি হরফ। এই হরফের নাম হলো حَرْفُ الْاِسْتِفْهَامِ তথা প্রশ্নের হরফ।

هذا جديد	هذا الكتاب الجديد جميل
ذلك جديد	ذلك الكتاب الجديد جميل
هذه جديدة	هذه المدرسة الجديدة جميلة
تلك جديدة	تلك المدرسة الجديدة جميلة
الكتاب جديد	الكتاب الجديد الجميل الجيد مفيد
المدرسة جديدة	المدرسة الجديدة الجميلة الجدة مفيدة
هذا الكتاب جديد	هذا الكتاب جديد جميل جيد
ذلك الكتاب جديد	هذه المدرسة جديدة جميلة جيدة
هذه المدرسة جديدة	
تلك المدرسة جديدة	هذا الكتاب جديد و جميل
	هذه المدرسة جديدة و جميلة
الكتاب الجديد جميل	
المدرسة الجديدة جميلة	هذا جميل و ذلك قديم و هذه نظيفة

সবুজ দাগে চিহ্নিত অংশগুলো হলো খবার এবং খবারগুলোতে গুণ প্রকাশক ইসিম রয়েছে। আমরা এই খবারগুলোর স্থলে কাইফা প্রশ্নের হরফটি বসাবো।

هذا كيف
ذلك كيف
هذه كيف
تلك كيف

الكتاب كيف
المدرسة كيف

هذا الكتاب كيف
ذلك الكتاب كيف
هذه المدرسة كيف
تلك المدرسة كيف

الكتاب الجديد كيف
المدرسة الجديدة كيف

هذا الكتاب الجديد كيف
ذلك الكتاب الجديد كيف
هذه المدرسة الجديدة كيف
تلك المدرسة الجديدة كيف

الكتاب الجديد الجميل الجيد كيف
المدرسة الجديدة الجميلة الجدة كيف

هذا الكتاب كيف
هذه المدرسة كيف

هذا الكتاب كيف
هذه المدرسة كيف

هذا كيف و ذلك كيف و هذه كيف

আর যেহেতু আমরা ইতিমধ্যেই অবগত আছি যে, প্রশ্নের অংশ সবার সামনে চলে আসে। তাই প্রশ্নগুলো ঠিক এমন হবে -

كَيْفَ هذا ؟

كَيْفَ ذلك ؟

كَيْفَ هذه ؟

كَيْفَ تلك ؟

كَيْفَ هذا الكتاب الجديد ؟

كَيْفَ ذلك الكتاب الجديد ؟

كَيْفَ هذه المدرسة الجديدة ؟

كَيْفَ تلك المدرسة الجديدة ؟

كَيْفَ الكتاب ؟

كَيْفَ المدرسة ؟

كَيْفَ الكتاب الجديد الجميل الجيد ؟

كَيْفَ المدرسة الجديدة الجميلة الجدة ؟

كَيْفَ هذا الكتاب ؟

كَيْفَ ذلك الكتاب ؟

كَيْفَ هذه المدرسة ؟

كَيْفَ تلك المدرسة ؟

كَيْفَ هذا الكتاب ؟

كَيْفَ هذه المدرسة ؟

كَيْفَ هذا الكتاب ؟

كَيْفَ هذه المدرسة

كَيْفَ الكتاب الجديد ؟

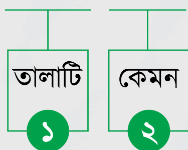
كَيْفَ المدرسة الجديدة ؟

كَيْفَ هذا و كَيْفَ ذلك و كَيْفَ هذه ؟

এই প্রশ্নগুলোর অর্থ পর্যায়ক্রমে নীচে দেওয়া হলো-

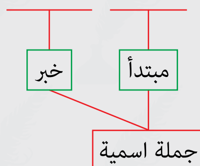
ইহা কেমন? উহা কেমন? ইহা কেমন? উহা কেমন? বইটি কেমন? মাদ্রাসাটি কেমন? এই বইটি কেমন? ঐ বইটি কেমন? এই মাদ্রাসাটি কেমন? ঐ মাদ্রাসাটি কেমন? নতুন বইটি কেমন? নতুন মাদ্রাসাটি কেমন? এই নতুন বইটি কেমন? ঐ নতুন বইটি কেমন? এই নতুন মাদ্রাসাটি কেমন? ঐ নতুন মাদ্রাসাটি কেমন? নতুন, সুন্দর ও ভালো বইটি কেমন? নতুন, সুন্দর ও ভালো মাদ্রাসাটি কেমন? এই বইটি কেমন? এই মাদ্রাসাটি কেমন? এই বইটি কেমন? এই মাদ্রাসাটি কেমন? ইহা কেমন, উহা কেমন এবং ওটা কেমন?

كَيْفَ الْقُفْلُ ؟



তালাটি কেমন?

كَيْفَ الْقُفْلُ ؟



কাইফা শব্দটি যদিও একটি হরফ, কিন্তু বাক্যস্থ এই হরফটি এখন ইসিম হিসেবে পরিগণিত হবে। আর কাইফা ইসিমটি এই বাক্যটির প্রথম অংশ হওয়ার কারণে মুবতাদা ও আলক্কুফলু ইসিমটি এই বাক্যটির দ্বিতীয় অংশ হওয়ার কারণে খবার। ইতিমধ্যে এই বিষয়গুলো তুমি ১ম অধ্যায়ের ১৬ তম পাঠে জেনেছো।

وَ لٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ

কিন্তু অধিকাংশ মানুষ শুকরিয়া আদায় করে না।

[সূরা বাকারা (০২) : ২৪৩] [সূরা ইউসূফ (১২) : ৩৮] [সূরা গাফির (৪০) : ৬১]

وَ لٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ

কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

[সূরা আরাফ (০৭) : ১৮৭] [সূরা ইউসূফ (১২) : ২১] [সূরা ইউসূফ (১২) : ৪০] [সূরা ইউসূফ (১২) : ৬৮] [সূরা নাহল (১৬) : ৩৮] [সূরা রূম (৩০) : ০৬] [সূরা রূম (৩০) : ৩০] [সূরা সাবা (৩৪) : ২৮] [সূরা সাবা (৩৪) : ৩৬] [সূরা গাফির (৪০) : ৫৭] [সূরা যাতিযাহ (৪৫) : ২৬]

وَ لٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ

কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনে না।

[সূরা হূদ (১১) : ১৭] [সূরা রাদ (১৩) : ০১] [সূরা গাফির (৪০) : ৫৯]

وَ ما أَكْثَرُ النَّاسِ وَ لَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ

আর তুমি আকাঙ্ক্ষা করলেও অধিকাংশ মানুষ মুমিন হবার নয়।

[সূরা ইউসূফ (১২) : ১০৩]

فَأَبٰى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوْرًا

কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কুফরী না করে থাকে না।

[সূরা ইসরা (১৭) : ৮৯] [সূরা ফুরকান (২৫) : ৫০]

যারা অধিকাংশের পূজা করে,
তাদের عَيْنٌ-গুলো কি مَفْتُوْحَةٌ রয়েছে?

وَ إِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ إِنْ يَّتَّبِعُوْنَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُوْنَ

আর আপনি যদি যমীনের অধিকাংশের আনুগত্য করেন, তবে তারা আপনাকে আল্ল-হর পথ থেকে বিচ্যুত করে দিবে। তারা শুধু ধারণারই অনুসরণ করে এবং তারা শুধু অনুমানই করে।

[সূরা আনআম (০৬) : ১১৬]

যারা গণতন্ত্রের পূজা করে,
তাদের عَيْنٌ-গুলো কি مَفْتُوْحَةٌ রয়েছে?

জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস।
এটি একটি কুফরী বাক্য।

সার্বভৌমত্বের অধিকারী একমাত্র জনগণ।
এটি একটি কুফরী বাক্য।

নামায ভঙ্গের যেমন কারণ রয়েছে, রোজা ভঙ্গের যেমন কারণ রয়েছে, ওযু ভঙ্গের যেমন কারণ রয়েছে, ঠিক তেমনই ঈমান ভঙ্গেরও কারণ রয়েছে। এখানে কয়েকটি ঈমান ভঙ্গের কারণ উল্লেখ করা হলো।

১. আল্ল-হর সাথে শরিক করলে ঈমান ভেঙ্গে যায়।

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُّشْرَكَ بِهٖ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَن يَّشَاءُ ۚ وَ مَن يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰى إِثْمًا عَظِيْمًا

নিশ্চয় আল্ল-হ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। তিনি শিরকের গোনাহ ব্যতীত অন্য সকল গোনাহ যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করে দেন। আর যে ব্যক্তি আল্ল-হর সাথে শরীক করে, সে অবশ্যই মহাপাপ রচনা করে।

[সূরা নিসা (০৪) : ৪৮]

ؕ إِنَّهٗ مَن يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَأْوٰهُ النَّارُ ؕ وَ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ

নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্ল-হর সাথে শরীক করে, আল্ল-হ তার জন্য জান্নাতকে অবশ্যই হারাম করে দিয়েছেন এবং তার ঠিকানা হলো আগুন। আর যালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই। [সূরা নিসা (০৫) : ৭২]

২. আল্ল-হ ও বান্দার মধ্যে মধ্যস্থতাকারী নির্ধারণ করলে ঈমান ভেঙ্গে যায়।

وَ يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَ لَا يَنْفَعُهُمْ وَ يَقُوْلُوْنَ هٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ ؕ قُلْ أَ تُنَبِّئُوْنَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمٰوٰتِ وَ لَا فِي الْأَرْضِ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

আর তারা আল্ল-হকে ছেড়ে এমন কিছুর ইবাদত করছে, যারা তাদের ক্ষতি করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না। আর তারা বলে, "এরা আল্ল-হর নিকট আমাদের সুপারীশকারী"। বল, "তোমরা কি আল্ল-হকে আসমানসমূহ ও যমীনে থাকা এমন বিষয়ে সংবাদ দিচ্ছ, যে সম্পর্কে তিনি অবগত নন?" তিনি মহা পবিত্র এবং তারা যা শরীক করে, তা থেকে তিনি বহু ঊর্ধে। [সূরা ইউনূস (১০) : ১৮]

أَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ؕ وَ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖ أَوْلِيَاءَ ۘ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا إِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ؕ إِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ؕ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ كٰذِبٌ كَفَّارٌ

জেনে রেখো, বিশুদ্ধ ইবাদত-আনুগত্য একমাত্র আল্ল-হ সুবহানু ওয়া তা'আলার জন্যই। আর যারা আল্ল-হ ব্যতীত অন্যদেরকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে, তারা বলে : "আমরা তো কেবল এজন্যই তাদের ইবাদত/পূজা করি যেন তারা আমাদেরকে আল্ল-হর নিকটবর্তী করে দেয়।" যে বিষয়ে তারা মতভেদ করছে, আল্ল-হ নিশ্চয় সে ব্যাপারে তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। নিশ্চয় আল্ল-হ তাকে হিদায়াত দেন না, যে মিথ্যাবাদী কাফের। [সূরা যুমার (৩৯) : ০৩]

৩. মুহাম্মাদ ছল্লাল্ল-হু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বশেষ নবী না মানলে ঈমান ভেঙ্গে যায়।

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَ لٰكِن رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ۝

মুহাম্মাদ তোমাদের কোনো পুরুষ লোকের পিতা নন; তবে (তিনি) আল্ল-হর রসূল ও সর্বশেষ নবী। আর আল্ল-হ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ। [সূরা আহযাব (৩৩) : ৪০]

মুহাম্মাদ ছল্লাল্ল-হু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ নবী; তাঁর পর আর কোনো নবী আসবেন না। এ বিষয়টি কোরআনের এই আয়াত দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। সুতরাং এটা না মানলে বা এতে কোনো সন্দেহ পোষণ করলে ঈমান ভেঙ্গে যাবে। এ কারণেই কাদিয়ানি সম্প্রদায় কাফের-যিন্দিকের অন্তর্ভূক্ত। আর কাফেরকে কাফের মনে না করলেও ঈমান ভঙ্গ হয়ে যাবে।

তুমি জানো কি ইংরেজি মাসের নামগুলোর নামকরণ কীভাবে করা হয়েছে?

১. January : শুরু ও শেষের বাতিল ও মিথ্যা দেবতা জানুসের নামে নামকরণ করা হয়েছে।

২. February : পাপ থেকে মুক্তির জন্য পালিত "ফেব্রুয়া" নামক বাতিল উৎসবের নামে নামকরণ করা হয়েছে।

৩. March : যুদ্ধের বাতিল দেবতা মার্সের নামে নামকরণ করা হয়েছে।

৪. April : ল্যাটিন "এ্যাপেরিরে" (খোলা) থেকে এসেছে।

৫. May : উর্বরতার বাতিল দেবী মাইয়ার নামে নামকরণ করা হয়েছে।

৬. June : বিবাহ ও পরিবারকে রক্ষাকারী বাতিল দেবী জুনোর নামে নামকরণ করা হয়েছে।

৭. July : রোমান নেতা জুলিয়াস সিজারের নামে নামকরণ করা হয়েছে।

৮. August : রোমান সম্রাট অগাস্টাসের নামে নামকরণ করা হয়েছে।

৯. September : ল্যাটিন "সেপটেম" (সাত) থেকে এসেছে।

১০. October : ল্যাটিন "অকটো" (অষ্টম) থেকে এসেছে।

১১. November : ল্যাটিন "নভেম" (নবম) থেকে এসেছে।

১২. December : ল্যাটিন "ডেস" (দশ) থেকে এসেছে।

ইংরেজি মাসের এই নামগুলো রোমানদের থেকে এসেছে। এরা প্রথমে ১০টি মাসের ক্যালেন্ডার ব্যবহার করতো। যথা : Martius, Aprilis, Maius, Iunius, Quintilis, Sextilis, September, October, November, December. অর্থাৎ এতে জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি মাস অন্তর্ভুক্ত ছিল না। পরবর্তীতে, রোমান ক্যালেন্ডার সংস্কারিত হয়ে জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাস যোগ করা হয়, যার ফলে বছরের সংখ্যা ১২ মাসে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পরবর্তিতে তাতে সংস্কার এনে বিভিন্ন বাতিল ও মিথ্যা দেব-দেবী ও নেতাদের নাম প্রবেশ করিয়েছে।

এসো আমরা বিজাতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে না বলি এবং মুসলিম ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে গ্রহণ করি।

১. مُحَرَّمٌ ; নিষিদ্ধ বা পবিত্র : এই মাসে যুদ্ধ ও সংঘাত নিষিদ্ধ।

২. صَفَرٌ ; খালি বা শূণ্য : শত্রুকে পরাজিত করে সকল মাল লুট করে আনতো।

৩. رَبِيْعُ الْأَوَّلُ ; প্রথম বসন্ত : নবী মুহাম্মদ ছ.-এর জন্মের মাস।

৪. رَبِيْعُ الثَّانِيْ ; দ্বিতীয় বসন্ত : সাধারণভাবে বসন্তকালকে নির্দেশ করে।

৫. جُمَادَى الْأُوْلٰى ; প্রথম শুকনো : গ্রীষ্মকাল।

৬. جُمَادَى الثَّانِيَةُ ; দ্বিতীয় শুকনো : গ্রীষ্মকাল।

৭. رَجَبُ ; সম্মানিত : এটি একটি পবিত্র মাস, এ মাসে যুদ্ধ নিষিদ্ধ।

৮. شَعْبَانُ ; বিক্ষিপ্ত : পানির অভাবে পানির সন্ধানে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ত।

৯. رَمَضَانُ ; দহন : রোজার কারণে পার্থিব লালসা দগ্ধ হয়।

১০. شَوَّالٌ ; উত্থিত : এ সময়ে উটনী বাচ্চা প্রসব করে এবং লেজ উত্থিত করে।

১১. ذُو الْقَعْدَةِ ; বসার মাস : যুদ্ধের জন্য নিষিদ্ধ সময়।

১২. ذُو الْحِجَّةِ ; হজের মাস : এ মাসে মুসলিমরা পবিত্র হজ পালন করে। এ মাসেও যুদ্ধ নিষিদ্ধ।

এই মাসগুলোর নাম ঐতিহ্যগতভাবে বিভিন্ন অর্থ ও প্রেক্ষাপটের সাথে জড়িত। আর একটা বিষয় হলো ৪টি মাসে যুদ্ধ নিষিদ্ধ মানে এই না যে, শত্রুর আক্রমণের প্রতিরক্ষায়ও যুদ্ধ নিষিদ্ধ। আর সূরা তাওবার ৫নং আয়াত দ্বারা এটাও উদ্দেশ্য যে, এখন আর সেই বিধান নেই অর্থাৎ এখন ১২ মাসই যুদ্ধ করা জায়েজ।

তুমি জানো কি ইংরেজি দিনের নামগুলোর নামকরণ কীভাবে করা হয়েছে?

১. Sunday : সূর্যের প্রতি নির্দেশ করে "Sun's Day" থেকে এসেছে।

২. Monday : চাঁদের প্রতি নির্দেশ করে "Moon's Day" থেকে এসেছে।

৩. Tuesday : নর্ডিক যুদ্ধের বাতিল ও মিথ্যা দেবতা Tiw-কে নির্দেশ করে "Tiw's Day" থেকে Tuesday এসেছে।

৪. Wednesday : নর্ডিক বাতিল ও মিথ্যা দেবতা Woden বা Odin-কে নির্দেশ করে "Woden's Day" থেকে Wednesday এসেছে।

৫. Thursday : বজ্রের বাতিল ও মিথ্যা দেবতা Thor-কে নির্দেশ করে "Thor's Day" থেকে Thursday এসেছে।

৬. Friday : প্রেম এবং বিয়ের বাতিল ও মিথ্যা দেবী Frigg-কে নির্দেশ করে "Frigg's Day" Friday এসেছে।

৭. Saturday : রোমান বাতিল ও মিথ্যা দেবতা Saturn-কে নির্দেশ করে "Saturn's Day" থেকে Saturday এসেছে।

ইংরেজি দিনের নামগুলোর নামকরণ মূলত প্রাচীন রোমান ও নর্ডিক সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে হয়েছে। প্রতিটি দিনের নাম বিভিন্ন বাতিল দেবতা বা গ্রহের সাথে সম্পর্কিত, যার উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বাতিল দেবতা ও প্রাকৃতিক উপাদানের প্রতি সম্মান প্রকাশ করা এবং প্রাচীন রোমান ও নর্ডিকদের বাতিল সংস্কৃতি ও ইতিহাসের প্রতিফলন করা। এছাড়াও অনেকে চাঁদ-সূর্যসহ বিভিন্ন গ্রহকেও দেবতা হিসেবে বিশ্বাস করে। অনেকে তো আবার প্রকৃতির পূজাও করে।

তুমি জানো কি বাংলা দিনের নামগুলোর নামকরণ কীভাবে করা হয়েছে?

১. রবিবার : সূর্যের দিন; সূর্যের একটি হল নাম "রবি"।

২. সোমবার : চাঁদের দিন; চাঁদের একটি নাম হল "সোম"।

৩. মঙ্গলবার : "মার্স তথা মঙ্গল" দেবতার নাম থেকে।

৪. বুধবার : বুদ্ধির প্রতীক "বুধ" দেবতার নাম থেকে।

৫. বৃহস্পতিবার : গুরু বা জ্ঞানের দেবতা "বৃহস্পতি" এর নাম থেকে।

৬. শুক্রবার : প্রেম ও সম্পদের দেবতা "শুক্র" এর নাম থেকে।

৭. শনিবার : শাস্তি ও কষ্টের দেবতা "শনি" এর নাম থেকে।

বাংলা দিনের নামগুলোর নামকরণ বিভিন্ন প্রাচীন সংস্কৃতি, হিন্দু ধর্ম ও প্রকৃতির সাথে সম্পর্কিত। প্রতিটি দিনের নাম বিভিন্ন বাতিল দেবতা বা বিভিন্ন বাতিল ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে নির্দেশ করে থাকে। আর এর উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বাতিল দেবতা ও প্রকৃতির প্রতি গভীর সম্মান প্রকাশ করা এবং বিভিন্ন বাতিল সংস্কৃতির প্রতিফলন করা।

এসো আমরা বিজাতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে না বলি এবং মুসলিম ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে গ্রহণ করি।

১. يَوْمُ الْأَحَدِ : এক/প্রথম; সপ্তাহের ১ম দিন বুঝাতে ব্যবহৃত হয়।

২. يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ : দুই; সপ্তাহের ২য় বুঝাতে ব্যবহৃত হয়।

৩. يَوْمُ الثُّلَاثَاءِ : তিন; সপ্তাহের ৩য় দিন বুঝাতে ব্যবহৃত হয়।

৪. يَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ : চার; সপ্তাহের ৪র্থ দিন বুঝাতে ব্যবহৃত হয়।

৫. يَوْمُ الْخَمِيْسِ : পাঁচ; সপ্তাহের ৫ম দিন বুঝাতে ব্যবহৃত হয়।

৬. يَوْمُ الْجُمْعَةِ : সমাবেশ; এই দিন মুসলিমগণ জুমার সালাত আদায় করেন।

৭. يَوْمُ السَّبْتِ : বিরতি/বিশ্রাম; এটি সপ্তাহের শেষ দিন।

আরবি দিনের নামগুলোর উচ্চারণ হল : ১ ইয়াওমুল আহাদ ২. ইয়াওমুল ইস্নাইন ৩. ইয়াওমুস সুলাসা ৪. ইয়াওমুল আর্বিয়া ৫. ইয়াওমুল খমীস ৬. ইয়াওমুল জুম্‌আ ৭. ইয়াওমুস সাব্ত।

আরবি দিনের নামগুলো সাধারণত সংখ্যার ভিত্তিতে নামকরণ করা হয়েছে, একমাত্র ৬ষ্ঠ ও ৭ম দিন দুইটি ব্যতীত।

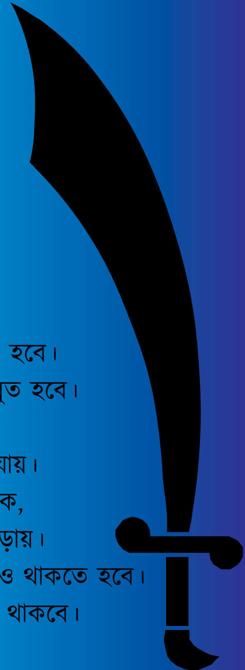
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

এখানে ৩য় অধ্যায়টি শেষ হওয়ার সাথে সাথে

১ম খণ্ডটিও শেষ হয়ে গেল।

২য় খণ্ডের পথে তোমাকে আহলান ওয়া সাহলান।





ইলমের আঁচল ছেড়োনা।
জিহাদের আঁচলও ছেড়োনা।
তোমাদের ইলম জিহাদের মাধ্যমে পরিপক্ক হবে।
আর তোমাদের জিহাদ ইলমের মাধ্যমে মজবুত হবে।
যদি ইলমের সাথে জিহাদ না থাকে,
তবে সে ইলম সন্ন্যাসীত্বে পরিণত হয়ে যায়।
আর যদি জিহাদের সাথে ইলম না থাকে,
তবে সে জিহাদ ফাসাদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
তাই আলেমের হাতে কলমও থাকতে হবে, তরবারীও থাকতে হবে।
তবেই কলম ও তরবারী উভয়ের মান অক্ষুণ্ন থাকবে।
- মাওলানা মাস্‌ঊদ আযহার রহ.